Columbia University
in the City of New York

LIBRARY

[Hagiographia in the Bengalee language.]

OLD TESTAMENT

TRANSLATED INTO BENGALI

BY

W: CAREY AND J: FOUNTAIN.

IN 4 VOLS.

VOL. 3

HAGIOGRAPHIA.

JOB–SONG OF SOLOMON.

SERAMPUR.

1804

ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।

বিশেষত যাহা

মানুষের ত্রাণ ও কার্য্যশোধিনার্থে প্রকাশ করিয়াছেন।

তাহাই

ধর্ম্ম পুস্তক।

তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারি বর্গ।—

মোশার ব্যবস্থা।—
য়িশরালের বিবরণ।—
গীতাদি।—
ভবিষ্যদ্বাক্য।—

তাহার তৃতীয় বর্গ গীতাদি এই।—

ঐব্রি ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল।—

Serampur
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—
১৮০৪।—
1804

COL. COLL. LIBRARY. N. YORK.

নামোচ্চারনের বর্ন বিচার।

6 Ap. 85.

কোন স্বর বর্নের নীচে যদি বিন্দু থাকে তবে সে বর্নের আরব্বি [illegible] মত উচ্চারন হইবে।

য়্‌—যর নীচে যদি কোন বিন্দু থাকে তবে [illegible] উচ্চারন হইবে।

স্‌—সর নীচে যদি কোন বিন্দু তবে [illegible] মত।

ক্‌—কর নীচে যদি তবে [illegible] মত।

?—যেখানে জিজ্ঞাসা সেখানে এই মত চিহ্ন।

মূলে—যে কোন চিহ্ন থাকে তাহা টীকায় মূল ঠিকানার কারণ দেয়া যাবে ?।

21090

নির্ঘণ্ট ।—

আইওবের বিবরণ ।—

দাঊদের গীত ।—

হিতোপদেশ ।—

উপদেশক ।—

গীতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গীত ।—

গীতাদি।—

আইওবের বিবরণ পুস্তক।—

প্রথম পর্ব্ব।—

১ ঊষ দেশে এক জন ছিল তাহার নাম আইওব।
সে জন শুদ্ধসত্ত্ব ও প্রকৃতধার্ম্মিক ঈশ্বরভীত ও কুক্রিয়া
২ পরাঙ্মুখ। তাহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিল।
৩ তাহার সম্পত্তি সাত সহস্র মেষ ও তিন সহস্র উষ্ট্র
ও পাঁচ শত যোড়া বলদ ও পাঁচ শত গর্দ্দভী ও বিস্তর
পরিবার তাহাতেই এ মনুষ্য পূর্ব্বদিগের সকল লোক
হইতে ধনবান ছিল।—
৪ তাহার পুত্রেরা আপন২ ঘরে প্রত্যেক জন আপন
নিরূপিত দিনে ভোজন করাইত এবং লোক পাঠাইয়া
তাহারদের তিন ভগিনীকে আপনারদের সহিত ভোজন
৫ ও পান করিতে নিমন্ত্রণ করিল। তাহারদের ভোজন
দিন ফুরাইলে পর আইওব লোক পাঠাইয়া তাহার
দিগকে পবিত্র করিল এবং প্রত্যূষে উঠিয়া তাহার
দের সকলের সংখ্যানুযায়ী হোম করিল কেননা
আইওব বলিল কি জানি যদি আমার পুত্রেরা পাপ
করিয়া থাকে ও মনে২ যদি ঈশ্বরকে বিদায় দিয়া
থাকে। আইওব ইহা নিত্য করিত।—

৬ কোন দিনে ঈশ্বরের পুত্রেরা যিহ্বহার সঙ্গে সাক্ষাত
করিবার নিমিত্তে আইল এবং শয়তান ও তাহারদের
৭ মধ্যে আইল। তখন যিহ্বহা শয়তানকে কহিলেন
তুমি কোথা হইতে আইলা? শয়তান প্রত্যুত্তর করিয়া
যিহ্বহাকে বলিল পৃথিবীতে বেড়ান ও ইতস্ততো ভ্রমন
৮ হইতে আমি আসিয়াছি। তৎপরে যিহ্বহা শয়তানকে
কহিলেন তুমি কি আমার সেবক আইওবকে মনে
করিয়াছ? কেননা তাহার তুল্য পৃথিবীতে কেহ নহে
যে হেতুক তিনি শুদ্ধসত্ত্ব ও প্রকৃতার্থিক মানুষ ঈশ্বর
৯ ভীত ও কুক্রিয়া পরাঙ্মুখ। শয়তান প্রত্যুত্তর করিয়া
যিহ্বহাকে বলিল আইওব কি ফলানুসন্ধান ব্যতিরেকে
১০ ঈশ্বরের সেবা করে? তাহার ও তাহার বাটীর ও
তাহার সকল সম্পত্তির চতুর্দ্দিগে বেড়া তুমি কি না
দিয়াছ? তাহার হাতের কার্য্যের মঙ্গল তুমি করিয়াছ
১১ এবং দেশের মধ্যে তাহার ধন বাড়িয়াছে কিন্তু সম্প্রতি
তুমি হাত বিস্তার করিয়া তাহার যাহা আছে তাহা
স্পর্শ কর তখন তোমাকে তোমার সাক্ষাতে বিদায়
১২ দিবে কি না?। যিহ্বহা শয়তানকে বলিলেন দেখ
তাহার সকলি তোমার হাতে আছে কেবল তাহার
উপর হাত দিও না। তখন শয়তান যিহ্বহার সম্মুখ
হইতে বাহিরে গেল।—

১৩ তারপর এক দিনে তাহার পুত্র ও কন্যারা আপনার
দের দাদার ঘরে ভোজন ও পান করিতে গেল
১৪ তৎকালে এক জন দূত আইওবের নিকটে আসিয়া
বলিল বলদেরা হাল বহিতেছিল ও গাধীরা তাহার

১৫ দের নিকটে চরিতেছিল তৎকালে শবা লোকেরা
আসিয়া সে সকলকে লুটিয়া লইল ও চাকরেরদিগকে
তলোয়ার দিয়া মারিল আমি কেবল বাঁচিয়া তোমাকে
১৬ সমাচার দিতে আসিয়াছি। সে জনের কথা কহনের
কালে আর এক জন আসিয়া বলিল ঈশ্বরের
অগ্নি স্বর্গ হইতে পড়িয়া সকল মেষ ও চাকরের
দিগকে পোড়াইয়াছে ও তাহারদিগকে নষ্ট করিয়াছে
কেবল আমি বাঁচিয়া তোমাকে সমাচার দিতে
১৭ আসিয়াছি। সে জন কহিতেং আর এক জন
আসিয়া বলিল কাশদীরা সৈন্যের তিন দল করিয়া
উষ্ট্রেরদিগকে লুটিয়া লইয়াছে ও চাকরেরদিগকে
তলোয়ার দিয়া মারিয়াছে আমি কেবল বাঁচিয়া
১৮ তোমাকে সমাচার দিতে আসিয়াছি। সে জন
কহিতেং আর এক জন আসিয়া বলিল তোমার পুত্র
ও কন্যারা আপনারদের দাদার বাড়িতে ভোজন
১৯ করিতেছিল ও দ্রাক্ষারস পান করিতেছিল তৎকালে
মহাবায়ু বন হইতে আসিয়া সে ঘরের চারি
কোনায় লাগিল তাহাতে যুবারদের উপরে ঘর পড়িল
তাহাতে তাহারা মরিয়াছে এবং আমি একাকী
২০ বাঁচিয়া তোমাকে সমাচার দিতে আসিয়াছি। তখন
আইওব উঠিয়া আপন কাপড় চিরিল ও আপন মাতা
২১ কামাইল ও ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিয়া বলিল
আমার মাতার গর্ব্ভ হইতে আমি উলঙ্গ হইয়া
আসিয়াছি এবং উলঙ্গ হইয়া ফিরিয়া যাইব। যিহ্বহা
দিয়াছেন ও যিহ্বহা লইয়াছেন যিহ্বহার নাম ধন্য।

২২ এ সকলেতে ও আইওব পাপ করিল না এবং
অজ্ঞানের মত য়িহুহার দোষ বলিল না।

পর্ব্ব ২
১ তৎপর কোন এক দিনে ঈশ্বরের পুত্রগন য়িহুহার
সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আইল এবং শয়তান ও তাহার
দের মধ্যে আসিয়া য়িহুহার সাক্ষাতে দাঁড়াইল।
২ এবং য়িহুহা শয়তানকে বলিলেন তুমি কোথা হইতে
আইলা? শয়তান প্রত্যুত্তর করিয়া য়িহুহাকে বলিল
পৃথিবীতে বেড়ান ও ইতস্ততো ভ্রমন হইতে আমি
৩ আসিয়াছি। পরে য়িহুহা শয়তানকে কহিলেন আমার
সেবক আইওবকে তুমি কি মনে বিচার করিয়াছ?
কেননা তাহার তুল্য পৃথিবীতে কেহ নাই তিনি শুদ্ধ
সত্ব ও প্রকৃতার্থিক লোক ঈশ্বরভীত ও কুক্রিয়া
পরাঙ্মুখ। তুমি তাহাকে অকারন বিনাশ করিতে
আমাকে ঘাঁটাইয়াছ কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তিনি আপন
৪ প্রকৃতার্থ ছাড়েন না। তখন শয়তান প্রত্যুত্তর করিয়া
য়িহুহাকে বলিল চর্ম্মের কারন চর্ম্ম মানুষ আপন
প্রানের কারন ও * সকল দেয়ই। কিন্তু এখন তোমার
৫ হাত বিস্তার করিয়া তাহার হাড় ও তাহার মাংস স্পর্শ
কর তবে তোমার সাক্ষাতে তোমাকে বিদায় দিবে কি
৬ না?। পরে য়িহুহা শয়তানকে কহিলেন দেখ তিনি
তোমার হাতে আছেন কেবল তাহার প্রান রক্ষা কর।
৭ তখন শয়তান য়িহুহার সম্মুখ হইতে গেল ও
আইওবকে পায়ের তলা অবধি মাথারতালুয়া পর্য্যন্ত

---

* অর্থাৎ প্রান রক্ষার কারন।

৮ মহাজ্বলন বিষ্ফোট দিল। তাহাতে তিনি একখানি
খুলা লইয়া আপনার গা চাঁচিলেন এবং ছাইর
মধ্যে বসিলেন।—
৯ পরে তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিল এখনও কি তুমি
তোমার প্রকৃত শীল ছাড়িবা না? ঈশ্বরকে বিদায় দিয়া
১০ মর। তিনি তাহাকে বলিলেন তুমি কোন অজ্ঞান স্ত্রী
লোকের মত কথা কহিতেছ আমরা কি ঈশ্বরের
হাত হইতে ভালই পাইব মন্দ পাইব না? এ সকলে
আইওব তাহার ওষ্ঠাধরেতে পাপ করিল না।—
১১ আলীফজ তীমনী ও বল্দদ সূখি ও সোফরন
আমতী আইওবের এই তিন জন বন্ধু তাহার সে
সকল দুর্দ্দশার কথা শুনিতে পাইয়া তাহার সহিত
রোদন করিতে ও তাহাকে সান্ত্বনা করিতে যুক্তি করিয়া
১২ আপনং স্থান হইতে সে স্থানে আইল। এবং তাহারা
অতি দূরে থাকিয়া এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া তাহাকে
চিনিতে পারিল না কিন্তু প্রত্যেক জন ক্রন্দন করিল
এবং আপনং বস্ত্র ছিঁড়িয়া ও আকাশেরদিগে
১৩ আপন মস্তকে ধূলা ছড়াইল পরে তাহার সহিত সাত
দিবা রাত্রি মৃত্তিকায় বসিল এবং কেহ কথা কহিল না
কেননা তাহারা দেখিল যে তাহার বড় যন্ত্রণা হইল।
পর্ব্ব ৩ ইহার পরে আইওব আপনার মুখ বিস্তার করিয়া
আপনার দিনকে* শাপ দিল এবং আইওব এ কথা

---

* অর্থাৎ আপনার জন্মদিন।

৩ কহিলেন যে দিন আমার জন্ম হইয়াছিল এবং যে
রাত্রি পুরুষ বালক গর্ব্ভে স্থিত কথা প্রচার হইয়াছিল
৪ সে দিনের সর্ব্বনাশ হউক। সে দিন অন্ধকারময়
হউক ঈশ্বর উপরে থাকিয়া তাহার আদর করুন না
৫ দীপ্তির আলো তাহার উপরে হউক না অন্ধকার ও
মৃত্যুদায়ী ছায়া তাহার কলঙ্ক করুক মেঘ তাহার
উপরে বাস করুক। সে দিন আপনার অমঙ্গলেতে
৬ ভীত হউক সে রজনী অত্যন্ত অন্ধকারাকর্ষিত হউক
সে দিন বৎসরের দিনের গননের মধ্যে না হউক
৭ সে দিন মাসের সঙ্খ্যার মধ্যে আইসুক না। সে রাত্রি
৮ অফলা হউক তাহাতে গান হউক না। যাহারা
ক্রন্দন করিতে উদ্যত হইয়া দিনেরে শাপ দেয় তাহারা
৯ তাহারিও শাপ দিউক। তাহার প্রভাতের তারা
অতেজস্কর হউক সে রাত্রি দীপ্তির অপেক্ষা করিলে
তাহার অভাব হউক তাহা ভোরে অরুন দেখিতে
১০ পাউক না কেননা সে আমার মাতার গর্ব্ভের দ্বার বন্ধ
করিল না এবং আমার চক্ষু হইতে দুঃখ লুকাইল না।
১১ আমি গর্ব্ভে কেন মরিলাম না আমি ভূমিষ্ঠ হবামাত্রে
১২ কেন প্রান ত্যাগ করিলাম না হাটু এবং আমার
নিমিত্তে চোষনীয় স্তন আমার মরন নিষেধ কেন
১৩ করিল তাহা না হইলে আমি এখন শুইতাম আরাম
পাইতাম ঘুমাইতাম।—

১৪ আমি পৃথিবীর যে রাজারা ও পতিরা আপনারদের
১৫ জন্যে শূন্য স্থান করে কিম্বা স্বর্নাধিকারী ও রূপাতে
পূর্ন বাড়ীর অধিকারী অধ্যক্ষেরদের সহিত বিশ্রাম

১৬ পাইতাম কিম্বা অকাল গর্ব্ভপাত কিম্বা যে বালক
আলো কখন দেখে না তাহারদের মত অবিদ্যমান
১৭ হইতাম। সেখানে দুষ্টেরা আর দুঃখ দেয় না
১৮ এবং শ্রান্তেরা বিশ্রাম পায়। সেখানে বন্দুয়ানেরা
নিরানন্দে থাকে ও দুষ্ট দণ্ডদায়ির শব্দ শুনিতে পায়
১৯ না। ইতর ও মহৎ সেখানে সমান ও দাস আপনারি
২০ প্রভু হইতে মুক্ত। যাহারা মৃত্যুর অপেক্ষা করে কিন্তু
২১ তাহা হয় না এবং যেমত গুপ্ত ধনের কারণ খুদে সে
২২ মত তাহার কারণ খুদে যাহারা কবর পাইতে পারিলে
২৩ আহ্লাদিত হইয়া আনন্দ করে যাহার পথ গুপ্ত আছে ও
যাহার চতুর্দ্দিগে ঈশ্বর বেড়া দিয়াছেন এমন বড় ক্লিষ্ট
লোককে দীপ্তি এবং তিক্ত প্রাণী লোককে জীবন কি জন্য
২৪ দেয়া যায়? কেননা আমি ভোজনীয় দ্রব্য বিদ্যমান
থাকিতেও কোঁকাই এবং আমার রোদন জলের মত
২৫ ঢালিয়া পড়ে কেননা যে দশায় আমি ভীত ছিলাম তাহা
হইল ও যাহাতে ত্রাস পাইয়াছিলাম তাহাও হইয়াছে।
২৬ আমার আর সুখ নাই আমার শান্তি সকল গিয়াছে
আমার আর বিশ্রাম নাই কিন্তু দুঃখ আসিতেছে।

পর্ব্ব আলীফাজ তীমনী প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল আমরা
৪ যদি তোমাকে কথা কহিতে প্রবর্ত্ত হই তবে কি তুমি
ক্লিষ্ট হইবা না কিন্তু কেটা কথা কহিতে নিবর্ত্ত হইতে
৩ পারে? দেখ তুমি অনেককে শিক্ষাইয়াছ ও শ্রান্ত
৪ হাতের বল দিয়াছ তোমার বাক্য পতনকালীন লোক
কে ওঠাই। তুমি ও দুর্ব্বল হাঁটু শক্ত করাইয়াছ
৫ কিন্তু এখন তাহা তোমার ওপর আইলে তুমি ব্যাকুল

হইয়াছে তাহা তোমাকে স্পর্শিলে তুমি ভয়ার্ত্ত হইয়াছ
৬ তোমার ঈশ্বর সেবন কি তোমার বিশ্বাসনীয় নহে?
তোমার চলনের সরলতা কি তোমার সম্ভ্রম নহে?।
৭ মনে করিয়া দেখ নিষ্পাপী হইয়া কাহার সর্ব্বনাশ হয়
এবং প্রকৃতার্থীরা উচ্ছন্ন কোথায়? যাহারা অযথার্থ
৮ হাল বহে ও দুষ্টতার বীজ বুনে তাহারা সেইমত ফসল
৯ পায় আমি যেমন ইহা দেখিয়াছি তেমন হয় তাহারা
ঈশ্বরের ফুঁকেতে নিধন হয় তাহার নাকের নিশ্বাসে
১০ তাহারা নষ্ট হয়। সিংহের গর্জ্জন ও দুরন্ত সিংহের
১১ শব্দ বৃথা ও ক্ষুদ্র সিংহের দন্ত ভাঙ্গা গেল ও বড়
সিংহ আহার অভাবেতে মরে ও সিংহের বাচ্চা
১২ ছিন্নভিন্ন হয়। যে কালে ঘোর নিদ্রা মানুষের উপর
১৩ পড়ে সে কালে রাত্রের স্বপ্নের মত দৃষ্টির ভাবনায়
এক কথা আমার কাছে প্রকাশিত হইল এবং তাহার
১৪ কিছু আমার কর্ণ গোচর হইল। ত্রাস ও কম্প আমার
১৫ উপর পড়িল যাহাতে আমার সকল হাড় নড়িল এক
আত্মা আমার সম্মুখে গমন করিল তাহাতে আমার
১৬ গাত্র লোমাঞ্চিত হইল সে আত্মা উপস্থিত হইল কিন্তু
তাহার মূর্ত্তি আমি চিনিতে পারিলাম না এক প্রতিমা
আমার সম্মুখে ছিল তৎকালে নিঃশব্দ হইল পরে
১৭ আমি এক রব শুনিতে পাইলাম সে এই মরণীয় মনুষ্য
কি ঈশ্বর হইতে প্রকৃতার্থিক হয়? মনুষ্য কি আপনার
১৮ সর্জ্জক হইতে নির্ম্মল হয়? দেখ তিনি আপন দাসের
দের বিশ্বাস করেন না এবং আপনার দূতের দিগকে
১৯ অজ্ঞান বলেন তবে যাহারা মৃত্তিকার ঘরে বাস

করে যাহারদের ভীতি ধূলায় হইয়াছে যাহারা গান্ধি
পোকার মত চেষ্টা তাহারদিগেরে কত কম বিশ্বাস
২০ করেন? তাহারদের প্রভাত হইতে সায়ং-কাল পর্য্যন্ত
বিনাশ হয় তাহারা স্থাপিত না হইয়া নিরবধি
২১ নিপাতিত আছে দেখ তাহারদের অন্তরস্থ উত্তমতা
যায় তাহারা অজ্ঞান হইয়া মরিয়া যায়।

পর্ব্ব যদি কেহ প্রতিবাদী হয় তবে এখন বাদী হও
৫ পুন্যবানের মধ্যে ও কাহার অপেক্ষা করিবা কেননা
ক্রোধ অজ্ঞানকে মারিয়া ফেলে এবং দ্বেষ মাৎসর্য্য
লোককে হত্যা করে।

আমি অজ্ঞানকে শিকড় গাড়িতে দেখিয়াছি কিন্তু
৪ তৎক্ষণে তাহার নিবাসকে শাপ গ্রস্ত জানিলাম তাহার
ছাওয়ালেরা রক্ষা হইতে দূর হইয়াছে তাহারা দ্বারে*
৫ চেপ্টা হয় ও নিস্তার করিতে কেহ নাই। ক্ষুধিতেরা
তাহার ফসল খাইয়া ফেলে এবং তাহা কাঁটার মধ্য
হইতেও লয় এবং চোরেরা তাহার ধন ভক্ষণ করে।
৬ ক্লেশ ধূলা হইতে বাহির হয় না বটে ও দুঃখ
৭ মৃত্তিকা হইতে বেরায় না বটে কিন্তু যেমন অগ্নির
ভাপা উপরে উড়ে তেমন মনুষ্য পরিশ্রমের কারণ
৮ জাত আছে। আর যদি এ দশা হইত তবে অতি
৯ অনিবর্চনীয় ও বড় অসংখ্য আশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী
ঈশ্বরের প্রতি আমি প্রার্থনা করিতাম এবং আমার
১০ সকল বিষয় ঈশ্বরের নিকটে সমর্পণ করিতাম। তিনি

---

* অর্থাৎ আদালতে।

নীচ লোকেরদের উচ্চ করন এবং দুঃখিরদের রক্ষা
করনের জন্যে পৃথিবীতে বৃষ্টি ও ক্ষেত্রে জল দেন
১২ তিনি খলেরদের অনুসন্ধান বৃথা করেন যেন তাহার
দের নিয়মিত কার্য্য স্বহস্তে পুতুল হইতে পারে না
১৩ তিনি জ্ঞানবানেরদিগকে আপনারদের কুজ্ঞানে
আটকান এবং পামরেরদের পরামর্শ অধঃপাতিত হয়।
১৪ তাহারা দিনে অন্ধকারে গতি করে এবং মধ্যাহ্নে রাত্রি
১৫ গমনের ন্যায় হাতড়িয়াং যায়। কিন্তু তিনি দরিদ্রের
দিগকে তলোয়ারহইতে ও তাহারদের মুখহইতে ও বল
১৬ বানেরদের হাতহইতে রক্ষা করেন সেকারনে দরি
দ্রের ভরসা আছে এবং অযথার্থ নিজ মুখ মুদে।
১৭ দেখ যে জনকে ঈশ্বর শিক্ষান সে জন ধন্য অতএব
১৮ সর্ব্বশক্তিমানের অশান্তি তুচ্ছ করিও না। কেননা তিনি
পীড়া দেন ও ঘা বাঁধেন তিনি হানেন এবং আপন হাত
১৯ দিয়া সুস্থ করেন। তিনি ছয় দুর্গতিতে উদ্ধার
করেন সাতটা হইলেও আপদ তোমাকে ঘটিবে
২০ না। তিনি আকালে মরন হইতে এবং সংগ্রামে
তলোয়ারের হাত হইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন।
২১ জিহ্বার আঘাত হইতে তোমাকে গোপন করিতে
হইবে সর্ব্বনাশ আইলে ও তুমি তাহাতে ভয় করিবা
২২ না। বিনাশ ও আকাল দেখিয়া তুমি হাসিবা এবং
২৩ মাটের জন্তুরদিগকে তুমি ভয় করিবা না কেননা
তুমি ক্ষেত্রের পাতরের সহিত নিয়ম করিবা মাটের
২৪ জন্তু ও তোমার সহিত পীতি আচরন করিবে। তুমি
জানিবা যে তোমার বসতি নিরাপদি থাকিবে তুমি

২৫ ভুল না করিয়া ও আপন নিবাস দেখিবা। তুমি
জানিবা যে তোমার অনেক বংশ হইবে ও যে তোমার
২৬ সন্তান পৃথবীর তৃনের মত হবে। যেমন শস্যের
পুঞ্জ আনন কালে তেমন তুমি পাকা হইয়া কবরে
২৭ যাইবা। এই দেখ আমরা ইহা বিচার করিয়াছি তাহা
এমন আছে তাহা শুনিয়া আপনার কল্যানের কারন
জানহ।—

পর্ব্ব পরে আইওব প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল আহা যদিত
৬ আমার দুঃখ তৌল হইত এবং আমার দুর্গতি একত্র
৩ দাঁড়িতে তুলা যাইত তাহা এখন সমুদ্রের বালি
হইতেও ভারি হইত অতএব আমার বাক্য গুপ্ত হইল।
৪ কেননা সর্ব্বশক্তিমানের বান আমার মধ্যে প্রবিষ্ট
আছে যাহার বিষেতে আমার প্রান পর্য্যন্ত ও ভক্ষিত
হইয়াছে ঈশ্বরের ভীষনতা সকল আমার বিপরিতে
৫ আপনারদিগকে সজ্জিত করে। বনগাধা কি ঘাস
থাকিতে চীৎকার করে কিম্বা গরু আপনার
৬ গোয়ালের উপর হাম্বা করে। যাহা নিস্বাদু তাহা কি
লবন না হইলে খাওয়া যায়? কিম্বা ডিমের নালে কি
৭ সুস্বাদু আছে?। আমার মন তাহা ছুইতে চাহে না
তাহা আমার দুঃখদায়ী ভক্ষ্য।—

৮ আহা যদি আমার প্রার্থিত পাইতে পারিতাম আহা
৯ যদি ঈশ্বর আমার অপেক্ষিত আমাকে দিবেন তাহা
এই আমাকে ধ্বংস করিতে যদি ঈশ্বরের সন্তোষ
১০ হইত ও যে তিনি আপন হস্ত বন্ধন খুলিয়া আমাকে
উচ্ছেদন করিবেন তাহা হইলে আমার সান্ত্বনা হইবে

আমি ও দুঃখে আপনাকে কঠিন করিব তিনি দয়া
না করুন কেননা স্বয়ং ধর্ম্মস্বরূপে বাক্য আমি গুপ্ত
১১ করিলাম না। আমি যে ভরসা করি আমার এমন
বল কি? এবং আমি যে আয়ু রক্ষা করি তাহাতে
১২ আমার কারণ কি। আমার বল কি পাতরের বল? ও
১৩ আমার মাংস কি পিত্তল?। অবশ্য আমার ওপকার
আপনার মধ্যে নহে আমার বুদ্ধি কি আমা হইতে
ষোলোয়ানা দূরীকৃত হইয়াছে?।—
১৪ দুঃখে গলিত লোককে বন্ধুর দয়া করন কর্ত্তব্য
কিন্তু সে জন * সর্ব্বশক্তিমানের ভয় ত্যাগ করে।
১৫ যে নদী নীহারে কালা হইয়াছে ও যাহার মধ্যে বরফ
১৬ লুকিয়া থাকে কিন্তু তপ্ত হবামাত্রে অন্তর্দ্ধান হয়
১৭ এবং গ্রীষ্ম হইলে আপনার স্থান ছাড়িয়া লুপ্ত হয়
১৮ তাহারদের গতি অন্যমত হয় তাহার অভাব হয় ও
১৯ তাহারদের ক্ষয় হয়। সে নদী তমার কাফ্লার অপেক্ষিত
ছিল ও শবার সহচরেরদের অপেক্ষিত ছিল ও
২০ তাহারা ভরসা করিল সেকারণ লজ্জিত ছিল তাহারা
সেইখানে যাইয়া লজ্জিত ছিল এমন নদীর ন্যায়
২১ আমার ভ্রাতারা ভ্রান্তি জন্মাইয়াছে তাহারা নদীর
স্রোতের মত বহিয়া যায়। কেননা এখন তোমরা কিছু
নহ আমার ভাঙ্গ দেখিয়া তোমরা ত্রস্ত হইয়াছ।
২২ আমাকে কিছু দিও তোমারদের ধনের কিছু আমাকে
দিও আমাকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা কর আমাকে

---

* অর্থাৎ যে জন বন্ধুকে দয়া না করে।

২৩ দুর্জ্জনের হাত হইতে মুক্ত কর আমি কি ইহা
২৪ কহিয়াছিলাম? আমাকে শিক্ষাও আমি চুপ করিব
আমার যে চুক হইয়াছে তাহা আমাকে জানাও।
২৫ প্রকৃত কথা কেমন বলবান কিন্তু তোমারদের মীমাংস
২৬ সায় কি করে?। নির্ভরসা ব্যক্তির বায়ুর ন্যায়
বাক্যকে দূষাইতে তোমরা কি কথা ঠাওরাইতেছ?
২৭ তোমরা পিতৃহীনকে চাপাইতেছ ও তোমারদের
২৮ বন্ধুর কারন খাদ খুদিতেছ। অতএব এখন শান্ত
হও আমাকে দেখ আমি তোমারদের প্রতি ও
দেখিতেছি দেখ আমি মিথ্যা কথা কহি কি না।
২৯ এখন ফের তাহা অযথার্থ হওক না পুনর্ব্বার ফির
তাহাতে আমার ধর্ম্ম হইবে। আমার জিহ্বায় কি
৩০ অযথার্থ আছে? আমার তালুয়া কি মন্দ রস
জানিতে পারে না?।—

পর্ব্ব পৃথিবীতে মনুষ্যের কি নিরুপিত আয়ু নহে? তাহার
৭ দিন কি মজুরের দিনের মত নহে? যেমত দাস
ছায়া চেষ্টা করে ও যেমত মজুর তাহার মজুরির
৩ অপেক্ষা করে সেমত আমি নিরর্থক মাসাধিকারী
কৃত আছি ও ক্লেশপূর্ন রাত্রি আমার কারন
৪ নিরুপিত আছে। শয়ন কালে আমি বলি আমি
কখন উঠিব? রাত্রি কখন পোয়াবে? প্রভাত পর্য্যন্ত
৫ আমি ছটফট করনে পূর্ন আছি। আমার গায়ে
কীট ও ধূলার ঢেলা পরা আছে আমার ছাল

৬ সিঁড়িয়াছে ও গলিত হইয়াছে আমার দিন তাঁতির
মাকুর মত শীঘ্রগামী ও ভরসাহীন ব্যয়িত
৭ হইয়াছে। মনে কর যে আমার প্রাণ বায়ুমাত্র আছে
৮ আমার চক্ষু আর মঙ্গল দেখিবে না। যাঁহারা আমাকে
দেখে তাহারদের আঁক্ষি আর আমাকে দেখিতে পাইবে
না তোমার দৃষ্টি আমার ওপর হইলে আমি নহে।
৯ মেঘ যেমত ক্ষীন হইয়া বহিয়া যায় সেমত যে জন
১০ কবরে নামে সে আর ওঠিবে না। সে আপনার ঘরে
আর যাইবে না আপনার স্থান তাহাকে আর জানিবে
১১ না। সেকারন আমার মুখকে বারন করিব না আমার
আত্মার দুঃখে কহিব আমার মনের তিক্ততায় কথা
১২ কহিব। আমি কি সমুদ্র কিম্বা কুম্ভীর যে আমার
১৩ ওপর তুমি চৌক দিতেছ? আমি যদি কহি আমাকে
শয্যে সান্ত্বনা করিবে আমার বিছানার ওপরে মনের
দুঃখ সান্ত্ব হইবে তবে স্বপ্নেতে তুমি আমাকে ভয়
১৪ দেখাইতেছ ও স্বপ্নবৎ দর্শনেতে আমাকে ত্রাস দিতেছ
১৫ সেকারন প্রানবারন হইতে আমার মন টুঁটিটিপা পসন্দ
করে এবং আপনার অস্থিধারন হইতে মৃত্যুকে অধিক
১৬ চাহে! আমি তাহা ঘৃনা করি আমি সদাকাল বাঁচিতে
চাহি না আমাকে ছাড়িয়া দেহ কেননা আমার দিন
১৭ শূন্যতামাত্র। মনুষ্য কি যে তাহাকে তুমি বড় করিয়াছ
১৮ ও যে তোমার মন তাহার প্রতি হয় ও যে প্রত্যেক প্রাতঃ
কালে তাহাকে দেখিতেছ ও পলকেং তাহার বিচার
১৯ করিতেছ? তুমি কতকাল আমাকে ছাড়িয়া যাইবা না?
ও যতক্ষনে আমার থুথু গিলি ততক্ষন ও কি আমাকে

২০ ত্যাগ করিবা না? হে মনুষ্যের রক্ষক আমি পাপ
করিয়াছি ও তোমাকে কি করিব? যেমন আমি
আপনার ভার আপনি হই তেমন কিকারন আমাকে
২১ তোমার বিরুদ্ধে থুইয়াছ? কিকারন আমার পাপ
মাফ কর না? ও আমার অযথার্থ মোচন কর না?
কেননা এখন আমি ধূলায় শুইব তুমি প্রত্যুষে
আমার তত্ব করিবা কিন্তু আমি থাকিব না।—

পর্ব্ব ৮ তখন বলদাদ সুখী প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল।
তুমি কতকাল এ কথা বলিবা? ও তোমার মুখের কথা
৩ ঝড় বাতাসের মত কতকাল হইবে? ঈশ্বর কি বিচার
বিপরিত করিবেন? সর্ব্বশক্তিমান কি ন্যায় বিপরিত
৪ করিবেন?। তোমার পুত্রেরা তাহার বিরুদ্ধে যদি পাপ
করিয়া থাকে তাহারদিগকে তাহারদের অযাথার্থ্যের
৫ কারন যদি তিনি ত্যাগ করিয়া থাকেন তবু তুমি যদি
ভোরে প্রভুর অন্বেষন কর ও সর্ব্বশক্তিমানের
৬ কাছে যদি প্রার্থনা কর তুমি যদি শুচি ও যাথার্থিক
হইতা তবে তিনি তোমার কারন জাগ্রত হইয়া
তোমার ধর্ম্মের বসতির মঙ্গল অবশ্য করিতেন
৭ তোমার প্রথমে যদি অল্প হইত তবে তোমার
শেষ কালে অনেক বাহুল্য হইত। আমরা কেবল
৮ কালিকার লোক ও কিছু জানি না কেননা পৃথিবীতে
আমারদের দিন ছায়ার মত আছে অতএব আমি এ
মিনতি করি পূর্ব্ব কালের লোককে জিজ্ঞাসা কর
৯ এবং তাহারদের পিতারদের কথা বিচার করিতে

১০ প্রবৃত্ত হও। তাহারা কি তোমাকে শিক্ষাইবে না? ও
তোমাকে কি কহিবে না? এবং আপনারদের অন্তঃকরণ
১১ হইতে কি কথা কহিবে না? নল কাদা না হইলে কি
১২ বাড়িতে পারে? দাম কি জল বিনা বাড়িতে পারে? তাহা
এখন তেজমন্ত এবং আকাটা হইয়া আর সকল তৃণের
১৩ পূর্ব্বে শুষ্ক হইয়া যায়। যত লোক ঈশ্বরকে মনে
রাখে না তাহারদের গতি এই মত এবং দুরাচারের
১৪ ভরসার ক্ষয় হইবে। তাহার ভরসা ছেদিত হবে ও
১৫ তাহার বিশ্বাস মাকড়ের জালের স্বরূপ হবে। সে
জন আপন বাটীর ওপর ভর দিবে কিন্তু তাহা স্থির
হবে না সে তাহা শক্ত করিয়া ধরিবে কিন্তু তাহা
১৬ রহিবে না। সে জন সূর্য্যের সম্মুখে তাজা আছে
১৭ তাহার ওদ্যানে কোমল শাখা বাড়িবে। তাহার
শিকড় কূপের চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত হইয়াছে এবং
১৮ পাথরের স্থল দেখে। আপন স্থান হইতে যদি তাহার
নাশ হয় তবে সে হেয়জ্ঞান করিয়া বলিবে আমি
১৯ তাহাকে জানি না। দেখ তাহার চলনের আনন্দ এই
২০ ধূলা হইতে অন্য ও বাড়িবে। দেখ সাধু মানুষকে
২১ ঈশ্বর ত্যাগ করিবেন না এবং তোমার মুখ হাস্য
পূর্ণ ও তোমার ওষ্ঠাধর আনন্দ পূর্ণ না করিয়া দুর্ম্মতি
২২ লোকেরদের ওপকার করিবেন না। যাহারা
তোমাকে ঘৃণা করে তাহারা লজ্জাচ্ছাদিত হইবে ও
পাপরের বসতি থাকিবে না।—

পর্ব্ব ৯ তৎপরে আইওব প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল। আমি
ইহা সত্য জানি কিন্তু ঈশ্বরের সম্মুখে মনুষ্য যাথা

৩ থিক কেমন করিয়া হইতে পারে?। সে যদি তাহার
সহিত বাদানুবাদ করে তবে সহস্রের মধ্যে এক কথার
৪ ওত্তর দিতে পারিবে না। তিনি অন্তঃকরনে বুদ্ধিমান ও
বলে পরাক্রান্ত তাহার সহিত চেষ্টায় করিয়া ভাগ্যবান
৫ হইল কে?। তিনি পর্ব্বতেরদিগকে লড়াইলে তাহারা ও
জানে না তিনি ক্রোধে তাহারদিগকে ওল্টিয়া ফেলেন।
৬ তিনি পৃথিবী আপনার স্থান হইতে লড়ান তাহার স্তম্ভ
৭ ও কাঁপে। তিনি সূর্য্যকে আজ্ঞা দিলে তাহার ওদয়
হয় না তারাগন ও তিনি ঢাকা করিয়া বন্ধ করেন।
৮ তিনি একাকী স্বর্গ মেলান ও সমুদ্রের ঢেওর ওপর গতি
৯ করেন। তিনি শাকিদায়ী বায়ু ও হিম ও গ্রীষ্ম ও
১০ দক্ষিনদিগের মেঘ সৃষ্টি করেন। তিনি অচিন্তনীয়
১১ মহাকার্য্য এবং অসঙ্খ্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন। দেখ
তিনি আমার নিকট দিয়া যান কিন্তু তাহাকে আমি
দেখিতে পাই না তিনি আমার নিকট হইয়া যান
১২ কিন্তু আমি তাহা জ্ঞাত নহি দেখ তিনি লইয়া যান এবং
ফের দিতে তাহাকে করিবে কেডা? তুমি কি করিতেছ
১৩ এ কথা তাহাকে কহিবে কে?। ঈশ্বর আপন ক্রোধ
সম্বরন করিবেন না অহঙ্কারী ওপকারীরা তাহার নীচে
১৪ হেঁট হয়। অতএব আমি কেমন করিয়া তাহাকে প্রত্যু
ত্তর করিব? এবং আমার বাক্য বাছিয়া তাহার সহিত
১৫ কেমন করিয়া কহিব?। আমি যদি যাথার্থিক হইতাম
তবেও তাহাকে প্রত্যুত্তর দিতাম না কিন্তু আমার বিচার
১৬ কর্ত্তার নিকটে মিনতি করিতাম। যদি আমি নিবেদন
করিলে তিনি প্রত্যুত্তর দিতেন তবে যে আমার কথা

১৭ শুনিতেন তাহাতে আমি আস্থা করিতাম না। কেননা
তিনি মহাঝড়ে আমাকে ভাঙ্গেন তিনি অকারন
১৮ আমার ঘা অনেক করেন। তিনি আমার নিশ্বাস
টানিতে দেন না কিন্তু আমাকে তিক্ততাতে পূর্ণ
১৯ করেন। বলের কথা যদি কহি তবে তিনিই বলবান
বিচার করনের কথা ও যদি কহি তবে আমার সাক্ষী
২০ হবে কে?। আমি আপনাকে যদি নির্দ্দোষী বলি তবে
আমার আপনার মুখ আমার দোষের প্রমান দিবে
আমি সাধু এই কথা যদি কহি তাহাতে ও আমি
২১ যে টেঁটা এই প্রমান দিবে। আমি সাধু বটে
আমি কি আপনার মন জানি না? কিন্তু আপনার
প্রান আমি ঘৃনা করি এ বড় অসম্ভব এক কথা।
২২ অতএব যে তিনি সাধুকে ও পাপরকে সংহার করেন
২৩ এ কথা আমি কহিয়াছি। যদি চাবুক হটাৎ মারে
তবে তিনি অহিংসুকের পরিক্ষা দেখিয়া হাসিবেন।
২৪ দুষ্টেরদের হাতে পৃথিবী দেওয়া গিয়াছে তিনি তাহার
বিচারকর্ত্তারদের মুখ ঢাকেন তা যদি না হয় তবে
২৫ তিনি কোথায় ও কেডা?। সম্প্রতি আমার দিন ডাক
হইতে বেগগামী তাহারা ওড়িয়া যায় তাহারা মঙ্গলের
২৬ দেখা পায় না। বেগগামী জাহাজ এবং সিকার
ধরিতে ওদ্যত বেগগামী নশরপক্ষির মত তাহারা গত
২৭ ও হইয়াছে। আমি আপন দুঃখের কথা কহা ছাড়িব
২৮ আমি আপন মনের ভার ত্যাগ করিয়া শান্ত হইব এ
কথা আমি যদি কহি তবে আমার সকল দুঃখেতে
ভীত হইয়াছি তুমি আমাকে নিরপরাধী জানিবা না

২৯ এই আমি জানি।   আমি যদি পাপী হই তবে
৩০ বৃথা শ্রম করি কেন ?।   আমি যদি বরফের জলে
আপন গা ধুই ও আমার হাত বড় পরিষ্কার করি
৩১ তবে আমাকে তুমি খাদে ডুবাইবা আমার
৩২ আপন বস্ত্র আমাকে ঘৃণা করিবে।   এই কথা
যদি আমি কহি তবে কি হইবে ? কেননা যে আমি
তাহাকে প্রত্যুত্তর দিব যে আমরা বিচারের কারন
এক স্থানে আসিব তাহাতে তিনি আমার মত মনুষ্য
৩৩ নহেন। মধ্যস্থ কেও ও নাই যে উভয়ের উপর হাত
৩৪ দিতে পারে। তিনি আপনার দণ্ড আমার উপর হইতে
লওন তাঁহার যে ভয় সেও আমাকে ভীত করুক না।
৩৫ তখন আমি কহিব এবং তাহাকে ভয় করিব না
কিন্তু আমার এমন দশা নাই।—

পর্ব্ব ১০ আমার আত্মা আমার প্রানেতে পরিশ্রান্ত আছে
আপনার দুঃখের কথার ভার আমি আপনার উপর
হইতে লড়াইব না। আমি আপনার প্রানের তিক্ততায়
২ কহিব। আমি ঈশ্বরকে ইহা কহিব আমার দোষ
বলিও না আপনি কিকারন আমার সহিত বিরোধ
৩ করিতেছ তাহা আমার প্রতি কহন। জোর করা এবং
আপনার হস্তকৃত ক্রিয়া তুচ্ছ করা এবং পামরেরদের
৪ পরামর্শে দীপ্তি করা কি তোমার কর্ত্তব্য ?। তোমার
চক্ষু কি চর্ম্মচক্ষু? তোমার দৃষ্টি কি মনুষ্যের দৃষ্টির মত?।
৫ তোমার দিন কি মনুষ্যের দিনের ন্যায় ? তোমার
৬ বৎসর কি মনুষ্যের কালের মত যে তুমি আমার
অযাথার্থ্য চেষ্টা করিতেছ ও আমার পাপের তত্ত্ব

৭ করিতেছ?। আমি যে পাপাচারী নহি ও যে তোমার
হাত হইতে কেহ মুক্ত করিতে পারে না এই তুমি জ্ঞাত
৮ আছ। তোমার হাত আমাকে সৃজন করিয়াছে এবং
আমার চতুর্দ্দিগ ও নির্ম্মান করিয়াছে তাহা করিয়া ও
৯ তুমি আমাকে নাশ করিতেছ। তুমি মৃত্তিকার
ন্যায় আমাকে করিয়াছ এবং ধুলা আমাকে
পুনর্ব্বার করিবা আমি মিনতি করি ইহা মনে কর।
১০ যেমন দুগ্ধ দুহা যায় তেমন কি আমাকে তুমি
না দুহিয়াছ? এবং যেমন ছানা ঘমা যায় তেমন
১১ কি আমাকে না ঘমাইয়াছ? আমাকে তুমি ছাল ও
মাংসাচ্ছাদিত করিয়াছ এবং আমাকে হাড় ও রগ
১২ বেড়িয়াছ আমাকে তুমি প্রান ও অনুগ্রহ দিয়াছ
এবং তোমার দৃষ্টিকরন আমার প্রান রক্ষা করি
১৩ য়াছে। তুমি আপনার চিত্তে ইহা গুপ্ত করিয়াছ
তোমার সহিত এই সকল তাহা আমি জানি।
১৪ আমি যদি পাপ করি তবে আমারে তুমি ঠিকানা
করিতেছ এবং আমার অযাথার্থ্য মোচন করিবা না।
১৫ যদি আমি পাপ করি তবে সন্তাপ আমার এবং
যদি যাথার্থিক হই তবে ও আমার মাথা তুলিব না।
আমি লজ্জাতে পুর্ন অতএব আমার দুঃখের উপরে
১৬ দৃষ্টি কর কেননা তাহা বাড়িতেছে। যেমন সিংহকে
সিকার করে তেমন আমাকে তুমি সিকার করিতেছ
আমার বিপরিতে তুমি আপনাকে আশ্চর্য্যবান
১৭ দেখাইতেছ আমার বিপরিতে তোমার সাক্ষী তুমি
নুতন করিতেছ ও তোমার ক্রোধ তুমি আমার উপর

বাত্তা হইয়াছে ওগুরং অভাগ্য ও দুঃখী আমার
১৮ বিপরিতে আছে। আমাকে কি কারন গর্ব্ভ হইতে
বাহির করিয়াছ? আহা যদি আমি পুান ত্যাগ
করিতাম এবং কেহ আমাকে নয়নে দেখিতে পাইত
১৯ না তবে হওয়ার পূর্ব্বে আমি যেমন তেমন পুনর্ব্বার
২০ হইতাম ও গর্ব্ভ হইতেই কবরে বহা যাইতাম। আমার
২১ দিন কি অল্প নয়? অতএব যেখান হইতে আমি আর
ফিরিব না অন্ধকার ও মৃত্যুর ছাইয়ার দেশ মূর্ত্তিমন্ত
অন্ধকারের মত অন্ধকার ও মৃত্যুর ছায়াময় অব্যব
২২ স্থিত দেশ এবং আলো অন্ধকারের মত আছে যে
দেশে আমার সেই দেশে যাওনের পূর্ব্বে থাকহ
আমার কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাওনের জন্যে আমাকে
ছাড়িয়া দেও।—

পর্ব্ব ১১ তৎপরে সুফর নআমতী প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল
অনেক কথার প্রত্যুত্তর কি দিতে হইবে না ও
৩ মুখর লোককে কি নির্দ্দোষী বলিতে হবে?। তোমার
দর্প কথাতে লোকে কি চুপ করিবে? ও তুমি নিন্দা
৪ করিলে কেহ তোমাকে কি লজ্জিত করিবে না? তুমি
কহিয়াছ আমার কথা শুদ্ধ আমি তোমার দৃষ্টিতে
৫ নির্ম্মল হইয়াছি। আহা কিন্তু ঈশ্বর যদি কহিতেন
৬ এবং তোমার বিরুদ্ধে আপন মুখ খুলিতেন। এবং
যে বিদ্যা গুপ্ত আছে সে বিদ্যা প্রকাশিত বিদ্যার
দ্বিগুন ইহা যদি ঈশ্বর তোমাকে জানাইতেন তোমার
অযথার্থ্য চরনের উচিত যে ফল তাহার কম ফল যে

৭ ঈশ্বর তোমাকে দেন ইহা জান। তুমি তত্ব করনের
দ্বারায় কি ঈশ্বরের বিষয় জানিতে পারিবা? সর্ব্বশক্ত
৮ বাক্তের সকল তত্ব কি তুমি পাইতে পার? তাহা
স্বর্গের মত ওচ্চ তুমি তাহার কি করিতে পারিবা? তাহা
৯ নরক হইতে নীচ তুমি তাহার কি জানিতে পার? তাহার
পরিমান পৃথিবী হইতে দীর্ঘ এবং সমুদ্র হইতে
১০ ও পুস্থা। তিনি যদি ছেদন করেন কিম্বা বন্ধ
করেন কিম্বা একত্র করেন তবে কেতা তাহাকে বারন
১১ করিতে পারে?। কেননা তিনি প্রতারক মানুষকে
জানেন তিনি অযাথার্থ্য ও দেখেন তবে তিনি কি বিবে
১২ চনা করেন না?। অজ্ঞান মানুষ বন গাধার ছার
মত জন্মিয়াছে কিন্তু সেই জ্ঞানবান হইতে চাহে।
১৩ তুমি যদি আপনার হৃদয় প্রস্তুত কর ও তাহার প্রতি
আপনার হাত যদি বিস্তার কর তোমার হস্তস্থিত
১৪ অযাথার্থ্য যদি দুর কর এবং অযাথার্থ্য তোমার
১৫ নিবাসে যদি বাস করিতে দেও না তবে তোমার মুখ
বেদাগ ওঠাইবা তুমি স্থির হইবা ও ভয় করিবা না।
১৬ কেননা তোমার পরিশ্রম বিস্মৃত হইবা তাহা গত স্রোত
জলের মত তুমি স্মরন করিবা। তোমার পরমায়ু
১৭ মধ্যাহ্ন হইতে নির্ম্মল হইবে তুমি তেজস্বন্ত হইবা
১৮ তুমি প্রভাতের মত ও হইবা। প্রত্যাশা আছে
সেই কারন তুমি শরন লইয়াছ তুমি আপনার
১৯ চতুর্দ্দিগে খনন করিয়া নিরাপদে শয়ন করিবা তুমি
শুইবা এবং কেহ তোমাকে ভীত করিবে না বরং
২০ অনেকে তোমার গোচরে নিবেদন করিবে। কিন্তু

পাপিরের চক্ষুর ক্ষয় হইবে তাহারা বাঁচিবে না তাহার
দের ভরসা প্রাণ ত্যাগ করনের মত হবে।—

পর্ব্ব ১২ তখন আইওব প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল। তোমরাই
২ লোক এ বটে তোমারদের মরনে জ্ঞান মরিবে
৩ ইহার সন্দেহ নহে। কিন্তু যেমন তোমরা বুদ্ধিমান
তেমন আমি। তোমারদের হইতে আমি ছোট নই এ
৪ প্রকার বাক্য জানে না কে? যে জন ঈশ্বরের কাছে
প্রার্থনা করে তিনি তাহাকে উত্তর দিতেন। এমন
আপনার বন্ধুকর্ত্তৃক নিন্দিত কোন ব্যক্তির মত আমি
৫ হইয়াছি। শুদ্ধ সাধু লোক পরিহসিত হইয়াছে। যেমন
সুখী মানুষের দৃষ্টিতে তুচ্ছিত প্রদীপ তেমন পিছলিয়া
৬ পড়িতে উদ্যত লোক হয়। চোরের বসতি ভাগ্যবন্ত
আছে এবং যাহারা প্রভুকে ক্রুদ্ধ করে তাহারা
নিরাপদী আছে তাহারদের হাতে ঈশ্বর দেন।—
৭ কিন্তু সম্প্রতি পশুকে জিজ্ঞাসা কর ও তাহারা
তোমাকে শিক্ষাইবে শূন্যের পক্ষিরদিগকে ও জিজ্ঞাসা
৮ কর এবং তাহারা তোমাকে জানাইবে কিম্বা
পৃথিবীকে কহ এবং সে তোমাকে শিক্ষাইবে সমুদ্রের
৯ মৎস্যেরা ও তোমার নিকটে প্রকাশ করিবে। যে
১০ যিহুহার হাতে সর্ব্ব জীবের প্রাণ ও সকল মানুষের
নিশ্বাস তাঁহার হাত যে ইহা করিয়াছে এ সকলে তাহা
১১ জানে না কে? কর্ণ কি কথার পরিক্ষা করে না? ও মুখের
১২ তালুয়া কি খাদ্যের পরিক্ষা করে না?। বৃদ্ধ মানুষেতে
১৩ জ্ঞান থাকে এবং দীর্ঘায়ুতে বুদ্ধি আছে। তাঁহার
কাছে জ্ঞান ও বল দুই আছে তাহার পরামর্শ ও

১৪ বুদ্ধি আছে। দেখ তিনি ভাঙ্গিলে তাহা পুনর্ব্বার
গাঁথিত হয় না তিনি মানুষকে বন্ধ করিলে আর মোচন
১৫ হয় না। তিনি জল বন্ধিলে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়
১৬ তিনি পাঠাইলে তাহা পৃথিবীকে ওল্টিয়া দেয়। বল
১৭ ও জ্ঞান তাঁহার। ভ্রান্ত ও ভ্রামক তাঁহার কাছে। তিনি
মন্ত্রীরদিগকে নষ্ট করিয়া লইয়া যান ও বিচার কর্ত্তার
১৮ দিগকে উন্মাদ করেন। তিনি রাজারদের বন্ধন
মোচন করেন ও পটুকা দিয়া তাহারদের কমর বান্ধেন।
১৯ তিনি মহৎ লোকেরদিগকে নষ্ট করিয়া লইয়া যান ও
২০ বলবানেরদিগকে ওল্টিয়া দেন। তিনি বিশ্বস্তেরদের
বাক্য স্থানান্তর করেন ও বৃদ্ধ লোকেরদের বিদ্যা
২১ লোপ করেন। তিনি কর্ত্তারদের উপরে নিন্দা ঢালেন
২২ ও বলবানেরদিগকে দুর্ব্বল করেন। তিনি অন্ধকারে
অপ্রকাশিত বস্তু প্রকাশ করেন এবং মৃত্যুর ছায়া
২৩ ও প্রকাশ করেন। তিনি সর্ব্ব দেশীয়েরদিগকে
বাড়ান তৎপরে বিনাশ করেন তিনি দেশ নিবাসীর
দিগকে বিস্তার করেন এবং পুনর্ব্বার খাটো করেন।
২৪ তিনি পৃথিবীস্থ মহৎ লোকেরদের হৃদয় লড়ান তিনি
২৫ তাহারদিগকে অপথ অরণ্য ভ্রমণ করান তাহারা
আলো না পাইয়া অন্ধকারে হাতড়িয়াং যায় তাহার
দিগকে মাতালের মত তিনি চলমল করেন।

পর্ব্ব ১৩ দেখ এ সকল আমার চক্ষু দেখিয়াছে এবং আমার
কর্ণ তাহাও শুনিয়াছে ও বুঝিয়াছে। তোমরা যাহা
জান তাহাও আমি জানি আমি তোমারদের হইতে
৩ ছোট নহি। অবশ্য আমি সর্ব্বশক্তিমানকে কহিতাম

৪ আমি ঈশ্বরের সহিত বিচার করিতে চাহিতাম। তোমরা
সকলে মিথ্যা কথা বাচক তোমরা সকল অকর্ম্মন্য
৫ চিকিৎসক। তোমরা যদি একান্ত চুপ করিয়া থাকিতা
৬ তবে তাহা তোমারদের জ্ঞানের ক্রিয়া হইত। আমার
বাক্য শুনহ এবং আমার ওষ্ঠাধরে প্রত্যুত্তরে
৭ অবধান কর। তোমরা কি প্রভুর নিমিত্ত অযথার্থ কথা
কহিবা? তোমরা কি তাহার জন্য ভ্রুকুটি কথা কহিবা?
৮ তোমরা কি তাহার মুখাবলোকন করিবা? তোমরা
৯ প্রভুর কারন কি বিরোধি করিবা? তিনি যে তোমার
দের সকল বিচার করেন এই কি তোমারদের ভাল?
যেমন মানুষ মানুষকে প্রতারনা করে তোমরা কি তাহাকে
১০ তেমনে প্রতারনা করিবা? তোমরা গুপ্তে মুখাপেক্ষা
১১ করিলে তিনি তোমারদিগকে অবশ্য ধমকাইবেন। তাহার
মহত্ব কি তোমারদিগকে ত্রাস দিবে না? তাহার ভয়
১২ কি তোমারদের ওপর পড়িবে না তোমারদের স্মরণীয়
ওপদেশ ভস্মের ন্যায় ওপদেশ তোমারদের রাশি ও
১৩ মৃত্তিকার রাশি। চুপ কর কহনের কারন আমাকে
ছাড়িয়া দেহ পরে আমার যাহা হওক।—

১৪ আমি কি কারন আপন মাংস আপন দন্তে লই
১৫ ও আমার প্রান আপন হাতে থুই? তিনি যদি
আমাকে হত্যা করেন তবে ও তাহাকে বিশ্বাস করিব
তথাচ আমার পক্ষ তাহার গোচরে স্থির করিব।
১৬ তিনি ও আমার রক্ষক হইবেন কিন্তু কাল্পনিক তাহার
১৭ নিকট আসিতে পাইবে না। আমার কথা যত্নে শুনহ
১৮ আমার বাক্য তোমারদের শ্রবনে আইসুক। এখন দেখ

আমার মকদ্দমা সিদ্ধ করিয়াছি আমি যে নির্দোষী
১৯ হব এই আমি জানি। আমার সহিত বাদানুবাদ
করিবে কে? কেননা তখন যদি আমি চুপ করি তবে
২০ মরিব। কেবল দুই কার্য্য আমার প্রতি করিও না
তখন তোমার গোচর হইতে লুকিয়া থাকিব না
২১ তোমার হাত আমা হইতে লওাও তোমার ভয়
২২ আমাকে ভীত না করুক। তখন ডাক এবং আমি
উত্তর দিব কিম্বা কথা কহ এবং আমি প্রত্যুত্তর
২৩ করিব। আমার অযাথার্থ্য ও পাপ কত আছে? আমার
২৪ দোষ ও আমার পাপ আমাকে জানাও। তোমার মুখ
কি কারন লুকাইতেছ ও আমাকে তোমার শত্রু করিয়া
২৫ জানিতেছ? তুমি কি ওড়া পাতা ভাঙ্গিবা তুমি কি শুষ্ক
২৬ নাড়া তাড়াইবা? আমার বিরুদ্ধে তুমি তিক্ত কথা
লেখিতেছ আমার যুবাকালের অযথার্থতার ফলভাগী
২৭ আমাকে করিতেছ। আমার পা তুমি হাড়ো দিতেছ
২৮ আমার চলনের বত্ম বিচার তুমি করিতেছ। আমার
পার চিহ্ন তুমি ঠাওরিতেছ আমি পচা বস্তুর মত
ও পোকা খাওয়া কাপড়ের মত পুরান আছি।—

পর্ব্ব স্ত্রীলোকের গর্ব্ভজাত মানুষের অল্প ও দুঃখ
১৪ ময় আয়ু সে ফুলের মত প্রফুল্ল হইলে কাটা যায়
৩ সে ছাইয়ার মত ওড়িয়া থাকে না। তুমি কি এমত
ব্যক্তির প্রতি চক্ষু খুলিবা? ও আমাকে তোমার সহিত
৪ বিচারে আনিবা?। অপরিস্কার বস্তু হইতে পরিস্কার
৫ উৎপন্ন করিতে পারে কেতা? কেহ নহে। তাহার
দিনের সীমা নিরূপন হইয়াছে তাহার মাসের একুন

তোমার সহিত আছে তাহার অলঙ্ঘনীয় সীমা তুমি
৬ নিরুপন করিয়াছ অতএব যে পর্য্যন্ত মজুরের মত
তাহার দিন পুর্ন না হয় তাহার বিশ্রাম পাওনের কারন
সেই পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়িয়া যাও।—

৭ বৃক্ষ যদি কাটা যায় তবে সে মঞ্জুরি ত্যাগ করিবে
না ও নুতন ডাল ছাড়িবে এ ভরসা আছে।
৮ তাহার শিকড় যদি মৃত্তিকায় বুড়া হয় ও তাহার মুড়া
৯ যদি মৃত্তিকাতে মরে তথাচ জলের গন্ধ পাইয়া মঞ্জুরি
১০ ছাড়িবে ও উদ্যানের মত ডাল বাড়াইবে। কিন্তু
নর মরিলে তাহার ক্ষয় হয় মনুষ্য প্রান ত্যাগ
১১ করিয়া কোথায় যায়?। যেমন সমুদ্র হইতে জল
যায় এবং নদী শুষ্ক হইয়া যেমন মরিয়া যায়
১২ তেমন মনুষ্য শয়নে যায় এবং যে পর্য্যন্ত স্বর্গ হয়
না সেই পর্য্যন্ত আর উঠে না। তাহারা চৈতন্য
পাইবে না তাহারা নিদ্রা হইতে জাগৃত ও হইবে না।
১৩ আহা যদি তুমি কবরে আমাকে লুকাইতা যদি
আমাকে তোমার ক্রোধের বাহিরা পর্য্যন্ত লুকাইতা
যদি আমার কাল নিরুপন করিয়া আমাকে মনে
১৪ করিতা। মনুষ্য মরিয়া কি আরবার বাঁচিবে
আমার বিকৃতি হওয়া পর্য্যন্ত আমার পরমায়ুর সকল
১৫ দিন অপেক্ষা করিব। তুমি ডাকিলে আমি উত্তর দিব
তুমি আপনার হস্তকৃতের প্রতি দয়া করিবা।—

১৬ কেননা এখন আমার পাদবিন্যাসে তুমি গননা
করিতেছ তুমি কি আমার পাপের চৌকী দিবা
১৭ না?। অতএব তুমি মহর চাপিয়া থোলায় আমার

দোষ বন্দিয়াছ ও আমার দ্রাইট সিলাই করিতেছ।
১৮ পর্ব্বত পড়িয়া অবশ্য গালিয়া যায় ও পাষান আপ
১৯ নার স্থান হইতে লড়ে জলে পাথর খাইয়া ফেলে যাহা
ধুলা হইতে বাহিরে তাহা ভাসিয়া যায় তুমি মনুষ্যের
২০ অপেক্ষিত ও ক্ষয় করিতেছ। তাহাকে তুমি অশেষ
রূপে জয় করিতেছ তাহাতে সে যায় তুমি তাহার
২১ মূর্ত্তি বদলাইয়া তাহাকে বিদায় করিতেছ তাহার
পুত্রেরা যশ পাইলে সে জানে না তাহারদের অপচয়
২২ হইলে ও সে তাহা জানে না কিন্তু তাহার ওপরিস্থিত
মাংস দুঃখ পাইবে ও তাহার মধ্যস্থিত প্রান ও
কান্দিবে।

পর্ব্ব ১৫ তখন অলীফজ তীমনী প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল জ্ঞান
মন্ত যে জন সে কি বাতাস্বরূপ জ্ঞানের প্রত্যুত্তর করিবে
৩ ও পুর্ব্বীয় বায়ুতে আপনার পেট পূর্ন করিবে?।
৪ নিরর্থক কথা ও যে বাক্যেতে কিছু ফল নহে ইহার
সহিত তিনি কি বিবেচনা করিবেন?। তুমি ভয়
৫ ছাড়িয়াছ ও ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রার্থনা করন ত্যাগ
করিয়াছ। কেননা তোমার মুখ আপনার অযাথার্থ্য
প্রকাশ করিতেছে তুমি ধূর্ত্তের ওষ্ঠাধির ও পসন্দ
৬ করিয়াছ। তোমার আপনার মুখেতে তোমার অপরাধ
প্রকাশিত হয় এবং আমার মুখে নহে তোমার
আপনার ওষ্ঠাধির তোমার বিরুদ্ধে প্রমান করে।
৭ তুমি কি প্রথম জাত মানুষ? গিরিসৃজনের পূর্ব্বে কি
৮ তোমার সৃষ্টি ছিল? তুমি কি ঈশ্বরের লীলা শুনিয়াছ

৯ তোমার মধ্যে কি জ্ঞান বদ্ধ হইয়াছে? তুমি যাহা জ্ঞাত
আছ তাহার মধ্যে যে আমরা জানি না সে কি জ্ঞান?
আমরা যাহা বুঝি না তাহার মধ্যে যে তুমি বুঝিতেছ
১০ সে কোন বিদ্যা? পাকা চুল বিশিষ্ট এবং অতি
বৃদ্ধ তোমার পিতাহইতে বহু বয়ঃক্রম লোকই আমার
১১ দের সঙ্গে আছে। প্রভুর সান্ত্বনা তোমার প্রতি কি
১২ ক্ষুদ্র? তোমার কাছে কি কিছু গুপ্ত আছে?। তোমার
আত্মা প্রভুর বিপরিতে ঘুরিয়াছে তোমার মুখে এমন
১৩ বাক্য নির্গত হয় এই করিবার নিমিত্ত তোমার অন্তঃ
করণ তোমাকে কেন ভুলায় তোমার চক্ষু কি দেখিয়া
ভ্রূবিক্ষেপাদি করে? মানুষ যে পবিত্র হইবে ইহাতে
১৪ সে কি বস্তু? এবং স্ত্রীলোকের গর্ব্ভ জাত যে
১৫ আপনাকে যাথার্থিক করিয়া মানিবে সে কি বস্তু?।
১৬ দেখ তিনি আপনার পুণ্যবান লোকেতে কিছু বিশ্বাস
করেন না তাহার দৃষ্টিতে স্বর্গ ও নির্ম্মল নহে। তবে
জলের ন্যায় অযাথার্থ্য পায়ী যে মানুষজাতি সে
ততোধিক কত ন্যক্কর্ত্তব্য ও মলিন হয়।—
১৭ তোমাকে আমি জানাইব আমার কথা শুনহ যাহা
১৮ দেখিয়াছি তাহা কহিব। যাহারদিগকে কেবল
পৃথিবী দেওয়া গিয়াছিল এবং তাহারদের মধ্যে অন্য
১৯ আর কেহ ছিল না এ জ্ঞানবান লোকেরা আপনার
দের পিতৃ পরম্পর অবধি যাহা কহিয়াছে এবং
গুপ্ত না রাখিয়াছে সে কথা আমি প্রকাশ করিব।
২০ দুষ্ট লোক আপন আয়ুতে আপনাকে পীড়া দেয় তাহার
বৎসরের সঙ্খ্যা অন্যায় দণ্ড কর্ত্তার কাছে গুপ্ত আছে।

২১ তাহার কর্ণে ভয়ানক শব্দ আছে তাহার সুদশাকালে
২২ নাশক তাহার ওপরে আসিবে। অন্ধকার হইতে যে
ফিরিয়া আসিবে ইহা তাহার প্রত্যয় নয়। তাহাকে
২৩ তলোয়ার অপেক্ষা করে। সে ভক্ষ্য চেষ্টা করিতে
বেড়ায় এ কথা কহিয়া কোথায়২? অন্ধকারের দিন যে
২৪ তাহার নিকট ওপস্থিত হইয়াছে সে তাহা জানে। যন্ত্রণা
ও দুঃখ তাহাকে ভীত করিবে এবং যেমন যুদ্ধ করিতে
ওদ্যত কোন রাজা পরাভব করে তেমন তাহাকে পরা
২৫ ভব করিবে। কেননা প্রভুর বিরুদ্ধে সে হাত বাড়ায়
এবং সর্ব্বাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আপনাকে বলবান করে।
২৬ আপনার তেলেতে তাহার মুখ আচ্ছাদিত আছে ও আপ
২৭ নার পঞ্জরে মাংসের বৃদ্ধি করে সে কারণ তাঁহার*
ওপর বরং তাঁহার গলার ওপর বরং তাঁহার ঢালের
২৮ ফুলের ওপরে সে দৌড়ে। সে ওজাড় সহরে ও
২৯ পলাতক কুঁড়া ঘরে বাস করে সে জন ধনবান হইবে
না তাহার সম্পত্তি সম্পূর্ণ ও থাকিবে না ও পৃথিবীতে
৩০ তাহার দীর্ঘ স্থিতি সে করিবে না অন্ধকার হইতে সে
বাহির হবে না অগ্নি শিখা তাহার কোমল ডাল শুকা
ইবে তাহার মুখের নিশ্বাসে সে জন ওড়িয়া যাবে।
৩১ ভ্রান্ত যে জন সে শূন্যতায় বিশ্বাস না করুক
৩২ কেননা তাহার শূন্যতায় ফল হইবে। তাহা
স্বকালের পূর্ব্বে পূর্ণ হবে তাহার ডাল তাজা
৩৩ থাকিবে না যেমন দ্রাক্ষা লতার অপক্ব ফল ঝাড়ে ও

---

* অর্থাৎ ঈশ্বরের ওপর।—

যেমন জিত বৃক্ষের ফুল ঝড়িয়া পড়ে তেমন তাহার
৩৪ হবে। কেননা কাল্পনিকেরদের মণ্ডলি শূন্য হবে ও
অগ্নীতে রেশ্বোয়ৎ ব্যবহার বিশিষ্ট বসতিকে খাইয়া
৩৫ ফেলিবে। তাহারা দুঃখ গর্ব্ভ ধারন করিয়াছে ও
শূন্যতা প্রসব হইবে এবং তাহারদের উদরহইতে
প্রতারনা বাহির হয়।—

পর্ব্ব ১৬

অতঃপরে আইওব প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল এ প্রকার
অনেক কথা আমি শুনিয়াছি তোমরা সকল দুঃখদায়ি
৩ সান্ত্বনাকারী হইয়াছ? অনর্থক বাক্যের কি শেষ নাঁই?
৪ তোমাকে প্রত্যুত্তর করিতে শক্তি দেয় কে? আমি ও
তোমারদের মত কহিতে পারি তোমারদের প্রান যদি
আমার প্রানের মত হইত তবে তোমারদের বিরুদ্ধে
আমি কথা জমা করিতে পারিতাম ও তোমারদের
৫ প্রতি আমি মাথা নাড়িতে পারিতাম। কিন্তু আমি
আমার মুখ দিয়া তোমারদিগকে প্রফুল্ল করিতাম
এবং আমার ওষ্ঠাধরের নাড়াতে তোমার দুঃখ
৬ শান্ত হইত। আমি যদি কহি তবে আমার দুঃখ শান্ত
হয় না ও যদি চুপ করি তবু ও আমার কিছু সুখ নাঁই।
৭ কিন্তু এখন আমাকে তাহা বড় ক্লান্ত করিয়াছে
৮ আমার সকল সভা তুমি শূন্য করিয়াছ। আমাকে
তুমি কোঁকড়াতে পূর্ণ করিয়াছ সেই এক সাক্ষী।
৯ আমার কৃশতা উঠিয়া সাক্ষী হইয়া আমার প্রত্যক্ষে
প্রমান দেয়। যিনি আমাকে ঘৃনা করেন তিনি ক্রুদ্ধ
হইয়া আমাকে ছিঁড়িয়া ফেলেন ও আমার প্রতি দন্ত
কিড়িমিড়ি করেন আমার যে শত্রু সে আমার উপরে

১০ চক্ষু তিক্ষ্ন করে*। লোকেরা আমাকে দেখিয়া মুখ মেলি
য়াছে তাহারা নিন্দা করিয়া আমার গালে চড় মারি
য়াছে তাহারা আমার ওপরে আপনারদের অভিলাষ
১১ পূর্ণ করিয়াছে। আমাকে অযাথার্থিকেরদের মধ্যে
প্রভু বদ্ধ করিয়াছেন ও অযাথার্থিকেরদের হাতে
১২ আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন। আমি সুখে ছিলাম
কিন্তু আমাকে তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন তিনি আমার
গলা ধরিয়া ঝাঁকরিয়া আমাকে খানং করিয়াছেন
তিনি আমাকে আপনার নিসানের কারন করিয়াছেন।
১৩ তাহার ধনুর্দ্ধরগন আমাকে বেড়িতেছে তিনি দয়া
না করিয়া আমার কমর চেরেন তিনি মৃত্তিকায়
১৪ আমার পিত্তি ঢালেন তিনি ভাঙ্গার ওপর ভাঙ্গা করিয়া
আমাকে ভাঙ্গিতেছেন তিনি বলবানের মত আমার
১৫ ওপরে দৌড়িতেছেন। আমার গায় আমি চট পরিলাম
এবং ধুলায় আমার শৃঙ্গ অপরিস্কৃত করিলাম।
১৬ কান্দিতেং আমার মুখ মলিন হইয়াছে ও মৃত্যুর
ছায়া আমার ভ্রূর ওপরে আছে।—

১৭ আমার হাতে যে কিছু দোষ তাহার ফলেতে এ সকল
১৮ নয় আমার প্রার্থনা ও নির্ম্মল। হে পৃথিবী আমার রক্ত
ঢাকিও না আমার চেঁচান যেন কোথায় স্থান পায় না।
১৯ এখন দেখ আমার সাক্ষী স্বর্গে আছেন আমার যাহা
২০ হইয়াছে তাহা ওপরে লেখা আছে। আমার বন্ধুর

---

* অর্থাৎ চক্ষু ঘুরায়।—

২১ আমাকে হেলা করে বটে কিন্তু আমার চক্ষুতে ঈশ্বরের
প্রতি জল পড়ে। আহা যেমন কেহ আপনার বন্ধুর
২২ সহিত জিজ্ঞাসা বাদ করে তেমন যদি ঈশ্বরের
সহিত কেহ করিতে পারিত। কেননা আমার যে
অল্পায়ু তাহা গিয়াছে যে পথে গেলে পুনর্ব্বার ফেরে
না সে পথে আমি যাইব।—

পর্ব্ব আমার প্রাণ প্রায় গিয়াছে আমার দিন ছিন্ন
১৭ হইয়াছে আমার কারন কবর প্রস্তুত আছে। আমার
নিকটে কি নিন্দক নাঁই? তাহারদের ক্রোধদায়ক ক্রিয়া
৩ আমার চক্ষু কি বিচার করে না?। এখন তোমার নিকটে
আমার এক জন জামিন থাকে আমার হাতেতে যে হাত
৪ দিবে সে কেতা?। কেননা বুদ্ধি হইতে তাহারদের
অন্তঃকরন তুমি লুকাইতেছ অতএব তাহারদিগকে
৫ তুমি উঠাইবা না। যে জন আপনার বন্ধুকে মিথ্যা স্তব
৬ করে তাহার ছাওয়ালেরদের চক্ষু ক্ষীন হবে। আমাকে
লোকেরদের কাহিনি তিনি করিয়াছেন কিন্তু পূর্ব্বকাল
৭ তাহারদের সন্মুখে আমি খঞ্জুরি ছিলাম। আমার
চক্ষু শোকেতে আচ্ছাদিত আছে ও আমার সর্ব্বাঙ্গ
৮ ছায়ার মত আছে। যাথার্থিক লোকেরা তাহাতে
চমৎকৃত হইবে এবং কাল্পনিকের বিপরিতে নিষ্পাপী
৯ উঠিবে। যাথার্থিক লোক আপনার পথে চলিয়া
যাইবে ও যাহার পরিষ্কৃত হাত সে অধিক বল
১০ পাইবে। কিন্তু এখন ও হে তোমরা সকল
ফির এবং আইস কেননা তোমারদের মধ্যে এক জন
১১ জ্ঞানবান মানুষ আমি দেখি না। আমার দিন বহিয়া

যায় আমি যাহা চাওরাই আমার মনের চিন্তাই ইহা
১২ দুখা হয়। তাহারা রাত্রিকে দিন করে অন্ধকারের
১৩ নিমিত্তে আলো অল্প কাল থাকে। আমি যদি
অপেক্ষা করি তবে কবরি আমার ঘর আমার আসন
১৪ অন্ধকারে আমি পাড়িয়াছে। আমি ক্লেদকে
কহিয়াছি তুমি আমার পিতা এবং কীটকে তুমি
১৫ আমার মাতা ও ভগিনী। এখন আমার ভরসা
১৬ কোথায় আমার ভরসা দেখিতে পাইবে কে?। তাহা
নরকের গভীরতায় পড়িবে তাহা আমার সহিত ধূলায়
একত্র হইয়া শুইবে।—

পর্ব্ব ১৮ পরে বলদাদ শুহী প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল
তোমরা বাক্যের শেষ কখন করিবা আমারদিগকে
৩ বুঝিতে দেও তারপর আমরা কহিব। আমরা
কি কারন তোমারকাছে পশুর তুল্য মান্য? তোমার
৪ গোচরে আমরা নীচের ন্যায় মান্য কি কারন? সে
ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাকে ছিড়িয়া ফেলে। তোমার কারন
পৃথিবী কি ত্যাগ করিতে হইবে? কিম্বা আপন স্থান
৫ হইতে কি পর্ব্বত লড়াইতে হইবে? পাপিরের দীপ্তি
৬ নির্ব্বান হইবে এবং তাহার অগ্নির ওকা তেজযুক্ত
হবে না তাহার তাম্বুতে দীপ্তি অন্ধকার হইবে তাহার
৭ প্রদীপ নিবাইতে হইবে। তাহার বলের গতি খাটো
করিতে হইবে তাহার পরামর্শ তাহাকে নিপাত
৮ করিবে কেননা সে আপনার পায়ে আপনি জালে
৯ ধীর গিয়াছে এবং ফাঁদের উপর বেড়াইতেছে তাহার
গুড়মুড়া কলে ধরিবে এবং ডাকাতেরা তাহাকে জয়

১০ করিবে তাহার কারণ মৃত্তিকার দড়ি গুপ্ত আছে তাহার
১১ পথে ফাঁদ গুপ্ত আছে। ত্রাসে চতুর্দ্দিগে তাহাকে
ধীরে তাহারা তাহার পায়েতে তাহাকে তাড়াইবে।
১২ তাহার বল ক্ষুধাতে গ্রস্ত হইয়াছে ও তাহার পাঞ্জর
১৩ কে দরিদ্রতায় ধীরে তাহা তাহার ছালের সৌন্দর্য্য
খাইয়া ফেলে মৃত্যুর প্রথম জাত তাহার বল
১৪ খাইবে তাহার সাহসকে আপন তাম্বুহইতে উপ
১৫ ড়িতে হবে অতি ভয়ের রাজার কাছে তাহাকে তোলা
পাঠাইবে তাহার তাম্বুতে তাহা বাস করিবে কেননা সে
তাম্বু তাহার নহে তাহার বসতিতে গন্ধক ছিটাতে
১৬ হবেক। নীচেতাহার শিকড় শুকিয়াযাইবে এবং উপরে
১৭ ও তাহার ফল ছেদন করিতে হইবে। পৃথিবী হইতে
তাহার স্মরণার্থ চিহ্ন ক্ষয় হইবে এবং গলিতে তাহার
১৮ নাম কহিতে হইবে না। তাহারা তাহাকে আলো
হইতে অন্ধকারে খেদিয়া দিবে এবং সংসারহইতে
১৯ তাহাকে লড়াইবে। আপন লোকেরদের মধ্যে
তাহার পুত্র কি ভ্রাতষ্পুত্র হইবে না তাহার নিবাসে কেহ
২০ থাকিবে না। যেমত অতীত লোক সসঙ্কিত ছিল সে
মত ভবিষ্যৎ লোক তাহার দশাতে চমৎকৃত হইবে।
২১ দেখ পাপিরের বসতি এ রূপ ঈশ্বরকে যে জন জানে
না তাহার স্থান এই।—

পর্ব্ব তৎপরে আইওব প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল কত কাল
১৯ পর্য্যন্ত আমার মন ত্যক্ত করিবার? ও কথা দ্বারায় আমা
৩ কে ছিঁড়িয়া ফেলিবা? এখন দশবার আমাকে তোমরা
ধিক্কাইয়াছ তোমরা আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছ তোমার

৪ দেও ইহাতে কি লজ্জা নাই?। কিন্তু যদি আমার ভুল
৫ নিতান্ত হইয়া থাকে তবে আপনারি আছে। তোমরা
যদি আমার বিরুদ্ধে আপনারদিগকে বড় কর ও যদি
৬ আমার অপমান আমার বিপরিতে কহ তবে ঈশ্বর
যে আমাকে উল্টিয়াছেন ও আমাকে আপন জালে
৭ বেড়িয়াছেন ইহা জানহ। দেখ আমি অন্যায়েতে
চেঁচাই কিন্তু আমার কথা কেহ শুনে না আমি অতি
৮ চীৎকার করি কিন্তু বিচার পাই না। আমার পথে তিনি
এমনবেড় দিয়াছেন যাহা আমি লঙ্ঘিতে পারি না এবং
৯ আমার পথে অন্ধকার ও করিয়াছেন! আমার গৌর
বের হানি তিনি করিয়াছেন ও আমার মাথার মুকুট
১০ লঙ্ঘাইয়াছেন। তিনি চারিদিগে আমাকে বিনাশ
১১ করিয়াছেন। তাহাতে আমি গিয়াছি বৃক্ষের মত আমার
ভরসা ছেদন করিয়াছেন আমার বিরুদ্ধে তিনি আপন
ক্রোধ জ্বালিয়াছেন। আমাকে তাহার শত্রুর মত তিনি
১২ গনন করিয়াছেন। তাহার সৈন্য একত্র হইয়া আসিয়া
আমার বিরুদ্ধে তাহারদের পথ বন্ধ করে। এবং
আমার তাম্বুর চতুর্দ্দিগে তাহারা আপনারদের রাওটি
১৩ ফেলে। তিনি আমার জ্ঞাতিরদিগকে আমা হইতে দূর
১৪ করিয়াছেন আমার পরিচিত লোকেরা নিতান্ত অপরি
চিতেরদের মত হইয়াছে আমার কুটুম্বেরা ও আমার
১৫ মিত্রেরা আমাকে বিস্মৃত হইয়াছে আমার ঘরের
লোকেরা ও আমার দাসীরা আমাকে অন্য দেশীয়ের
১৫ মত জানে। আমি তাহার দৃষ্টিতে বিদেশী হইয়াছি
আমার দাসকে আমি ডাকিলাম কিন্তু সে উত্তর

দিল না তাহাকে আমি আপন মুখে কাকুতি করিলাম
১৭ আপনার ঔরস পুত্রের বিষয় আপন ভার্য্যার নিকটে
প্রার্থনা করিলে তথাপি আমার নিশ্বাস ঘৃণিত ছিল।
১৮ তাহার বালকেরা আমাকে ও নিন্দা করিল আমি
উঠিলে তাহারা আমার বিপরিতে কথা কহে।—
১৯ আমার প্রাণ সখা আমাকে ঘৃণা করিয়াছে আমার
২০ প্রিয়েরা আমার বিপরিতে ফিরিয়াছে। আমার চর্ম্ম
ও মাংস আমার হাড়ে লাগিয়া থাকে আমার দন্তের
২১ চর্ম্ম লইয়া আমি ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি। হে আমার
বন্ধুরা আমাকে দয়া কর কেননা ঈশ্বরের হাত
২২ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে। আমার প্রতি প্রভুর মত
কেন বিপক্ষতা কর আমার মাংস খাইয়া তোমরা তৃপ্ত
২৩ কেন না হও। আহা যদি আমার বাক্য লেখা হইত যদি
২৪ পুস্তকে ছাপা হইত যদি পাষাণে লোহার কলম ও
সিসি দিয়া সদা থাকে এই কারণ খুদা হইত।
২৫ আমার মুক্তকর্ত্তা জীবত আছেন এবং শেষ দিনে
২৬ পৃথিবীতে দাঁড়াইবেন আমার চর্ম্মের ও যদি ক্ষয় হয়
তথাচ আমি আপনার মাংসবিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে
২৭ দেখিতে পাইব। আমার অন্তর্বর্ত্তি বস্তুর ক্ষয় যদি
আমার মধ্যে ও হয় তথাচ তাঁহাকে আপনার নিমিত্তে
ও দেখিব আমার চক্ষু ও তাহাকে দৃষ্টি করিবে এবং
২৮ অন্যের নহে এই আমি জানি। বাক্যের মূল তাহার
মধ্যে পাওয়া যায় অতএব কেন তাহার বিপক্ষতা করি
২৯ ইহা কহা তোমারদের উচিত হয়। তলোয়ারের

তোমরা ভয় করিও কেননা তোমারদের ন্যায় কে
আছে ইহা জানিবার জন্য তলোয়ারেতে যে সাজা
তাহা ক্রোধ প্রস্তুত করায়।—

পর্ব্ব পরে সোফর নআমতী প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল সে
২০ কারণ আমার মানস উত্তর করিতে আমাকে জোর
৩ করে এবং সেকারণ আমি শীঘ্র করি। আমার অপ
মান করা শাস্তি আমি শুনিব আমার জ্ঞানাত্মা ওআমা
৪ কে প্রত্যুত্তর করায়। দুরাচারেরদের হর্ষ কিঞ্চিৎ
কাল থাকে ও কাল্পনিকেরদের আনন্দ এক পলকমাত্র
৫ রহে। পূর্ব্ব কালাবধি মনুষ্যের পৃথিবীতে স্থান পাও
৬ নাবধি তুমি ইহা কি জান না তাহার মহত্ত্ব যদি স্বর্গ
৭ পর্য্যন্ত উঠে ও তাহার মাথা যদি গগন স্পর্শে তবে ও
আপনার বিষ্ঠার ন্যায় তাহার ক্ষয় হবে যাহারা তাহা
কে দেখে তাহারা বলিবে সে কোথায়? সে স্বপ্নের মত
৮ উড়িবে ও পাওয়া না যাইবে রাত্রিতে দৃষ্টের মত তাহা
৯ কে তাড়িয়া দিতে হবে। যে চক্ষু তাহাকে দেখিয়াছে
সে আর তাহাকে দেখিবে না তাহার স্থানও তাহাকে
১০ আর দেখিবে না। দরিদ্রকে সন্তোষ করিতে তাহার
ছালিয়া চেষ্টা করিবে আপনার হত ও আপন দুরাত্ম
১১ তার প্রতিফল দিবে। তাহার যুবা কালের কার্য্যেতে
তাহার হাড় পূর্ণ আছে তাহা তাহার সহিত ধূলায়
১২ শুইবে। কুক্রিয়া যদি তাহার মুখে মিঠা লাগে তাহার
১২ জিহ্বার নীচে যদি তাহা লুকায় দয়া করিয়া তাহা যদি
১৩ ছাড়ে না ও মুখের তালুয়ায় তাহা যদি বন্ধ করে।
১৪ তথাচ তাহার উদরে তাহার আহারকে পিত্তি করিতে

১৫ হবে তাহার অন্তরে তাহ সর্পের বিষ হবে। সে যাহা
গিলিয়াছে কিন্তু তাহা বমি করিবে তাহার পেটহইতে
১৬ ঈশ্বর তাহা ওদ্গার করাইবেন। সে সর্পের হলাহল
১৭ চুষবে বিষধরের জিহ্বা তাহাকে হত্যা করিবে। নদী
ও বন্যা ও মধু ও মাখনের স্রোত সে দেখিতে পাইবে
১৮ না আপন শ্রমের মজুরি সে ফিরিয়া দিবে ও তাহা
গিলিবে না যেমন তাহার ধন তেমন তাহাকে নিস্তা করিতে
১৯ হইবে সে আনন্দ পাইবে না। কেননা দরিদ্র লোকের
দের ওপরে জোর করিয়াছে এবং তাহারদিগকে ত্যাগ
২০ করিয়াছে সে যে ঘর গাথে নাই তাহা ও জোর করিয়া
লইয়াছে অবশ্য আপনার পেটের * মধ্যে সে শান্তি
জানিতে পাইবে না তাহার ইষ্ট বস্তুর কিছু সে সঞ্চয়
২১ তাহার খাইবার কিছু রহিবে না অতএব তার ধন কেহ
২২ তত্ত্ব করিবে না। তাহার মহোন্নতির কালে দুর্গতি হবে
২৩ দুষ্ট প্রত্যেক জনের হাত তাহার ওপর পড়িবে। যখন
পেট ভরিতে লাগিবে তখন ঈশ্বর আপন ক্রোধাগ্নি
তাহার ওপর পাঠাইবেন তিনি তাহার ভোজন কালে তাহা
২৪ তাহার ওপরে বর্ষাইবেন। সে জন লোহার অস্ত্রা
ছাড়িয়া পলাইলে পিতলের ধনুক তাহাকে ফুড়াইবে।
২৫ তাহার অঙ্গ হইতে তাহা বাহিরে টানা হইল তাহা
তেজস্কর হইয়া তাহার পিত্ত হইতে বাহির হয়। মহা
২৬ ভয় তাহাকে ধরিয়াছে। সকল অন্ধকার তাহার গুপ্ত
স্থানে গুপ্ত হয় তুষাগ্নি তাহাকে খাইয়া ফেলিবে

---

* অর্থাৎ অন্তঃকরনের মধ্যে।—

তাহার বাটীর যে জন রক্ষি থাকে তাহার ও অভাগ্য
২৭ হবে। স্বর্গ ও তাহার অযাথার্থ্য প্রকাশ করিবে
২৮ তাহার বিপরিতে পৃথিবী উঠিবে। তাহার বংশের
ফল যাইবে তাঁহার * ক্রোধের দিনে তাহা বহিয়া
২৯ যাবে। ঈশ্বর হইতে দুরাচার মানুষের ভাগ্য এই ও
প্রভু হইতে তাহার বচনের ফল এই।—

পর্ব্ব ২১ অতঃপরে আইওব প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল আমার
বাক্য যত্নে শুনহ তোমরা এই অনুগ্রহ কর আমাকে
৪ কহিতে দেহ তারপর পরিহাস করি ও আমার কাতর
উক্তি কি মানুষের প্রতি? এমন যদি হইত তবে আমার
৫ আত্মা ভাবিত না হবে কেন?। আমাকে দেখিয়া
৬ চমৎকৃত হও এবং তোমার মুখে হাত দেও আমি
যখন স্মরন করি তবে চমৎকৃত হই আমার
কলেবরে ও কম্পন ধরে দুরাচার লোক কাল কাটে
৭ বৃদ্ধ হয় বড় পরাক্রান্ত হয় তাহারদের সন্তান
তাহারদের সম্মুখে হয় এবং তাহারদের সহিতে
৮ স্থাপিত হয় তাহারদের দৃষ্টিতে ও তাহারদের
৯ উৎপন্ন সন্তান স্থাপিত হয় ভয় হইতে তাহারদের
বাটীর রক্ষা হইয়াছে ও ঈশ্বরের দণ্ড তাহারদের
১০ উপরে নাই। তাহারদের আঁড়িয়া সঙ্গম করে
১১ ও বীর্য্য স্খলন করে না তাহারদের গরু গাবিন হইয়া
গর্ব্ভপাত করে না তাহারা বালকেরদিগকে পালের
মত বাহির করে ও তাহারদের ছাওয়ালেরা নৃত্য

* অর্থাৎ ঈশ্বরের।—

১২ করে। তাহারা তবল ও বীনা বাজায় ডাগিবের
১৩ বাজনে তাহারা হৃষ্ট হয়। তাহারা ধনের ওপ
১৪ ভোগেতে কাল কাটায় পরে এক নিমেষে খাদে নামে
তাহারা ও প্রভুকে কহে আমারদিগহইতে দূর হও
১৫ তোমার পথ জ্ঞান আমরা চাহি না। সর্ব্বশক্তিমান
যিনি আমারা যে তাঁহার সেবা করিব তিনি কে? ও
তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়া আমারদের কি প্রাপ্তি
১৬ হইবে?। দেখ তাহারদের ভাগ্য তাহারদের হাতে
নাই দুরাচারের পরামর্শ আমা হইতে দূর আছে।
১৭ দুষ্টেরদের প্রদীপ কতবার নিবিয়া যায় তাহারদের
সর্ব্বনাশ তাহারদের ওপর কতবার আসিবে?
১৮ তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যামহ বাঁট করেন। তাহার
বাতাসের সন্মুখে ছুষির মত এবং ঝোড়ের আগে
১৯ আগাড়ার মত হয়। তাহার সন্তানেরদের কারন ঈশ্বর
তাহার অযথার্থ সঞ্চয় করেন তাহাকেই ও দিবেন
২০ এবং সে ও তাহা জানিবে তাহার আপন সর্ব্বনাশ
নিজ চক্ষুতে দেখিতে পাইবে সে সর্ব্বশক্তিমানের
২১ ক্রোধ পান করিবে। তাহার মাসের পরিমান মধ্যে যদি
কাটা যায় তবে সে আপনি গেলে আপন বাটীর কি
২২ ভাবনা করে? মহৎ লোকেরদের ঈশ্বর বিচার করেন
২৩ অতএব তাঁহাকে ও কি কেহ জ্ঞান শিখাইবে? এক জন
২৪ বলেতে পূর্ণ এবং বিশ্রাম ও কুশলি হইয়া মরে তাহার
২৫ স্তন দুগ্ধে পূর্ণ ও তাহার হাড় মরজা পূর্ণ আর কেহ
প্রানে তিক্ত হইয়া ও সুখে কখন না খাইতে পাইয়া
২৬ মরে। এই দুই জন ধূলায় একিমত্ত শুনিবে ও

২৭ কীট তাহারদিগকে ঢাকিবে। দেখ তোমারদের মনে
কি আছে ও আমার বিপরিতে যাহা২ তোমারা
২৮ ঠাওরাইতেছ তাহা আমি জানি কেননা তোমরা কহ
অধ্যক্ষেরা কোথায়? ও দুরাচারের বসতির তাম্বু
২৯ কোথায়? পথিকের দিগকে তোমরা কি জিজ্ঞাসা কর
৩০ নাই? তাহারদের চিহ্ন-তোমরা মান কি না? কেননা
নাশের দিনের জন্য দুরাচার রাখা যায় তাহাকে
৩১ ক্রোধের দিনে আনিতে হইবে। তাহার গোচরে
তাহার ক্রিয়া বলিবে কে? যাহা করিয়াছে তাহার প্রতি
৩২ ফল দিবে কে?। তথাচ তাহাকে কবরে অনিতে হইবে
৩৩ এবং কবরের স্থানে থাকিবে মাটের ঢেলা তাহার প্রতি
মিঠা হবে যেমন অসঙ্খ্য লোক তাহার আগে গিয়াছে
৩৪ তেমন সকলে তাহার পাছে টানায় যাবে তবে তোমার
দের প্রত্যুত্তরে ভ্রান্তি থাকিলে আমাকে কেমনে বৃথা
সান্ত্বনা কর।

পর্ব্ব পরে আলীফজ তীমনী প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল যে
২২ মন বিদ্বান লোক আপনার প্রতি প্রাপ্তব্যদায়ী হইতে
পারে সেমত মনুষ্য কি প্রভুর প্রতি প্রাপ্তব্যদায়ী হইতে
৩ পারে? তুমি যদি শুদ্ধসত্ব তাহা কি সর্ব্বশক্তিমানের
৪ সুখ? তোমার পথ যদি শুদ্ধ কর তবে কি তাহা তাঁহার
৫ প্রাপ্তি? তোমাহইতে ভয় পাইয়া তিনি কি তোমাকে বিচার
করিবেন? তিনি তোমার সহিত কি বিচারে আসিবেন।
তোমার কুক্রিয়া কি অনেক নয়? ও তোমার অযাথার্থ্য
৬ কি অসীমা নয়?। তুমি অকারন আপন ভ্রাতার বন্ধক
লইয়াছ এবং উলঙ্গেরদের কাপড় কাড়িয়া লইয়াছ

৭ তুমি তৃষিতকে জল পান না করাইয়াছ ও ক্ষুধিতকে
৮ খাদ্য না দিয়াছ। কিন্তু শক্তিমন্ত যে জন সে ভূমি
পাইয়াছে ও মহৎ যে ব্যক্তি সে তাহাতে বসতি
৯ করিতে পাইল। তুমি বিধবারদিগকে শূন্য হাতে বিদায়
১০ করিয়াছ ও পিতৃহীনের ভুজ ভাঙ্গা গেল। সেইকারণ
তোমার চতুর্দ্দিগে ফাঁদ আছে এবং অকস্মাৎ ভয়
১১ তোমাকে ধরে। এবং যেমন দেখিতে পাইতে না পার
তেমন অন্ধকার কিম্বা অনেক জল তোমাকে ঢাকে।
১২ ঈশ্বর কি স্বর্গের ঊর্দ্ধতায় নন? তারার ও ঠেকানা
১৩ কর তাহারা কেমন ঊর্দ্ধা?। তুমি কহিয়াছ ঈশ্বর কেমন
১৪ করিয়া জানেন তিনি ঘোর মেঘ দিয়া দেখিয়া কি
বিচার করিতে পারেন? তিনি স্বর্গের মেলাস্থানে গতি
১৫ করেন। পূর্ব্ব কালের যে দুষ্ট লোকেরা পরমায়ু পূর্ণ
না হইতে ছেদিত হইয়াছিল। যাহারদের ভিত বন্যায়
১৬ লইয়া গিয়াছিল যাহারা প্রভুকে কহিল আমারদিগ
হইতে যাও ও সর্ব্ব শক্তিমান তাহারদের কারণ
১৭ কি করিতে পারেন যাহারা এ কথা কহে তাহারা যে
পথে পূর্ব্বে গমন করিল তুমি কি সে পথ পালন
১৮ করিয়াছ। তথাচ তাহারদের বাটী তিনি ভাল
বস্তু পূর্ণ করিয়াছেন কিন্তু দুরাচারের পরামর্শ
আমাহইতে দূর আছে।—
১৯ ধার্ম্মিকেরা দেখিয়া হাস্যিবে অহিংসকেরা তাহার
২০ দিগকে পরিহাস করিবে। তত্রাপি আমারদের সংস্থান
উচ্ছেদিত হয় না ও তাহার যে বক্রি আছে তাহাকে
২১ অগ্নিতে খাইয়া ফেলিবে। তাঁহার সহিত মিলন করিয়া

২২ শান্ত হও তাহা করিলে তোমার ভাল হইবে । তাঁহার
মুখ হইতে ব্যবস্থা লও তাহার বচন আপন অন্তঃকরণে
২৩ রেখো তুমি সর্ব্বশক্তিমানের প্রতি ফিরিলে গাঁথা যাইবা
২৪ অযাথার্থ্যকে আপন তাম্বু হইতে দূর ও করিবা । তবে
ধূলার মত ধন সঞ্চয় করিবা এবং নদীর পাথরের মত
২৫ আফিরের স্বর্ণ সঞ্চয় করিবা সর্ব্বশক্তিমান তোমার
ধন হইবেন এবং তোমার অনেক রূপা হইবে ।
২৬ কেননা তখন সর্ব্বশক্তিমানেতে তোমরা তুষ্ট হইবে
এবং ঈশ্বরের প্রতি তুমি মুখ উঠাইবা তুমি তাহার
২৭ নিকটে প্রার্থনা করিবা এবং তিনি তোমার কথা শুনি
২৮ বেন তোমার মানত ও তুমি সিদ্ধ করিবা তখন তুমি
কোন কার্য্য আজ্ঞা করিলে তাহা স্থির হইবে তোমার
২৯ পথে ও দীপ্তি তেজ করিবে । যখন লোকেরা মনে
ছোট হইয়া যায় তখন তুমি বলিবা উত্থান হইয়াছে
৩০ মৃদু লোককে তিনি উদ্ধার করিবেন । তিনি নির্দ্দোষীর
দের দেশ উদ্ধার করিবেন তোমার হাতের নির্ম্মলতাতে
তাহার উদ্ধার হবে ।—

পর্ব্ব তৎপরে আইওব প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল অদ্যাই
২৩ আমার বিলাপ তিক্ত আছে আমার কোঁকান হইতে
ভারি আমার পীড়া আছে । তাঁহার স্থানে যেমনে
৩ আসিতে পারি এমন যদি তাঁহার উদ্দেশ পাই আহা
৪ যদি ইহা জানিতাম তবে আমার মকদ্দমা তাহার
সাক্ষাতে করিতাম ও আমার মুখ বাক্যেতে পূর্ণ করি
৫ তাম তখন আমাকে কি প্রত্যুত্তর করিতেন তাহা
জানিতাম এবং কি বলিতেন আমাকে তাহা

৬ বুঝিতাম কি আপন মহাশক্তিতে আমার সহিত
বল করিবে? তাহা নয় কিন্তু আমাকে শক্তি দিবেন।
৭ সেখানে যাথার্থিক লোকেরা তাঁহার সহিত বিচার
করিতে পারে সেমত আমার বিচারকর্ত্তা হইতে
৮ আমি মুক্ত হইতাম। দেখ আমি পূর্ব্ব দিগে
যাই কিন্তু তিনি নাঁই এবং পশ্চিমে ও যাই
৯ কিন্তু তাঁহার তত্ত্ব পাইতে পারি না আমি বামদিগে
তাঁহার কার্য্য করন স্থানে যাই কিন্তু তাহাকে দেখিতে
পাই না আমি যেমন তাঁহাকে দেখিতে পাই না তেমন
১০ দক্ষিনে তিনি আপনাকে আচ্ছাদন করেন। কিন্তু যে
পথে আমি যাই তাহা তিনি জানেন আমার পরীক্ষা
১১ হইলে পর আমি স্বর্নের মত বাহিরে আসিব। তাঁহার
পায়ের চিহ্ন আমার পা ধরিয়াছে আমি না ফিরিয়া
১২ তাঁহার পথ পালন করিয়াছি। তাঁহার ওষ্ঠাধরের
আজ্ঞা ও ত্যাগ না করিয়াছে তাঁহার মুখের কথাকে
১৩ আমার নিয়মিত আহার হইতে প্রেম করিয়াছি। তিনি
এক মানস আছেন তাঁহাকে ফিরাইতে পারে কে?
১৪ যাহা তাঁহার মনের ইচ্ছা তাহা তিনি করেন আমার
নিয়মিত যাহা তাহা ও তিনি সম্পন্ন করেন এবং এ
১৫ প্রকার অনেক ক্রিয়া ও তাঁহার নিকটে আছে। সে
কারন তাঁহার সাক্ষাতে আমি ভয় করি যখন আমি
১৬ ভাবনা করি তখন তাঁহাকে ভয় ও করি। অন্ধকারের
সন্মুখ হইতে আমি ছেদিত জিলাম না এবং আমার
১৭ মুখকে অন্ধকারে ঢাকিল না সে কারন প্রভু আমার

হৃদয় কোমল করিয়াছেন এবং সর্বশক্তিমান যিনি তিনি আমাকে ভয় দিয়াছেন।

পর্ব ২৪

সর্বশক্তিমান হইতে কাল গুপ্ত নয় তবে যাহারা তাঁহাকে জানে তাহারা তাঁহার দিন কি নিমিত্তে
২ দেখে না? কেহ২ সীমার চিহ্ন স্থানান্তর করে তাহারা মেষাদির পালকে লুটিয়া লয় ও তাহা উপভোগ করে।
৩ কেহ পিতৃহীনের গাধাকে খেদিয়া দেয় আর কেহ
৪ বিধবার গরুকে বন্ধক লয়। কাহারা দরিদ্রকে পথ হইতে ফিরায় পৃথিবীর দরিদ্র একত্র লুকিয়া থাকে।
৫ যেমন অরণ্যের বন গাধারা তেমন তাহারা আপনারদের কর্ম্মে যায় তাহারা লুট করিতে প্রত্যুষে উঠিলে বন তাহারদের ও তাহারদের বালকেরদের ভক্ষ্য দেয়।
৬ তাহারা প্রত্যেক জন পরের ক্ষেত্রের শস্য কাটে
৭ তাহারা দুষ্ট লোকেরদের দ্রাক্ষা পাড়ে। তাহারা বস্ত্র বিনা উলঙ্গ হইয়া শয়ন করে শীতকালে তাহারদের কিছু গায় দিবার থাকে না তাহারা পর্বতের বৃষ্টিতে
৮ ভিজে তাহারদের আর আবরন না পাইয়া তাহারা
৯ পর্বতে আশ্রয় করে পিতৃহীনেরদিগকে তাহারা মাতার স্তন হইতে কাড়িয়া লয় এবং গরীবের বস্ত্র বন্ধক
১০ লয়। তাহারদিগকে যাহারা আপনারদের দেয়ালের মধ্যখানে তৈল নিড়ায় ও দ্রাক্ষা চাপ মারিয়া ও তৃষিত
১১ হয় তাহারদিগকে তাহারা বস্ত্র বিহীন করিয়া উলঙ্গে ভ্রমণ করায় এবং ক্ষুধিতেরদের আটি কাড়িয়া লয়।
১২ সহরে সর্বত্রে লোকেরা কোঁকায় ও হতেরদের প্রাণ শব্দ করে কিন্তু ঈশ্বর তাহারদের নামে অজ্ঞতা গনেন

১৩ করেন না তাহারা দীপ্তি হেলকেরদের মধ্যে তাহার
বাঁরা তাহারা জানে না ও তাঁহার পথে বসে না।
১৪ খুনি আলোর উদয় কালে উঠে সে গরীব ও দরিদ্রকে
হত্যা করে সে রাত্রিতে চোরের মত থাকে। কাহার
১৫ চক্ষু আমাকে দেখিবে না এই কথা কহিয়া পারদারি
কের চক্ষু প্রত্যুষে অপেক্ষা করে এবং আপন মুখ
১৬ ঢাকিয়া দিনে যে বাটীতে চিহ্ন দিয়াছে অন্ধকারে সে
ঘরে সিঁদ দেয় তাহারা আলো জানে না।
১৭ কেননা যেমন মৃত্যুর ছায়া তেমন তাহার কাছে
প্রত্যুষে আছে তাহারা যদি জানা যায় তবে মৃত্যুর
ছায়াতে যে ত্রাস সে ত্রাসেতে তাহারা ত্রস্ত হয়। সে
১৮ জন জলের মত বেগগামী তাহার অংশ পৃথিবীতে
শাপগ্রস্ত আছে সে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পথ দেখে না।
১৯ শুষ্কতা ও গ্রীষ্ম বরফের জল নষ্ট করে সেমত কবর
২০ পাপিরদিগকে নষ্ট করে। তাহাকে স্নেহ বিস্মৃত হইবে
কীট মিঠা আস্বাদু পাওনের ন্যায় তাহাকে খাইবে
সে আর মনে হইবে না। দুষ্টতা বৃক্ষের মত ভাঙ্গিতে
২১ হইবে। যে প্রসব হয় না এমন বন্ধ্যাকে সে হিংসা
২২ করে এবং বিধবাকে ও দয়া করে না। সে
বলেতে পরাক্রান্তকে ও টানে সে উঠিলে কাহার
২৩ জীবনের নিশ্চয়তা নাঁই। যাহাতে তাহার সাহস
তাহাতে নিরাপদে রহিতে তাহাকে দেয়া যায় কিন্তু
২৪ তাঁহার চক্ষু তাহারদের পথের উপর তাহারদের কিছু
কাল উদয় আছে বটে পরে তাহারা নাঁই কিন্তু তাহারা
নীচে পড়ে যেমন আর সকল লোক তেমন তাহারা

২৫ বদ্ধ হইয়াছে তাহারা শস্যের শীষের ন্যায় ছেদিত
হইয়াছে। কিন্তু যদি এমন নয়? তবে আমি যে
মিথ্যাবক্তা এ প্রমাণ দিবে কে? ও আমার বাক্য বৃথা
করিবে কে?।—

পর্ব্ব অতঃপর বলদাদ শুহী প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল
২৫ তাহার সহিত শাসন ও ভয় আছে তিনি আপনার
৩ ঊর্দ্ধস্থানে থাকিয়া শান্তি করেন। তাঁহার সকল সৈন্য
গণন করিতে পারে কে? ও যাহার উপর তাঁহার দীপ্তি
৪ আলো না করে সে কে? তবে প্রভুর স্থানে মনুষ্য যাথা
র্থিক কেমন হইবে? ও স্ত্রীলোকেতে জাত যে জন সে
৫ কেমন পরিষ্কৃত হইবে?। তিনি চন্দ্রের প্রতি দেখিলে
সে আলো করে না এবং তাঁহার দৃষ্টিতে ও তারা
৬ সতেজ নয়। তবে কীট রূপ মনুষ্য কেমনে পরিষ্কৃত
হবে ও কীট রূপ মানুষের পুত্র কেমনে ও হবে?।

পর্ব্ব পরে আইওব প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল যাহার পরা
২৬ ক্রম নয় তাহার উপকার তুমি কিমত করিয়াছ?
৩ তুমি অশক্ত হাত কিমত রক্ষা করিয়াছ? যাহার
বুদ্ধি নয় তুমি তাহাকে কিমতে পরামর্শ দিয়াছ?
৪ যাহা২ আছে তাহা কেমনে বিস্তার করিয়া কহিয়াছ?
তুমি কাহাকে কথা কহিয়াছ? ও কাহার আত্মা
৫ তোমা হইতে গিয়াছে? জল ও তন্নিবাসীরদের
৬ নীচে পচা কম্পবান হইয়াছে তাঁহার গোচরে নরক
৭ প্রকাশিত হইয়াছে এবং সর্ব্বনাশের আচ্ছাদন
নয় তিনি শূন্যতার উপরে উত্তরদিগ মেলান ও
৮ শূন্যতার উপর পৃথিবী স্থাপন করেন তাঁহার

৮ নিবিড় মেঘে তিনি জল বাঁধেন তাহার নীচে মেঘ
ছিড়া যায় না আপন সিংহাসনের মুখ তিনি ধরিয়া
১০ রাখেন তাহার উপর মেঘ মেলান যাবৎ পর্য্যন্ত দিবা
রাত্রি আর নয় তাবৎ পর্য্যন্ত জলের চতুর্দ্দিগে
১১ তিনি বেড় দিয়াছেন। স্বর্গের স্তম্ভ কাম্পে এবং
১২ তাঁহার ধম্কানেতে চমৎকৃত হইয়াছে আপন পরাক্রমে
তিনি সমুদ্রকে দুই ভাগ করেন আপন বুদ্ধিতে
১৩ অহঙ্কারিকে ফুড়ান। আপন আত্মাতে তিনি স্বর্গের
সৌন্দর্য্য করিয়াছে বেগগামি সর্পকে তাঁহার হাত
১৪ নির্ম্মান করিয়াছে। দেখ তাহার ক্রিয়ার মধ্যে কিচু এই
তাহার বিষয় যে সে কতটা বুঝা যায়? কিন্তু তাহার
বল কৃত মেঘগর্জ্জন উপদেশ কপে কে বুঝিতে পারে?।
পর্ব্ব আইওব আপন কথার প্রস্তাবে এইং বলিলেন
২৭ আমার বিচারের গৌনকারি ঈশ্বর আমার প্রান
৩ তিক্তকারি সর্ব্বশক্তিমান যদি জীবৎ হন তবে যত
কাল আমার প্রান আমাতে থাকে ও ঈশ্বরের আত্মা
আমার নাসিকায় থাকে ততকাল আমার ওষ্ঠাধর
৪ অযথার্থ্য কহিবে না এবং আমার জিহ্বার নীচে ও
৫ প্রতারনাকে থাকিতে দিব না। তোমারদিগকে যাথা
র্থিক কহা আমা হইতে দূর হউক আমার মরন
পর্য্যন্ত আপনার যাথার্থ্য আমি ছাড়িব না। আপন
৬ ধর্ম্ম আমি ধরিব তাহা ও ছাড়িব না। যত দিন
আমি বাঁচি তত দিন আমার হৃদয়কে আমাকে দুষিতে
৭ দিব না। আমার শত্রুরা দুরাচারেরদের মত
হউক এবং যে জন আমার বিপরিতে উঠে সে জন

৮ অধার্ম্মিকের মত হওক। কাল্পনিক যদি সম্পত্তি
৯ পাইয়া থাকে তবে যে কালে ঈশ্বর তাহার প্রাণ লন
১০ সে কালে তাহার ভরসার বিষয় কি? তাহার দুর্দ্দশা
কালে প্রভু কি তাহার চেঁচানি শুনিবেন? সে কি সর্ব্ব
শক্তিমানেতে সন্তুষ্ট হইবে? সে কি সর্ব্ব কালে
১১ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবে? প্রভুর হাতেতে
তোমারদিগকে আমি শিখাইব যাহা সর্ব্বশক্তিমানের
১২ সহিত আছে তাহা আমি লুকাব না। দেখ আপনং
চক্ষুতে তোমরা সে সকল দেখিয়াছ তবে এ প্রকার
১৩ নির্মূল কথা কহিতেছ কেন? প্রভুর নিকট দুরাচারের
যে অংশ সে এই এবং অন্যায় কর্ত্তারা যে অধিকার
১৪ সর্ব্বশক্তিমানের কাছে পাইবে সেও এই। তাহার
বালক যদি অনেক তবে তাহা তলোয়ারের কারণ
১৫ তাহার সন্তানেরা ভক্ষ্যেতে পূর্ণ হইবে না। তাহার
যাহারা বক্রি থাকে তাহারা মৃত্যুতে মগ্ন হবে ও তাহার
১৬ বিবিরা ও ক্রন্দন করিবে না। ধূলার ন্যায় সে জন
যদি রূপা জড় করে ও মৃত্তিকার তুল্য যদি ও বস্ত্র
১৭ প্রস্তুত করে তবে সে প্রস্তুত করিবে বটে কিন্তু যাথা
র্থিকে তাহা পরিবে এবং সাধু লোকেরা তাহার রূপা
১৮ বাঁট করিয়া লইবে। সে গুটি পোকার মত আপন ঘর
গাঁথিয়াছে ও চৌকিদার যে কুঁড়িয়া বানায় তাহারি মত।
১৯ ধনবান ব্যক্তি শুইবে কিন্তু আর হইবে না সে আপন
চক্ষু মুটিবামাত্র যেমন বন্যা তেমন আর হয় না।
২০ ত্রাস তাহাকে ধরিবে যেমন চোরে লইয়া যায় তেমন
২১ ঝড় তাহাকে রাত্রিতে লইয়া যাইবেক। পূরবিয়া

বাতাস তাহাকে তুলিয়া লইয়া যায় সেও প্রস্থান করে
তিনি ঝড়ের ন্যায় আপন স্থান হইতে তাহাকে লড়া
২২ ইবেন কেননা তিনি তাহার ওপর আপনাকে ফেলিবেন ও
ক্ষমা করিবেন না সে হাত হইতে পলাইতে বড় চেষ্টা
২৩ করে। তাহার প্রতি তিনি হাত তালি দিবেন ও শীশ
দিয়া তাহাকে আপন স্থান হইতে লড়াইবেন।—

পর্ব্ব ২৮ যে রূপার ও স্বর্ণের খাটি করা হয় তাহার খান
অবশ্য আছে লোহা মৃত্তিকা হইতে খনিত হইয়াছে ও
৩ তাঁবা প্রস্তর হইতে গিলান যায়। মানুষ অন্ধকারের
সীমার ঠেকানা করে ও সকলের অবধি যে পর্য্যন্ত
৪ ইহার বিচার করে এবং অন্ধকারস্থ পাথর ও মৃত্যুর
ছায়াবৃত ইহাও বিচার করে। বন্যা পর্ব্বতের
নামা হইতে বাহির হইয়াছে তাহা পায়েতে বিস্মৃত
হইয়াছে তাহা শুষ্ক হইয়াছে তাহা মনুষ্যেরদের
৫ হইতে স্থানান্তর হইয়াছে। মৃত্তিকা হইতে
ভক্ষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহার নীচ হইতে
৬ অগ্নির খননেতে সমান রূপ উদ্ধৃত হয়। তাহার
৭ প্রস্তর সাফিরের স্থান তাহার ধূলা ও স্বর্ণ। পক্ষীর
অজ্ঞাত ও শকুনির চক্ষুর অদৃষ্ট পথ সেখানে আছে।
৮ বন পশুর বাচ্চারা তাহাতে গতি করে না সিংহ তাহা
৯ দিয়া যায় না। সে পাথরেতে হাত দেয় ও পর্ব্বতকে
১০ মূল সুদ্ধ উল্টিয়া ফেলে সে পাষাণ স্থলের মধ্যে
নদী বাহির করে প্রত্যেক বহু মূল্য বস্তু তাহার
১১ চক্ষুগোচরে আছে। সে বন্যার উথলন বন্ধ
করে ও গুপ্ত যাহা আছে তাহা প্রকাশ করে

১২ কিন্তু জ্ঞান কোথায় পাওয়া যাইবে? ও বুদ্ধির স্থান
১৩ কোথায়?। মনুষ্য তাহার মূল্য জানে না জীবতের
১৪ দেশে তাহা পাওয়া যায় না। গাম্ভীর্য্য বলে তাহা
আমার মধ্যে নয় সমুদ্র কহে তাহা আমার মধ্যে
১৫ নয় নির্ভাঁজ স্বর্ণ দিলে তাহা পাওয়া যায় না তাহার
১৬ মূল্যের কারণ রূপা তৌল করিতে হইবে না আফ
রীঁয় স্বর্ণ তাহার উপযুক্ত মূল্য হইবে না বহু মূল্য
১৭ আকিক কিম্বা সাফির ও নয়। স্বর্ণ ও স্ফটিক
তাহার তুল্য নয় উত্তম স্বর্ণের পাত্র তাহার মূল্য
১৮ হইবে না। মুক্তার নাম ও কহিতে হইবে না
কেননা জ্ঞানের মূল্য মানিক হইতে অধিক।
১৯ কূশ দেশের পদ্মরাগ তাহার তুল্য নয় নির্ভাঁজ স্বর্ণ
২০ তাহার সমান হইবে না। তবে জ্ঞান কোথা হইতে
২১ আইসে? বুদ্ধির স্থান ও কোথায়? তাহা সকল
২২ জীবের চক্ষু হইতে গুপ্ত এবং শূন্যের পক্ষির অদৃষ্ট।
আমরা কর্ণে তাহার সুখ্যাতি শুনিয়াছি সর্ব্বনাশ ও
২৩ মৃত্যু এ কথা কহে। ঈশ্বর তাহার পথ বুঝেন তিনি
২৪ ও তাহার স্থান জানেন কেননা তিনি বায়ুর পরিমাণ
২৫ করিতে পৃথিবীর সীমায় দৃষ্টি করেন তিনি স্বর্গের
২৬ নীচে সর্ব্বত্রে দেখেন তিনি ও পাত্রেতে জল মাপেন।
তিনি বৃষ্টির বিধি ও মেঘ গর্জ্জনের বিদ্যুত তাহার পথ
২৭ যখন করেন তখন তিনি তাহা দেখিলেন ও কহিলেন
এবং তাহা প্রস্তুত করিলেন ও বিচার করিলেন।
২৮ এবং মনুষ্যকে তিনি বলিলেন দেখ ঈশ্বরের ভয় যে
সে জ্ঞান ও কুক্রিয়া ত্যাগ যে সে বুদ্ধি।—

পর্ব্ব আইওব ও আপন কথার পুস্তাবে এই ২ বলিল গত
২৯ মাসের ন্যায় ও যে দিনে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করি
৩ লেন যখন তাঁহার পুদীপ আমার মাথার চতুর্দ্দিগে
আলো করিল যখন দীপ্তিতে আমি তাহার আলোতে
অন্ধকার দিয়া গতি করিলাম যখন ঈশ্বরের তত্ত্ব
আমার তাম্বুতে ছিল যুবাকালে আমি যেমন এ রূপে
৪ ছিলাম যখন সর্ব্বশক্তিমান আমার নিকট ছিলেন
৫ ও আমার বালকেরা আমার চতুর্দ্দিগে ছিল যখন
৬ আমার পথ মাখনেতে লেপিলাম এবং আমার কাছে
পর্ব্বত তৈলের নদী চালাইল আহা যদি আমার
৭ সম্প্রতি গতিক সে মত হইত। তখন সহরের মধ্যে
দিয়া আমি দ্বারে গেলাম এবং রাস্তায় আমার আসন
৮ করিলাম। যুবারা আমাকে দেখিয়া আপনার
৯ দিগকে লুকাইল এবং বুড়ারা উঠিয়া দাঁড়াইল। অধ্য
ক্ষেরা কথা কহা ত্যাগ করিল ও আপনারদের মুখে হাত
১০ দিল মহৎলোকেরা চুপ করিল এবং তাহারদের জিহ্বা
১১ তালুয়ায় লাগিয়া থাকিল। কর্ণ শুনিয়া আমাকে
বর দিল চক্ষু দেখিয়া আমার বিষয়ে পুমাণ দিল।
১২ কেননা চীৎকারী দরিদ্রকে ও যাহার উপকারী
নাঁই তাহাকে এবং পিতৃহীনকে আমি নিস্তার করি
১৩ লাম। অতিদীনহীনের আশীর্ব্বাদ আমার উপর হইল
১৪ বিধবার হৃদয়কে আমি গান করাইলাম। আমি
গোলাপের মত যথার্থ ক্রিয়া গায় দিলাম এবং ন্যায়
১৫ করণ আমার মুকুট ছিল। আমি অন্ধ লোকেরদের

১৫ আইল। ত্রাসেরা আপনারদিগকে আমার উপরে
ফিরাইয়াছে তাহারা বায়ুর মত আমার মহত্বকে
১৬ তাড়ায় মেঘের মত আমার মঙ্গল যায়. এখন আমার
প্রাণ আপনি দ্রব হইয়াছে দুঃখের দিন আমাকে
১৭ ধরিয়াছে। রাত্রিতে আমার মধ্যস্থ হাড় ফুঁড়া যায় ও
আমার রগের আরাম নাই। আমার বড় রোগেতে
১৮ আমার বস্ত্র বিবর্ণ হইয়াছে আমার জামার গিরি
১৯ বানের মত সে আমাকে বান্ধে আমাকে তিনি পাঙ্কে
ফেলিয়াছেন। আমি ধূলা ও ভস্মের রূপ হইয়াছি।
২০ আমি তোমাকে ডাকিয়াছি তুমি প্রত্যুত্তর না দিয়াছ
২১ আমি দাঁড়াইলে তুমি মান না। আমার প্রতি তুমি
নির্দ্দয় হইতেছ। তোমার বাহুবলেতে আপনাকে
২২ আমার বিরুদ্ধে করিতেছ। তুমি আমাকে উঠাইয়াছ
তুমি বায়ু আরোহন করাইয়াছ আমাকে তুমি
২৩ নিতান্ত চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছ। যে ঘর সকল জীব
তেরদের কারন নিরূপিত তাহাতে আমাকে আনিবা
২৪ এই আমি জানি। তাহারা যদি তাঁহার কৃত
বিনাশে চেঁচায় তবেও তিনি কবর পর্য্যন্ত হাত
২৫ বাড়াইবেন না। যাহার দুঃখ উপস্থিত ছিল আমি কি
তাহার কারন ক্রন্দন করি নাই? দরিদ্রের কারন
২৬ আমার মন কি শোকান্বিত ছিল না? আমি যখন
মঙ্গলের অপেক্ষা করিলাম তখন দুর্গতি আইল আমি
যখন আলোর অপেক্ষা করিলাম তখন অন্ধকার
২৭ আইল। আমার অন্তর জ্বলিল ও শান্ত ছিল না
২৮ আমার মন্দ দশা আমার আগে হইয়া আইল আমি

ব্যাকুল হইয়া সূর্য্য বিহিনে*বেড়াইলাম আমি ওঠিয়া
২৯ মণ্ডলিতে চেঁচাইলাম। আমি তনের† ভাই ও হুতম
৩০ পেঁচার সখি। আমার ওপরস্থ চর্ম্ম কালা হইয়া
গিয়াছে আমার অস্থি তাপেতে পুড়িয়া গেল।
৩১ আমার বীণা হাহাকার হইয়াছে আমার আগান ও
ক্রন্দনের স্বর হইয়াছে।—

পর্ব্ব ৩১

আপনার চক্ষুর সহিত আমি নিয়ম করিয়াছিলাম
তবে যুবতীকে মনে করিব কেন?। কেননা ওপর
হইতে ঈশ্বরে লোক্কার কি অং-শ ও ঊর্দ্ধ হইতে সর্ব্ব
৩ শক্তিমানের অযথার্থিকের কি অধিকার?। দুরাচারের
কি বিনাশ হইবে না? এবং কুকর্ম্মারদের চমৎকার
৪ শাস্তি কি হইবে না?। তিনি কি আমার গতি দেখেন
না?। আমার পায়ের বিক্ষেপ তিনি কি গনন করেন
৫ না?। যদি আমার পা শীঘ্র দৌড়ে আমি যদি মিথ্যা
৬ কথা কহি তবে আমার তোল পুকৃত দাঁড়িতে হওক
৭ আমার শুদ্ধতা ঈশ্বর ও জানুন। আমার গমন যদি
পথ ছাড়া হইয়া থাকে আমার অন্তঃকরন যদি
আমার চক্ষুর পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া থাকে কিছু মন্দ ক্রিয়া
৮ যদি আমার হস্তে হইয়া থাকে তবে আমি বুনিলে
অন্যে খাওক এবং আমার ওৎপন্ন ওৎপাটিত হওক
৯ আমার হৃদয় যদি স্ত্রীতে ভ্রান্ত হইয়া থাকে আমার
পড়সির দ্বারের নিকটে যদি লুকিয়া থাকি তবে
১০ আমার ভার্য্যা অন্যের কারন পিষুক অন্য লোক ও

---

* অর্থাৎ অন্ধকারে। † অর্থাৎ বনপশু বিশেষ।

১১ তাহার ওপর হেঁট হওক। কেননা বিচারকর্ত্তার
১২ দের দণ্ডনীয় দোষ এবং সংহার পর্য্যন্ত নাশক ও
১৩ আমার সকল বীন খাদক অগ্নি এই। আমার
দাস ও দাসী যখন আমার নামে নালিস করিল
তখন তাহারদের মকদ্দমা যদি তুচ্ছ করিয়া থাকি
১৪ তবে ঈশ্বর ওঠনি করিলে আমি কি করিব? তিনি ও
১৫ দেখিতে আইলে আমি কি ওত্তর দিব ? যিনি আমা
কে গর্ব্ভে নির্ম্মাণ করিলেন তিনি কি তাহাকে নির্ম্মাণ
করিলেন না ? ও একিমত আমারদিগকে গর্ব্ভে কি
১৬ প্রস্তুত করিলেন না ? । আমি যদি দরিদ্রেরদের কাম্য
বস্তুর আটক করিয়া থাকি কিম্বা বিধবার আকাঙ্খা
১৭ পূর্ণ করিয়া না থাকি আমার আহার যদি আমি একা
খাইয়া থাকি ও পিতৃহীন তাহার কিছু খাইতে যদি না
১৮ পাইয়া থাকে কেননা আমার বালক কালাবধি সে যে
মন পিতার নিকটে প্রতিপালিত ছিলেন তেমন আমার
ও নিকটে আমার মাতার গর্ব্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ কালা
১৯ বধি তাহাকে প্রতিপালন করিলাম। বস্ত্রের অভাবেতে
যদি কাহাকে মরিতে দেখিয়া থাকি ও দরিদ্রকে অনা
২০ চ্ছাদিত দেখিলাম যদি তাহার কমর আমাকে বর না
দিয়া থাকে কিম্বা আমার মেষের লোমেতে গরম
করা না গিয়া থাকে আমি আপনার পরাক্রম দ্বারে *
২১ দেখিয়া যদি পিতৃহীনের বিপরিতে হাত ওঠাইয়া থাকি
২২ তবে স্কন্ধ হইতে আমার ভুজ পড়ুক আমার ভুজ

---

* অর্থাৎ আদালতে।—

২৩ ও আপন মহিমহইতে ভাঙ্গিয়া পড়ুক কেননা ঈশ্বরের
ভাঙ্গন আমার কাছে ভয়দায়ক ছিল ও তাঁহার
২৪ মহত্ব দেখিয়া আমি সহিতে পারিলাম না। আমি
যদি স্বর্ণ আমার ভরসার বিষয় করিয়া থাকি কিম্বা
তুমি আমার আশ্রয় এই কথা স্বর্ণকে যদি কহিয়া
২৫ থাকি। আমার সম্পদ বড় ও আমার হাত অনেক
পাইয়াছে এই কারণ যদি আমি আনন্দিত হইয়া
২৬ থাকি তেজ করন কালে যদি সূর্য্যকে দেখিয়া কিম্বা
সুন্দর গমন করিতে যদি চন্দ্রকে দেখিয়া যদি
২৭ আমার মন গুপ্তে ভ্রান্ত হইয়া থাকে কিম্বা আমার
২৮ মুখ আমার হাতকে চুম্বন করিয়া থাকে এই ও বিচার
কর্ত্তা কর্ত্তৃক দণ্ডনায় অযথার্থ্য হইত কেননা তাহা
২৯ হইলে সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরকে হেলা করিতাম। আমার
বৈরির ভঞ্জনে যদি আনন্দিত হইয়া থাকি কিম্বা তাহার
৩০ সর্ব্বনাশ হইলে হৃষ্ট হইয়া থাকি কিম্বা তাহার প্রাণ
কে শাপ দিতে ইচ্ছা করিয়া আপনার মুখকে যদি পাপ
করিতে দিয়া থাকি আহা তাহার খাওয়ানেতে তৃপ্ত না
৩১ হইয়া ওঠিল কে? যদি আমরা বাটীর লোক এই কথা
৩২ না কহিয়া থাকে কেননা কেহ বিদেশি যদি রাস্তাতে
রাত্রিতে রহে এই নিমিত্তে পথিকের জন্যে আমার দ্বার
৩৩ খুলা ছিল। আমি আপন অযাথার্থ্য বক্ষে লুকাইয়া
যদি আদমের মত আমার পাপ ঢাকিয়া থাকি তবে
৩৪ আমি যেন বড় জনতাকে ভয় করি অন্যোন্য বংশের
দের তুচ্ছ করন যেন আমাকে ভীত করে আমি
৩৫ চুপ করিয়া ও যেন দ্বার হইতে যাই না। আহা

যদি কেহ আমাকে শুনিত সর্ব্বশক্তিমান আমাকে
উত্তর যে দিবেন ও আমার বিপক্ষ যিনি তিনি পুস্তুকে
যে আমার মকদ্দমা লেখিবেন দেখ এই আমার ইচ্ছা
৩৬ অবশ্য। আমি তাহা স্কন্ধে বহিব আমার মুকুটের
৩৭ মত তাহা আমার গায়ে বাঁধিব। তবে আমার
পায়ের বিক্ষেপ কত ইহা তাঁহাকে বলিব আমি
৩৮ অধ্যক্ষের মত তাঁহার নিকটে যাইব আমার ভুমি
যদি আমার বিপরিতে চেঁচায় তাহার চাস যদি ক্রন্দন
৩৯ করে আমি যদি খরচ না করিয়া তাহার ফল
খাইয়া থাকি কিম্বা তাহার কর্ত্তার প্রান মারিয়া থাকি
৪০ তবে গোমের স্থানে কণ্টক হওক এবং যবের
স্থানে দুর্গন্ধ বন হওক।———আওবের বাক্য সাঙ্গ
হইল।—

পর্ব্ব আইওব আপনাকে আপনার দৃষ্টিতে যাথার্থিক
৩৩ করিয়া মানিল অতএব এ তিন জন তাহার প্রতি
২ প্রত্যুত্তর করা ত্যাগ করিল। তখন রাম বংশের
মধ্যে বুজীয় * বারাকালের পুত্র আলিহুয়ার ক্রোধ
প্রজ্বলিত ছিল। আইওব ঈশ্বর হইতে আপনাকে
যাথার্থিক মানিয়াছিল অতএব তাহার উপর তাহার
৩ ক্রোধ প্রজ্বলিত ছিল। তাহার তিন বন্ধু ও আইওবকে
প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া তাহাকে দোষী কহিয়াছিল
অতএব তাহারদের উপর ও তাহার ক্রোধ প্রজ্বলিত ছিল
৪ তখন তাহারা তাহা হইতে বয়সে অধিক সে কারন

---

* অর্থাৎ বুজ গোষ্ঠীয়।—

আইওবের বাক্যের শেষ পর্য্যন্ত আলিহুয়া রহিল ।
৫ এ তিন জনের মুখে প্রত্যুত্তর নাই ইহা দেখিয়া
৬ আলিহুয়ার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল । পরে বারাকাল
বুজীয় রামের পুত্র আলিহুয়া প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল
আমি যুবা তোমরা বড় বৃদ্ধ অতএব আমি ভীত হইয়া
৭ আপনার মনস্থ কহিতে ভয় করিলাম । আমি
কহিলাম বৃদ্ধাবস্থা বলিবে এবং অনেক বৎসর
৮ জ্ঞান প্রকাশ করিবে । অবশ্য মানুষের মধ্যে আত্মা
আছে এবং সর্ব্বশক্তিমানের আবেশ তাহারদিগকে
৯ জ্ঞান দেয় মহৎ লোক সর্ব্বদা জ্ঞানবান হয় তাহা
১০ নয় বৃদ্ধেরা বিচার নিত্য বুঝে তাহাও নয় সেকারণ
আমি কহিলাম আমার কথা শুন আমিও আপন
১১ মনস্থ কহিব । তোমারদের বচনের অপেক্ষা
আমি করিলাম তোমরা যে কালে বিচার করিতে
ছিলা তৎকালে তোমারদের হেতু বাক্য শুনিলাম ।
১২ তোমারদের বানী বিবেচনা করিলাম এবং যে
আইওবকে পরাস্ত করে ও তাহার কথার প্রত্যুত্তর
যে দেয় দেখ এমন লোক তোমারদের মধ্যে নাই ।
১৩ আমরা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি তোমরা এ কথা না কহ এই
কারন প্রভু তাহাকে খাটো করিয়াছেন মানুষ নহে ।
১৪ আমার বিরুদ্ধে তিনি কথা কহিলেন না তোমারদের
মত কথা কহিয়াও আমি তাহাকে প্রত্যুত্তর দিব
১৫ না তাহারা বিস্মিত হইল তাহারা প্রত্যুত্তর আর
১৬ দিল না তাহারা কথা কহন ত্যাগ করিল । আমি

অপেক্ষা করিলাম কিন্তু কেহ বলিল না তাহারা
১৭ দাঁড়াইয়া আর প্রত্যুত্তর দিল না। তাহাতে আমি ইহা
বলিলাম আমি ও আমার প্রত্যুত্তর করিব আমি ও
১৮ আমার মনস্থ জানাইব কেননা আমি বচনে পূর্ণ
১৯ আমার অন্তরস্থ আত্মা আমাকে জোর করে। দেখ
আমার পেট বদ্ধদ্রাক্ষা রসের ন্যায় তাহা নূতন কুপার
২০ মত ভাঙ্গিতে উদ্যত হয়। আমি আরাম পাইবার
কারণ বলিব আমি ওষ্ঠাধর খুলিয়া প্রত্যুত্তর করিব।
২১ আমি মানুষের মুখাপেক্ষা করিব না আমি মনুষ্যকে
২২ স্তব করিব না। আমি স্তব করিতে জানি না অল্পকাল
পরে আমার সৃষ্টিকর্ত্তা আমাকে লইয়া যাবেন।—

পর্ব্ব অতএব হে আইওব অনুগ্রহ করিয়া আমার
৩৩ বাক্য শুন আমার কথা যেন তোমার কর্ণ গোচর
২ আইসে। দেখ এখন আমি আপন মুখ খুলিয়াছি
৩ আমার মুখস্থ জিহ্বা কথা কহিয়াছে। আমার অন্তঃ
করণের শুদ্ধতাহইতে আমার বচন হবে আমার
৪ ওষ্ঠাধর নির্ম্মল জ্ঞান ও বলিবে। প্রভুর আত্মা আমাকে
নির্ম্মান করিয়াছে ও সর্ব্বশক্তিমানের শ্বাস আমাকে
৫ জীয়াইয়াছে। আমাকে যদি প্রত্যুত্তর করিতে পার
৬ তবে খাড়া হইয়া আপন কথা সাজাও; দেখ
তোমার বাক্যানুসারে আমি প্রভুর প্রতিনিধি. আমি
৭ ও মৃত্তিকাহইতে নির্ম্মিত আছি। আমার ভয় স্বরূপ
তোমাকে ভীত করিবে না আমার হাত তোমার
৮ উপর ভারি হইবে না। আমি শাস্ত্র লঙ্ঘন বিনা
নির্ম্মল আছি আমি নিষ্পাপ আছি আমার অযাথার্থ্য

৯ নাই দেখ আমাকে অপবাদ করিতে তিনি কারণ
অন্বেষণ করেন আমাকে তিনি আপন শত্রুরূপ
১০ মানেন আমার পা তিনি হাড়ো দেন আমার
১১ সকল পথে তিনি চৌকি করেন এই কথা আমার কর্ণ
গোচরে তুমি কহিয়াছ তোমার এই বচন আমি
১২ শুনিয়াছি। দেখ ইহাতে তুমি যাথার্থিক নও
ঈশ্বর মনুষ্যহইতে বড় তোমাকে আমি এই প্রত্যুত্তর
১৩ দেই। তাঁহার সহিত কেন বাদানুবাদ করিতেছ
কেননা আপনার বাক্যের হেতু তিনি কহেন না।
১৪ প্রভু একবার দুইবার কহেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ মানে
১৫ না। যখন মনুষ্যকে ঘুম ধরে খাটের উপরে
১৬ যখন নিদ্রা যায় তখন মানুষকে তাহার কর্ম্মহইতে
ফিরাইতে ও মনুষ্যহইতে অহঙ্কার গুপ্ত করিতে
রাত্রির স্বপ্ন দর্শনে তিনি তাহারদের কর্ণ খুলেন *
১৭ এবং উপদেশ যাহা তাহা মোহর ছাপা করেন।
১৮ তিনি পচতাহইতে তাহার প্রাণ ও অস্ত্রহইতে
১৯ তাহার জীবন রক্ষা করেন। সে আপন শয্যের
উপরে বড় ব্যথিত হইয়াছে ও তাহার অনেক অস্থি
২০ বড় ব্যথিত হয়। তাহার প্রাণ আহার ঘৃনা করে
২১ তাহার মন ও সুভক্ষ্য ভাল বাসে না। যে রূপে
দেখা না যায় সে রূপে তাহার মাংসের ক্ষয় হই
২২ তেছে তাহার অদৃষ্ট হাড় দেখা যায়। তাঁহার
প্রাণ পচতার নিকট ও তাহার জীবন নাশকেরদের

---

* অর্থাৎ মনোযোগ করান।—

২৩ নিকট হইতেছে। যথার্থ ক্রিয়া দেখাইতে যদ্যপি
সহস্রের মধ্যে উত্তম এক জন প্রেরিত তাহার সহিত
২৪ যদি থাকে তবে তাহাকে কৃপা করিয়া তিনি বলিলেন
কবরে নামনহইতে তাহাকে মুক্ত কর আমি প্রায়শ্চিত্ত
২৫ পাইয়াছি। বালকের মাংসের ন্যায় তাহার
মাংস তাজা হইবে আপন যুবাকাল সে পুনর্ব্বার
২৬ পাইবে সে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে ও তিনি
তাহার প্রতি দয়ালু হইবেন সে ও হৃষ্ট হইয়া তাঁহার
মুখ দেখিবে তাহার যথার্থ ক্রিয়া তিনি মানুষকে
২৭ দিবেন। তিনি মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং
আমি পাপ করিয়াছি ও প্রকৃত যাহা তাহা অন্যথা
করিয়াছি এবং তাহাতে আমার লাভ ছিল না
২৮ এই কথা যদি কেহ কহে তবে কবরে নামনহইতে
তাহার প্রাণ তিনি মুক্ত করিবেন এবং তাহার আত্মা
২৯ আলো দেখিবে দেখ কবরহইতে তাহার প্রাণ
ফিরাইবার কারণ এবং জীবিতেরদের দীপ্তিতে দ্যোতিত
৩০ করাইবার কারণ মনুষ্যেরও প্রতি প্রভু এ সকল
৩১ পুনঃ২ করেন। হে আইওব শুন অবধান কর চুপ
৩২ কর তখন আমি কহিব যদি তোমার বাক্য থাকে
তবে আমাকে প্রত্যুত্তর কর কহ কেননা তোমাকে
৩৩ যাথার্থিকরূপে প্রকাশ করিতে চাহি। যদি কথা না
থাকে তবে আমার বচন শুন চুপ কর তবে তোমাকে
জ্ঞান শিখাইব।—

পর্ব্ব আলিহুয়া প্রত্যুত্তর করিয়া আর২ ও বলিল হে
৩৪ বিজ্ঞেরা আমার বাক্য শুন হে জ্ঞানবানেরা আমার

৩ কথা শুন। কেননা যেমন তালুয়া ভক্ষ্য দ্রব্য বিচার
৪ করে তেমন কর্ণ কথা বিচার করে। আইস আমরা
বিচার পসন্দ করি কিং ভাল তাহা আমরা জানি।
৫ আমি যাথার্থিক আমার বিচার ঈশ্বর দূর করিয়াছেন
৬ আইওব এই কথা বলিয়াছেন। আমি কি আপনার
উপযুক্তের বিপরিতে মিথ্যা কথা কহিব? আমার
৭ দোষর বিনা আমার ঘা অপ্রতিকার্য্য আছে জলের ন্যায়
৮ পরিহাস পানকর্ত্তা ও কুকর্ত্তারদের সহচারী এবং দুষ্ট
লোকেরদের অনুগামী যে আইওব তাঁহার মত কে?
৯ কেননা ঈশ্বরে সন্তোষ পাওয়াতে মনুষ্যের লাভ কি?
১০ এই কথা তিনি কহিয়াছেন। অতএব হে বুদ্ধিমানেরা
আমার কথা শুন প্রভু হইতে কুক্রিয়া করণ দূর হওক
ও সর্ব্বশক্তিমান হইতে অযথার্থ ক্রিয়া করণ ও দূর
১১ হওক। কেননা মনুষ্যের আপন কার্য্যের সমুচিত ফল
তিনি তাহাকে দিবেন এবং প্রতি জনকে আপনং ক্রিয়ানু
১২ যায়ি ফল ভোগ করাইবেন। অবশ্য ঈশ্বর দোষ করি
বেন না সর্ব্বশক্তিমান যিনি তিনি অন্যায় ও করিবেন না।
১৩ তাঁহাকে পৃথিবীর উপর পদার্পিত করিল কে? ও সকল
১৪ সংসার সাজাইয়াছে কে?। তিনি যদি মানুষেরদের
প্রতি মন দেন এবং তাঁহার আত্মা ও নিশ্বাস আপ
১৫ নার স্থানে করেন তবে সকল প্রাণী একবারে মরিবে
১৬ ও মানুষ ধূলায় আরবার হবে। তোমারদের যদি
বুদ্ধি থাকে তবে ইহা শুন আমার বচনের শব্দ শুন।
১৭ যে প্রকৃত কার্য্য ঘৃণা করে সে কি কর্তৃত্ব করিবে? যে
যাথার্থিক আছে তাহার ও দোষ তুমি কি বলিবা?।

১৮ রাজাকে হে দুষ্ট কিম্বা অধ্যক্ষকে হে দুরাচার ইহা
১৯ কহিতে কি উচিত? যদি নয় তবে যিনি রাজারদের
মুখাপেক্ষা করেন না ও ধনবানকে দরিদ্র হইতে ভাল
বাসেন না তাঁহাকে সে কথা কহা কত বড় অনুচিত*
২০ এই? কেননা দুই তাহার হস্তকৃত। তাহারা এক
নিমেষে মরে মধ্যরাত্রিতে লোক ও অস্থির হইবে ও
চলিয়া যাইবে এবং বলবানকে বিনাহস্তে দূর করিতে
২১ হইবে। কেননা মানুষের পথে তাঁহার চক্ষু† তিনি
২২ তাহার সকল গতিক দেখেন। যেখানে কুকর্ত্তারা
লুকাইবে এমন অন্ধকার নাঁই এবং মৃত্যুর ছাইয়াও
২৩ নাই। কেননা প্রভুর সহিত মানুষ যে বিচার করিতে
যাইতে পারে এমত মানুষের উপর তিনি অধিক ভার
২৪ দিবেন না। অসঙ্খ্যা পরাক্রান্ত লোককে তিনি খণ্ড করি
বেন এবং তাহারদের স্থানে অন্যেরদিগকে স্থাপন
২৫ করিবেন। অতএব তিনি তাহারদের ক্রিয়া জানেন তিনি
রজনিতে তাহারদিগকে উল্টিয়া দেন তাহাতে তাহারা
২৬ নষ্ট হয়। তিনি অন্যেরদের সাক্ষাৎকারি তাহার
২৭ দিগকে দুরাচারের মত মারেন। কেননা তাহারা
তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল ও তাঁহার কোন পথ জানিল
২৮ না। অতএব দরিদ্রেরদের চেঁচান যেন তাঁহার
নিকট পর্য্যন্ত যায় তেমন তাহারা করে দুঃখিরদের
২৯ চেঁচান ও তিনি শুনেন। কেননা তিনি যদি সুখ দেন

---

* অর্থাৎ অতিশয় অনুচিত।—

† অর্থাৎ তাহার দৃষ্টি।—

তবে দণ্ড দিতে পারে কে? এবং লোকেরা তাঁহার
ধীরা যায় না এই জন্য কাল্পনিক কর্তৃত্ব করিতে যেন
৩০ না পায় সমূহ দেশীয় লোকেরা হওক কিম্বা কেবল
এক জন হওক ইহারদিগহইতে তিনি যদি মুখ লুকান
৩১ তবে কে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে? কেননা আমি
৩২ শাজা পাইয়াছি আমি আর পাপ করিব না। যাহা
আমি দেখি না তাহা আমাকে শিখাও যদি আমি
পাপ করিয়া থাকি তবে আমি আর করিব না প্রভুকে
৩৩ ইহা কহা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমার ইচ্ছার মত কি
হইবে? তুমি ইচ্ছা না কর কিম্বা কর তিনি ক্রিয়ার
ফল দিবেন কিন্তু আমি নই সে কারণ যাহা জান
৩৪ তাহা কহ। বুদ্ধিমান লোক আমাকে কহুক ও জ্ঞান
৩৫ বানেরা আমার কথা শুনুক। আইওব অজ্ঞানে
কথা কহিয়াছে তাঁহার বাক্য বুদ্ধি রহিত্ব্ত আছে।
৩৬ অযথার্থিকেরদের পক্ষে আইওব যে প্রত্যুত্তর করি
য়াছে সেই কারণ যে তাহার পরীক্ষা শেষ পর্য্যন্ত হয়
৩৭ এই আমার ইচ্ছা। কেননা আপন দোষের উপর
তিনি পাপ করেন তিনি আমারদের মধ্যে হাততালি
দেন ও প্রভুর বিরুদ্ধে অনেক কথা কহেন।—

পর্ব্ব আলিহুয়া আরও প্রত্যুত্তর করিয়া ও বলিলেন
৩৫ তুমি যে কহিয়াছ আমার ধর্ম্ম প্রভুর ধর্ম্মহইতে
অধিক এই যে প্রকৃত তুমি মনে কি ইহা বিচার
৩ করিতেছ? কেননা যদি আমার পাপ মোচন হয় তবে
৪ আমার কি লাভ কি প্রাপ্তি? এই তুমি কহিয়াছ
তোমার বচনের ও তোমার সহিত যে তোমার বন্ধুরা

৫ তাঁহারদের বচনের পুত্যুত্তর ও আমি দিব। স্বর্গের
দিগে দৃষ্ট করিয়া দেখ এবং মেঘ দেখ তাহারা
৬ তোমাহইতে যত ঊর্দ্ধ তাহাও দেখ। তুমি যদি
পাপ কর তবে তাহার বিরুদ্ধে তুমি কি কর? যদি
৭ অনেক পাপ কর তবে ও তাহাকে কি কর? তুমি যদি
যাথার্থিক হও তবে তাহাকে কি দিতেছ? তোমার
৮ হাতহইতে তিনি ও কি পাইবেন?। তোমার কুক্রিয়া
তোমার মত মানুষের হিং-সা করিতে পারে ও তোমার
৯ ধর্ম্ম তোমার মত মানুষের প্রাপ্তি হইতে পারে। জোর
করণ দ্বারায় তাহারা লোককে চীৎকার করায়
১০ তাহারা বলবানের ভুজের দ্বারায় চেঁচায় কিন্তু আমার
সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর যিনি রাত্রিতে গান করিতে দেন
১১ যিনি আমারদিগকে পশুহইতে অধিক ও শিক্ষা
করান ও আমারদিগকে শূন্যের পক্ষিহইতে অধিক
জ্ঞান দেন তিনি কোথায়? এ কথা কেহ কহে না।
১২ তাহারা দুরাচারেরদের অহঙ্কারেতে সেখানে
১৩ চেঁচায় কিন্তু কেহ শুনে না। অবশ্য প্রভু নিরর্থক কথা
শুনিবেন না সর্ব্বশক্তিমান ও তাহা দেখিবেন
১৪ না। আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব না এই কথা
যদি তুমি কহ তবে ও তোমার মকদ্দমা তাঁহার
গোচরে আছে অতএব তাঁহার অপেক্ষা কর। এখন
১৫ তাহা নাই এই কারণ তিনি ক্রোধে আসিয়া
১৬ দেন কিন্তু সে অতিশয় তাহা জানে না অতএব
আইওব মুখ বৃথা খুলেন এবং অজ্ঞান অনেক কথা
কহেন।—

পর্ব্ব আলিহুয়া আরং ও কহিয়া ইহা বলিল আমার
৩৬ কিছু কথা সহ তবে যে ঈশ্বরের পক্ষে আরং
৩ বচন আছে ইহা তোমাকে জানাইব। আমার
জ্ঞান দূরহইতে আনিব এবং আমার নির্ম্মাণ কর্ত্তা
৪ যে ধর্ম্ম ইহা আমি প্রকাশ করিব। কেননা
আমার কথা মিথ্যা হবে না জ্ঞানেতে শুদ্ধ যিনি
৫ তিনি তোমার সহিত। দেখ প্রভু শক্তিমান ও
কাহাকে তুচ্ছ করেন না তিনি বলেতে ও বুদ্ধিতে
৬ শক্তিমান আছেন। তিনি দুষ্টেরদের প্রাণ রাখেন না
তিনি দরিদ্রেরদিগকে বিচার করিয়া উপযুক্ত মত
৭ দিবেন। তিনি ধার্ম্মিকহইতে চক্ষু* লুকান না
কিন্তু সে দৃষ্টি সিংহাসনস্থ রাজারদের প্রতি ও হয়।
তিনি তাহারদিগকে নিত্য রক্ষা করেন ও তাহারা
৮ নামলুব্ধ হয়। তাহারা যদি ও জিঞ্জিরেতে বদ্ধ কিম্বা
৯ দুঃখরজ্জুতে ধৃত হয় তবে তাহারদের ক্রিয়া ও
যে লঙ্ঘনেতে তাহারা বাবস্থা লঙ্ঘিয়াছে ইহা তিনি
১০ তাহারদিগকে দেখান। তিনি হিতের উপদেশ
লইতে তাহারদের কর্ণ খুলেন ও তাহারদিগকে
১১ পাপ ত্যাগ করিতে আজ্ঞা দেন। তাহারা
যদি শুনিয়া তাঁহার সেবা করে তবে তাহারা
সৌভাগ্যতে দিন কাটাইবে ও সুখেতে তাহারদের
১২ বৎসর ক্ষেপন করিবে। কিন্তু তাহারা যদি না

* অর্থাৎ দৃষ্টি লুকান না।—

শুনে তবে অস্ত্রাঘাতে হত হবে ও জ্ঞান রহিত হইয়া
১৩ মরিবে । কিন্তু মনে কাল্পনিক যাহারা তাহারা
ক্রোধ সঞ্চয় করে তিনি তাহারদিগকে যখন
১৪ বাঁধেন তখন ও তাহারা চেঁচায় না । তাহারা যৌবনা
বস্থে মরিবে তাহারদের প্রাণ ও অশুচিরদের মধ্যে
১৫ আছে । বিরুদ্ধ দশায় তিনি দুঃখিরদিগকে নিস্তার
করেন এবং অন্যায় পাওন কালে তাহারদের কর্ণ
১৬ খুলেন । তাহা ও করিলে তিনি তোমাকে আঁটো স্থান
হইতে যেখানে দুর্গতি নাই এমন ও পরিসর স্থানে
তোমাকে লিড়াইতেন ও তোমার মেঘের উপরিস্থ
১৭ যাহা তাহা উত্তম রূপে পূর্ণ হইত । কিন্তু এখন
তুমি দুষ্টেরদের বিচার পূর্ণ করিয়াছ কিন্তু প্রকৃত
১৮ ন্যায় ও বিচার তোমার ধর্ত্তব্য হয় । ক্রোধ আছে
এই কারণ সাবধান হও পাছে তিনি এক ঘাতে
১৯ তোমাকে নাশ করেন তাহা হইলে অনেক প্রায়শ্চিত্তো
তোমাকে মুক্ত করিতে পারিবে না । তিনি কি তোমার
ধন মানিবেন ? তাহা নয় স্বর্ণ কিম্বা রূপা কিম্বা
পরাক্রমের সকল পদার্থ যদি হয় তবে ও তাহা
২০ মানিবেন না আপনারদের স্থানহইতে লোকেরা
যে কালে লাড়া যায় সেই রাত্রি কাল চাহিও না ।
২১ সাবধান হও পাপ পালন করিও না কেননা দুঃখ
২২ হইতে ইহা বরং তুমি ইষ্ট করিয়াছ । কেননা প্রভু
আপনার পরাক্রমেতে সর্ব্বোপরিস্থ আছেন তাঁহার
২৩ মত শিক্ষা কে করায় ? তাঁহার পথ আজ্ঞা করিয়াছে
কে? । তুমি পাপ করিয়াছ তাঁহাকে এ কথা কহিতে

২৪ পারে কে? তাঁহার যেক্রিয়া মনুষ্যেরা দেখে সে ক্রিয়ার
২৫ প্রশংসা করিতে মনে করে। সকলে তাহা দেখে
২৬ মানুষ দূরহইতে তাহা দৃষ্টি করিতে পারে। দেখ প্রভু
মহৎ আমরাও তাঁহাকে জানি না তাঁহার বৎসরের
২৭ ইয়ত্তার অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। যে জলের ফোঁটা
মেঘেরা ক্ষরে ও মনুষ্যের ওপর মন্দং অনেক পাত
২৮ করে সে বৃষ্টির ফোঁটা তিনি ক্ষুদ্র করেন সে মেঘেরা
২৯ তদুৎপাদক বাষ্পানুসারে জল বৃষ্টি করে। মেঘের
বিস্তার ও তাঁহার তাম্বুর* শব্দ কেহ কি বুঝিতে
৩০ পারে?। দেখ তিনি তাহার ওপর দীপ্তি বিস্তার
৩১ করেন এবং সমুদ্রের তলা ঢাকেন। দেখ তৎকরণক
তিনি লোকেরদের বিচার করেন। তিনি অনেক ভক্ষ্য
৩২ দেন। তিনি মেঘেতে দীপ্তি ঢাকেন ও মধ্যে ব্যবধান
৩৩ মেঘেতে তাহার প্রকাশ না হইতে আজ্ঞা দেন। তাহার
শব্দ তাহার বিষয় জানায়। পশু ও কুজ্ঝটির বিষয়
পর্ব্ব জানায়†। ইহাতে ও আমার হৃদয় কাম্পে ও স্থানান্তর
৩৭ হয়। তাঁহার বাক্যের শব্দ ও তাঁহার মুখহইতে
৩ যে ধ্বনি বাহির হয় তাহা মনোযোগ করিয়া শুন। তিনি
তাহা সকল স্বর্গের নীচে প্রেরণ করেন আপন বিদ্যুৎ
কে পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত তিনি প্রেরণ ও করেন।
৪ তাহার পরে শব্দ শুনা যায়। তিনি আপন ওত্তমত্বের
শব্দেতে মেঘকে ধ্বনি করান যখন তাহা শুনা যায়

---

* অর্থাৎ মেঘের গর্জ্জন।—

† অর্থাৎ চেষ্টার দ্বারায় জানায়।—

তখন তিনি তাহা স্থগিত করিবেন না। প্রভু আপন
৫ রবেতে আশ্চর্য্য মেঘ গর্জ্জন করেন আমরা বুদ্ধিতে
ধারন যাহা করিতে পারি না এমন মহা ক্রিয়া তিনি
৬ করেন। কেননা তুমি পৃথিবীর ওপরে হও এই কথা
তিনি বরফকে বলেন এবং আপন পরাক্রমের ঝড়
৭ বৃষ্টিকে ও সেই মত কহেন। সকল লোক তাঁহার
কর্ম্ম জানিবে এই কারণ তিনি সকল লোকের
৮ হাত বন্ধ করেন। তৎকালে জন্তুরা আপনারদের
গুপ্ত স্থানে যায় ও আপনারদের বাসায় থাকে।
৯ দক্ষিনহইতে ঝড় এবং ওত্তরদিগহইতে পালো
১০ আইসে। প্রভুর নিশ্বাসেতে নীহার ওৎপন্ন হয় ও
১১ জলের দীর্ঘতা খাটো হইয়া যায়। তিনি জল বর্ষা
ইতেং ঘন মেঘকে দুর্ব্বল করেন আপন তেজস্কর
১২ মেঘ ও তিনি ওড়াইয়া ফেলেন। সকল সংসারের
মধ্যে তাহার আজ্ঞা পৃথিবীতে পূর্ণ করিতে তাঁহার
১৩ পরামর্শেতে সে সকল ঘুরিয়া যায়। দণ্ডের
কারন কিম্বা তাঁহার দেশের কারন কিম্বা
দয়ার কারন তিনি সে সকলকে আসিতে
১৪ আজ্ঞা দেন। হে আইওব ইহা শুন স্থির হইয়া
১৫ প্রভুর আশ্চর্য্য কর্ম্ম বিচার কর। ঈশ্বর কোন
সময়ে তাহা নিযুক্ত করিলেন এবং আপন মেঘের
১৬ দীপ্তি প্রকাশ করিলেন তুমি কি ইহা জান?। মেঘের
যে সমতুল্য হওয়া সর্ব্বজ্ঞ যিনি তাঁহার এই আশ্চর্য্য
১৭ ক্রিয়া তুমি কি জ্ঞাত আছ?। যখন পৃথিবীকে দক্ষিন
বায়ুতে সুস্থির করেন তখন তোমার বস্ত্র কেমন

১৮ করিয়া তপ্ত হইয়াছে তুমি কি ইহা জান?। শক্ত
ও ছাঁচুয়া আর্শির ন্যায় আকাশ তুমি কি তাঁহার
১৯ সঙ্গে তাহা মেলিয়াছ?। তাঁহাকে কি কহিব
আমার দিগকে জানাও কেননা আমরা অন্ধকারময়
ইহা হইয়াছি সেকারণ কথা সাজাইতে পারি
২০ না। আমি যে কথা কহি ইহা কি তাঁহাকে
কহিতে হবে? যদি কেহ কথা কহে তবে তাহাকে
২১ গ্রাস করিতে হবে এখন মেঘস্থ মহা তেজস্কর
আলো লোকেরা দেখে না কিন্তু বায়ু মেঘের মধ্যে
২২ যাইয়া মেঘকে পরিষ্কার করে। উত্তরদিগহইতে
বরণ কাল আছে ঈশ্বরের স্থানে ভয়দায়ী ঐশ্বর্য্য
২৩ আছে। সর্ব্বশক্তিমান কি প্রকার ইহা আমরা
বুঝিতে পারি না পরাক্রম ও বিচার ও অনেক প্রকৃত
২৪ ন্যায়েতে নিপুন তিনি দুঃখ দিবেন না সে কারন
মনুষ্যেরা তাঁহাকে ভয় করে যাহারা জ্ঞানবান ইহার
দের মধ্যে তিনি কোন কাহাকে আদর করেন না।

পর্ব্ব ৩৮ পরে ঘুর্ন বায়ুহইতে যিহুহা আপনি আইওবকে
প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন। এই যে জন অজ্ঞান কথা
৩ কহনেতে বুদ্ধিকে অন্ধকারময় করে সে কে? এখন
মনুষ্যের মত কমরবন্ধি কর আমি জিজ্ঞাসা করিব
৪ তুমি আমাকে উত্তর দেহ। যখন আমি পৃথিবীর
ভিত করিয়াছিলাম তখন তুমি কোথায় ছিলা তোমার
৫ বুদ্ধি যদি থাকে তবে কহ যখন প্রত্যুষের তারা
একত্র হইয়া গীত গাইল এবং ঈশ্বরের সকল পুত্রেরা
৬ আনন্দ ধ্বনি করিল তখন তাহার পরিমান কে

করিল ? যদি জ্ঞান থাকে তবে কহ। তাহার ওপর
৭ দড়ি ধরিল কে ?। তাহার ভীত কোন বস্তুর
ওপর বসান গিয়াছে ও তাহার কোনার প্রস্তর
বসাইয়াছিল কে ? আমাকে এ প্রত্যুত্তর কর।
৮ যখন গর্ব্ভহইতে বাহির হবার ন্যায় সমুদ্র
৯ প্রকাশিত ছিল যখন মেঘকে তাহার বস্ত্র ও ঘোর
১০ কুজ্ঝটিকে তাহার পেটি বন্ধন করিলাম এবং
তাহার কারণ আমার নিরুপিত স্থান খনন করিলাম
১১ এবং হুড়কা ও কপাট করিলাম এবং এ পর্য্যন্ত তুমি
আসিতে পাইবা কিন্তু অধিক নহে এখানে তোমার
গর্ব্বিত ঢেউ থাকিবে এ কথা যখন আমি কহিলাম
১২ তখন তাহাকে কপাট দিয়া বন্ধ করিল কে ?। তোমার
১৩ দিনাবধি * তুমি কি প্রভাতের আজ্ঞা দিয়াছ? এবং
পৃথিবীর সীমা ধরিবার কারণ দুষ্টেরা যেন তাহা
হইতে ঝাড়া যায় ইহা করিতে তুমি কি অরুনোদয়কে
১৪ আপন স্থান জানাইয়াছ ?। যেমন মৃত্তিকা মহরে
চাপা যায় তেমন তাহা† অন্য রূপ হইয়াছে এবং
১৫ তাহারা বস্ত্রের মত দাঁড়ায় ‡। দুষ্টহইতে তাহারদের
দীপ্তি নিবর্ত্ত হইয়াছে এবং ঊর্দ্ধভূজ ভাঙ্গা যাইবে।
১৬ তুমি কি সমুদ্রের ওনইতে প্রবেশ করিয়াছ ? তুমি
১৭ কি গাম্ভীর্য্যের বিবেচনা করিতে গিয়াছ ?। মৃত্যুর
দ্বার কি তোমার নিমিত্তে খুলা গিয়াছে? মৃত্যুর

---

* অর্থাৎ তোমার জন্মাবধি। † অর্থাৎ সে কাল।
‡ অর্থাৎ বস্ত্রের মত প্রকাশিত হয়।—

১৮ ছায়ার দ্বার তুমি কি দেখিয়াছ? । তুমি কি পৃথিবীর
বিস্তার জানিতে পাইয়াছ? যদি এই সকল জ্ঞাত
১৯ আছ তবে কহ। দীপ্তি কোনদিগে বসতি করে? এবং
২০ অন্ধকারের স্থান কোথায়? তাহার সকল সীমানা
পর্য্যন্ত যে কোন কাহাকে লইয়া যাবা ও তাহার ঘরের
পথ জানাইবা এই কারন তাহার স্থান কোথায় তাহা
২১ কহ। তুমি তখন জাত ছিলা এই নিমিত্তে এবং
তোমার অনেক বয়স হইল এই নিমিত্তে ও তুমি কি
২২ তাহা জ্ঞাত আছ? তুমি কি বরফের ভাণ্ডারে
২৩ গিয়াছ? বিরুদ্ধ কালের কারন এবং সংগ্রাম ও
যুদ্ধের দিনের কারন যে শীলা আমি বৃষ্টের নিমিত্তে
রাখিয়াছি তাহার ভাণ্ডার কি তুমি দেখিয়াছ।
২৪ যখন পূর্ব্বিয় বাতাস পৃথিবীতে দীপ্তি ছাড়িয়া দেয়
২৫ তখন দীপ্তি কি প্রকার ভিন্নভিন্ন হয়? । পৃথিবীর
২৬ নরশূন্য স্থানে এবং নির্জন বনে নিরালয় ও
কানন তৃপ্ত করিতে বৃক্ষের কোমল মঞ্জুরি ও বাড়াইতে
২৭ বন্যার যাওয়ার পথ ও মেঘধ্বনির সহচর বিদ্যুতের
২৮ পথ কে করিয়াছে? । বৃষ্টির কি পিতা আছে? এবং
২৯ শিশিরের বিন্দুকে জন্ম দিয়াছে কে?। নীহার কাহার
গর্ব্ভহইতে বাহির হইল? ও আকাশের পালোকে কে
৩০ জন্ম দিয়াছে? জল পাথরের মত হইয়া যায় এবং
৩১ গভীরের মুখকে ঢাকা যায়। গ্রীষ্মের ফলদায়ী গুন
তুমি কি রোধ করিতে পার কিম্বা হিমের বন্ধ তুমি
৩২ কি খুলিতে পার? । তুমি কি মত্তুদায়ী বায়ু স্বকালে
আনিতে পার? কিম্বা শাঁকিদায়ক বায়ু ও তাহার

৩৩ পুত্রগানকে তুমি কি আনিতে পার? । তুমি কি স্বর্গের
ব্যবস্থা জ্ঞাত আছ? তাহার পৃথিবীতে কর্তৃত্ব তুমি
৩৪ কি নিরূপন করিতে পার?। তুমি যেমন বহুজলা
চ্ছাদিত হইবা তেমন মেঘ পর্য্যন্ত তোমার রব কি
৩৫ উঠাইতে পার?। যেমন বিদ্যুতেরা আসিয়া আমরা
এই আছি এই কথা তোমাকে বলিবে তুমি কি
৩৬ তাহারদিগেকে এমন পাঠাইতে পার?। অন্তরে
৩৭ জ্ঞান ও হৃদয়ে বুদ্ধি কেডা দিয়াছে? জ্ঞানেতে মেঘের
৩৮ গননা করিতে পারে কে?। যখন ধূলা শক্ত হইয়া
যায় ও ঢেলা জোড়া লাগে তখন স্বর্গের জলধর
৩৯ ধাঁধিতে পারে কে? তুমি কি সিংহের কারন
৪০ শিকার ধরিবা? কিম্বা সিংহের বাচ্চারা যখন
আপনারদের বাসায় বসে এবং আপনারদের গুপ্ত
স্থানে লুকিয়া থাকে তখন তুমি কি তাহারদিগকে
৪১ তৃপ্ত করিতে পার?। কাকের আহার যোগায়
কে? যখন তাহার বাচ্চা ভক্ষ্যের জন্যে প্রভুর স্থানে
চেঁচায় তারা আহার না পাইয়া ভ্রমনে যায়।

পর্ব্ব পর্ব্বতের বন ছাগলের প্রসব কাল তুমি কি জ্ঞাত
৩৯ আছ? কিম্বা হরিনের প্রসব কাল তুমি কি দেখি
২ য়াছ? তাহারা কত মাস গর্ব্ভে ধরে ও তাহারদের
৩ প্রসব কাল কখন তুমি কি জ্ঞাত আছ? তাহারা হেঁট
হয় তাহারা বাচ্চা প্রসব হয় তাহারা যন্ত্রনা বাহির
৪ করে। তাহারদের পুত্র হৃষ্টপুষ্ট হয় তাহারা শস্য
খাইতে২ বাড়ে তাহারা প্রস্থান করিলে পুন আপন
৫ স্থানে আইসে না। যাহাকে আলয়ের নিমিত্তে বন

দিয়াছি ও যাহার নিবাস নিরাশয় স্থানে আছে সে
৬ বন গাধাকে কেতা মেলা পাঠাইয়াছে? বনগাধার
৭ বন্ধন খুলিয়াছে কে? সে সহরের শব্দ নিন্দা করে
৮ সে তাড়কেরদের শব্দ মানে না। পর্ব্বতের দেশে
৯ তাহার চরান সে প্রত্যেকতাজা বস্তু চেষ্টা করে। রীম
পশু কি তোমার সেবা করিবে? সে কি তোমার হাড়
১০ গেঁ থাকিবে?। তুমি কি যোত্ত দিয়া রীমকে হালের
সীরে কি বন্ধিতে পারিবা? সে তোমার পশ্চাৎ২
১১ হইয়া কি মাঠের চাস দিবে?। তাহার বড় বল
আছে এই কারণ তুমি কি তাহাকে বিশ্বাস করিবা?
১২ তোমার কর্ম্ম কি তাহার কাছে সমর্পণ করিবা?। সে
যে তোমার বীজ আনিবে ও তোমার গোলায় একত্র
১৩ করিবে তুমি কি ইহাও বিশ্বাস করিবা? তুমি কি
১৪ ময়ূরকে সুন্দর পাখা দিয়াছ? এবং ডিম্ব যে মৃত্তি
কায় ছাড়িয়া দেয় ও ধূলায় তাহা তপ্ত করে এবং
১৫ পায়ে তাহা ভাঙ্গিতে পারে কিম্বা বন জন্তু তাহা দলা
ইতে পারে? ইহা বিস্মৃতি হইয়াছে যে গামীদা পক্ষী
১৬ তুমি কি তাহার পাখা ও প্যখনি দিয়াছ?। সে
ছাওা যেন তাহার নয় এমন আপন সন্তানেরদের
প্রতি তাহার মন নির্দ্দায়িক হইয়াছে তাহার কর্ম্ম
১৭ বৃথা ও ভয় রহিত। কেননা তাহার জ্ঞান ঈশ্বর
লোপ করিয়াছেন ও তাহাকে বুদ্ধি না দিয়াছেন।
১৮ যে কালে উর্দ্ধেতে উঠে সে কালে ঘোড়া ও সোয়ার
১৯ কে সে তুচ্ছ করে। তুমি কি ঘোড়াকে বল দিয়াছ?

২০ তাহার গলা তুমি কি মেঘধ্বনি পরাইয়াছ?। তুমি কি
পঙ্গপাল ফড়িঙ্গের ন্যায় তাহাকে ভয়ার্ত্ত করাইতে
২১ পার? তাহার নাকের ছিদ্রের সৌন্দর্য্য ভয়দায়ী আছে।
সে মাটে আঁচড়ায় ও আপনার বলে হৃষ্ট হইয়াছে
সসজ্জ লোকেরদের সহিত সে দেখা করিতে যায়।
২২ সে ভয়েতে পরিহাস করে সে ও ভয় দেখে না
২৩ এবং তলোয়ারের মুখহইতে ফিরে না। তরকোষ ও
ঝিকমিকি তলোয়ারে ও ঢাল তাহার গায় ঘরং করে।
২৪ সে সাহস ও ক্রোধেতে ভূমিকে গিলে এবং এই
২৫ তুরির শব্দ ইহা প্রত্যয় করে না। সেই তুরির শব্দ
শুনিলে হাঁং বলে সে বহুদূর থাকিলে সমরের গন্ধ
২৬ পায় এবং সেনাপতিরদের নাদ ও স্বর শুনে। বাজ
কি তাহার ডেনা দক্ষিনদিগে মেলিলে তোমার বুদ্ধিতে
২৭ ওড়ে?। নশরপক্ষী কি তোমার আজ্ঞায় উঠে ও
২৮ আপন বাসা বড় উচ্চ স্থলে কি করে?। সে
পর্ব্বতের উপরে বাস করে এবং পর্ব্বতের চুড়ায়
২৯ ও শক্ত স্থানে থাকে সেখানহইতে আহার চেষ্টা
৩০ করে তাহার চক্ষু অনেক দূর দেখে তাহার বাচ্চারা
রক্ত চুষে ও যেখানে মরা সেখানে সে।—

পর্ব্ব ৪০

য়িহুহা আইওবকে প্রত্যুত্তর করিয়া আরং ও
বলিলেন। সর্ব্বশক্তিমানের সহিত বিরোধ করা কি
জ্ঞানের কার্য্য? যে জন ঈশ্বরের সহিত বাদানুবাদ
করে সে তাঁহার উত্তর দিউক।—

৩ তখন আইওব য়িহুহাকে বলিল দেখ আমি ছার
৪ তোমাকে কি প্রত্যুত্তর করিব? আমার মুখে আমি হাত

৫ দিব। একবার আমি কহিয়াছি কিন্তু প্রত্যুত্তর করিব
না দুইবার ও কহিয়াছি কিন্তু পুনর্ব্বার বলিব না।
৬ অতঃপরে য়িহুহা ঘূর্ণ বাতাসে থাকিয়া আইওব
৭ কে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন এখন মানুষের মত
কমর বন্ধি কর তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিব
৮ আমাকে জানাও। তুমি কি আমার বিচার অনর্থক
করিবা? তুমি কি আপনাকে যাথার্থিক করিতে
৯ আমাকে দোষী করিবা?। তোমার ভুজ কি প্রভুর
ভুজের মত? তুমি কি তাঁহার মত মেঘবৃনি করিতে
১০ পার?। তুমি মহত্বেতে ও উত্তমতাতে আপনাকে
১১ বিভূষিত কর সৌন্দর্য্য ও গৌরব পরিধান কর তোমার
ক্রোধ ছড়িয়া দেও প্রত্যেক অহঙ্কারিকে দেখিয়া
১২ খাটো কর। প্রত্যেক অহঙ্কারিকে দেখ এবং তাহা
কে চূর্ণ কর দুষ্টেরদিগকে আপনারদের স্থানে দলা
১৩ ও তাহারদিগকে ধূলায় লুকাইয়া রাখ তাহারদের
মুখ গুপ্ত স্থানে বাঁধ তা করিলে তুমি আপনার
১৪ হাতেতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবা তোমার
১৫ নিকটে আমি ইহা স্বীকার করিব। তোমার সহিত
যে বেহেমত সৃষ্টি করিয়াছি তাহাকে দেখ সে পশু
১৬ গরুর মত ঘাস খায় দেখ তাহার কমরে তাহার বল
১৭ তাহার পেটের নাভিতে ও তাহার পরাক্রম। তাহার
লাঙ্গুল আরজ বৃক্ষের মত লড়ে তাহার অণ্ডকোষের
১৮ রগ জোড়া হইয়াছে। তাহার হাড় পিত্তলের খণ্ডের
১৯ মত তাহার হাড় লোহার দণ্ডের মত। সে প্রভুর
সৃষ্টির প্রধান আছে কিন্তু যিনি তাহাকে সৃষ্টি

করিয়াছেন তিনি তাহাকে তলোয়ার দিয়া মারিতে
২০ পারেন। মাঠের সকল পশুর খেলার স্থান
২১ যে পর্ব্বত সে পর্ব্বত তাহার ভক্ষ্য দেয় সে
ছায়াদায়ক বৃক্ষের তলে ও নল বনে ও বিলের
২২ মধ্যে শয়ন করে। ছাইয়রদায়ক বৃক্ষ আপন
ছায়াতে তাহাকে ঢাকে নদীর বাইসি বৃক্ষ তাহার
২৩ চতুর্দ্দিগে থাকে। দেখ সে নদীকে পান করে
তথাচ শীঘ্র করে না যর্দ্দন নদী যে মুখে টানিতে
২৪ পারে সে এমন সাহস করে সে চক্ষুতে তাহা ধরে
পর্ব্ব তাহার নাক ফাঁদ ভেদ করিয়া যায়। তুমি
৪১ কি বড়িশিতে লোইতনকে উঠাইতে পার? কিম্বা
দড়িতে তাহার জিহ্বা কি বান্ধিতে পার? কিম্বা তুমি
কি তাহার নাকে বড়িশি দিতে পার? কাঁটা দিয়া
৩ তাহার থুঁতি গাঁথিতে পার? সে কি তোমার কাছে
প্রার্থনা করিবে? সে কি তোমাকে কোমল বচন
৪ বলিবে? সে কি তোমার সহিত বন্দোবস্ত করিবে?
তোমার নিত্য দাস হবার কারন কি তাহাকে
৫ লবা? যেমন পক্ষির সহিত খেল তেমন কি
তাহার সহিত খেলিবা? তোমার যুবতীরদের
কৌতুকের কারন কি তাহাকে বান্ধিবা? সখিগন
৬ কি তাহাকে ভোজন করিবে? মহাজনেরদের
৭ মধ্যে কি তাহাকে ভাগ করিতে হবে?। তাহার
চর্ম্ম কি খোঁচা কিম্বা তাহার মাথা টেঁটা পূর্ন করিতে
৮ পার?। তোমার হাত তাহার উপর থুও সংগ্রাম
৯ মনে করিয়া পুনর্ব্বার এমন করিও না। দেখ

তাহাতে ভরসা মিথ্যা তাহার দর্শন মাত্রেতে মনুষ্য
১০ কি নিরাশ হবে না? তাহাকে উঠাইতে কাহারো
সাহস নাই। তবে আমার সাক্ষাৎ দাঁড়াইতে পারে
১১ কে?। আমার অগ্রগামী * কে যে তাহার তাঁর
বেতন দিব? যাহা স্বর্গের নীচে সকল স্থানে তাহা ও
১২ আমার। তাহার অঙ্গ ও তাহার বল ও তাহার
১৩ সুন্দর সমবিভক্ততা আমি গুপ্ত করিব না। তাহার
বস্ত্রের মুখ কে দেখিতে পারে? দোহারা লাগাম
১৪ লইয়া তার নিকট যাইতে পারে কে?। তাহার মুখের
দ্বারকে খুলিতে পারে? তাহার দন্ত চতুর্দ্দিগে ভয়ঙ্কর
১৫ আছে। তাহার আঁইসি যে সে তাহার অহঙ্কার তাহা
১৬ যেমন মহরে ছাপা তেমন বন্ধ আছে। যেমন বায়ু
১৭ সান্ধাতে না পারে তেমন তাহারা গাঁথা আছে।
তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে তাহারা বড়
১৮ লাগিয়াছে তাহারা ভিন্ন হইতে পারিবে না। তাহার
হাঁচিতে দীপ্তির প্রকাশ হয় তাহার নয়ন প্রভাতের
১৯ পাপড়ির ন্যায়। তাহার মুখহইতে প্রজ্বলিত প্রদীপ
২০ বাহির হয় ও অগ্নির উল্কা নির্গত হয়। যেমন হাঁড়ি
কি কড়াইহইতে তেমন তাহার নাসিকাহইতে ধূমা
২১ বাহির হয়। তাহার নিশ্বাসেতে অঙ্গার প্রজ্বলিত
হয় ও তাহার মুখহইতে অগ্নিশিখা বাহির হয়।
২২ তাহার গলায় বল বাস করে তাহার সন্মুখে বিনাশ

---

* অর্থাৎ আমাকে সৃষ্টি করিতে পরামর্শ কে দিয়াছে?।—

২৩ নৃত্য করে। তাহার মাংসের পর্দ্দা পরস্পর যুক্ত
হয় তাহারা তাহাতে শক্ত তাহারা লড়িত হইতে
২৪ পারে না। তাহার হৃৎপিণ্ড পাথরের ন্যায় শক্ত তাহা
২৫ জাঁতার নাম্যো পাটের মত। সে যদি আপনাকে
উঠায় তবে বলবানেরা পলায় তাহারা উৎপাতের
২৬ নিমিত্ত ভয়াকুল হইয়াছে। তাহাকে স্পর্শ
করিলে তলোয়ার ও কিম্বা বর্শা কিম্বা বান কিম্বা,
২৭ পিতলের সাঁজুয়া মযুচা থাকে না। সে লোহাকে
নাড়ার ন্যায় জ্ঞান করে ও পিতলকে পচা কাষ্ঠের
২৮ মত মানে। ধনুকের বান তাহাকে খেদাইতে পারে
না। ফিঙ্গির পাথর তাহার নিকটে নাড়া হইয়াছে।
২৯ সে নাড়ার ন্যায় বানকে মানে ও তলোয়ারের
৩০ ঝাঁজেতে হাসে। তীক্ষ্ণ প্রস্তর তাহার নীচে থাকে
৩১ সে তীক্ষ্ণ বস্তু কাদার ওপর ছড়াইয়া দেয়। গভীরকে
সে হাঁড়ির জলের মত ফুটায় এবং ঔষধের
৩২ হাঁড়ির ন্যায় সমুদ্রকে ঘুটায়। তাহার পশ্চাৎ পথ
চকচক করে কেহ তাহা দেখিতে গাম্ভীর্য্যকে পাকা
৩৩ চুলের ন্যায় জ্ঞান করে। ভয় রহিত যে নির্ম্মিত
হইয়াছে এমন কেহ তাহার তুল্য পৃথিবীতে নাই।
৩৪ সে সকল উচ্চবস্তু দেখে সে অহঙ্কারের সন্তানের
দের রাজা *।—

পর্ব্ব ৪২ তৎপরে আইওব যিহুহাকে প্রত্যুত্তর করিয়া
বলিল তুমি সকলি করিতে শক্ত আছ ও কোন মানস

* অর্থাৎ সকল বড় জন্তুর মধ্যে সে প্রবীন আছে।

তোমার অগোচর নাই ইহা আমি জানি। যে জন
জ্ঞান রহিত হইয়া পরামর্শকে গুপ্ত করে সে কে?
সেই কারন আমি যাহা বুঝিলাম না যে অতি আশ্চর্য্য
৪ কথা জানিলাম না তাহা কহিয়াছি। এখন আমি
কহি শুন তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি আমাকে
৫ জানাও। কর্ণের শ্রবনের দ্বারায় তোমার বিষয়ে
আমি শুনিতে পাইয়াছি বটে, কিন্তু এখন আমার
৬ চক্ষু তোমাকে দেখে সে কারন আপনাকে ঘৃণা করি
এবং ধুলায় ও ছাইয়ে বসিয়া খেদ করি।—
৭ য়িহুহা আইওবকে এ কথা কহিলে পরে য়িহুহা ও
আলিফজ তীমনীকে বলিলেন আমার কোপ তোমার
ও তোমার দুই বন্ধুর ওপরে প্রজ্বলিত হইয়াছে
৮ কেননা যেমন আমার দাস আইওব কহিয়াছে তেমন
তোমরা আমার বিষয়ে প্রকৃত কথা কহ নাই।
এখন আপনং কাছে সাতটা গরু ও সাতটা মেষ
লইয়া আমার দাস আইওবের নিকটে যাইয়া
আপনারদের জন্যে হোম কর পরে আমার দাস
আইওব তোমারদের জন্য প্রার্থনা করিবে কেননা
তোমারদের অজ্ঞান ক্রিয়ার মত যেন ফল না দি
তাহাকে আমি গ্রহন করিব। কেননা আমার দাস
আইওব যে মত আমার বিষয়ে প্রকৃত কথা কহিয়াছে
তেমন তোমরা কহ নাই।—
৯ তখন আলিফাজ তীমনী ও বলদদ শুখী ও
সোফর নআমতী যাইয়া যেমন য়িহুহা তাহারদিগকে
কহিয়াছিলেন তেমন করিল।—

১০ তাহাতে যিহুহা আইওবকে গ্রহন করিলেন এবং
আইওবের যে সম্পদ পূর্ব্বে ছিল তাহার সকল যিহু
হা দ্বিগুন করিলেন। যখন আইওব তাহার বন্ধুরদের
কারন প্রার্থনা করিল তখন যিহুহা আইওবের
দুর্দ্দশা ফিরাইলেন।—
১১ তখন তাহার ভ্রাতারা ও ভগিনীরা ও যাহারা
পূর্ব্বে তাহাকে জানিত তাহারা সকল আসিয়া
তাহার সহিত তাহার বাটীতে ভোজন করিল
এবং তাহার সহিত ক্রন্দন করিল ও যে সকল
আপদ যিহুহা তাহার উপর দিয়াছিলেন তাহাকে
তাহার জন্যে সান্ত্বনা করিল প্রত্যেক জন ও তাহাকে
১২ স্বর্নের এক কর্নকড়ি দিল। এবং যিহুহা আই
ওবের শেষ দশায় তাহার প্রথম দশাহইতে অধিক
বর দিলেন ও তাহার চতুর্দ্দশ সহস্র মেষ ও ছয়
সহস্র উষ্ট্র ও এক সহস্র জোড়া বলদ ও এক সহস্র
১৩ গাধী ছিল। তাহার ও সাত পুত্র ও তিন কন্যা ছিল।
১৪ তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম রাখিল যমীমা দ্বিতীয়ার
১৫ নাম কসীয়া ও তৃতীয়ার নামকরনহাপুক্। সে সকল
দেশে ও আইওবের কন্যারদের ন্যায় রূপবতী কোন
স্ত্রী লোক ছিল না। তাহারদের পিতা ও তাহারদের
ভ্রাতারদের সহিত তাহারদিগকে অধিকার দিলেন।
১৬ ইহার পরে আইওব একশত চল্লিশ বৎসর কাল
যাপন করিয়া তাহার পুত্র পৌত্রাদি চারি পুরুষ
১৭ পর্য্যন্ত দেখিল পরে আইওব বৃদ্ধ ও আয়ুতে সংপূর্ন
হইয়া পঞ্চত্ব পাইল।—

দাঊদের গীত।——

১ প্রথম পর্ব্ব।

১ যে জন অধার্ম্মিকেরদের পরামর্শে যায় না ও
পাপি লোকেরদের পথে দাঁড়ায় না ও নিন্দকেরদের
২ আসনে বসে না কিন্তু যিহুহার শাস্ত্রে যাহার
সন্তোষ হয় এবং তাঁহার শাস্ত্রে দিবা রাত্রি যে
৩ ধ্যান করে তিনি ধন্য। যে বৃক্ষ সজল নদীর নিকটে
রোপিত ও যাহা সকালে ফল ফলে ও যাহার পাতা
ম্লান হয় না তিনি সে বৃক্ষের মত তিনি ও যাহা করেন
৪ তাহাতে ভাগ্যবান হবেন। অধার্ম্মিকেরদের
এমন গতি নয় কিন্তু তাহারা বাতাসে উড়ীয়মান
৫ তুষির মত। অতএব অধার্ম্মিকেরা বিচারে ও পাপীরা
যাথার্থিকেরদের মণ্ডলিতে দাঁড়াইতে পারিবে না।
৬ কেননা যিহুহা যাথার্থিকেরদের পথ জানেন কিন্তু
অধার্ম্মিকেরদের পথের নাশ হবে।—
গীত অন্য দেশীয়েরা কেন হুড়াহুড়ি করে? ও
২ লোকেরা কেন নিরর্থক * চিন্তা করে?। যিহুহায়
ও তাহার অভিষিক্তের বিপরিতে পৃথিবীর রাজারা

---

* অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়ত বাধ করিতে কেন চেষ্টা কর?।—

আপনারদিগকে প্রবৃত্ত করিল এবং কর্ত্তারা
৩ পরস্পর পরামর্শ করিল। আইস আমরা
তাহারদের বন্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলি ও তাহারদের
৪ দড়ি আপনারদিগহইতে ফেলিয়া দেই। যিনি
স্বর্গে বসেন তিনি হাঁসিবেন ঈশ্বর তাহারদিগকে
৫ পরিহাস করিবেন। তখন তিনি ক্রোধে তাহার
দিগকে কহিবেন ও আপন মহাকোপে তাহারদিগকে
৬ মনস্তাপিত করিবেন। তথাপি আমার কৃত রাজাকে
আমার পবিত্র পর্ব্বত সীয়োনের উপর বসাইয়াছি।
৭ আমি সে নিয়ত প্রকাশ করিব যিহুহা আমাকে
কহিয়াছেন তুমি আমার পুত্র আজি তোমাকে
৮ জন্মাইয়াছি। আমার কাছে চাহ এবং তোমার
অধিকারের কারণ আমি অন্য দেশীয়েরদিগকে দিব
ও তোমার রাজ্যের কারন পৃথিবীর সীমা দিব।
৯ তুমি তাহারদিগকে লোহার দণ্ড দিয়া ভাঙ্গিবা ও
কুম্ভকারের পাত্রের ন্যায় তাহারদিগকে চূর্ণ করিবা।
১০ অতএব হে রাজারা তোমরা বুদ্ধিমান হও হে
পৃথিবীর বিচারকর্ত্তারা তোমরা উপদিষ্ট হও।
১১ ভয়েতে যিহুহার সেবা কর ও কাঁপনেতে আনন্দ
১২ কর। পুত্রকে চুম্বন কর পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন ও
তাঁহার ক্রোধ কিঞ্চিন্মাত্র জ্বলিলে সে পথহইতে
তোমারদের বিনাশ হয় যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস
করে সে সকল লোকেরা ধন্য।—

গীত ৩ দাঊদ যখন আপন পুত্র আবশালমহইতে পলাইয়া
ছিল তৎকালে তাহার রচিত এক গীত এই।—

৩ তৃতীয় গীত।—

১ হে য়িহুহা যাহারা আমাকে দুঃখ দেয় তাহারা
কেমন বাড়িয়াছে? যাহারা আমার বিপরিতে ওঠে তাহা
২ রা অনেক। ঈশ্বরহইতে তাহার কিছু পরিত্রান নাই
আমার আত্মার বিষয়ে অনেকে ইহা বলে। সেলা।
৩ হে য়িহুহা তুমি আমার নিমিত্তক ঢাল ও আমার তেজ
৪ ও আমার মাথা ওঠাইবার কর্ত্তা। আমি ওচ্চস্বরে
য়িহুহার কাছে নিবেদন করিলাম ও তিনি আপন
পবিত্র পর্ব্বতে থাকিয়া আমার কথা শুনিলেন। সেলা।
৫ আমি আপনি শুইলাম ও নিদ্রা গেলাম তারপর আমি
ওঠিলাম কেননা য়িহুহা আমাকে রক্ষা করিলেন।
৬ দশ২ সহস্র লোক আমার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগে সজ্জিত
৭ হইলে ও তখন আমি ভয় করিব না। হে য়িহুহা ওঠ
হে আমার ঈশ্বর আমাকে ত্রান কর কেননা তুমি
আমার সকল শত্রুরদিগকে চড় মারিয়াছ তুমি
৮ অধার্ম্মিকেরদের দন্ত ভাঙ্গিয়াছ। পরিত্রান ক্রিয়া
য়িহুহার। আপনার লোকের ওপর তোমার
আশীর্ব্বাদ। সেলা।—

গীত ৪ নগিনত নাম যন্ত্রেতে প্রবীন বাদক যে জন তাহার
কারন দাঊদের এক গীত এই।

১ হে আমার ধর্ম্মের ঈশ্বর আমি যখন প্রার্থনা করি
তখন আমার কথা শুন আমি যখন দুঃখে ছিলাম তখন
তুমি আমাকে বাড়াইয়াছ অনুগ্রহ করিয়া আমার
২ প্রার্থনা শুন। হে মানুষের সন্তানেরা তোমরা কত
কাল আমার গৌরবকে অপমান করিবা? কত কাল

গীত ৬ নগিনত নাম যন্ত্রেতে সমিনত নাম স্বরে প্রধান যে জন তাহার নিমিত্তে দাঊদের এক গীত এই।

১ হে যিহ্বহা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে ধমকাইও না এবং
২ জ্বলিত ক্রোধেতে আমাকে শাস্তি দিও না। হে যিহ্বহা
আমাকে দয়া কর কেননা আমি দুর্ব্বল। হে যিহ্বহা
আমাকে সুস্থ কর কেননা আমার অস্থি থরং করে।
৩ আমার প্রাণ অতি ব্যাকুল আছে হে যিহ্বহা কতকাল
৪ পর্য্যন্ত *। হে যিহ্বহা ফির আমার প্রাণ মুক্ত কর
৫ তোমার কৃপাতে আমাকে ত্রাণ কর কেননা মৃত্যুতে
তোমার স্মরণ নাই কবরে তোমার প্রশংসা কে
৬ করিবে?। আমার কোঁকানেতে আমি শ্রান্ত হইয়াছি
আমার শয্যা সমস্ত রাত্রে আমি ভাসাই ও চক্ষুর
৭ জলেতে আমার খাট ভিজাই। শোকেতে আমার
চক্ষু খাইয়া গিয়াছে তাহা আমার সকল জোরকর্ত্তার
৮ দের দ্বারা বুড়া হইয়া গিয়াছে। হে সকল কুকর্ত্তারা
৯ তোমরা আমাহইতে দূর হও কেননা যিহ্বহা আমার
ক্রন্দন শব্দ শুনিয়াছেন যিহ্বহা আমার প্রার্থনা
শুনিয়াছেন যিহ্বহা আমার নিবেদন গ্রহন করিবেন
১০ আমার সকল শত্রু লজ্জিত ও অতিত্যক্ত হবে তাহারা
ফিরিয়া শীঘ্র লজ্জিত হবে।—

গীত ৭ বেনিয়মনী কূশের কথার বিষয়ে দাঊদ যে শিগায়ন যিহ্বহার কাছে গাইলেন সে গীত এই।

১ হে যিহ্বহা আমার ঈশ্বর তোমাতে আমার ভরসা

* অর্থাৎ কত কাল পর্য্যন্ত গৌন করিবা?। —

আমাকে সকল তাড়কেরদিগহইতে ত্রান কর ও
২ আমাকে নিস্তার কর তা নহিলে যে কালে তারক
নয় সে কালে আমার প্রানকে চিরিয়া সিংহের মতে
৩ চিরিয়া ফেলিবে। হে যিহুহা আমার ঈশ্বর আমি যদি
এমত করিয়া থাকি যদি অযোথ আমার হাতে হয়
৪ যে জন আমার সহিত নির্বিরোধি হইল তাহার মন্দ
যদি আমি করিয়া থাকি যে জন আমার অকারন
৫ শত্রু হইল তাহাকে ও আমি বরং মুক্ত করিয়াছি তবে
শত্রু আমার প্রানকে তাড়িয়া ধরুক ও মৃত্তিকায়
আমার প্রান দলুক ও আমার সম্ভ্রম ধূলায় বাস
৬ করাওক। সেলা। হে যিহুহা ক্রোধেতে ওঠ আমার
শত্রুরা ক্রোধ করিয়াছে এই কারন খাড়া হও যে
৭ বিচার আজ্ঞা দিয়াছ তাহাতে আমার কারন জাগ্রিত
হও তাহাতে লোকেরদের সমূহ তোমাকে বেড়িবে
অতএব তাহারদের জন্যে ওচ্চ স্থানে* ফিরিয়া যাও।
৮ যিহুহা লোকেরদের বিচার করিবেন হে যিহুহা
আমার যাথার্থ্য ও সাধুশীলতানুসারে আমার বিচার
৯ কর। দুষ্ট লোকেরদের দুষ্টতার শেষ হওক কিন্তু
ধার্ম্মিকেরদিগকে স্থির কর কেননা যথার্থিক ঈশ্বর
যিনি তিনি হৃদয় ও অন্তঃকরনের বিচার করেন।
১০ শুদ্ধান্তঃকরনের তারক ঈশ্বর আমার ঢাল ঈশ্বর
১১ যাথার্থিকেরদের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর। প্রতি দিন দুষ্টের
১২ দের প্রতি কুপিত। যদি তাহারা ফিরে না তবে

---

* অর্থাৎ বিচার আসনে।

আপনার তলোয়ার শান দিবেন আপনার ধনুক
১৩ টান দিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন মারিবার অস্ত্র ও তাহার
কারণ প্রস্তুত করিয়াছেন বিপক্ষেরদের বিপরিতে
১৪ তিনি আপন বাণ নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। দেখ সে
অন্যায্য প্রসব হবে কেননা গর্ব্ভ ধরিয়াছে ও
১৫ মিথ্যাকে জন্ম দিয়াছে। সে জন খাদ করিয়াছে ও
তাহা খুদিয়াছে যে খাদ করিয়াছিল তাহাতে সে
১৬ পড়িয়াছে। তাহার কুসন্ধান উঠিয়া তাহার মাথার
উপরে যাবে তাহার দৌরাত্ম্য তাহার শিরে পড়িবে।
১৭ যিহুহার যথাযথানুযায়ী আমি তাঁহার স্তব করিব
ও সর্ব্বোপরিস্থ যিহুহার নামেতে গীত গাইব।

গীত ৮ গত্তিত যন্ত্রেতে প্রধান বাদক যে জন তাহার কারণ
দাউদের এক গীত এই।—

হে যিহুহা আমারদের ঈশ্বর তোমার নাম সকল
পৃথিবীতে কেমন উত্তম? তোমার গৌরব স্বর্গ হইতে ও
উচ্চ তুমি করিয়াছ। শত্রু ও প্রতি হিংসকের দমনের
২ নিমিত্তে তোমার শত্রুরদের জন্যে তুমি বালক ও
স্তন্য পোষ্য বালকেরদের মুখহইতে বল নিরূপন
৩ করিয়াছ। চন্দ্র ও নক্ষত্র এই তোমার অঙ্গুলি কৃত যে
স্বর্গ তুমি প্রস্তুত করিয়াছ সে স্বর্গের পানে যখন
৪ আমি দেখি তবে মনুষ্য কি যে তাহাকে তুমি মনে কর
ও মানুষের সান্তান কি যে তাহার সহিত তুমি দেখা
৫ কর। দূতহইতে অল্প ক্ষুদ্র তুমি তাহাকে করিয়াছ
এবং সম্ভ্রম ও গৌরব মুকুট তাহার মাথায় দিয়াছ।
৬ সকল মেষ ও গরু ও মাঠের পশু ও শূন্যের পক্ষী ও

৭ সমুদ্রের মৎস্য ও সমুদ্রচর যত ইত্যাদি সকল যে
তোমার হস্তকৃত ইহারদের ওপর তাহাকে কর্ত্তৃত্ব
৮ দিয়াছ এবং এ সকলকে তাহার চরনের নীচে তুমি
৯ করিয়াছ। হে য়িহহা আমারদের ঈশ্বর সকল
পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন উত্তম।—

গীত যোতনবনেতে যে জন প্রধান বাদ্যকারী তাহার
৯ কারন দাঊদের এক গীত এই।—

১ হে য়িহহা আমি সমুদায় অন্তঃকরনের সহিত
তোমার স্তব করিব তোমার সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া আমি
২ বর্ননা করিব। আমি হৃষ্ট হইয়া তোমাতে উল্লাসিত
হইব হে সর্ব্বাধ্যক্ষ তোমার নামে আমি গীত
৩ গাইব। আমার শত্রুরা যখন পরাঙ্মুখ হয় তখন
৪ পড়িবে ও তোমার গোচরে নষ্ট হইবে। কেননা তুমি
আমার বিচার ও মকদ্দমা করিয়াছ প্রকৃত বিচার
সদা করত তুমি সিংহাসনের ওপর বসিয়াছ।
৫ তুমি অন্য দেশীয়েরদিগকে ধমকাইয়াছ দুষ্টেরদিগকে
তুমি সংহার করিয়াছ এবং তাহারদের নাম সমূলে
৬ কাটিয়া ফেলিয়াছ। আরে শত্রু নিরালয় করনের
পূর্ন শেষ হইল তুমি সহর নষ্ট করিয়াছ
তাহারদের সহিত তাহারদের স্মরন লোপ হইয়াছে।
৭ য়িহহা সদাকাল থাকিবেন তিনি বিচারের কারন
৮ আপন সিংহাসন প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি যথার্থ
৯ রূপে জগতের বিচার করিবেন। তিনি লোকেরদের
সমুচিত ফল দিবেন। য়িহহা অন্যায় দণ্ডিত লোকের

দের আশ্রয় হইবেন বিরুদ্ধ দশায় তিনি তাহারদের
১০ আশ্রয় হইবেন এবং যাহারা তোমার নাম জানে
তাহারা তোমাতে বিশ্বাস করিবে কেননা হে য়িহুহা
যাহারা তোমাকে চেষ্টা করে তাহারদিগকে তুমি
১১ কখন ছাড় নাই। সীয়নবাসী য়িহুহার নিকটে
গীত গাও তাঁহার ক্রিয়া অন্য দেশীয়েরদের মধ্যে
১২ প্রকাশ কর কেননা তজবিজ করণ কালে তিনি তাহার
দের খুন স্মরণ করেন দুঃখিত লোকেরদের ক্রন্দন তিনি
১৩ বিস্মৃত হন নাই তোমার সকল প্রশংসা সীয়নের
কন্যার বাড়িতে যে আমি করি তোমার কর্ত্তৃক ত্রাণে
১৪ ও যে আমি উল্লাষিত হই আমাকে এই নিমিত্তে মৃত্যুর
দ্বারহইতে উঠাইতেছ যে তুমি হে য়িহুহা তুমি আমাকে
কৃপা কর। আমার ঘৃণা কর্ত্তারদেরহইতে আমার যে
১৫ দুঃখ হয় তাহা দেখ। অন্যদেশীয়েরা আপনারদের
কৃত খাদেতে ডুবিয়াছে যে জাল তাহারা গুপ্তে পাতি
য়াছিল তাহাতে তাহারদের পা বাঁধা পড়িয়াছে।
১৬ য়িহুহা যে বিচার করেন তাহাতে তিনি জানা যান।
দুরাচার লোক আপন হাতের ক্রিয়াতে ধরা গিয়াছে।
১৭ হগায়ন। সেলা। দুষ্টেরদিগকে এবং যে সকল অন্য
দেশীয়েরা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়াছে তাহারদিগকে
১৮ ও নরকে ফেলাইতে হবে। কেননা গরীব সদাকাল
ভুলা যাইবে না গরীবের ভরসা সর্ব্বদা বৃথা হইবে
১৯ না। হে য়িহুহা উঠ মানুষ যেন পরাজয় করে না।
অন্য দেশীয়েরদের বিচার তোমার গোচরে হউক।
২০ আপনারা যে মনুষ্য মাত্রে অন্য দেশীয়েরা ইহা

জানিবার কারন হে য়িহুহা তাহারদের ভয় জন্মাও।
সেলা।

গীত ১০ হে য়িহুহা তুমি কেন দূরে দাঁড়াইতেছ? দুর্দ্দশা
কালে কি কারন গুপ্ত রহিতেছ?। দুষ্ট যে জন
সে অহঙ্কারী হইয়া গরীবের বিপক্ষতা করে
তাহারা যে কপট ঠাওরিয়াছে তাহাতে ধরা যাওক।
৩ দুষ্ট যে জন সে আপনার মনোরথের বিষয়ে দর্প কথা
কহে এবং য়িহুহাকে তুচ্ছ করিয়া লোভিরদিগকে
৪ আশীর্ব্বাদ করে। দুষ্ট যে ব্যক্তি সে আপনার মুখের
অহঙ্কারেতে ঈশ্বরকে চেষ্টা করে না ঈশ্বর তাহার
৫ মনের কোন ভাবে নহেন। তাহার পথ নিত্য দুঃখদায়ী
আছে তোমার বিচার তাহার দৃষ্টি হইতে অতি উর্দ্ধ।
৬ তাহার সকল শত্রুরদিগকে সে তুচ্ছ করে। সে
অন্তঃকরণে বলিয়াছে আমি লাড়িত হইব না আমার
৭ দুর্ভাগ্য কখন হবে না। তাহার মুখ শাপ ও ফাঁকি ও
কপটেতে পূর্ণ তাহার জিহ্বার নীচে হিংসা ও অধা
৮ র্ম্ম্য থাকে সে গ্রামের গুপ্ত স্থানে বসে অপ্রকাশ
স্থানে নির্দ্দোষীকে হত্যা করে তাহার চক্ষু গরীবের
৯ বিপরিতে লুকিয়া থাকে। যেমন সিংহ আপনার
বাসায় বসে তেমন সে লুকিয়া২ থাকে সে গরীবকে
ধরিতে লুকিয়া থাকে সে গরীবকে জালে আটকাইয়া
১০ ধরে। গরীব লোক তাহার বলেতে পড়ে এই জন্যে
১১ সে গুড়ি মারে সে আপনাকে সঙ্কোচিত করে সে
মনে২ বলিয়াছে ঈশ্বর বিস্মৃত হইয়াছেন তিনি মুখ
১২ লুকান তিনি কখন দেখিবেন না। হে প্রভু উঠ হে

ঈশ্বর তোমার হাত ওঠাও দরিদ্র লোককে বিস্মৃত
১৩ হইও না। দুষ্ট যে জন সে ঈশ্বরকে তুচ্ছ করে
কেননা সে মনেং বলিয়াছে তুমি কারন জিজ্ঞাসা
১৪ করিবা না। তুমি দেখিয়াছ কেননা হিংসা ও
চণ্ডতা তাহার প্রতিফল দেওনের নিমিত্তে তুমি দেখি
১৫ তেছ। গরীব আপনার প্রান তোমার কাছে সমর্পন
করে তুমি পিতৃহীনের উপকারী হইয়াছ। দুরাচার
ও দুষ্ট লোকেরদের হাত ভাঙ্গিয়া ফেল যে পর্য্যন্ত
কিছু না পাও সে পর্য্যন্ত তাহার দুষ্টতা চেষ্টা কর।
১৬ যিহুহা সদাসর্ব্বদনে রাজা হন যাঁহার দেশহইতে
১৭ অন্য দেশীয়েরদের নাশ হইল। হে যিহুহা তুমি নম্র
লোকেরদের বাঞ্ছা কথা শুনিয়াছ তুমি তাহারদের
১৮ অন্তঃকরন প্রস্তুত করিবা। পৃথিবির মানুষেরা
আর যেন জোর করিতে না পায় এই জন্যে পিতৃহীন
ও দুঃখিত লোকেরদের বিচার করিতে তুমি আপন
কর্ন শুনাইবা।৴

প্রধান বাদ্যকারকের কারন দাঊদের এক গীত।

গীত আমি যিহুহাতে প্রত্যাশা করি। পক্ষির মত তোমরা
১১ আপনারদের পর্ব্বতে ওড় আমার প্রানকে এ কথা
কেন কহ?। কেননা দেখ দুষ্ট লোক ধনুকে চাড়া দিয়া
ছে তাহারা সরলান্তঃকরন লোকেরদের গায় গুপ্তে
৩ এড়িতে গুনের উপরে বান প্রস্তুত করিয়াছে। ব্যব
স্থিত বস্তু যদি নষ্ট হয় তবে যাথার্থিক লোক কি
৪ করিবে?। যিহুহা আপন পবিত্র মন্দিরে আছেন
যিহুহার সিংহাসন স্বর্গে আছে তাহার চক্ষু

দেখে তাঁহার চক্ষুর পাতা মানুষের সন্তানেরদিগকে
৫ তজবিজ করে যিহুহা ধার্ম্মিকেরদের তজবিজ
করেন কিন্তু তাঁহার মন দুষ্টকে ও দুরাত্মারদিগকে
৬ ঘৃণা করে। দুষ্ট লোকেরদের উপর তিনি ফাঁদ ও
অগ্নি ও গন্ধক ও প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি করিবেন এই
৭ তাহারদের পেয়ালার ভাগ হবে কেননা ধর্ম্ম স্বরূপ
যে যিহুহা তিনি ধর্ম্মকে প্রেম করেন তাহার মুখ*
ধার্ম্মিককে দেখে।—

গীত ১২ যে জন প্রধান বাদ্যকারী তাহার কারণ শিমিতে
দাওদের এক গীত।—

১ হে ঈশ্বর উপকার কর কেননা ধার্ম্মিক লোকের
দের হ্রাস হইয়াছে মানুষেরদের সন্তানেরদেরহইতে
২ বিশ্বস্ত লোকেরদের হ্রাস হইয়াছে। তাহারা প্রত্যেক
জন প্রতিবাসিরদের সহিত শূন্য কথা কহে তাহার
৩ মিথ্যা ওষ্ঠাধরেতে ও দ্বিধা মনেতে কথা কহে।
৪ আমরা আপন জিহ্বাতে জিনিব আমারদের ওষ্ঠাধর
আমারদের নিজের আছে আমারদের কর্ত্তা কে?
এ বাক্য যাদি মিথ্যা স্তাবক সকলওষ্ঠাধর ও যে জিহ্বা
অহঙ্কার কথা কহে ইহা যিহুহা ছেদন করিবেন।
৫ যিহুহা কহেন গরীব লোকেরদের নাশেতে ও দরিদ্র
লোকেরদের কোঁকানেতে আমি এখন উঠিব। যে জন
তাহাকে নিন্দা করে তাহাহইতে আমি তাহাকে রক্ষা
৬ করিব। যিহুহার কথা শুদ্ধ কথা যে রূপা মৃত্তিকার
আখেরে সাতবার পরীক্ষিত হইয়াছে তাহারি মত।

---

* অর্থাৎ তোমার চক্ষু দেখে।—

৭ হে যিহুহা তুমি তাহারদিগকে এই লোকেরদিগহইতে
৮ সদাকাল রক্ষা করিবা যখন দুরাচার লোকেরা
সম্ভ্রান্ত হয় তখন দুষ্টেরা প্রতিদিগে বেড়ায়।—

গীত প্রধান বাদ্যকারকের কারন দাঙদের এক গীত এই।
১৩ হে যিহুহা আমাকে কত কাল বিস্মৃত হইবা কি
১ সদাকাল? কত কাল তোমার মুখ আমাহইতে গুপ্ত
২ করিবা? আমি অন্তঃকরনে নিত্য দুঃখিত হইয়া আপ
নার মনেং কত কাল পরামর্শ করিব? আমার বৈরি
৩ কত কাল আমার ওপর যা করে?। হে যিহুহা আমার
ঈশ্বর দেখ আমার কথা শুন আমার চক্ষু দীপ্তিমান
৪ কর পাছে মরনরূপ নিদ্রাতে আমি নিদ্রা যাই পাছে
আমার শত্রু বলে তাহাকে জয় করিয়াছি পাছে আমি
লড়িলে যাহারা আমাকে দুঃখ দিতেছে তাহারা
৫ আনন্দিত হয়। কিন্তু আমি তোমার কৃপায় প্রত্যাশা
করিয়াছি তোমার কর্তৃক ত্রানে আমার মন হৃষ্ট
৬ হইবে। যিহুহার কাছে আমি গীত গাইব কেননা
তিনি আমাকে ফল দিয়াছেন।—

গীত প্রধান বাদ্যকারকের কারন দাঙদের এক গীত।
১৪ অজ্ঞান আপন মনেং করিয়াছেন ঈশ্বর নাই।
তাহারা নষ্ট তাহারা নিন্দ্য ক্রিয়া করিয়াছে কেহ
২ সুক্রিয়া করে না। কেহ বুঝে কি না কেহ ঈশ্বর
কে চেষ্টা করে কি না ইহা দেখিতে যিহুহা স্বর্গ
থাকিয়া মানুষের সন্তানের ওপর দৃষ্টিপাত করিলেন।
৩ তাহারা সকল ফিরিয়াছে তাহারা সকল এক সঙ্গে
নিষ্ফল হইয়াছে কেহ সুক্রিয়া করে না এক জন ও

৪ না। যে লোকেরা যেমন রুটি খায় তেমন আমার
লোকেরদিগকে খাইয়া ফেলে এই সকল কুক্রিয়াকর্ত্তার
দের কি কিছু জ্ঞান নাই?। তাহারা যিহুহার কাছে
৫ নিবেদন করে না। সে খানে তাহারা বড় ভয় করিয়া
ছিল কেননা ঈশ্বর ধার্ম্মিক লোকেরদের মধ্যে
৬ আছেন। তোমরা গরীবের পরামর্শকে লজ্জিত করাই
৭ য়াছ কিন্তু যিহুহা তাহার ভরসা। আহা যদি
য়িশরালের ত্রাণ সীয়নহইতে আসিত যখন যিহুহা
আপনার লোকেরদের হরন ফিরান তখন যাঁকুব
আনন্দিত হইবে ও য়িশরাল হৃষ্ট হইবে।

দাঔদের এক গীত।—

গীত হে যিহুহা তোমার তাম্বুতে কেডা রহিবে? তোমার
১৫ পবিত্র পর্ব্বতে কেডা বাস করিবে?। যে জন
সাধু আচরন ও সুকৃত ক্রিয়া করে ও মনের সহিত
৩ সত্য কথা কহে? যে জন জিহ্বাতে নিন্দা করে
না এবং প্রতিবাসীর হিংসা কিম্বা বদনাম করে
৪ না যাহার সম্মুখে পামর লোক তুচ্ছিত হয় কিন্তু
যাহারা যিহুহাকে ভয় করে তাহারদিগকে সম্ভ্রম
করে যে জন আপন ক্ষেতিতে কিরা করিয়া ও ফিরে
৫ না। যে জন সুদের কারন ধন দেয় না ও নির্দ্দোষির
দের হিংসা করিতে রেসোয়াত লয় না সেই জন।
যে জন এ সকল কার্য্য করে সে কখন লড়িবে না।

দাঔদের মিক্তাম।—

গীত হে প্রভু আমাকে রক্ষা কর কেননা আমার ভরসা
১৬ তোমাতে আছে। হে আমার আত্মা তুমি ইহা

য়িহ্বাকে কহিয়াছ তুমি আমার ঈশ্বর আমার বীর্য্য
৩ তোমাকে লাগে না কিন্তু পৃথিবীতে যে পুন্যবান তাহার
দিগকে লাগে এবং যাহারদিগেতে আমার নিতান্ত
৪ সন্তোষ এই উত্তম লোকেরদিগকে ও লাগে। যাহারা
তাগাদা অন্য ঈশ্বরের পূজা করে তাহারদের দুঃখ
বাড়িবে। তাহারদের রক্তময় পানীয় আমি ও স্পর্শ
করিব না তাহারদের নাম ও আমার ওষ্ঠাধরে লইব
৫ না। য়িহ্বা আমার অধিকার ও পেয়ালার ভাগ তুম
৬ আমার বাঁট স্থির করিতেছ। আমার দড়ি
বিলক্ষন স্থানে পড়িয়াছে আমার দিব্য অধিকার
৭ আছে। যিনি আমাকে পরামর্শ দিয়াছেন এ
য়িহ্বাকে আমি ধন্য করিয়া কহিব আমার অন্তর
৮ রাত্রিতে ও আমাকে উপদেশ করে। য়িহ্বাকে
আমি আপন সম্মুখে সদা রাখিয়াছি তিনি আমার
৯ দক্ষিনে আছেন সে কারন আমি লড়িব না। অতএব
আমার অন্তঃকরন আনন্দিত এবং আমার গৌরব*
প্রফুল্ল আমার কলেবর ও ভরসা করিয়া বাস করিবে
১০ কেননা তুমি নরকে আমার আত্মাকে ছাড়িবা না
১১ তোমার ধার্ম্মিককে ক্ষয় ও দেখিতে দিবা না। জীব
নের পথ তুমি আমাকে দেখাইবা তোমার সম্মুখে
পূর্ন আনন্দ ও তোমার দক্ষিনে অনন্ত সুখ আছে।

গীত দাঊদের এক প্রার্থনা।—
১৭ হে য়িহ্বা যাহা প্রকৃত তাহাতে অবধান কর

* অর্থাৎ আমার জিহ্বা।—

আমার চেঁচান শুন আমার যে প্রার্থনা মিথ্যাবাদী
২ ওষ্ঠাধরহইতে বাহির হয় না তাহা শুন। আ
মার বিষয়ে হুকুম তোমার সাক্ষাতহইতে বাহির
হউক। প্রকৃত যাহা তাহাতে তোমার চক্ষু দৃষ্টি
৩ করুক। তুমি আমার অন্তঃকরণ তজবিজ
করিয়াছ। তুমি রাত্রে আমার সহিত দেখা করিয়াছ।
আমার পরীক্ষা করিয়া তুমি কিছু পাইবা না।
আমার মুখ যে লঙ্ঘিবে * না আমি এই নিয়ম
৪ করিয়াছি। মানুষের কার্য্যের বিষয় তোমার
ওষ্ঠাধরের কথার দ্বারায় আমি নাশক লোকের
৫ পথেতে চৌকি করিয়াছি। তোমার পথে আমার
পাদবিক্ষেপ স্থির করিয়া রাখ আমার পা যেন
৬ পিছলিয়া পড়ে না। তোমার নিকটে আমি নিবেদন
করিয়াছি কেননা হে ঈশ্বর তুমি আমার কথা
৭ শুনিবা অবধান করিয়া আমার কথা শুন। যাহারা
মারিতে উঠে তাহারদিগহইতে আপন শরণাগতের
দিগকে নিজ দক্ষিণ বাহু বলেতে ত্রাণ কর যে তুমি
৮ তুমি আপন আশ্চর্য্য দয়া দেখাও। আপনার চক্ষুর
তারার ন্যায় আমাকে রক্ষা কর আপনার পাখার
৯ ছায়ায় আমাকে রক্ষা কর। যে দুষ্টেরা আমার
উপর ও জোর করে আমার যে নিতান্ত শত্রু
আমাকে ঘিরিয়া থাকে তাহারদিগহইতে আমাকে

---

* অর্থাৎ শাস্ত্র লঙ্ঘিবে না।

১০ রক্ষা কর তাহারা আপনারদের চরবিতে পরিবেষ্টিত
১১ হয় তাহারা মুখ দিয়া অহঙ্কারত্ত কথা কহে তাহারা
এখন আমারদিগকে আমারদের গমনাগমনে বেষ্টন
করে আপন চক্ষু মৃত্তিকারদিগে তাহারা রাখিয়াছে।
১২ যেমন সিংহ অপনার সিকার ধরিতে ওদ্যত ও
যেমন যুবা সিংহ অপ্রকাশ স্থানে বসে তেমন
১৩ তাহারা। হে য়িহহা ওঠ তাহাকে বাধা কর তাহাকে
অধঃপতিত কর। যে দুষ্টেরা তোমার তলোয়ার হয়
১৪ তাহারদিগহইতে আমার প্রান রক্ষা কর। হে
য়িহহা যাহারদের সুখসম্পত্তি এ পরম যুত্তে আছে
ও যাহারদের পেট তোমার গুপ্ত ধনেতে পূর্ণ করি
তেছ এ তোমার হস্ত রূপ মনুষ্যহইতে এ জগতের
মানুষহইতেই আমাকে রক্ষা কর। তাহারা
সন্তানেতে পূর্ণ এ তাহারা আপনারদের অবশিষ্ট
ধন আপনারদের বালকেরদের কারন ছাড়িয়া যায়।
১৫ কিন্তু আমি ধর্ম্মে তোমার মুখ দেখিব আমি তোমার
তাদাত্মা সচৈতন্য হইয়া পরিতুষ্ট হইব।—

গীত প্রধান বাদ্যকারকের কারন যে দিনে য়িহহা
১৮ আপন দাস দাঔদকে তাহার সকল শত্রু এবং
শাঔলের হাতহইতে ওদ্ধার করিলেন সে দিনে
য়িহহার সে দাস দাঔদ যে গীতের কথা য়িহহাকে
কহিল তাহা এই। তৎকালে সে বলিল।—

১ হে য়িহহা আমার বল আমি তোমাকে প্রেম
২ করিব। য়িহহা আমার পর্ব্বত ও আমার গড় ও
আমার তারক ও আমার প্রভু ও আমার যে আশ্রয়ে

আমার বিশ্বাস ও আমার ঢাল আমার ত্রাণের শৃঙ্গ
ও আমার উচ্চ গড় আমি স্তবের যোগ্য যিহুহার
৩ কাছে নিবেদন করিব। তা করিলে আমার শত্রুরদি
গহইতে রক্ষা পাইব। মরণরূপ দুঃখ আমাকে
৪ বেড়িল। দুষ্ট লোকরূপ বন্য আমাকে ভয় দেখাইল।
৫ নরকের যন্ত্রণা আমাকে বেড়িল মৃত্যুর দড়ি আমার
৬ চতুর্দ্দিগে ছিল। আমার দুঃখের কালে আমি যিহুহার
কাছে নিবেদন করিলাম ও আমার ঈশ্বরের কাছে
চেঁচাইলাম। তিনি আমার কথা আপনার আলয়ে
থাকিয়া শুনিলেন এবং আমার চেঁচান তাঁহার কাছে
৭ ও তাঁহার কর্ণ গোচরে উপস্থিত হইল। তখন তিনি
ক্রুদ্ধ হইলে পৃথিবী লড়িল ও কাঁপিল পর্ব্বতের ভিত
৮ ও লড়িল ও কাম্পিল। ধূম তাঁহার নাকের ছিদ্রহইতে
বাহির হইল। তাঁহার মুখহইতে নির্গত আগুন
খাইয়া ফেলিল তাঁহাতে অঙ্গার প্রজ্বলিত ছিল।
৯ তিনি স্বর্গকে দণ্ডবৎ করাইয়া নামিলেন ও অন্ধকার
১০ তাঁহার পদতলে ছিল। তিনি ও করুবারোহণ
করিয়া উড়িলেন তিনি বাতাসের পাখায় উড়িলেন।
১১ তিনি অন্ধকারকে আপনার অপ্রকাশ স্থান করিলেন
তাঁহার চতুর্দ্দিগের পরদা ঘোর জল ও গগনের ঘোর
১২ মেঘ। তাঁহার অগ্রগামি তেজেতে তাঁহার ঘোর
মেঘ ও শীল ও অগ্নির অঙ্গার চলিয়া গেল।
১৩ যিহুহা ও স্বর্গহইতে মেঘধ্বনি করিলেন ও সর্ব্বো
চ্চ আপনার রব ও শীল ও অগ্নির অঙ্গার
১৪ প্রকাশ করিলেন। তিনি আপনার বাণ এড়িয়া

তাহারদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন। তিনি বিদ্যুত এড়িয়া
১৫ তাহারদিগকে পলায়ন করাইলেন। তৎকালে
জলের ধারা দেখা গেল। তোমার ধম্কানেতে জগতের
ভিত প্রকাশিত ছিল। হে যিহুহা তোমার নিশ্বাসের
১৬ বায়ুতে এই সকল হইল। তিনি ওপরহইতে দূত
পাঠাইয়া আমাকে লইলেন তিনি আমাকে অনেক
১৭ জলহইতে টানিয়া লইলেন। তিনি আমাকে
আমার বলবান শত্রুহইতে নিস্তার করিলেন ও
যাহারা আমাকে ঘৃণা করিল তাহারদিগহইতেও
১৮ কেননা তাহারা আমাহইতে বলবান ছিল। আমার
দুঃখের সময়ে তাহারা আমার নামে দুঃখ
দিতে আসিয়া ছিল কিন্তু যিহুহা আমার অব
১৯ লম্বন ছিলেন। তিনি ও আমাকে এক প্রশস্ত
২০ স্থলে আনিলেন তিনি আমাকে ত্রাণ করিলেন
কেননা তাঁহার সন্তোষ আমাতে ছিল। যিহুহা
আমাকে আমার ধর্ম্মানুসারে ফল দিলেন আমার
হাতের নির্ম্মলতানুসারে আমাকে ফল দিলেন।
২১ কেননা আমি যিহুহার পথ প্রতিপালন করিয়াছি
এবং আমার ঈশ্বরকে দুর্ম্মতির ন্যায় ত্যাগ করি নাই।
২২ তাঁহার শাস্ত্রে দণ্ডের বিষয় যে কথন তাহা আমার
গোচরে ছিল? তাঁহার বিধি আমি আপনহইতে দূর
২৩ করি নাই। আমি তাঁহার গোচরে ও সাধু ছিলাম
ও আপন অযাথার্থ্যহইতে আপনাকে রাখিয়াছি।
২৪ অতএব যেমন আমার ধর্ম্ম তেমন যিহুহা আমাকে
প্রতিফল দিয়াছেন আমার হাতের যে নির্ম্মলতা

তাহার গোচরে তদনুযায়ী ও প্রতিফল দিয়াছেন।
২৫ দয়ালুরদের প্রতি তুমি আপনাকে দয়ালুরূপ
প্রকাশ করিবা সাধুর প্রতি আপনাকে সাধুরূপ
২৬ প্রকাশ করিবা নির্ম্মলেরদের প্রতি তুমি নির্ম্মল
দেখাইবা ও গোঁয়ারের প্রতি তুমি বিরুদ্ধ আচার
২৭ করিবা। কেননা তুমি দুঃখি লোকেরদিগকে ত্রান
করিবা কিন্তু অহঙ্কার দৃষ্টি* তুমি খাটো করিবা।
২৮ তুমি ও আমার প্রদীপ জ্বালাইবা যিহুহা আমার
ঈশ্বর আমার অন্ধকারকে দীপ্তিমান করিবেন।
২৯ কেননা তোমার করনক আমি সৈন্যগনের মধ্য
দিয়া দৌড়িয়াছি আমার ঈশ্বর করনক আমি লাফ
৩০ দিয়া দেয়াল পার হইয়াছি। কিন্তু ঈশ্বর তাহারি
পথ সম্পূর্ন যিহুহার কথা পরীক্ষিত হইয়াছে। যে
লোক তাহার ওপর বিশ্বাস করে তিনি সে সকলের
৩১ ঢাল। যিহুহা ব্যতিরেক ঈশ্বর কে? আমারদের
৩২ ঈশ্বর ছাড়া পর্ব্বত কে† ?। ঈশ্বর যিনি তিনি
আমার কোমর বল দিয়া বাঁধেন ও আমার পথ
৩৩ সম্পূর্ন করেন। যেমন হরিনের পা তেমন তিনি
আমার পা করেন এবং আমাকে আমার ওচ্চ স্থানে
৩৪ স্থাপিত করেন। ইষ্পাতের ধনুক যেমন আমার ভুজতে
ভাঙ্গা যায় তেমন তিনি আমার হাতকে রন করিতে
শিক্ষা করান। তোমার ত্রানরূপ ঢাল ও তুমি আমাকে

---

* অর্থাৎ সাহঙ্কার মুখ।—
† অর্থাৎ পর্ব্বতের ন্যায় আশ্রয় কে?।—

৩৫ দিয়াছ ও তোমার দক্ষিন হাঁত আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছে ও তোমার মৃদুতা আমাকে বড় করিয়াছে।
৩৬ আমার নীচে তুমি আমার পাদ বিন্যাস স্থান বাড়াইয়াছ তাহাতে আমার পা পিচলিয়া পড়ে
৩৭ নাই। আমি আপন শত্রুরদিগকে তাড়িয়া ধরিয়াছি আমি তাহারদিগকে সংহার না করিয়া ফিরি
৩৮ নাই তাহারা যেন পুনর্ব্বার উঠিতে না পারে সে মত আমি তাহারদিগকে মারিলাম তাহারা আমার
৩৯ পদতলে পড়িয়াছিল। তুমি রন করনের নিমিত্তে বল দিয়া আমার কোমর বাঁধিয়াছ আমার বৈরিরদিগকে
৪০ আমার নীচে হেঁট করিয়াছ। আমার শত্রুরদের গলা তুমি আমাকে দিয়াছ যাহারা আমাকে ঘৃনা করে আমি তাহারদিগকে সংহার করিয়াছি।
৪১ তাহারা চেঁচাইয়াছিল কিন্তু ত্রান করিতে কেহ ছিল না যিহুহার কাছে বটে কিন্তু তিনি ও উত্তর দিলেন
৪২ না। তখন আমি তাহারদিগকে বাতাসের সম্মুখস্থ ধূলার ন্যায় চূর্ন করিলাম আমি তাহারদিগকে গলির
৪৩ কাদার মত বাহির করিয়া ফেলিলাম। তুমি আমাকে লোকেরদের বিরোধিহইতে রিত্রান করিয়াছ ও অন্য দেশীয়েরদের কর্ত্তা আমাকে করিয়াছ। যে দেশ আমার জানা নাই এ এক দেশীয় লোকেরা আমার সেবা
৪৪ করিবে। তাহারা আমার বিষয়ে শুনিবামাত্র আমার আজ্ঞাবর্ত্তী হইবে অন্য দেশীয়েরা আমার নিকটে
৪৫ আপনারদিগকে খাটো করিয়া জানিবে। বিদেশীরা ক্লান হইবে ও আপনারদের কারাগারে ওভয় করিবে।

৪৬ যিহুহা চেতন আছেন আমার পর্ব্বত ধন্য আমার
৪৭ ত্রাতা ঈশ্বর মহিমাযুক্ত হওন। যিনি ঈশ্বর তিনি
আমার প্রতিফল দেন ও তিনি লোকেরদিগকে আমার
৪৮ নীচে পরাজিত করেন। তিনি আমাকে আমার
শত্রুহইতে পরিত্রান করেন আমার বিরুদ্ধে যাহারা
ওঠে তাহারদেরহইতে ঊর্দ্ধে আমাকে উঠাইয়াছ তুমি
৪৯ আমাকে দুরাত্মা লোকহইতে ত্রান করিয়াছ সেই
কারন হে যিহুহা আমি অন্য দেশীয়েরদের মধ্যে
তোমার নিকটে ধন্যবাদ করিব এবং স্বকৃত
৫০ রাজাকে বড় উদ্ধারকারী ও স্বকর্ত্তৃক অভিষিক্ত
দাঊদ ও তাহার সন্তানেরদিগকে সদাকাল কৃপা
কারী যে তুমি তোমার নামে আমি স্তব গাইব।—

গীত প্রধান বাদকের জন্যে দাঊদের এক গীত।—

১৯ স্বর্গগন ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করে এবং
আকাশ তাহার হস্তকৃত ক্রিয়া দেখায়। দিন
২ দিনকে কথা কহে রাত্রি রাত্রির প্রতি জ্ঞান প্রকাশ
৩ করে। যেখানে তাহারদের কথা না শুনা যায়
৪ এমন কোন বাক্য কিম্বা ভাষা নাই। তাহারদের
রশ্মি* সকল পৃথিবীতে গিয়াছে ও তাহারদের কথা
সংসারের সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়াছে। তাহারদের
মধ্যে তিনি সূর্য্যের এক তাম্বু স্থাপন করিয়াছেন

---

* অর্থাৎ যেমন কেহ আপন অধিকার রশ্মি দিয়া মাপে তেমন আকাশাদি বস্তু সর্ব্বত্রে মাপ দড়ি ফেলিয়াছে।—

৫ আপন ওপরতালাহইতে আগমন করত বরের মত
ও বলবান মানুষ পথের নিমিত্তক দৌড়াদৌড়িতে
৬ যেমত আনন্দ করে সেমত সে আনন্দ করে। তাহার
যাত্রা স্বর্গের সীমাহইতে ও তাহার ফিরন অন্য সীমা
পর্য্যন্ত তাহার তাপহইতে কোন বস্তু গুপ্ত নাই।
৭ যিহুহার শাস্ত্র সম্পূর্ণ ও মনের পরিবর্ত্তক যিহুহার
৮ প্রমান বাক্য স্থির ও অজ্ঞানিদের জ্ঞানকারী যিহুহার
বিধি যথার্থ ও অন্তঃকরনের আনন্দদায়ী। যিহুহার
৯ আজ্ঞা নির্ম্মল ও চক্ষুর প্রকাশকারী। যিহুহার ভয়
পবিত্র ও সদাকালস্থায়ী। যিহুহার শাস্ত্রে দণ্ডের
১০ বিষয় যে কথন সে সত্য ও ষোলোয়ানা প্রকৃত। স্বর্ণ
১১ এবং অতি নির্ভাজ স্বর্ণহইতে ও বিলক্ষন মধু এবং
মধুর চাকহইতে ও মিষ্ট তাহা করাতে তোমার দাস
১২ ওপদিষ্ট হয় ও তা মানলেতে বড় ফল আছে।
আপনার ভ্রম বুঝিতে পারে কে? আমাকে আমার
১৩ গুপ্ত পাপ হইতে পবিত্র কর। তোমার দাসকে ও
সাহসিক পাপ হইতে রক্ষা কর সে যেন আমার
ওপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে না পায় তা করিলে আমি সাধু
১৪ হইব এবং আমি অনেক পাপহইতে পবিত্র ও হইব।
হে যিহুহা আমার বল ও আমার মুক্তিদ আমার
মুখের কথা ও অন্তঃকরনের চিন্তা তোমার গোচরে
গ্রাহ্য হওক।—

গীত প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে দাঊদের এক গীত।—
২০ দুর্দ্দশা কালে যিহুহা তোমার কথা শুনুন যাকুবের
১ ঈশ্বরের নাম তোমাকে রক্ষা করুক। তিনি আপন

পুণ্য স্থানহইতে উপকার পাঠাইয়া দিউন ও সীয়োন
৩ হইতে তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার সকল দান
মনে করুন ও তোমার আহুতি ভস্ম করুন*। সেলা।
৪ তোমার অন্তঃকরণের ইচ্ছানুসারে তোমাকে দিউন
৫ ও তোমার পরামর্শ পূর্ণ করুন। তোমার কর্ত্তৃক
ত্রাণেতে আমরা আনন্দিত হইব আমারদের ঈশ্বরের
নামে আমরা পতাকা উঠাইব। যিহুহা তোমার
৬ সকল প্রার্থনা সম্পূর্ণ করিবেন। এখন যিহুহা যে
আপন অভিষিক্তকে ত্রাণ করিবেন এবং আপন
স্বর্গ থাকিয়া তাহাকে উত্তর দিবেন ও আপন
দক্ষিণ হাতের তারক বলেতে উদ্ধার করিবেন আমি
৭ ইহা জানি। ইহারা রথে বিশ্বাস করে উহারা
অশ্বে বিশ্বাস করে কিন্তু আমরা আমারদের ঈশ্বর
৮ যিহুহার নাম মনে করিব। উহারা অধঃপাতিত
হইয়াছে ও পড়িয়াছে কিন্তু আমরা উঠিয়াছি ও
৯ দাঁড়াইয়া আছি। হে যিহুহা নিস্তার কর। আমার
দের ডেঁচান দিনে রাজা আমারদের কথা শুনুন।

গীত প্রধান বাদাকারকের কারণ দাউদের এক গীত।
২১ হে যিহুহা তোমার পরাক্রমে রাজা হৃষ্ট হইবেন
তোমার ত্রাণে তিনি কেমন অতি উল্লাসিত হইবেন।
২ তুমি তাহাকে তাহার মনের বাঞ্ছিত দিয়াছ যাহা
তাহার ওষ্ঠাধর দিয়া বাহির হইয়াছে তাহা তুমি

---

* অর্থাৎ গ্রহন করুন।

৩ না দিয়াছ এমত নয়। সেলা। তুমি আগে *
হইয়া তাহাকে মঙ্গলকর বর দিয়াছ। নির্ম্মল
স্বর্ণের এক মুকুট তাহার মাথায় তুমি দিয়াছ।
৪ তিনি আয়ু তোমার নিকট চাহিলেন এবং তুমি
তাহাকে দীর্ঘায়ু সদা সর্ব্বক্ষন স্থায়ীই দিয়াছ।
৫ তোমার দত্ত ত্রানে তাহার বড় গৌরব হইয়াছে তুমি
৬ সম্ভ্রম ও সৌন্দর্য্য তাহাকে দিয়াছ। কেননা নিত্য
স্থায়ী বড় বর তাহাকে দিয়াছ। তোমার মুখ প্রকাশ
৭ জাত আনন্দেতে তাহাকে আনন্দিত করিয়াছ। রাজা
যিহূহাতে ভরসা করেন ও সর্ব্বাধ্যক্ষের দয়াতে তিনি
৮ চালিত হইবেন না। তোমার হাত তোমার সকল শত্রুর
দের উদ্দেশ পাইবে যাহারা তোমাকে ঘৃনা করে তাহার
৯ দিগকে তোমার দক্ষিন হাত পাইবে তুমি আপন
ক্রোধ প্রকাশ কালে তাহারদিগকে অগ্নিময় তন্দুরের
ন্যায় করিবা। যিহূহা আপন ক্রোধে তাহারদিগকে
গ্রাস করিবেন এবং অগ্নি তাহারদিগকে খাইয়া
১০ ফেলিবেন তুমি তাহারদের ফল পৃথিবীহইতে নষ্ট
করিবা ও তাহারদের বংশ মানুষের সন্তানেরদের
১১ হইতে নষ্ট করিবা। কেননা তাহারা তোমার প্রতি
মন্দ চাওরাইয়াছে তাহারা যে হিংসা পূর্ন করিতে
১২ পারে না এমন হিংসা মনে করিয়াছে। অতএব তুমি
তাহারদের পৃষ্ঠ আপন প্রতি ফিরাইবা তুমি তাহার
দের গোচরে আপন ধনুর্গুনের ওপর বান প্রস্তুত

---

* অর্থাৎ তাহার প্রার্থনার আগে।—

১৩ করিবা। হে য়িহ্বহা আপনার বলে মহত্তর হও তাহাতে
আমরা গীত গাইব ও তোমার সামর্থ্যের স্তব করিব।

গীত আইএলেত সাহরে প্রধান বাদ্যকারকের কারণ
২২ দাঊদের এক গীত।—

১ হে আমার ঈশ্বর হে আমার ঈশ্বর আমাকে কেন
ত্যাগ করিয়াছ? আমার ত্রাণ করণহইতে ও আমার
২ চেঁচান শব্দহইতে অতি দূর কেন হও?। হে আমার
ঈশ্বর আমি দিনে ডাকি কিন্তু তুমি শুনিতেছ না
৩ রাত্রিতে ও আমি নিঃশব্দ থাকি না। কিন্তু হে
৪ য়িশ্রাএলের স্তবনিবাসী তুমিই ধর্ম্ম। আমারদের
পিতৃগণ তোমাকে ভরসা করিল তাহারা ভরসা
করিল ও তুমি তাহারদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছ।
৫ তাহারা তোমার কাছে প্রণাম করিয়া উদ্ধারিত
ছিল তাহারা তোমার উপর বিশ্বাস করিয়া নিরাশ
৬ হইল না। কিন্তু আমি কীট আমি মানুষ নয়ি
মানুষের নিন্দার পাত্র এবং লোকেতে তুচ্ছীকৃত।
৭ যাহারা আমাকে দেখে সে সকলে আমাকে
পরিহাস করে তাহারা ওষ্ঠাধির বাহির করিয়া
৮ ভেঁগায়ও মাথা নাড়ে। তিনি যে তাহাকে পরিত্রাণ
করিবেন এই জন্যে সে তাঁহাতে আশ্রয় করিল
তিনি তাহাতে সন্তোষ পাইলেন অতএব তাহাকে
৯ নিস্তার করুন। তুমি গর্ব্ভহইতে আমাকে লইয়াছ
আমি আপনার মাতার স্তনাবলম্বী যখন ছিলাম
তখন ও তুমি আমার তোমাতে বিশ্বাস জনক
১০ ছিলা। গর্ব্ভহইতে আমি তোমার উপর পড়িলাম

আমার মাতার উদরস্থ হওনাবধি তুমি আমারা
১১ ঈশ্বর। বিপদ নিকট আছে সেকারণ আমা
হইতে দূর হইও না কেননা উপকারী আর কেহ নাই।
১২ অনেক ষণ্ডতে আমাকে ঘেরিয়াছে বশনের বলবান
১৩ ষাঁড়িয়া আমার চতুর্দ্দিগে ছিল তাহারা দুরন্ত ও
গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায় আমার উপর মুখ মেলি
১৪ য়াছে। আমি জলের মত ঢালা গিয়াছি আমার
সকল অস্থি খসিয়া গেল আমার হৃদয় মোমের মত
১৫ তাহা আমার উদরে গলিয়া গিয়াছে। আমার বল
খোলার ন্যায় শুকিয়া গিয়াছে আমার জিহ্বা আমার
মুখে অড়িয়া রহে তুমি মৃত্যুর ধূলায় আমাকে আনি
১৬ য়াছ। কুক্কুরেরা আমাকে ঘেরে দুরাচার জনতা
আমার চতুর্দ্দিগে আছে তাহারা আমার হাত ও
১৭ আমার পা বিন্ধিল। আমার সকল অস্থি গণনা
করিতে পারি তাহারা আমার উপরে দৃষ্টি করে ও
১৮ বিস্মিত হইয়া দেখে। তাহারা আপন২ মধ্যে
আমার বস্ত্র ভাগ করিল এবং আমার কুর্ত্তির কারণ
১৯ সুর্ত্তি করিল। হে যিহোবা তুমি আমাহইতে দূর
হইও না হে আমার বল আমার উপকার করিতে
২০ শীঘ্র আইস তলোয়ারহইতে আমার প্রাণ রক্ষা কর
আমার একাকী প্রাণকে কুক্কুরের পরাক্রমহইতে ও
২১ রক্ষা কর সিংহের মুখহইতে আমাকে উদ্ধার কর।
আমি গণ্ডারের শৃঙ্গে পড়িলে ও তৎকালে আমার
২২ প্রার্থনা তুমি শুনিয়াছ। তোমার নাম আমার ভ্রাতার
দিগকে আমি কহিব সভার মধ্যে তোমার প্রশংসা

২৩ আমি করিব। যিহুহাকে ভয় কর যে তোমরা
তোমরা তাঁহার স্তব কর। হে যাকুবের সন্তান তোমরা
তাঁহার সকল গৌরব প্রকাশ কর হে যিশরালের
২৪ সকল বংশেরা তাঁহার সাক্ষাতে ভীত হও। কেননা
তিনি দুঃখিত লোকেরদের দুঃখ তুচ্ছ করিলেন না এবং
ঘৃণা ও করিলেন না এবং তাহাহইতে মুখ লুকান
নাই যখন সে চেঁচাইল তখন তিনি তাহা শুনিলেন।
বড় সভার মধ্যে তোমার প্রশংসা আমি করিব।
২৫ যাহারা তাঁহাকে ভয় করে তাহারদের গোচরে আমি
২৬ আপন মাননি দিব। মৃদু লোকেরা খাইয়া পরিতুষ্ট
হইবে যাহারা যিহুহাকে চেষ্টা করে তাহারা স্তব
করিবে। তোমারদের অন্তঃকরণ সদাকাল চেতন
২৭ হইবে। পৃথিবীর সকল সীমাস্থেরা মনে করিয়া
যিহুহার কাছে ফিরিবে অন্যদেশীরদের সকল
২৮ বংশ তাঁহার সাক্ষাতে ভজনা করিবে। কেননা রাজ্য
যিহুহার তিনি সর্ব্বদেশীয় লোকেরদের মধ্যে
২৯ কর্তৃত্ব করেন। পৃথিবীতে যাহারদের প্রকাণ্ড কায়
তাহারা সকল খাইয়া পূজা করিবে যাহারা ধূলায়
নামে তাহারা সকল তাঁহার সাক্ষাতে প্রণাম করিবে
৩০ এবং কেহ আপনার প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে না। এক
বংশ তাঁহার সেবা করিবে তাহারা যিহুহার নিজ
৩১ গোষ্ঠী বিখ্যাত হইবে। তাহারা আসিয়া ভবিষ্যৎ
জাত লোকেরদের কাছে তাঁহার যাথার্থ্য কহিবে
যে তিনি ইহা করিয়াছেন।—

দাঊদের এক গীত।—

গীত ২৩ যিহুহা আমার রক্ষক আমার কিছু কমি হইবে
না। তিনি তৃনযুক্ত মাটে আমাকে শোয়ান ও স্থির
৩ জলের নিকট আমাকে চরান। তিনি আমার প্রান
ফিরিয়া আনেন এবং আপনার নামের জন্যে আমা
৪ কে ধর্ম্ম পথে চলান। আমি যখন মৃত্যুর ছায়ারূপ
প্রান্তরে গমন করি তখন ও আপদকে ভয় করিব না
কেননা তুমি আমার সহিত তোমার পাঁচনি এবং
৫ তোমার লাঠি আমাকে সান্ত্বনা করে। তুমি আমার
সম্মুখে আমার শত্রুরদের দৃষ্টিতে মেজ সাজাইয়াছ
তুমি আমার মস্তকে তৈল মাখাইয়াছ আমার
৬ পেয়ালা পরিপূর্ন আছে আমার সকল পরমায়ু
দাতৃত্ব ও দয়া অবশ্য আমার পাছে২ যাইবে।
আমি ও যিহুহার ঘরে সদাকাল বাস করিব।—

দাঊদের এক গীত।—

গীত ২৪ পৃথিবী ও তাহার সম্পত্তি ও সংসার ও যাহারা
তাঁহাতে বাস করে এই সকল যিহুহার তিনি তাহার
ভিত্ সমুদ্রের উপর করিয়াছেন ও বন্যের উপর
৩ তাহা স্থির করিয়াছেন। যিহুহার পর্ব্বতের উপর
যাইবে কে? তাঁহার ধর্ম্ম স্থানে দাঁড়াইতে পাইবে
৪ কে? যাহার হাত পরিষ্কৃত যে জন নির্ম্মল অন্তঃকরন
৫ ও শূন্যতায় মন না উঠাইয়াছে ও যে ফাকি করিয়া
কিরা না করিয়াছে সে জন যিহুহাহইতে বর পাইবে
৬ ও তাহার ত্রানের ঈশ্বরহইতে ধর্ম্ম ও পাইবে। যে লোক
তাঁহাকে চেষ্টা করে হে যাঁকুব যাহারা তোমার মুখ
৭ চেষ্টা করে তাহারদের গোষ্ঠী এই। সেলা। হে দ্বার

তোম্‌রাদের মাথা ওঠাও হে অক্ষয় কপাট তোমরা
ওল্থিত হও এবং মহিমাবিশিষ্ট রাজা প্রবেশ
৮ করিবেন। এ মহিমাবিশিষ্ট রাজা কে? শক্তিমান ও
৯ পরাক্রান্ত য়িহুহা রণেতে বলবান য়িহুহা তিনি। হে
দ্বার তোমারদের মাথা ওঠাও হে অক্ষয় কপাট
তোমরা ওল্থিত হও এবং মহিমাবিশিষ্ট রাজা
১০ প্রবেশ করিবেন। এ মহিমাবিশিষ্ট রাজা কে?
সৈন্যের য়িহুহা যিনি তিনি মহিমাবিশিষ্ট রাজা।
সেলা।

দাওদের এক গীত।—

গীত হে য়িহুহা তোমার প্রতি আমার মন আমি ওঠাই।
২৫ হে আমার ঈশ্বর আমি তোমাতে ভরসা করিয়াছি
আমাকে লজ্জা পাইতে দিও না আমার শত্রুরা যেন
৩ আমার ওপর দর্প না করে। যাহারা তোমার
অপেক্ষা করে তাহারা যেন লজ্জিত না হয়। যাহারা
৪ অকারণ পাপ করে তাহারদের লজ্জা যেন হয়। হে
য়িহুহা তোমার পথ আমাকে জানাও তোমার পথে
৫ চলন আমাকে শিখাও। আমাকে তোমার সত্যতায়
গতি করাও। এবং আমাকে শিখাও। কেননা
তুমি আমার ত্রাণকারী ঈশ্বর সমস্ত দিন আমি
৬ তোমার অপেক্ষা করিয়া আছি। হে য়িহুহা
তোমার দয়া ও স্নেহ মনে কর কেননা তাহা প্রথমা
৭ বধি হইল। আমার যৌবনাবস্থার পাপ ও আমার
দোষ্ট মনে রাখিও না। হে য়িহুহা আপনার অনু
গ্রহেতে এবং দাতৃত্বানুসারে আমাকে মনে কর।

৮ যিহুহা দাতা ও যাথার্থিক হন সেই কারণ পাপি
৯ লোকের দিগকে আপনার পথ শিখাইবেন। তিনি
নম্র লোকের বিচারের পথ দেখাইবেন তিনি নম্র
১০ লোকেরদিগকে আপনার পথ শিখাইবেন। যাহারা
তাঁহার নিয়ম ও তাঁহার প্রমাণ কথা প্রতিপালন করে
তাহারদের প্রতি যিহুহার সকল পথ দয়া ও সত্য
১১ তা। হে যিহুহা তোমার নামের গুণে আমার পাপ
১২ মাপ কর কেননা সে পাপ বড়। যে জন যিহুহাকে
ভয় করে সে কে? ইহা ঠাওরাও সে জন যে পথ পসন্দ
করিবে তাহাকে তিনি সে পথ শিক্ষা করাইবেন।
১৩ তাহার প্রাণ মঙ্গলে বাস করিবে তাহার সন্তান
১৪ দেশাধিকার পাইবে। যাহারা তাঁহাকে ভয় করে
তাহারদের সহিত যিহুহার নিয়ম আছে তিনি
১৫ আপনার নিয়ম তাহারদিগকে জানাইবেন। আমার
চক্ষু সদা যিহুহার প্রতি আছে কেননা তিনি জাল
১৬ হইতে আমার পা মুক্ত করিবেন। তুমি আমার প্রতি
মুখ ফিরাইয়া আমাকে দয়া কর কেননা আমি
১৭ অনাথ ও দুঃখী। আমার অন্তঃকরণের দুঃখ
বাড়িয়াছে দুর্গতিহইতে আমার প্রাণকে মুক্ত কর।
১৮ আমার দুঃখ ও যন্ত্রনা দেখ ও আমার সকল পাপ
১৯ মাপ কর। আমার শত্রুর দিগকে দেখ কেননা
তাহারা বাড়িয়াছে তাহারা আমাকে নির্দ্দয় ঘৃণাতে
২০ ঘৃণা করে। আমার প্রাণ রক্ষা কর ও আমাকে
নিস্তার কর আমি যাহাতে লজ্জিত না হই এমন
২১ কর কেননা তোমাকে ভরসা রাখি। সাধুতা ও

যাথার্থ্য আমাকে রক্ষা করুক কেননা তোমারে
২২ ভরসা রাখিয়াছি। হে ঈশ্বর য়িশরালকে তাহার
সকল দুঃখ হইতে মুক্ত কর।—

দাওদের এক গীত।—

গীত হে য়িহুহা আমার বিচার কর কেননা আমার শুদ্ধ
২৬ সত্যতায় চলিয়াছি আমি য়িহুহাতে বিশ্বাস করিয়াছি
২ আমার স্খলন হবে না। হে য়িহুহা আমার তজবিজ
কর ও আমার পরীক্ষা লও আমার গিলা * ও
৩ আমার অন্তঃকরন পরীক্ষা কর। কেননা তোমার স্নেহ
আমার গোচরে আমি তোমার সত্যতায় চলিয়াছি।
৪ আমি পণ্ড লোকেরদের সহিত বসি নাই আমি কাল্প
৫ নিকেরদের সহিত প্রবেশ করিব না আমি কুক্রিয়া
কর্ত্তারদের সভা ঘৃনা করিয়াছি আমি কাপুরুষের
৬ দের সহিত বসিব না। আমি যেন বিনয়বাদ
করিয়া ঘোষনা করি ও যেন তোমার সকল আশ্চর্য্য
৭ কার্য্য কহি এই নিমিত্ত আমি নিরপরাধে হাত ধুইব
সেমত হে য়িহুহা তোমার যজ্ঞকুণ্ড আমি প্রদক্ষিন
৮ করিব। হে য়িহুহা তোমার বাস গৃহ এবং তোমার
মাহাত্ম্যের তাম্বুর স্থানকে আমি প্রেম করিয়াছি।
৯ যে পাপি লোকেরদের হাতে হিংসা এবং তাহারদের
১০ দক্ষিন হাত ঘুসেতে পূর্ন এমন লোকেরদের সহিত
আমার আত্মাকে করিও না ও আমার জীবন খুনি

---

* অর্থাৎ মনের মধ্যে যে অতি গুপ্ত বিষয়।—

১১ লোকেরদের সহিত করিও না। কিন্তু আপনার
শুদ্ধতায় আমি চলিব আমাকে মুক্ত কর এবং দয়া
১২ কর। আমার পা যাথার্থ্যে দাঁড়াইতেছে আমি
সভার মধ্যে য়িহুহার প্রসংশা করিব।—

দাওদের এক গীত।—

গীত য়িহুহা আমার দীপ্তি ও আমার ত্রান আমি কাহা
২৭ কে ভয় করিব? য়িহুহা আমার জীবনের সামর্থ্য
২ আমি কাহাকে ভয় করিব। কাপুরুষেরা সেই আমার
ঘৃনাকারী ইহারা ও আমার শত্রুরা যখন আমার
মাংস খাইতে আমার নিকট আইল তখন তাহারা
৩ ঙচোট খাইল ও পড়িল। যদি সেনাগন আমার
সম্মুখে ছাওনি করে তবে ও আমার অন্তঃকরন ভয়
করিবে না যদি সংগ্রাম আমার বিরুদ্ধে ওঠে তবে
৪ ইহাতে আমি বিশ্বাস পাই। য়িহুহার সৌন্দর্য্য দেখি
তে এবং তাঁহার মন্দিরে জিজ্ঞাসা করিতে আমি
সকল পরমাযু পর্য্যন্ত য়িহুহার ঘরে বাস করি
য়িহুহার কাছে আমি এ এক প্রার্থনা করিয়াছি এখন
৫ ও তাহর চেষ্টা করিব। কেননা তিনি দুর্দ্দশা কালে
আমাকে আপন টোলে লুকাইয়া রাখিবেন তিনি
আমাকে আপন তাম্বুর গোপনীয় স্থানে গুপ্ত করিবেন
তিনি পর্ব্বতের উপর আমাকে স্থাপিত করিবেন।
৬ এখন ও আমার চতুর্দ্দিগস্থ শত্রুরদেরহইতে উচ্চ
তনি আমার মাথা করাইবেন আমি তাঁহার পবিত্র
তাম্বুতে আনন্দরূপ নৈবেদ্য করিব। আমি গাইব
আমি য়িহুহার কাছে সুন্দররূপে গাইব। আমি

যখন ডাকি তখন আমার কথা শুন হে যিহ্বহা আমা
৮ কে দয়া করিয়া শুন। আমার মুখ চেষ্টা কর তুমি
ইহা কহিলা আমার অন্তঃকরন তোমাকে বলে হে
৯ যিহ্বহা তোমার মুখ আমি চেষ্টা করিব। তোমার
মুখ আমাহইতে গুপ্ত রাখিও না কোধে তোমার
দাসকে ত্যাগ করিও না তুমি আমার উপকারী ছিলা
আমাকে ত্যাগ করিও না হে আমার ত্রানের
১০ ঈশ্বর আমাকে ছাড়িয়া দিও না। আমার
পিতা ও মাতা আমাকে ত্যাগ করিলে যিহ্বহা
১১ আমাকে লন। হে যিহ্বহা তোমার পথ আমাকে
১২ শিখাও। আমার শত্রুরা আছে এই নিমিত্ত আমাকে
সোজা পথ দেখাও। আমাকে আমার শত্রুর ইচ্ছাতে
দিও না কেননা মিথ্যা সাক্ষী ও যাহারদের নির্দ্দয়ত
হাই তোলা এমন লোক আমার উপর উঠিয়াছে।
১৩ জীবত লোকেরদের দেশে যিহ্বহার অনুগ্রহ
দেখিব ইহাতে যদি আমি আস্থা না করিতাম তবে
১৪ ম্লান হইতাম। যিহ্বহার অপেক্ষা কর দৃঢ়চিত্ত হও
এবং তিনি তোমারদের অন্তঃকরন দৃঢ় করিবেন
অতএব যিহ্বহার অপেক্ষা কর।—

গীত ২৮

দাউদের এক গীত।—

হে আমার পর্ব্বত যিহ্বহা আমি চেচাইয়া বলিব
আমার কাছে চুপ করিও না তুমি আমার কাছে চুপ
২ করিলে যাহারা গভীরেতে নামে তাহারদের মত
হইব। যখন আমি তোমার কাছে চেঁচাই যখন
তোমার পবিত্র স্থানেরদিগে আমি হাত বাড়াই তখন

৩ আমার কামনার কথা শুন। আমাকে দুরাচার
লোকের সহিত টানিও না* এবং যাহারা আপন প্রতি
বাসীরদের সহিত কুশল কথা কহে কিন্তু অন্তঃক
রনে দুষ্টতা রাখে এই কুক্রিয়াকর্ত্তারদের সহিত ও
৪ আমাকে টানিও না। তাহারদের ক্রিয়া ও কুচেষ্টানু
সারে তাহারদিগকে ফল দেও তাহারদের প্রতিফল
৫ দেও কেননা তাহারা যিহুহার কার্য্য ও তাঁহার হস্তকৃত
ক্রিয়া মানে না সেকারন তিনি তাহারদিগকে বিনাশ
৬ করিবেন ও আরবার গাঁথিবেন না। যিহুহা ধন্য
৭ কেননা আমার কামনা রব তিনি শুনিয়াছেন। যিহুহা
আমার বল ও আমার ঢাল আমার অন্তঃকরনের
ভরসা তাঁহাতে আছে অতএব আমি উপকার
পাইয়াছি। সেকারন আমার মন হৃষ্ট হয় ও আমি
৮ আপন গীতে তাঁহার প্রশংসা করিব। যিহুহা
তাহারদের † স্বকর্ত্তৃক বল ও তাঁহার অভিষিক্তের
৯ ত্রানকারী বল। আপন লোককে পরিত্রান কর ও
আপন অধিকারকে আশীর্ব্বাদ দেও তাহারদিগকে
প্রতিপালন কর এবং সদাকালে উঠাও।—

দাওদের এক গীত।—

গীত ২৯ হে পরাক্রান্ত লোকেরা যিহুহাকে দেও যিহুহার
মহিমা এবং বলের প্রশংসা দেহ ‡। যিহুহাকে
তাঁহার নামের উপযুক্ত মহিমা দেহ ধর্ম্মের

---

* অর্থাৎ শাস্তি পাইবার কারন টানিও না।—

† অর্থাৎ পুন্যবানেরদের। ‡ অর্থাৎ স্তব কর।

৩ সৌন্দর্য্যে যিহুহার ভজনা কর। যিহুহার শব্দ
৪ জলের ওপর মহিমাযুক্ত প্রভু মেঘের ধ্বনি করেন
৫ যিহুহা অনেক জলের ওপর আছেন। যিহুহার
শব্দ পরাক্রান্ত যিহুহা রব মহত্ত্বেতে পূর্ণ আছে
যিহুহার ধ্বনি আরজ বৃক্ষ ভাঙ্গে। যিহুহা লবাননের
৬ আরজ বৃক্ষ ভাঙ্গেন তিনি তাহারদিগকে বাছুরের
মত লাফ দেওয়ান লবানন ও শরিয়ন রীমপশুর
৭ বাচ্ছার ন্যায় লাফ দেওয়ান। যিহুহার রব অগ্নির
শিখা তোলে * যিহুহার শব্দ কাননকে কম্পবান
৮ করে যিহুহা কদেশ বনকে কম্পবান করান।
৯ যিহুহার রব হরিণীরদিগকে প্রসব করায় ও বনকে
অদলা করে। এবং তাঁহার মন্দিরে সকলে তাঁহার
১০ মহিমা কহে যিহুহা বন্যার ওপর বসিলেন যিহুহাই
১১ সদাকাল রাজা হইয়া বসেন। যিহুহা আপনার
লোককে বল দিবেন যিহুহা আপনার লোককে
শান্তি বর দিবেন।—

গীত ৩০ মন্দিরের প্রতিষ্ঠার সময় যে এক গীত গান হইয়া
ছিল সে গীত এই।

১ হে যিহুহা আমি তোমাকে বড় করিয়া মানিব
কেননা আমাকে তুমি ওঠাইয়াছ এবং আমার
শত্রুদিগকে আমার ওপর আনন্দ করিতে না
২ দিয়াছ। হে যিহুহা আমার ঈশ্বর আমি তোমার
কাছে চেঁচাইয়াছি তুমি আমাকে সুস্থ করিয়াছ।

---

* অর্থাৎ মানুষ যেমত চকমকিহইতে আগুনকনা তোলে সেমত।—

৩ হে যিহুহা গভীরহইতে তুমি আমার প্রাণ উঠাইয়াছ
খাদে যেন না নামি তেমন তুমি আমাকে বাঁচাইয়া
৪ রাখিয়াছ। হে পুণ্যবানেরা যিহুহার কাছে গীত
৫ গাও তাঁহার ধর্ম্ম মনে করিয়া স্তুতি কর কেননা
তাঁহার ক্রোধ এক নিমেষমাত্র স্থায়ি তাঁহার অনুগ্রহে
তেই জীবন ক্রন্দন এক রাত্রি থাকিতে পারে প্রাতে
৬ আনন্দ আইসে। আমি সুদশা কালে কহিলাম আমি
৭ কখন লাড়িত হব না হে যিহুহা তুমি অনুগ্রহ
করিয়া আমার পর্ব্বত এমন স্থির করিয়াছিলা তুমি
৮ মুখ লুকাইলে আমি কাতর হইলাম। হে যিহুহা
আমি তোমার স্থানে প্রার্থনা করিব আমি যিহুহার
৯ কাছে কামনা করিব। যদি আমি খাদে পড়ি তবে
আমার রক্তেতে কি লাভ? ধূলা কি তোমাকে স্তব
করিবে? সে কি তোমার সত্যতা প্রকাশ করিব?।
১০ হে যিহুহা অবধান করিয়া আমাকে দয়া
১১ কর হে যিহুহা আমার উপকারী হও। আমার
গৌরব তোমার কাছে স্তুতি গান করে ও চুপ না
করে এই জন্যে তুমি আমার রোদনকে বাদ্য
করিয়াছ তুমি আমার চট খুলিয়াছ ও আমার
১২ কমরেতে আনন্দ বাঁধিয়াছ। হে যিহুহা আমার
ঈশ্বর আমি সদাকাল তোমার স্তব করিব।—

গীত প্রধান বাদ্যকারকের জন্য দাঊদের এক গীত।—
৩১

হে যিহুহা তোমাতে আমার ভরসা আমাকে কোন
কালে লজ্জিত হইতে দিও না তোমার ধর্ম্মে আমাকে
২ উদ্ধার কর। আমার কথায় অবধান কর আমাকে

শীঘ্র মুক্ত কর আমার নিমিত্তকে শক্ত পর্ব্বত হও ও
৩ আমার রক্ষা করনের আশ্রয় হও। তুমি আমার
৪ পর্ব্বত ও আমার গড় অতএব তোমার নামের জন্যে
আমাকে গতি করাও ও পথ দেখাও। যে জাল
তাহারা আমাকে ধরনের জন্যে গুপ্তে পাতিয়াছে
তাহাহইতে আমাকে উদ্ধার কর কেননা তুমি
৫ আমার সামর্থ্য। আমার আত্মা আমি তোমার
নিকটে সমর্পন করি। হে য়িহহা সত্যতার প্রভু
৬ আমাকে তুমি মুক্ত করিয়াছ। যাহারা বৃথা
পণ্ডক্রিয়া মানে তাহারদিগকে আমি ঘৃনা করিয়াছি
৭ ও য়িহহায় ভরসা রাখিয়াছি। তোমার দয়ায় আমি
৮ উল্লাস ও আনন্দ করিব কেননা তুমি আমার দুঃখ
দেখিয়াছ আমার প্রান দুর্দ্দশা কালে তুমি জানিয়াছ
ও আমার শত্রুরদের হাতে আমাকে বদ্ধ না করিয়াছ।
৯ আমার পা ওসার জায়গায় স্থাপিত করিয়াছ। হে
য়িহহা আমাকে দয়া কর কেননা আমি দুর্গতিতে
১০ পড়িয়াছি। শোকেতে আমার চক্ষু খাইয়া
গিয়াছে আমার আত্মা ও আমার পেট ও সেমত
খাইয়া গিয়াছে। শোকেতে আমার প্রান যায় ও
কোঁকাইতেং আমার পরমায়ু যায়। পাপেতে আমার
বলের ক্ষয় হইয়াছে এবং আমার হাড় খাইয়া গিয়া
১১ ছে। আমার সকল শত্রুরদের মধ্যে এবং আমার
প্রতিবাসিরদের কাছে আমি নিন্দিত ছিলাম যাহারদের
সহিত আমার পরিচয় ছিল তাহারদের প্রতি ভয়ানক
হইলাম। যাহারা বাহিরে আমাকে দেখিল তাহারা

১২ আমাহইতে দূরে গেল। আমি বিস্মৃত মরার মত
১৩ বিস্মৃত ছিলাম আমি ভগ্ন পাত্রের মত। আমি
ও অনেক লোকেরনিন্দা শুনিয়াছি চতুর্দিগে ভয়
ছিল যে কালে তাহারা আমার বিষয়ে পরামর্শ
করিতেছিল তৎকালে তাহারা আমার প্রাণ লইতে
১৪ যুক্তি করিল। কিন্তু হে যিহুহা তোমাতেই আমার
ভরসা তুমি আমার ঈশ্বর আমি এ কথা কহিয়াছি।
১৫ আমার আয়ুর্গতি তোমার হাতে আমাকে আমার
১৬ শত্রু ও তাড়কেরদেরহইতে ত্রাণ কর। আপনার
মুখ আপনার দাসের প্রতি প্রসন্ন কর ও কৃপা
১৭ করিয়া আমাকে ত্রাণ কর। হে যিহুহা আমাকে
লজ্জিত হইতে দিও না কেননা তোমার স্থানে নিবেদন
করিয়াছি। দুষ্টেরা লজ্জিত হউক এবং পরলোকে
১৮ নীরব হউক। যাহারা পুণ্যবানেরদের বিপরিতে
তুচ্ছ ও অহঙ্কার করিয়া মর্মান্তিক কথা কহে সে
১৯ মিথ্যাবাদী ওষ্ঠাধর নীরব হউক। যাহারা তোমাকে
ভয় করে ও যাহারা মানুষের সন্তানেরদের আগে
তোমাতে ভরসা রাখিয়াছে তাহারদের কারণ তুমি
যাহা প্রস্তুত করিয়াছ সে মঙ্গল কেমন অতি বড় ইহা
২০ কে কহিতে পারে? তুমি আপন সম্মুখে অপ্রকাশ স্থানে
অহঙ্কারি লোকহইতে তাহারদিগকে রক্ষা করিবা
তুমি তাম্বুতে তাহারদিগকে ঝগড়াও জিহ্বা হইতে
২১ রক্ষা করিবা। যিহুহা ধন্য কেননা তিনি মজবুত
সহরে আশ্চর্য্য দয়া আমাকে দেখাইয়াছেন।
২২ আমার হটাৎ করন কালে আমি বলিলাম যে

তোমার দৃষ্টি বহিষ্কৃত হইয়াছি যখন তোমার কাছে
কাকুতি করিলাম তখন তুমি আমার নিবেদন কথা
২৩ অবশ্য শুনিয়াছ। হে তাঁহার সকল পুণ্যবানেরা যে
তোমরা যিহুহাকে প্রেম কর। যিহুহা বিশ্বস্ত লোকের
দিগকে রক্ষা করেন ও অহঙ্কার কর্ত্তারদিগকে
২৪ অনেক সমুচিত ফল দেন। হে যিহুহাতে ভরসা
কারীরা তোমরা সকলে সাত্তিরজমা হও তাহাতে
তিনি তোমারদের অন্তঃকরন বলবান করিবেন।

দাঊদের মাস্কিল।—

গীত ৩২ যাহার অপরাধ মাফ হইয়াছে যাহার পাপ আচ্ছা
দিত আছে সে জন ধন্য। যাহার পাপ যিহুহা
ধরেন না যাহার অন্তঃকরনে ফাকি নাই সে জন
৩ ধন্য। আমি যতক্ষন কিছু না কহিলাম ততক্ষন
আমার সমস্ত দিন ক্রন্দন করনেতে আমার অস্থি
৪ জীর্ন হইয়া গেল। কেননা দিবারাত্রি তোমার হাত
আমার ওপর ভারি ছিল আমার রস গ্রীষ্মের শুষ্ক
৫ তাতে বিকৃত হইল। সেলা। তোমার কাছে আমি
আপন পাপ স্বীকার করিলাম ও আমার অপরাধ
ঢাকিলাম না আমি কহিলাম যে যিহুহার নিকটে
আমি আপন দোষ স্বীকার করিব তুমি আমার
৬ পাপের অযাথার্থ্যকে মাফ করিয়াছ। সেলা। এই
নিমিত্ত প্রত্যেক পুণ্যবান লোক যে কালে তোমার
উদ্দেশ পাইতে পারে সে কালে তোমার স্থানে
প্রার্থনা করিবে অবশ্য মহাজল প্লাবিত কালে

৭ তাহারা * তাহাকে † ছুইতে পারিবেক না। তুমি
আমার গুপ্ত হওনের স্থান আমাকে দুঃখহইতে
রক্ষা কর উদ্ধারের নিমিত্তক স্তবেতে তুমি আমাকে
৮ ঘিরিবা। সেলা। তোমাকে আমি জ্ঞান দিব
ও যে পথে তোমাকে যাইতে হবে সে পথ আমি
তোমাকে দেখাইব আমি চক্ষুর ইঙ্গিতে তোমাকে
৯ যুক্তি দিব। অবোধ ঘোড়া ও খচ্চরের মুখ লাগাম
ও বাগডোরেতে সমাহিত করার ‡ আবশ্যক কেননা
পাছে তোমার উপরে পড়ে তুমি তাহারদের মত হই
১০ ও না। দুষ্ট লোকেরদের অনেক দুঃখ হইবে কিন্তু
যাহারা যিহুহার বিশ্বাস করে তাহারদের চতুর্দ্দিগে
১১ কৃপা হইবে। হে ধার্ম্মিকেরা যিহুহায় হৃষ্ট হও হে
সদন্তঃকরণেরা তোমরা সকল আনন্দিত হও।—

গীত ৩৩ হে ধার্ম্মিকেরা তোমরা যিহুহার নিকট আনন্দ
শব্দ কর কেননা স্তব করা পুকৃত ও যাথার্থিকেরদের
২ কর্ত্তব্য। বীণা ও নবল বাজাইয়া যিহুহার স্তব কর
দশতার যন্ত্র বাজাইয়া তাঁহার স্থানে গীত গাও।
৩ নূতন গীত তাঁহার কাছে গাও সুন্দর বড় অতিশয়
৪ শব্দে তাঁহার কাছে বাজাও। কেননা যিহুহার কথা
পুকৃত তাঁহার সকল কার্য্য সত্যতাতে করা গিয়াছে।
৫ তিনি ধর্ম্ম ও যাথার্থ্য ভাল বাসেন পৃথিবী যিহুহার
৬ কৃপাতে পূর্ণ। যিহুহার কথাতে স্বর্গেরা § সৃষ্ট

* অর্থাৎ জলেরা। † অর্থাৎ সে পুন্যবান লোককে।
‡ অর্থাৎ কর্ত্তার ইচ্ছামত চালানের।—
§ অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য তারাদি।—

হইল ও তাহারদের সকল সেনাগণ তাঁহার মুখের
৭ ছুঁইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি সমুদ্রের জল
রাশিতে একত্র করেন তিনি গাম্ভীর্য্য আপনার সম্পত্তির
৮ মধ্যে রাখিতেছেন। সমস্ত দেশীয়েরা যিহুহাকে
ভয় করুক সকল সংসারের নিবাসীরা তাঁহাকে ভয়
৯ করুক। কেননা তিনি কহিলে তাহা* বর্ত্তমান ছিল
১০ তিনি আজ্ঞা দিলে তাহা স্থির হইল। অন্যদেশীয়ের
দের পরামর্শকে যিহুহা বৃথা করেন লোকেরদের
১১ ফিকিরকে তিনি নিরর্থক করেন। যিহুহার পরামর্শ
সদাকাল স্থির তাঁহার অন্তঃকরনের আশয় লোক
১২ স্থিতি পর্য্যন্ত। যে দেশীয় লোকেরদের ঈশ্বর যিহুহা
যে লোকেরদিগকে তিনি আপনার অধিকারের জন্য
১৩ পসন্দ করিয়াছেন সে লোকেরা ধন্য। যিহুহা স্বর্গ
থাকিয়া দৃষ্টি করেন তিনি মানুষের সকল সন্তা
১৪ নেরদিগকে দেখেন আপনার বসতিহইতে তিনি
পৃথিবীর সকল গৃহস্থেরদের উপর দৃষ্টি করেন।
১৫ তাহারদের অন্তঃকরণ তিনি একিরূপ সৃষ্টি করেন
১৬ তিনি তাহারদের সকল কার্য্য মনে করেন। রাজার
অনেক সামন্তেতে তাহার রক্ষা নাই পরাক্রান্তের
দের অনেক পরাক্রমেতে ও তাহার উদ্ধার হইবে না।
১৭ রক্ষার কারন অশ্ব বৃথা তাহার অনেক বলেতে ও
১৮ কাহার ত্রান হইবে না। দেখ যাহারা যিহুহা
কে ভয় করে যাহারা তাঁহার অনুগ্রহে ভরসা

---

*অর্থাৎ সংসারের সৃষ্টি ও রক্ষা।—

১৯ রাখে তাহারদের আত্মাকে মৃত্যুহইতে নিস্তার
করিতে ও তাহারদিগকে আকালে বাঁচাইতে তাহার
২০ দের ওপর তাঁহার দৃষ্টি। আমারদের আত্মা যিহুহ
হার অপেক্ষা করে তিনি আমারদের ওপকারী ও
২১ আমারদের ঢাল। আমারদের মনের হর্ষ তাঁহাতে
২২ কেননা তাঁহার পুন্য নামে ভরসা রাখি। হে
যিহুহা যেমন তোমাতে আমরা ভরসা রাখিয়াছি
তেমন আমারদের ওপর তোমার দয়া হওক।—

গীত ৩৪ দাওদ যখন আবিমলকের গোচরে স্বভাবের
অন্যথা করিলেন তারপর সে তাহাকে খেদিয়া দিল
ও তিনি প্রস্থান করিলেন সে কালের রচিত এক
গীত এই।

১ আমি সর্ব্বকাল যিহুহার প্রসংশা করিব তাঁহার
২ স্তুতি আমার মুখে সদা হইবে। যিহুহায় আমার
মন ওল্লাষিত হইবে মৃদু লোকেরা তাহা শুনিয়া হৃষ্ট
৩ হইবেক। ও হে তোমরা আমার সহিত যিহুহার
মহিমা প্রকাশ কর আইস আমরা এক সঙ্গে তাঁহার
৪ নামের বড় প্রসংশা করি। আমি যিহুহার চেষ্টা
করিলাম তিনি আমার কথা শুনিয়া আমার সকল ভয়
৫ হইতে আমাকে পরিত্রান করিলেন। তাহারা*
তাঁহার ওপরে দৃষ্টি করিয়া দীপ্তিমান করা গেল
৬ এবং তাহারদের মুখ লজ্জিত ছিল না। এ গরীব
কাকুতি করিল ও যিহুহা শুনিয়া তাহার সকল দুঃখ

---

* অর্থাৎ মৃদু লোকেরা।—

৭ হইতে তাহাকে ত্রান করিলেন। যাহারা যিহুহাকে ভয়
করে তাহারদের চতুর্দ্দিগে তাঁহার দুতেরা ছাওনি
৮ করে ও তাহারদের ওদ্ধার করে। যিহুহা যে দাতা
ইহা চাখিয়া দেখ যে জন তাঁহার ওপর ভরসা
৯ রাখে সে জন ধন্য। হে যিহুহার পুন্যবান লোকেরা
তোমরা তাঁহাকে ভয় কর কেননা যাহারা তাঁহাকে ভয়
১০ করে তাহারদের কিছু কমি নাই। সিংহের বাচ্চারা
খাদ্য হীন ও ক্ষুধিত হয় কিন্তু যাহারা যিহুহাকে চেষ্টা
করে তাহারদের মঙ্গলের কিছু কমি হইবে না।
১১ হে শিশুরা আইস আমার কথায় অবধান কর তোমার
১২ দিগকে আমি যিহুহার ভয়* শিখাইব। পরমায়ু যে
চাহে ও মঙ্গল দেখিতে অনেক কাল ইচ্ছা করে সে
১৩ কে? তোমার জিহ্বা মন্দ কহনহইতে ও তোমার
১৪ ওষ্ঠাধর প্রবঞ্চনা কহনহইতে রাখ। কুক্রিয়া ছাড় ও
ভাল কর কুশল চেষ্টা ও অতিশয় অন্বেষন কর।
১৫ যিহুহার চক্ষু ধার্ম্মিকেরদের ওপর ও তাঁহার কর্ন
১৬ তাহারদের মিনতির প্রতি। পৃথিবীহইতে কুক্রিয়া
কর্ত্তারদের নামের মোচনের নিমিত্তে যিহুহার মুখ
১৭ তাহারদের প্রতি হইয়াছে। ধার্ম্মিকেরা ডাকে ও
যিহুহা শুনেন ও তাহারদিগকে সকল দুঃখহই
১৮ তে তারেন যিহুহা ভগ্নান্তঃকরনেরদের নিকটে
আছেন ও চুর্নমন লোকেরদিগকে ত্রান করেন।
১৯ ধার্ম্মিক লোকের অনেক দুঃখ বটে কিন্তু সে সকল

---

* অর্থাৎ যিহুহার সেবা কিমত করিতে হয়।৴

২০ হইতে যিহুহা তাহাকে উদ্ধার করেন। তিনি তাহার
সকল হাড় রক্ষা করেন তাহারদের একটা ভাঙ্গিয়া
২১ যেন না যায়। দুষ্ট লোকেরদিগকে আপদে মারিয়া
২২ ফেলিবে এবং ধার্ম্মিকেরদিগকে যাহারা ঘৃনা করে
তাহারা অনাথ হইবে। যিহুহা আপনার দাসের
দের আত্মাকে মুক্ত করিবেন ও যাহারা তাঁহার
উপর ভরসা রাখে তাহারা অনাথ হইবে না।—

গীত হে যিহুহা যাহারা আমার সহিত বিরোধি করে
৩৫ তাহারদের সহিত তুমি বিরোধি কর ও যাহারা
আমার সহিত যুদ্ধ করে তুমি তাহারদের সহিত
২ যুদ্ধ কর। ঢাল ও চর্ম্ম* ধর ও আমার
৩ উপকার করিতে উঠ। তলোয়ার বাহির কর
এবং আমার বৈরিরদিগকে রোধ কর। আমার
৪ আত্মাকে কহ আমি তোমার ত্রান। যাহারা
আমার প্রান চেষ্টা করে তাহারা লজ্জিত ও
ব্যস্তসমস্ত হউক যাহারা আমার হিংসা চাও
রায় তাহারা ফিরা হউক ও লজ্জাচ্ছাদিত হউক।
৫ তাহারা বাতাসের সন্মুখস্থ তুষির মত হউক যিহুহার
৬ দূত তাহারদিগকে খেদিয়া দিউক। তাহারদের
পথ অন্ধকার ময় ও পিচল হউক ও যিহুহার দূত
৭ তাহারদিগকে তাড়না করুক। কেননা তাহারা
অকারন আমার প্রান ধরিতে যে খাদ খনন করিয়া
ছিল সে খাদে তাহারা জাল অকারন পাতিয়াছে।

---

* অর্থাৎ বড় ও ছোট ঢাল।—

৮ অকস্মাৎ সর্ব্বনাশ তাহারদের ওপর আইসুক ও
আপনার গুপ্তে রাখা জালে আপনার পা ধরা যাওক
৯ সেই প্রমাদে সে আপনি পড়ুক। তা হইলে
আমার মন য়িহুহায় হৃষ্ট হইবে তাহা তাঁহার
১০ কর্তৃক ত্রান করনেতে আনন্দিত হইবে। আমার
হাড় সকল বলিবে যে জন গরীবহইতে বলবান
সে জনহইতে এবং যে জন তাহার ওপর জোর
করে সে জনহইতে ও গরীব ও তন্নাস্তিককে
নিস্তার করিতেছ যে তুমি হে য়িহুহা তোমার তুল্য
১১ কে?। অযাথার্থিক সাক্ষীরা ওঠিল যাহা আমি
জানি না তাহা তাহারা আমার বিষয়ে সাক্ষী
১২ দিল: তাহারা আমার প্রান নষ্ট করনের জন্য
১৩ সুক্রিয়ার বদলে আমার মন্দ করিল। কিন্তু তাহা
রা পীড়িত হইলে আমার বস্ত্র চট ছিল। আমি
ওপবাস করনেতে আপনার প্রানকে খাটো করি
লাম ও আমার প্রার্থনা আমার বক্ষঃস্থলে ফিরিয়া
১৪ পড়িল। আমার সখার কিম্বা ভাইর প্রতি
যেমন করি তেমন তাহার প্রতি আচরন করিলাম
আপনার মাতার কারনে যেমন কেহ ক্রন্দন করে
তেমন তাহার নিমিত্তে আমি শোকান্বিত হইয়া
১৫ হেঁট হইলাম। কিন্তু আমার দুর্দ্দশাকালে তাহারা
আনন্দ করিল ও একত্র হইয়া আইল কাপুরুষেরা
ও আমার বিপরিতে ছিল কিন্তু আমি তাহা
জানিলাম না তাহারা চিরিল ও ত্যাগ করিল না।
১৬ কাল্পনিক নিন্দকেরদের সহিত তাহারা নিন্দা করিয়া

১৭ আমার ওপর দন্ত কিড়িমিড়ি করিল। হে যিহুহা
তুমি কত কাল পর্য্যন্ত এমন করিয়া দেখিবা? তাহার
দের নষ্টতাহইতে আমার প্রানকে ত্রান কর আমার
১৮ এ এক প্রান সিংহেরদেরহইতে রক্ষা কর। বড়
সভায় তোমার স্তব আমি করিব পরাক্রান্ত লোকের
১৯ দের মধ্যে তোমার স্তুতি করিব। যাহারা অকারন
আমার শত্রু তাহারদিগকে আমার ওপর ওল্লাষিত
হইতে দিও না যাহারা অকারন আমাকে ঘৃনা করে
২০ তাহারা যেন চক্ষু না ঠারে। কেননা তাহারা
কুশল কথা কহে না ও যাহারা দেশে নির্বিরোধী
বাস করে তাহারদের প্রতি প্রবঞ্চনা যে করিবে
২১ ইহা ঠাওরায়। তাহারা আমার ওপর মুখ মেলা
ইয়া বলে বটে ভাল২ আমরা দেখিতে পাইয়াছি।
২২ হে যিহুহা তুমি দেখিয়াছ নীরব হইও না হে
২৩ ঈশ্বর আমাহইতে দুর হইও না। হে আমার
ঈশ্বর ও আমার পরমেশ্বর আমার বিচার করিতে
আমার মকর্দ্দমা ও করিতে সচেতন হও জাগ্রত হও।
২৪ হে যিহুহা আমার ঈশ্বর তোমার যাথার্থ্যানুসারে
আমার বিচার কর তাহারদিগকে আমার ওপর আনন্দ
২৫ করিতে দিও না পাছে তাহারা মনে বলে ভাল২ এই
আমারদের বাঞ্ছিত পাছে তাহারা বলে আমরা তাহা
২৬ কে গিলিয়া ফেলিয়াছি। যাহারা আমার দুঃখ দেখিয়া
আনন্দিত হয় তাহারা এক কালে লজ্জিত ও ঘা
বরা হবে যাহারা আপনারদিগকে আমার ওপর
করে তাহারা লজ্জাতে ও ঘাভরানেতে পরিহিত হবে।

২৭ যাহারা আমার ধর্ম্ম ইচ্ছা করে তাহারা আনন্দিত
ও উল্লাষিত হবে যিনি আপন সেবকের কুশল
দেখিয়া পরিতুষ্ট হন সে য়িহ্বহার মাহাত্ম্য প্রকাশ
২৮ বিন্য হওক তাহারা ইহা সর্ব্বদা কহুক। আমার
জিহ্বা তোমার যাথার্থ্য ও তোমার স্তব সমস্ত
দিনে কহিবে।

গীত ৩৬ প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে য়িহ্বহার দাস দাও
দের এক গীত।

১ দুষ্ট লোকের ধাইষ্ট দেখিয়া আমি মনেং
বলিয়াছি ঈশ্বরের ভয় তাহার গোচরে নাই।
২ কেননা তাহার পাপ ঘৃনিতরূপে যাবৎ প্রকাশ না
পায় সে পর্য্যন্ত সে আপন গোচরে আপন প্রশংসা
৩ করে। তাহার মুখের কথা অযাথার্থ্য ও প্রতারনা
৪ সে জ্ঞান ও সুক্রিয়াকরন ত্যাগ করিয়াছে। সে
শয্যের উপর শুইয়া অযাথার্থ্য চাওরায় সে অভদ্
পথে আপনাকে স্থাপিত করিতেছে সে কুক্রিয়া ঘৃনা
৫ করে নাই। হে য়িহ্বহা তোমার কৃপা স্বর্গে তোমার
৬ সত্যতা গগনস্পর্শী তোমার ধর্ম্ম মহা পর্ব্বতের মত
তোমার বিচার বড় গাম্ভীর্য্য হে য়িহ্বহা তুমি মানুষ ও
৭ জন্তুকে আপনি রক্ষা করিতেছ। হে ঈশ্বর তোমার
দয়া কেমন শ্রেষ্ঠ অতএব মনুষ্যের সন্তানেরা তোমার
৮ পাখার ছায়ায় ভরসা পায়। তোমার ঘরের উত্তম
বস্তু পাইয়া তাহারা পরিতুষ্ট হইবে এবং তোমার
সুখদায়ী নদীহইতে তাহারদিগকে পান করিতে

৯ দিবা। কেননা তোমার কাছে জীবনের উনুই ও
তোমার দীপ্তিতে আমরা দীপ্তি দেখিতে পাইব।
১০ যাহারা তোমাকে জানে তাহারদের প্রতি তোমার
কৃপা বরাবর দেও এবং সরলান্তঃকরন লোকের
১১ দিগকে আপন ধর্ম্ম বরাবর দেও। অহঙ্কারের
পা আমার উপর আসিতে দিও না এবং
দুরাচারের হাতকে আমাকে লাড়াইতে দিও না।
১২ কুক্রিয়াকর্ত্তারা সে স্থানে পড়িয়াছে তাহারা পাতিত
হইয়াছে এবং উঠিতে পারে না।—

দাউদের গীত।—

গীত কুক্রিয়া কর্ত্তারদের জন্য বিরক্ত হইও না ও অযাথা
৩৭ র্থিকেরদের কারনে জ্বলিও না কেননা সে ঘাসের
মত শীঘ্র ছেদিত হইবে ও সবুজ তৃনের মত শুকিয়া
৩ যাইবে। যিহুহাতে ভরসা রাখ ও সুক্রিয়া কর।
৪ দেশে বাস কর ও সত্যতা ভোজন কর। যিহুহায়
সন্তুষ্ট হও এবং তিনি তোমার অন্তঃকরনের বাঞ্ছা
৫ পূর্ন করিবেন। তোমার গতিক যিহুহার স্থানে
সমর্পিত কর তাঁহাতে বিশ্বাস কর ও তিনি তাহা করি
৬ বেন। তিনি তোমার ধর্ম্ম আলোর ন্যায় প্রকাশ
করিবেন ও তোমার বিচার মধ্যাহ্নের ন্যায় প্রকাশ করি
৭ বেন। যিহুহার প্রতি নীরব হও ও ধৈর্য্যান্বিত হইয়া
তাঁহার অপেক্ষা কর যে জন আপনার ব্যবহারে ভাগ্য
বান যে জন দুশ্চিন্তা সিদ্ধ করে তাহার বিষয় ব্যথিত
৮ হইও না। ক্রোধ ত্যাগ কর ও কোপ ছাড়িয়া দেও

৯ কোন মতে কুক্রিয়া করিতে ব্যগ্র হইও না। কেননা
দুরাচারেরদিগকে ছেদন করিতে হইবে কিন্তু
যাহারা যিহুহার অপেক্ষা করে তাহারা পৃথিবীর
১০ অধিকার পাইবে। কিঞ্চিৎ কাল পরে কাপুরুষ
থাকিবে না তুমি তাহার জায়গা দেখিবা ও তাহার
১১ উদ্দেশ হইবে না কিন্তু নম্র লোকেরা পৃথিবীর অধি
১২ কার পাইবে এবং বড় শান্তি প্রযুক্ত হৃষ্ট হবে। দুষ্টেরা
পুকৃতার্থিকের বিপরিতে চাওরায় ও তাহার উপর
১৩ দন্ত কিড়িমিড়ি করে। ঈশ্বর তাহার প্রতি পরিহাস
করিবেন কেননা যে তাহার দিন আসিতেছে তিনি
১৪ ইহা দেখেন। দুঃখী এবং ডরাস্তি লোকেরদের গায়
বান এড়িতে ও সদন্তঃকরন লোকেরদিগকে মারিয়া
ফেলিতে দুরাচার লোক তলোয়ার খুলে ও ধনুকে
১৫ চাড়া দেয়। তাহারদের তলোয়ার আপনারদের
অন্তঃকরণে সান্ধাইবে ও তাহারদের ধনুক ভাঙ্গিয়া
১৬ যাইবে। ধার্ম্মিকের অল্প সম্পত্তি অনেক দুরাচার
১৭ লোকেরদের সম্পত্তিহইতে ভাল কেননা পামরের ভুজ
ভাঙ্গিয়া যাবে কিন্তু যিহুহা ধার্ম্মিককে ধরিয়া
১৮ রাখেন। যিহুহা সাধু লোকেরদের কাল জানেন
১৯ তাহারদের সদাকাল অধিকার হইবে। দুর্দ্দশা কালে
ও তাহারদের লজ্জা হইবে না এবং আকালে তাহারা
২০ তৃপ্ত হইবে কিন্তু দুরাচারেরদের নাশ হইবে যিহুহার
শত্রুরা ভেড়ার বাচ্চার চরবির মত হইবে তাহারা
২১ গলিয়া যাইবে তাহারা ধূয়া হইয়া যাইবে। পামর
কর্জ্জ লয় ও শোধ দেয় না কিন্তু ধার্ম্মিক দয়ালু ও

২২ দাতা। কেননা তাঁহার * বরপ্রাপ্ত লোকেরা
পৃথিবীর অধিকার পাইবে কিন্তু তাঁহার শাপগ্রস্তের
২৩ দিগকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে সুমানুষের
গতি যিহুহার কর্ত্তৃক স্থির হয় এবং তিনি
২৪ তাহার পথ ভাল বাসেন। যদি কদাচিৎ সে জন
পড়ে তবেও পতিত থাকিবে না কেননা যিহুহা
২৫ তাহার হাত ধরেন। আমি যুবা ছিলাম এখন বৃদ্ধ
হইয়াছি কিন্তু ধার্ম্মিককে পরিত্যাক্ত হইতে কিম্বা
তাহার সন্তানকে ভক্ষ্য মাগিতে কখন দেখিলাম
২৬ না। সে নিত্য দয়ালু ও কর্জ্জদাতা তাহার
২৭ সন্তানেরাও বরপ্রাপ্ত হইবে। কুক্রিয়া ত্যাগ
কর সুক্রিয়া কর ও সদা সর্ব্বক্ষনে বাস কর।
২৮ কেননা যিহুহা প্রকৃত কার্য্যে প্রেম করেন ও আপন
পুন্যবানেরদিগকে ত্যাগ করেন না তাহারদের নিত্য
২৯ রক্ষা হইয়াছে কিন্তু পাপরের বংশকে ছেদন
করিতে হইবে ধার্ম্মিকেরা পৃথিবীর অধিকার পাইবে
৩০ ও সদাকাল তাহার ওপরে বাস করিবে। ধার্ম্মিকের
মুখ জ্ঞানের কথা বলে ও তাহার জিহ্বা বিচারের
৩১ কথা কহে। ঈশ্বরের শাস্ত্র তাহার অন্তঃকরনে
৩২ তাহার পা পিচলিয়া পড়িবে না। দুষ্ট লোক ধার্ম্মি
কের প্রতি দৃষ্টি করে ও তাহাকে বধ করিতে চাহে
৩৩ যিহুহা তাহাকে তাহার হাতে থাকিতে দিবেন না ও
৩৪ বিচারে তাহাকে দোষ লাগাইবেন না। যিহুহার

---

* অর্থাৎ যিহুহার।—

অপেক্ষা কর তাঁহার পথ পালন কর ও দেশের
অধিকার পাইতে তিনি তোমাকে উচ্চ করিবেন।
দুষ্টেরা ছেদিত হইলে তুমি তাহা দেখিতে পাইবা।
৩৫ আমি দুষ্টকে বড় দণ্ডী এবং স্বদেশস্থিত বৃক্ষের মত
৩৬ বাড়িতে দেখিয়াছি। সে গিয়াছে দেখ তাহার
উদ্দেশ নাই আমি চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহাকে
৩৭ পাইলাম না। সাধুকে দেখ প্রকৃতার্থিককে
অবলোকন কর কেননা সে জনের শেষ কুশল।
৩৮ প্রতারকেরদিগকে এক কালে ছেদন করিতে হইবে
পামরেরদের শেষ কাটিয়া ফেলিতে হইবে *।
৩৯ ধার্ম্মিকেরদের ত্রাণ যিহুহাহইতে অমঙ্গল সময়েতে
৪০ তিনি তাহারদের বল। যিহুহা তাহারদের উপকার
করিবেন ও উদ্ধার করিবেন তিনি তাহারদিগকে
পামরহইতে উদ্ধার করিবেন ও তাহারদিগকে
নিস্তার করিবেন কেননা তাহারদের ভরসা তাঁহায়।

গীত স্মরন করিবার কারন দাঊদের এক গীত।—
৩৮ হে যিহুহা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে ধিক্কইও না
এবং তোমার জ্বলিত কোপে আমাকে শাস্তি দিও না
২ কেননা তোমার বান আমাতে লাগিয়া থাকে ও
তোমার হাত আমার উপর ভারি চাপাইতেছে।
৩ তোমার ক্রোধেতে আমার মাংসের কিছু স্বাস্থ্য
নাই ও আমার পাপের কারনে আমার হাড়ে সুখ
৪ নাই। কেননা আমার দোষ আমার মাথার উপর

* অর্থাৎ তাহারদের অতি মন্দ হইবে।—

গিয়াছে? তাহা ভারি বোঝার মত আমার শক্তিহইতে
৫ অধিক ভারি আছে। আমার পাগলামিতে আমার ঘা
৬ দুর্গন্ধ ও গলিত হইয়াছে। আমি উদ্বিগ্ন হইয়াছি
আমি অতি হেঁট হইয়াছি সমস্ত দিন আমি দুঃখি
৭ হইয়া বেড়াই। কেননা আমার কমর দূষিত পীড়াতে
৮ পূর্ণ ও স্বাস্থ্য আমার শরীরে নাই। আমি দুর্ব্বল
ও অতি ভাঙ্গা হইয়াছি আমার অন্তঃকরণের
৯ ছটফটেতে আমি চেঁচাইয়াছি। হে পরমেশ্বর
আমার সকল আশা তোমার গোচরে এবং আমার
১০ কোঁকান তোমার অবিদিত নাই। আমার অন্তঃ
করণ হাঁপায় আমার বল গিয়াছে আমার চক্ষুর
১১ দৃষ্টি ও আমাহইতে গিয়াছে। যাহারা আমাকে
প্রেম করে তাহারা এবং আমার মিত্রেরাও আমার
ঘা দেখিয়া দূরে দাঁড়াইতেছে ও আমার প্রতিবাসীরা
১২ ও দূরে থাকে। যাহারা আমার প্রাণ চেষ্টা করে
তাহারা ফাঁদ পাতিয়াছে ও যাহারা আমার হিংসা
করিতে চাহে তাহারা হিংসার কথা বলে ও
১৩ সমস্ত দিন মনেং প্রবঞ্চনা করে। কিন্তু যে জন শুনে
না এমন বধিরের মত আমি ছিলাম ও যে জন মুখ
১৪ মেলে না এমন বোবা মানুষের মত ছিলাম যে জন
শুনে না ও যাহার মুখে প্রত্যুত্তর নাই তাহার মত
১৫ আমি ছিলাম। হে যিহুহা আমি তোমার অপেক্ষা
করিয়াছি হে যিহুহা আমার ঈশ্বর আমাকে তুমি
১৬ উত্তর দিবা। আমি কহিয়াছি আমার কথা শুন তা
নইলে তাহারা আমার উপর হর্ষ হবে আমার পা

পিচলিয়া পড়িলে তাহারা অহঙ্কার করিতে লাগিল
১৭ কেননা আমি নেংড়িয়া চলিতে উদ্যত ছিলাম এবং
১৮ আমার দুঃখ নিত্য আমার গোচরে আছে। কেননা
আমি আপনার অযাথার্থ্য প্রকাশ করিব ও আমার
১৯ পাপেতে আমি দুঃখিত হইব। আমার শত্রুগন
প্রবল ও বলবান যাহারা আমার দোষ বহে
২০ তাহারা অনেক। আমি ভাল আচরন করিতে
চাহি সেকারন যাহারা ভাল পাইয়া মন্দ করে তাহারা
২১ আমার বিপরিতে। হে য়িহুহা আমাকে ত্যাগ
করিও না হে আমার ঈশ্বর আমাহইতে দূর হইও
২২ না হে আমার ত্রানকারী পরমেশ্বর আমার উপকার
করিতে শীঘ্র আইস।—

গীত ৩৯ প্রধান বাদ্যকারকের দ্বারায় য়িদুতুনের নিমিত্ত
দাঊদের এক গীত।

১ আমি আপন পথে সাবধান হইব পাছে জিহ্বাতে
পাপ করি যতক্ষন দুষ্টেরা আমার নিকটে থাকে
ততক্ষন লাগাম দেওার মত আমি মুখ রাখিব
২ আমি ইহা কহিলাম। আমি নীরব হইয়া বোবার
ন্যায় থাকিলাম আমি ভাল কথা কহনহইতে
ও চুপ করিলাম ও আমার শোক উৎপন্ন
৩ ছিল। আমার অন্তঃকরন আমার মধ্যে উত্তপ্ত
ছিল ভাবিতেং আগুন জ্বলিয়া উঠিল তারপরে আমি
৪ জিহ্বাতে কথা কহিলাম। হে য়িহুহা আমার আয়ু কত
বাকি আছে ইহা আমার জানিবার কারন আমার
শেষ কাল ও আমার দিনের পরিমান কি পর্য্যন্ত হয়

৫ ইহা আমাকে জানাও। দেখ তুমি আমার কাল এক
বিঘত করিয়াছ ও তোমার গোচরে আমার আয়ু
যেন কিছু নাই এমন হইয়াছে অতি সুদশা কালেও
মানুষের গতিক শূন্যতামাত্র এই নিশ্চয়। সেলা।
৬ প্রত্যেক মনুষ্য মিথ্যা ভাবমাতে ভ্রমণ করে অকারণ
সে ব্যস্ত হইয়াছে সে ধন সঞ্চয় করে কিন্তু কেডা
তাহাতে অধিকার করিবে ইহা জানে না এই নিশ্চয়।
৭ হে যিহুহা এখন আমার ভরসা কি? আমার ভরসা
৮ তোমাতে। আমাকে আমার সকল দোষইহইতে
মুক্ত কর পাগলের তুচ্ছতাপাত্র আমাকে করিও না।
৯ আমি বোবা হইয়াছিলাম আমি মুখ খুলিলাম না
১০ কেননা তুমি তাহা করিয়াছিলা। তোমার কর্তৃক ঘা
আমাহইতে লওাও তোমার হাতের প্রহারেতে আমার
১১ ক্ষয় হইয়াছে। পাপের নিমিত্তে ধমকাইতেং যখন
তুমি মানুষকে সাজা দেও তখন তাহার সৌন্দর্য্য
কীটের ন্যায় নষ্ট কর অবশ্য প্রত্যেক জন শূন্যতা
১২ মাত্র। সেলা। হে যিহুহা আমার প্রার্থনা শুন
আমার কাকুতিতে অবধান কর আমার চক্ষুর জল
দেখিয়া চুপ করিও না কেননা আমার পিতৃগণের
ন্যায় আমি তোমার নিকটে বিদেশী ও প্রবাসী।
১৩ আমাকে ছাড়িয়া দিও আমার এখানহইতে যাওন ও
আর না থাকনের পূর্ব্বে আমি কিছু বল যেন পাই।

গীত ৪০ প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে দাঊদের এক গীত।

আমি ধৈর্য্যবান হইয়া যিহুহার অপেক্ষা করিলাম ও
তিনি অবধান করিয়া আমার কাকুতি শুনিলেন। ভয়ঙ্কর

মাদহইতে ও দহলা কাদাহইতেই তিনি আমাকে
উঠাইলেন এবং আমার পা প্রস্তরময় পর্ব্বতের ওপর
স্থাপন করিলেন ও আমার গতি সোজা করিলেন।
৩ তিনি ও একটা নুতন গীত আমার মুখে দিয়াছেন
তাহাই আমারদের ঈশ্বরের স্তুতি। অনেকে দেখিবে
৪ ও ভীত হইবে ও য়িহুহাতে ভরসা রাখিবে। যে মানু
ষের ভরসা য়িহুহায় ও যে জন অহঙ্কারী লোককে
৫ ও মিথ্যাবক্তারদিগকে মানে না সে জন ধন্য। হে
য়িহুহা আমার ঈশ্বর তুমি যে আশ্চর্য্য করিয়াছ সে
অনেক ও তোমার যে ঠাওর আমারদের প্রতি সে ঠাওর
তোমার স্থানে গননা যায় না আমি যদি তাহার বৃত্তান্ত
করিতে ও বলিতে চাহি তবে তাহা আমার কথন
৬ হইতে অধিক। বলিদান ও ওৎসর্গ তুমি ইচ্ছা না
করিয়াছ আমার কর্ণ তুমি ফুঁড়িয়াছ*। হোম ও
পাপের নিমিত্তক বলিদান প্রায়শ্চিত্ত তুমি চাও নাই
৭ তখন আমি বলিলাম দেখ আমি আসিতেছি
৮ পুস্তকে আমার বিষয়ে লিপি আছে আমি তোমার
ইষ্ঠ করিতে আইসি হে আমার ঈশ্বর তোমার শাস্ত্র

---

* অর্থাৎ দাস যখন মনিবের চাকরি ছাড়িতে চাহে না তখন মনিব শাস্ত্রানুসারে তাহার কর্ণ ফুঁড়ে তাহাতে সে দাস মনিবের সেবা আর ত্যাগ করিতে পারে না এমন দাসের কর্ণ ফুঁড়নের মত ফুঁড়িয়াছ।—

৯ আমার হৃদয়ে আছে। আমি মহা সভায়
ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছি দেখ আমি কথা কহনে
নিবর্ত্ত হই নাই হে যিহুহা তুমি জাত আছ।
তোমার ধর্ম্ম আমার অন্তঃকরনে আমি ঢাকিয়া
১০ রাখি নাই তোমার সত্যতা ও তোমার ত্রান আমি
কহিয়াছি তোমার কৃপা ও তোমার সত্যতা বড়
১১ সভায় আমি গুপ্ত রাখি নাই। হে যিহুহা তোমার
স্নেহ আমার প্রতি বন্ধ করিও না তোমার দয়া ও
১২ সত্যতা আমাকে নিত্য রক্ষা করুক। কেননা অগন
নীয় দুঃখ আমাকে ঘিরিয়াছে যেমন ঊর্দ্ধ দৃষ্টি
করিতে না পারি তেমন আমার অযথার্থ আমাকে
ধরিয়াছে তাহা আমার মাথার চুলহইতে অধিক
১৩ অতএব আমার অন্তঃকরন ও ম্লান হইয়াছে। হে
যিহুহা আমাকে পরিত্রান করিতে যেন তোমার
সন্তোষ হয় হে যিহুহা শীঘ্র আমার উপকার
১৪ করিতে আইস। যাহারা আমার প্রান ধ্বংস
করিতে চাহে তাহারা একবালে লজ্জিত হইবে ও
ভেকিয়া যাইবে যাহারা আমার মন্দ চাহে তাহারা
১৫ বিমুখ হইয়া যাবে ও অপমানিত হইবে যাহারা
আমাকে বলে ভাল২ তাহারা আপনারদের লজ্জার
১৬ ফলেতে অনাথ হবে। যাহারা তোমাকে চেষ্টা করে
তাহারা তোমাতে আনন্দিত ও উল্লাসিত হউক যাহারা
তোমার কর্ত্তৃক ত্রানকে প্রেম করে যিহুহার গৌরব
১৭ হউক তাহারা এ কথা যেন বলে। আমি দুঃখি ও
দরিদ্র তথাপি পরমেশ্বর আমাকে মনে করেন।

তুমি আমার উপকারী ও ত্রাণকর্ত্তা হে আমার
ঈশ্বর বিলম্ব করিও না।—

গীত প্রধান বাদ্যকারকের কারণ দাঊদের এক গীত।
৪১ ১ যে জন দরিদ্র লোকেরদের নিমিত্তে ভাবনা করে
সে জন ধন্য। যিহুহা দুর্দ্দশা কালে তাহাকে
২ নিস্তার করিবেন যিহুহা তাহাকে রক্ষা করিবেন
এবং বাঁচাইবেন সে ও পৃথিবীতে ধন্য হইবে তুমি
ও তাহার শত্রুরদের ইচ্ছাতে তাহাকে সমর্পন করিবা
৩ না। যিহুহা তাহার রোগের শয্যায় তাহাকে রক্ষা
করিবেন তুমি ও তাহার রোগের কালে তাহার
৪ বিছানা সোজা করিবা। আমি কহিয়াছি হে
যিহুহা আমাকে দয়া কর আমার আত্মাকে
সুস্থ কর কেননা তোমার বিপরিতে আমি পাপ
৫ করিয়াছি। সে কখন মরিবে ও তাহার নামের
ক্ষয় কখন হইবে এইরূপে আমার শত্রুরা আমার
৬ বিষয়ে মন্দ কথা কহে। সে যদি আমাকে
দেখিতে আইসে তবে মিথ্যা কথা কহে তাহার
অন্তঃকরন আপনার কাছে অযাথার্থ্য জমা করে
৭ সে বাহিরে গিয়া তাহা কহে। যাহারা আমাকে ঘৃনা
করে তাহারা সকলে আমার বিষয় ফুসুং করে
তাহারা আমার বিপরিত হইয়া আমার হিংসা
৮ ভাওরায়। বড় আঘাত তাহাতে লাগিয়া থাকে সে
৯ শুইয়াও আর উঠিবে না তাহারা এ কথা কহে।
আমার যে মিত্রেতে আমার বিশ্বাস যেও আমার অন্নো

১০ পতীষী যে আমার ওপর উত্তমুত্তা ওঠাইয়াছে। হে
য়িহুহা আমাকে দয়া কর তাহারদের প্রতিফল দিবার
১১ নিমিত্তে আমাকে ওঠাও। আমার ওপর আমার শত্রু
১২ ওল্লাষিত হয় নাই ইহাতে আমি জানি যে তোমার
সন্তোষ আমাতে আছে। তুমি আমার যাথার্থ্যতে
আমাকে পালন করিতেছ ও সদাকাল আপন গোচরে
১৩ আমাকে রাখিতেছ। য়িহুহা য়িশরালের ঈশ্বর
অনাদি কালাবধি সদাসর্ব্বক্ষণে ধন্য হওক।
আমেন ও আমেন।—

পুধান বাদ্যকারকের দ্বারায় করখের সন্তানের
দের নিমিত্ত মাস্কিল।—

গীত যেমন হরিন নদীর জন্য সচেষ্টিত হইয়া হাঁপায়
৪২ তেমন হে ঈশ্বর আমার মন তোমার কারন চেষ্টিত
হইয়া হাঁপায় ঈশ্বরের নিমিত্ত তাহাই সচেতন
ঈশ্বরের নিমিত্ত আমার মন তৃষিত আছে আমি
৩ কখন আসিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে হইব ?। তাহারা
যাবৎ সদত আমাকে বলে তোমার ঈশ্বর কোথায় ?
তাবৎ অহোরাত্রে আমার চক্ষুর জল আমার আহার
৪ হইয়াছে। ইহা মনে করিয়া আমি আমার
মনকে ঢালিয়া ফেলি কেননা আমি জনতার সহিত
গিয়াছিলাম ওল্লাষ ও স্তুতি শব্দ করিতে২ পর্ব্ব
পালকেরদিগকে সঙ্গে করিয়া ঈশ্বরের ঘরে আমি
৫ তাহারদের সহিত গিয়াছিলাম। হে আমার মন
তুমি নিরাশ কেন হও ? আমার অন্তরে কেন
ভাবনা কর ?। ঈশ্বরের অপেক্ষা কর কেননা

তাঁহার মুখের প্রসন্নতাতে যে ত্রাণ হয় সে ত্রাণেতে
৬ আমি তাঁহার প্রশংসা অবশ্য করিব। হে ঈশ্বর
আমার মন আমার মধ্যে ব্যাকুল হইয়াছে অতএব
যর্দ্দন ও হার্মোনীয়দের দেশহইতে ও মসাজার পর্ব্বত
৭ হইতে আমি তোমাকে মনে করিব। তোমার
বন্যার শব্দেতে গভীর গভীরকে ডাকে তোমার
সকল ঢেউ ও ঝড় আমার উপর দিয়া গিয়াছে।
৮ দিবসে যিহুহা আপন দয়া আজ্ঞা করিবেন ও
রাত্রিতে তাঁহার গীত আমার সাক্ষাত হবে আমার
প্রাণের ঈশ্বরের নিকটে আমার কামনা ও হবে।
৯ ঈশ্বরকে আমি কহিব হে আমার পর্ব্বত কি নিমিত্ত
আমাকে বিস্মৃত হইয়াছ? কি কারন আমি শত্রুর
দের জোরেতে কাতর হইয়া বেড়াই?। তোমার ঈশ্বর
১০ কোথায়? এ কথা সমস্ত দিন কহিতে২ আমার
শত্রুরা আমার অপমান করনেতে অস্থিগত তলোয়া
রের মত ব্যথা দেয়। হে আমার মন তুমি নিরাশ
১১ কেন হও? আমার অন্তরে কেন ভাবনা কর?
ঈশ্বরের অপেক্ষা কর কেননা যিনি আমার মুখের
প্রফুল্লতা ও আমার ঈশ্বর তাঁহার প্রশংসা অবশ্য
আমি করিব।

গীত ৪৩

হে ঈশ্বর আমার বিচার কর ও নির্দ্দয় লোকেরদের
সহিত আমার মকদ্দমা কর। প্রতারক ও অযাথা
২ র্থিক মানুষহইতে আমাকে উদ্ধার কর কেননা তুমি
আমার বলরূপ ঈশ্বর কি কারন আমাহইতে দূর
হইয়াছ আমার উপর শত্রুরদের জোর করণেতে

৪৩ ত্রিচত্বারিংশতি গীত।—

৩ আমি কি কারন দুঃখিত হইয়া ভ্রমন করি? তোমার
দীপ্তি ও তোমার সত্যতাকে পাঠাইয়া দেও তাহারা
আমাকে লওয়াওক ও তোমার ধর্ম্ম পর্ব্বতে ও তোমার
৪ পবিত্র স্থানে আমাকে পথ দেখাওক। আমি ও
ঈশ্বরের যজ্ঞকুণ্ডের সমীপে যাইব আমার অত্যন্ত
উল্লাসকর্ত্তা ঈশ্বরের নিকট আমি যাইব হে ঈশ্বর
আমার ঈশ্বর আমি বীনা বাজাইয়া তোমাকে স্তব
৫ করিব। হে আমার মন তুমি নিরাশ কেন হও?
ও আমার অন্তরে কেন ভাবনা কর? ঈশ্বরের
অপেক্ষা কর কেননা অবশ্য তাঁহার প্রশংসা করিব
তিনি আমার মুখের প্রফুল্লতা ও আমার ঈশ্বর।—

প্রধান বাদ্যকারকের দ্বারায় করখের সন্তানের
দের কারন মস্কিল।—

গীত হে ঈশ্বর আমারদের পিতৃলোকেরদের কালি
৪৪ আমারদের পূর্ব্বকাল তখন তুমি যে কার্য্য করিয়াছ
সে কিং ইহা আমরা কর্ণে শুনিয়াছি এবং আমার
২ দের পিতৃলোকেরা আমারদিগকে কহিয়াছে তুমি
আপন হাতেতে অন্যদেশীয়েরদিগকে খেদাইয়া
৩ তাহারদিগকে স্থাপন করিয়াছ তুমি লোকেরদিগকে
দুঃখ দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছ। কেননা তাহারা আপ
নারদের তলোয়ারেতে দেশের অধিকার পাইল। না
ও আপনারদের ভুজেতে ত্রান পাইল না কিন্তু
তোমার দক্ষিন হাতেতে ও তোমার ভুজেতে ও তোমার
মুখের প্রসন্নতাতে ত্রান পাইল কেননা তাহারদিগকে
৪ তুমি ভাল বাসিতা। হে ঈশ্বর তুমি আমার

৫ রাজা যাঁকুবের ত্রান আজ্ঞা কর। তোমার দ্বারায়
আপনারদের বৈরঙ্গৈরদিগকে আমরা ঠেলিয়া ফেলিব
তোমার নামেতে আপনারদের বিপক্ষেরদিগকে
৬ দলিয়া ফেলিব। আমার ধনুকে আমি বিশ্বাস
করিব না আমার তলোয়ার আমাকে তারিবে না।
৭ আমারদের শত্রুরদেরহইতে তুমি আমারদিগকে
রক্ষা করিয়াছ যাহারা আমারদিগকে ঘৃনা করে
৮ তাহারদিগকে তুমি লজ্জিত করিয়াছ। আমরা
ঈশ্বরকে নিমিত্ত করিয়া সমস্ত দিন দর্প করি ও
তোমার নামের প্রশংসা সর্ব্বদা করিব। সেলা।
৯ তুমি ও আমারদিগকে দূর করিয়াছ এবং লজ্জিত ও
করিয়াছ আমারদের সেনাগনের সহিত তুমি যাও
১০ নাই। তুমি আমারদিগকে আমারদের শত্রুরদের
হইতে ফিরাইয়াছ ও যাহারা আমারদিগকে ঘৃনা
১১ করে তাহারা আপনারদের কারন লুটিয়া লয়। তুমি
আমারদিগকে খাইবার ভেড়ার মত করিয়াছ তুমি
আমারদিগকে অন্য দেশীয় লোকেরদের মধ্যে ছিন্ন
১২ ভিন্ন করিয়াছ। তুমি বিনি মূলে আপনার লোকের
দিগকে বিক্রয় করিয়াছ ও তাহারদের মূল্যতে
১৩ আপনার ধন বাড়াও নাই। তুমি আমারদের
সকল প্রতিবাসীরদের ঠাঁই আমারদিগকে অপমা
নের হেতু করিয়াছ যাহারা আমারদের চতুর্দ্দিগে
তাহারদের নিকটে হাস্যাস্পদ ও নিন্দ্য বস্তু করিয়াছ।
১৪ দেশীয়েরদের মধ্যে তুমি আমারদিগকে উপকথা
নীয় করিয়াছ লোকেরদের মধ্যে মাথা নাড়িবার

১৫ বিষয় আমারদিগকে করিয়াছ। সমস্ত দিন
আমার ভেকোন আমার গোচরে আছে ও আমার
১৬ মুখের লজ্জা আমাকে ঢাকিয়াছে। যে জন নিন্দা
ও পাষণ্ডতা করে শত্রুর নিমিত্তে ও পুর্ব্ব হিংসা
উদ্দেশ করিয়া যে জন প্রতিফল দেয় তাহার
১৭ নিমিত্তে ইহা হইল ও এই সকল আমারদের ওপর
পড়িয়াছে কিন্তু তোমাকে আমরা বিস্মৃত হই নাই
১৮ ও তোমার বন্দোবস্তে কপট করি নাই। তুমি নাগের
স্থানে আমারদিগকে মারিয়া দুঃখ দিয়াছ ও মৃত্যুর
১৯ ছায়াতে আমারদিগকে ঢাকিয়াছ তথাচ আমারদের
অন্তঃকরণ ফিরে না ও আমারদের পা তোমার পথ
২০ ছাড়ে নাই। আমরা যদি আমারদের ঈশ্বরের নাম
বিস্মৃত হইয়া থাকি ও যদি অন্য প্রভুর কাছে হাত
২১ পাতিয়া থাকি তবে ঈশ্বর কি তাহা তজবিজ
করিবেন না? কেননা তিনি অন্তঃকরণের গুপ্ত ভাব
২২ জ্ঞাত আছেন। আমরা তোমার নিমিত্ত সমস্ত দিন
হত হই আমরা মরিবার ভেড়ার মত গণিত হইয়াছি।
২৩ হে পরমেশ্বর জাগ কেন নিদ্রিত হইয়াছ? ওঠ
২৪ আমারদিগকে নিঃশেষে ত্যাগ করিও না। তুমি
কিকারণ মুখ ঢাকিতেছ আমারদের দুঃখ ও
২৫ আমারদের জোর পাওন বিস্মৃত হও কেন?। কেননা
আমারদের প্রাণ নীচে ধুলায় পড়িয়াছে এবং
২৬ আমারদের পেট মৃত্তিকাতে লাগিয়া থাকে। আমার
দের ওপকারের নিমিত্তে ওঠ ও আমারদিগকে
আপন কৃপাতে মুক্ত কর।

গীত ৪৫ শোশানিমে প্রধান বাদ্যকারকের দ্বারায় করথের
সন্তানেরদের কারন মাস্কিল প্রেম গীত এই।

১ আমার অন্তঃকরন ভাল কথা রচে। আমি
রাজার বিষয় যে রচনা করিয়াছি সে কথা কহিব
২ আমার জিহ্বা দ্রুত লেখকের কলম। তুমি মানুষের
সন্তানহইতে সুন্দর তোমার ওষ্ঠাধরে অনুগ্রহ ঢালা
গিয়াছে সেকারনে ঈশ্বর তোমাকে নিরবধি বর
৩ দিয়াছেন। হে পরাক্রান্ত আপন গৌরব ও আপন
৪ মাহাত্ম্যতে ঊরুতে তলোয়ার বাঁধ এবং সত্যতারূপ
কথাতে আপন গৌরব বিশিষ্ট হইয়া ও নম্রতা ও
যাথার্থ্যারোহন করিয়া ভাগ্যবান হইয়া গতি কর
এবং তোমার দক্ষিন হাত ভয়ঙ্কর কার্য্য তোমাকে ও
৫ শিখাইবে। তোমার বান তীক্ষ্ন যাহারা অন্তঃকরনে
৬ রাজার শত্রু সে লোকেরা তোমার নীচে পড়িবে। হে
ঈশ্বর তোমার সিংহাসন সদা সর্ব্বক্ষনে থাকে
৭ তোমার রাজদণ্ড যাথার্থ্য দণ্ড। তুমি ধর্ম্ম ভাল
বাসিয়াছ ও কুক্রিয়া ঘৃনা করিয়াছ সে কারন
ঈশ্বর তোমার ঈশ্বরই তোমাকে তোমার সখাগন
হইতে অধিক তোমাকে আনন্দ তৈলে অভিষিক্ত
৮ করিয়াছেন। মর ও অগুরু ও দারচিনিতে বাসিত
তোমার সকল বস্ত্র হস্তী দন্তের অট্টালিকাহইতে
সুগন্ধ করে তাহাতে তাহারা তোমাকে আনন্দিত
৯ করিয়াছে। রাজ কুমারীরা তোমার সম্ভ্রান্ত
স্ত্রী লোকেরদের মধ্যে ছিল আফরের উত্তম

স্বর্ণেতে বিভূষিত রাণী তোমার দক্ষিণে দাঁড়াইল। হে
১০ কন্যা তুমি কথা শুন ও বিবেচনা কর ও অবধান কর
লোককে ও আপন পিতার বাড়ীকে বিস্মৃত হও।
তাহাতে রাজা তোমার সৌন্দর্য্য বড় ইচ্ছা করিবেন
১১ কেননা তিনি তোমার প্রভু ও তাঁহাকে পূজা কর।
১২ সোরের কন্যা নজর হাতে করিয়া সে স্থানে আসিবে
লোকেরদের মধ্যে ধনবানেরা যে লোক তাহারা
১৩ তোমার নিকটে নিবেদন করিবে। রাজকুমারী
১৪ অন্তরে সর্ব্বতোভাবে তেজবতী তাহার বস্ত্র জোরিতে
বুনা বুটাদার বস্ত্রেতে বস্ত্রান্বিত তাহাকে রাজার
নিকটে আনিতে হইবে পশ্চাদ্বর্ত্তি তাহার সমভ্যারি
১৫ কন্যাগিনকে তোমার স্থানে আনিতে হইবে। হৃষ্ট
ও উল্লাষিত তাহারদিগকে আনিতে হবে এবং
১৬ রাজার অট্টালিকায় প্রবেশ করিবে। তোমার
পিতৃলোকেরদের বদলে যাঁহারদিগকে সকল পৃথি
বীতে অধ্যক্ষ করিতে পরিবা তোমার এমন সন্তান
১৭ হইবে তোমার নাম সকল পুরুষ পরম্পরাতে আমি
কহিব কেননা লোকে তোমার স্থানে সদা সর্ব্বক্ষনে
প্রশংসা করিবে।—

গীত ৪৬ প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে অলতোতে করযের
সন্তানের কারন এক গীত।—

১ ঈশ্বর আমারদের আশ্রয় ও বল এবং দুর্দ্দশা
২ কালে নিত্য উপস্থিত উপকারী অতএব পৃথিবী লড়িলে
ও পর্ব্বতেরা লড়িয়া সমুদ্রের গভীরেতে পড়িলে
৩ তাহার জল বড় ঢেওতে গর্জ্জিলে ও পর্ব্বতের
তাহার মহত্বেতে কম্পিলে ও আমরা ভয় করিব না।

৪৬ ষট্‌চত্বারিং-শত্তি গীত।—

৪ সেলা। এক নদী আছে তাহার স্রোত ঈশ্বরের
সহরকে সর্ব্বাধ্যক্ষের বসতির পবিত্র স্থানকে
৫ আনন্দিত করায়। ঈশ্বর সে সহরের মধ্যে আছেন
অতএব তাহা নড়িবে না ঈশ্বর অতি ভোরে তাহার
৬ উপকার করিবেন। অন্যদেশীয়েরা তর্জ্জন গর্জ্জন করিল
রাজ্যেরা নড়িল তিনি আপন শব্দ প্রকাশ করিলেন
৭ মহিতগ লিয়া গেল। সৈন্যের ঈশ্বর আমারদের
পৃথিবী আছেন যাঁকুবের ঈশ্বর আমারদের আশ্রয়
৮ আছেন। সেলা। আইস যিহুহার ক্রিয়া দেখ
৯ তিনি পৃথিবীতে কেমন নাস্তানাবুদ করিয়াছেন। তিনি
পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত যুদ্ধ নিবৃত্তি করেন তিনি ধনুক
ভাঙ্গেন ও বর্চা কাটিয়া ফেলেন ও রথ অগ্নিতে
১০ পোড়াইয়া ফেলেন। আমি যে ঈশ্বর তোমরা চুপ
করিয়া ইহা জান অন্যদেশীয়েরদের মধ্যে আমার
নাম করিতে হইবে পৃথিবীতে আমার নাম করিতে
১১ হইবে। সৈন্যের যিহুহা আমারদের নিকট আছেন
যাঁকুবের ঈশ্বর আমারদের আশ্রয়। সেলা।

গীত ৪৭ পুরাণ বাদ্যকারকের দ্বারায় করখের সন্তানের
কারণ এক গীত এই।—

১ হে সর্ব্ব লোক হাততালি দিয়া জয়জয়কার শব্দ
২ করিয়া যিহুহার স্থানে উচ্চৈঃস্বর কর কেননা যিহুহা
সর্ব্বাধ্যক্ষ মহা ভয়ঙ্কর তিনি সকল পৃথিবীর উপর
৩ মহা রাজা। তিনি লোক সকলকে আমারদের
করতলে করিবেন ও অনদেশীয়েরদিগকে আমার
৪ দের পদতলে করিবেন তিনি আমারদের জন্যে আমার

দের অধিকার পসন্দ করিবেন তিনি যাহাকে প্রেম
৫ করিয়াছেন এই যাকুবের উত্তমতাকে পসন্দ করিয়া
ছেন। সেলা। ঈশ্বর জয়ংকার শব্দ করিতেং
৬ উপরে গিয়াছেন যিহুহা ও তুরি বাজাইতেং উপরে
গিয়াছেন। ঈশ্বরের কর্ণগোচরে গান কর স্তুতি
৭ গান কর আমারদের রাজার নিকটে গান কর স্তুতি
৮ গান কর কেননা ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীর রাজা।
বিবেচনা করিয়া গীত গাও ঈশ্বর অন্যদেশীয়েরদের
উপর কর্তৃত্ব করেন ঈশ্বর আপন ধর্ম্মরূপ সিংহাস
নের উপর বসেন। আবরহামের ঈশ্বরের
৯ লোকেরদের সহিত লোকেরদের অধ্যক্ষেরা একত্র
হয় কেননা পৃথিবীতে যে ঢাল সে সমস্ত ঈশ্বরের।
তিনি অতি মহত্ব বশিষ্ঠ।—

গীত কর্যোর সন্তানেরদের কারণ একটা পুরাণ গীত।
৪৮ আমারদের ঈশ্বরের সহরে তাঁহার ধর্ম্ম পর্ব্ব
তেই যিহুহা মহৎ ও মহা স্তব যোগ্য। বিলক্ষণ
৩ স্থানে স্থিত সকল পৃথিবীর আনন্দ উত্তরদিগে স্থিত
মহা রাজার নগর সীয়ন পর্ব্বত তার অট্টালিকায়
৪ ঈশ্বর আশ্রয়রূপ বিখ্যাত আছেন। কেননা দেখ
রাজারা এক স্থানে আইল* তাহারা এক কালে চলিয়া
৫ গেল। তাহারা তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইল তাহারা
৬ ব্যস্ত হইয়া শীঘ্র গেল সেখানে ভয় ও প্রসব
৭ কালের ন্যায় ব্যথা তাহারদিগকে ধরিল। তুমি
পূর্ব্বীয় বাতাসে তার্শিসের সকল জাহাজ ভাঙ্গিয়াছ।

---

* অর্থাৎ সীয়ন পর্ব্বতের নিকট।—

৮ আমরা যেমন শুনিয়াছি তেমন সৈন্যের য়িহুহার
নগরে আমারদের ঈশ্বরের নগরেই দেখিয়াছি
৯ ঈশ্বর তাহা নিরবধি স্থির করিবেন। সেলা। হে
ঈশ্বর আমরা তোমার মন্দিরের মধ্যে থাকিয়া
১০ তোমার কৃপা মনে করিয়াছি। হে ঈশ্বর যেমন
তোমার নাম তেমন পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত তোমার
১১ স্তব তোমার দক্ষিণ হস্ত বীর্য্যেতে পূর্ণ। তোমার
নীতি ও দণ্ড করণেতে সীয়ন পর্ব্বত আনন্দিত হওক
১২ এবং য়িহোদার কন্যারা * হৃষ্ট হওক। ভবিষ্যৎ
লোকেরদিগকে ইহা কহিতে পার এই জন্য সীয়নের
চারিদিগে যাও তাহার চতুর্দ্দিগে বেষ্টন কর তাহার
১৩ গড় গণনা কর তাহার গেলা মনে করে ও তাহার
১৪ অট্টালিকায় দৃষ্টি কর কেননা এ ঈশ্বর সদা
সর্ব্বক্ষণে আমারদের ঈশ্বর তিনি মরণ কাল
পর্য্যন্ত আমারদিগকে পথ দেখাইবেন।—

গীত ৪৯ প্রধান বাদ্যকারকের দ্বারায় করয়ের সন্তানের
দের কারণ এক গীত।—

হে সকল লোক তোমরা ইহা শুন বড় ও ছোট
ধনবান ও গরীবাদি জগদ্বাসী তোমরা সকল একি
৩ মত অবধান কর আমার মুখ জ্ঞান কথা কহিবে ও
৪ আমার মনের চিন্তা বিদ্যা হইবে আমি হিতের
কথায় অবধান করিব বীনা বাজনেতে আমার সঙ্কেত
৫ প্রকাশ করিব। যাহারা আমাকে প্রবঞ্চনা করে তাহার

* অর্থাৎ য়িহোদা দেশের লোক।—

দের অযাথার্থ্য * যখন আমাকে বেষ্টন করে তখন
৬ সে দুর্দ্দশা দিনে আমি কেন ভয় করিব? যাহারা
আপনারদের সম্পত্তিতে বিশ্বাস করে এবং অনেক
৭ ধনে দর্পিত হয় তাহারদের মধ্যে কেহ আপন ভাইকে
মুক্ত করিতে পারিবে না ও যাহাতে সে সদাকাল
বাঁচিবেক ও ক্ষয় না দেখিবেক এমন নজরানা ঈশ্বর
৮ কে দিতে পারিবে না কেননা তাহার আত্মার মুক্তি
৯ অমূল্য ও সর্ব্বদা অসাধ্য। কেননা জ্ঞানবান
লোক মরিয়া যায় পাগল ও অজ্ঞান লোকেরা ও সেই
১০ মতে নষ্ট হয় তিনি ইহা দেখিতেছেন তাহারা
আপনারদের সামগ্রী ত্যাগ করিয়া অন্য লোককে
১১ দেয়। তাহারদের বাটী যে সর্ব্বকাল থাকিবে
ও তাহারদের বসতি অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত যে থাকিবে
এই তাহারদের মনে আছে তাহারা ভূমিতে আপনার
১২ দের নাম রাখে। কিন্তু মানুষ সম্ভ্রম বিশিষ্ট হইয়া
১৩ ও থাকে না সে নাশ্য পশুর ন্যায়। তাহারদের এই
যে পথ সে তাহারদের ওন্মত্ততা তথাপি তাহারদের
সন্তানেরা তাহারদের কথা ভাল বাসে। সেলা।
১৪ তাহারা ভেড়ার মত পরলোকে শুইয়া থাকে মৃত্যু
তাহারদিগকে খাইয়া ফেলিবে। প্রাতঃকালে ও
ধার্ম্মিকেরা তাহারদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে তাহার
দের বাটীহইতে পরলোক পর্য্যন্ত তাহারদের সৌন্দর্য্য
১৫ ক্ষীণ হইয়া যাইবে। কিন্তু পরলোকের পরাক্রমহইতে

---

* অর্থাৎ আমি যে পাপ করিয়াছি তাহার ফল।

আমার প্রানকে ঈশ্বর উদ্ধার করিবেন কেননা আমা
১৬ কে তিনি গ্রহন করিবেন। সেলা। যখন কেহ ধনবান
হয় যখন তাহার বাড়ীর সম্ভ্রম বাড়ে তখন ভয় করি
১৭ ও না কেননা সে মরন কালে কিছু মাত্র লইয়া
১৮ যাবে না তাহার সহিত তাহার সম্ভ্রম যাবে না। সে
জীবদ্দশাতে আপনার প্রানকে বর দিয়াছিল ও
তুমি আপনার সৌভাগ্য করিলে লোকেরা তোমার
১৯ নাম ও করিবে। সে আপন পিতৃলোকে যাইবে
২০ তাহারা দীপ্তি কখন দেখিতে পাইবে না। মানুষ
সম্ভ্রম কালে ও অজ্ঞান হইয়া ক্ষয়নীয় পশুর মত
হয়।—

আসফের এক গীত।—

গীত প্রভু ঈশ্বর যিহহা কহিয়াছেন ও সূর্য্যের উদয়
৫০ স্থানহইতে অস্তস্থান পর্য্যন্ত পৃথিবীকে* ডাকি
২ য়াছেন সৌন্দর্য্যের সম্পূর্নতা সীয়নহইতে ঈশ্বর
৩ দীপ্ত করিয়াছেন। আমারদের ঈশ্বর আসিবেন
ও নীরব থাকিবেন না তাঁহার অগ্রে আগুন খাইয়া
ফেলিবে ও তাঁহার চতুর্দ্দিগে মহা ঝড় উপস্থিত
৪ হইবে। তিনি আপন লোকেরদের বিচার করিতে
৫ উপরীস্থ স্বর্গকে ও পৃথিবীকে ডাকিবেন। যাহারা
বলিদান দিয়া আমার সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে এই
৬ আমার পুন্যবানেরদিগকে একত্র কর। স্বর্গ তাহার
যাথার্থ্য ও প্রকাশ করিবে কেননা ঈশ্বর আপনি

---

* অর্থাৎ পৃথিবীর লোকেরদিগকে।—

৭ বিচার কর্ত্তা। সেলা। হে আমার লোকেরা অব
ধান কর আমি কহিব হে য়িশরাল শুন আমি
৮ তোমার বিষয়ে সাক্ষী দিব আমি ঈশ্বর তোমারি
ঈশ্বর আমার গোচরে তোমার যে বলিদানের ও
আহুতির নিত্য হওয়ার আবশ্যক ছিল তন্নিমিত্তে
৯ তোমার দোষ আমি বলিব না। তোমার ঘরহইতে
আমি আঁড়িয়া লইব না ও তোমার খোঁয়াড়হইতে
১০ পাঁঠা লইব না কেননা বনের যত পশু ও হাজার পর্ব্ব
১১ তে থাকে যত চতুষ্পদ সেই সকল আমার। আমি
পর্ব্বতের সকল পক্ষীরদিগকে চিনি ও মাটের যত
১২ বন পশু সকলি আমার। আমি যদি ক্ষুধিত হই তবে
তোমাকে বলিব না কেননা পৃথিবী ও তাহার সকল
১৩ সামগ্রী আমার। আমি কি আঁড়িয়ার মাংস খাইব
১৪ কিম্বা ছাগলের রক্ত পীব?। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
নিবেদন কর ও তোমার সকল মানন সর্ব্বোপরিস্থের
১৫ নিকটে পূর্ণ কর এবং বিরুদ্ধ দশাকালে আমার
নিকটে প্রার্থনা কর আমি তোমাকে পরিত্রাণ করিব
১৬ ও তুমি আমার মহিমা প্রকাশ করিবা। কিন্তু দুষ্ট
লোককে ঈশ্বর কহিলেন আমার শাস্ত্র কহিতে ও আ
১৭ মার বন্দোবস্ত মুখে লইতে তোমার কি কার্য্য? কেননা
উপদেশ লইতে তুমি ঘৃনা করিতেছ ও তোমার পাছে
১৮ আমার কথা ফেলিয়া দিয়াছ। তুমি চোরকে দেখিয়া
তাহার সহিত দৌড়িয়াছ ও পরদারকেরদের সহিত
১৯ অংশী হইয়াছ। তুমি কুকথা কহনেতে মুখ
২০ দিয়াছ ও তোমার জিহ্বা প্রতারনা করে। তুমি

বসিয়া আপনার ভাইর বিষয়ে মন্দ কথা কহিয়াছ
২১ ও আপন মাতার পুত্রকেও নিন্দা করিয়াছ তুমি
এ সকল করিয়াছ তখন আমি চুপ করিয়া থাকিলাম
আমি যে তোমার মত তুমি ইহা ভাবিয়াছ কিন্তু আমি
তোমাকে অনুযোগ করিব ও সে সকলে তোমার
২২ প্রত্যক্ষে সাজাইয়া থুইব। হে ঈশ্বরকে বিস্মারীরা
তোমরা ইহা বুঝ পাছে তোমারদিগকে চিরিয়া ফেলি
২৩ ও ত্রানকর্ত্তা কেহ নাই। যে জন ধন্যবাদ নৈবেদ্য
দেয় সে আমার মহিমা প্রকাশ করে ও যে জন
আপনার আচার শুদ্ধ করে তাহাকে আমি ঈশ্বর
কর্তৃক ত্রান দেখাইব।—

গীত দাঊদের বাতহাঁশার নিকটে যাইবার পরে যে
৫১ কালে নতন ভবিষ্যদ্বক্তা তাহার কাছে আইল
তৎকালে তাহার রচিত এক গীত এই।—

১ হে ঈশ্বর আপনার অতি দয়ার মত আমাকে কৃপা
কর আপনার অনেক স্নেহানুসারে আমার দাইট
২ মোচন কর। আমার অযাথার্থ্য আমাহইতে নিঃশেষে
ধুইয়া ফেল ও আমার পাতকহইতে আমাকে পরিষ্কার
৩ কর। কেননা আমি আপনার দাইট স্বীকার করি ও
৪ আমার পাপ নিত্য আমার গোচরে আছে। এ জন্য
তোমার বিরুদ্ধে কেবল তোমার বিরুদ্ধেই আমি
পাপ করিয়াছি ও তোমার গোচর দোষ করিয়াছি
অতএব তুমি কথাৎ কহনেতে যাথার্থিক হবা ও
৫ বিচার করাতে পরিষ্কৃত হবা। দেখ আমি অযাথার্থ্যে

নির্ম্মিত ছিলাম ও পাপে আমার মাতা আমাকে
৬ গর্ব্ভে ধরিলেন। দেখ তুমি অন্তরে সত্যতা চাহ
৭ ও গুপ্তেতে আমাকে জ্ঞান বুঝাইবা। আইজব
দিয়া আমাকে শুচি কর তাহাতে শুচি হইব আমাকে
৮ ধোঁও তখন আমি বরফহইতে শুক্লবর্ণ হইব। তুমি
যে হাড় ভাঙ্গিয়াছ সে হাড় যেমন উল্লাসিত হয়
তেমন আনন্দদায়ী ও হর্ষদায়ী কথা আমাকে
৯ শুনাও। তোমার মুখ আমার পাপহইতে ফিরাও
১০ ও আমার সকল অযাথার্থ্য মোচন কর। হে ঈশ্বর
আমাতে নির্ম্মলান্তঃকরণ সৃষ্টি কর ও শুদ্ধাত্মা
১১ আমার মধ্যে পুনর্ব্বার কর। তোমার সাক্ষাত
হইতে আমাকে দূর করিও না তোমার ধর্ম্মাত্মা ও
১২ আমাহইতে লইও না। তোমার ত্রাণের আনন্দ
আমাকে পুনর্ব্বার দেও ও তোমার অবাধিত আত্মা
১৩ তে আমাকে রক্ষা কর। তা হইলে আমি পাপি
লোককে তোমার পথ শিখাইব পাপী লোককে
১৪ তোমার প্রতি ফিরাইতে হইবে। হে ঈশ্বর আমার
ত্রাণের ঈশ্বর খুনাপরাধিহইতে আমাকে ত্রাণ কর
আমার জিহ্বা তোমার যাথার্থ্যের ধন্যবাদ উচ্চৈঃস্বরে
১৫ গাইবে। হে যিহুহা আমার ওষ্ঠাধর খোল পরে
১৬ আমার মুখ তোমার স্তব করিবে। কেননা তুমি
বলিদান ইচ্ছা কর না নতুবা তাহা দিতাম তুমি
১৭ আহুতিতে তুষ্ট নও। ঈশ্বরের নৈবেদ্য ভাঙ্গা আত্মা
হে ঈশ্বর ভাঙ্গা চূর্ণ অন্তঃকরণ তুমি তুচ্ছ করিবা না।
১৮ তুমি আপনি অনুগ্রহ করিয়া সীয়োনের মঙ্গল কর

১৯ গিরোশালমের দেওয়াল গাঁথ। তখন ধর্ম্ম
রূপ নৈবেদ্য ও আহুতি ও উৎসর্গ গ্রহণ করিবা
তখন লোকেরা আড়িয়া আহুতি তোমার যজ্ঞকুণ্ডের
ওপরে দিবে।—

গীত যখন দোএগ আদোমী শাওলকে বলিল দাঊদ
৫২ আহিমেলকের বাড়ীতে আসিয়াছেন তৎকালে
তাহার এক মাস্কিল এই।—

১ হে বিক্রান্ত তুমি কুক্রিয়া করণেতে দর্প কথা কেন
২ কহ? ঈশ্বরের দয়া নিত্য থাকে। তোমার জিহ্বা
তীক্ষ্ণ ক্ষুরের মত প্রতারণা করিতেং দোষ জন্মায়
৩ তুমি সুক্রিয়াহইতে কুক্রিয়া ও সুকৃত কথাহইতে
৪ মিথ্যা কথা কহন ভাল বাসিতেছ। সেলা। হে
প্রবঞ্চক জিহ্বা তুমি সকল নাশক কথা ভাল বাসি
৫ তেছ। ঈশ্বর ও একান্ত তোমাকে নষ্ট করিবেন তিনি
তোমাকে দূর করিবেন তিনি তোমাকে তোমার তাম্বু
হইতে টানিয়া ফেলিবেন ও তোমাকে জীবৎ লোকের
৬ দেশহইতে ওপড়িয়া ফেলিবেন। সেলা। ধার্ম্মিক
লোক দেখিয়া ভীত হইবে ও তাহার ওপর পরিহাস
৭ করিবে। দেখ যে মানুষ ঈশ্বরকে আপন সামর্থ্য
করিয়া মানিল না কিন্তু আপনার অনেক ধনে
বিশ্বাস করিল ও আপন দুষ্টতাতে আপনাকে
৮ বলবান করিল সে মানুষ এই। কিন্তু ঈশ্বরের
মন্দিরে আমি তাজা জিত বৃক্ষের মত আমি সদা
সর্ব্বদানে ঈশ্বরের প্রসাদে ভরসা করি আমি সদা
৯ কাল তোমাকে স্তব করিব কেননা তুমি তাহ

করিয়াছ। তোমার নামের অপেক্ষা আমি করিব
কেননা তোমার পুন্যবানেরদের সাক্ষাতে তাহা ভাল।

গীত ৫৩ — পুধান বাদ্যকারকের জন্যে মহলতে দাঊদের মস্কিল।

১ অজ্ঞান যে ব্যক্তি সে মনেং কহিয়াছে ঈশ্বর নাই।
তাহারা নষ্ট হইল ও ঘৃনিত অযথার্থ করিয়াছে
সুক্রিয়া যে করে এমন কেহ থাকে না। কেহ
জ্ঞানবান হয় কি না কেহ ঈশ্বরকে চেষ্টা করে
২ কি না ঈশ্বর স্বর্গে থাকিয়া ইহা দেখিতে মনুষ্যের
৩ সন্তানেরদের উপর দৃষ্টি করিলেন। সকলে একত্র
উলটা পথে গিয়াছে তাহারা সমস্তই পচা কেহ
৪ সুক্রিয়া করে না এক জন ও না। আমার লোকের
দিগকে রুটির মত যে খায় এই সকল কুক্রিয়া কর্ত্তার
দের কি কিছু জ্ঞান নাই? তাহারা ঈশ্বরের কাছে
৫ পুার্থনা করে না। যেখানে কিছু ভয় ছিল না
সেখানে তাহারা ভীত হইল কেননা যাহারা তোমার
নিকট ছাওনি করে ঈশ্বর তাহারদের হাড় ছড়িয়া
ফেলিয়াছেন। তুমি তাহারদিগকে লজ্জিত করাই
য়াছ কেননা তাহারদিগকে ঈশ্বর তুচ্ছ করিয়াছেন।
৬ আহা য়িশরালের পরিত্রান সীয়নহইতে কে দিবে?
ঈশ্বর আপন লোকেরদের শত্রু হস্তগত হওয়া ফিরা
ইলে যাঁকুব উল্লাষিত হইবে য়িশরাল হৃষ্ট।—

গীত ৫৪ — দাঊদ আমারদের সহিত কি লুকিয়া না থাকে?
জিফীরা যে কালে আসিয়া শাওলকে এ কথা বলিল
সে কালে রচিত নগিনতে পুধান বাদ্যকারকের কারণ
দাঊদের জ্ঞান দেওন গীত এই।—

১ ও হে ঈশ্বর তোমার নামে আমাকে ত্রাণ কর ও
২ তোমার বলে আমার বিচার কর। হে ঈশ্বর
আমার প্রার্থনা অবধান কর আমার মুখের কথা
৩ শুন। কেননা বিদেশীরা আমার ওপর ওঠিয়াছে
ও দুর্জ্জন লোক আমার প্রাণ চেষ্টা করে তাহারা
৪ ঈশ্বরকে গোচরে রাখে না। সেলা। দেখ ঈশ্বর
আমার ওপকারী পরমেশ্বর আমার প্রাণের প্রতিপাল
৫ কেরদের মধ্যে আছেন তিনি আমার শত্রুরদিগকে
দুঃখ দিবেন। তোমার সত্যতাতে তাহারদিগকে
৬ ছেদন করিয়া ফেল। আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক বলিদান
তোমার কাছে করিব হে যিহুহা আমি তোমার
নামের প্রশংসা করিব কেননা তাহা ভাল।
৭ কেননা সমস্ত দুর্গতিহইতে তিনি আমার প্রাণ
ওদ্ধার করিয়াছেন ও আমার শত্রুরদের ওপর
আমার চক্ষু দৃষ্টি* করিয়াছে।—

গীত ৫৫ নগিনতে প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে দাওদের
জ্ঞান দেওনের গীত এই।—

১ হে ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুন আমার কামনা
২ হইতে আপনাকে গুপ্ত করিও না। অবধান কর
৩ ও আমার কথা শুন শত্রুরদের রব ও পাষেরের
দের জোরেতে আমি চিন্তা করন কালে ক্রন্দন
করি ও চেঁচই কেননা তাহারা আমার ওপর

* আমার শত্রুরদের প্রতি ঈশ্বর কর্ত্তৃক যে দমন
আমি দেখিতে ইচ্ছা করিলাম তাহা দেখিয়াছি।—

অপবাদ হেতুক ও ক্রোধে আমার বিপরিত করে।
৪ অন্তরে আমার অন্তঃকরণ অতি ব্যথিত আছে মৃত্যুর
৫ ভয় আমার উপর পড়িল। শঙ্কা ও কম্প আমাকে
ধরিল ও মহা ত্রাস আমাকে আচ্ছাদন করিল।
৬ তখন আমি বলিলাম আহা যদি আমার ঘুঘুর
ন্যায় পাখা হইত তবে উড়িয়া বসতি করিতাম।
৭ দেখ আমি অনেক দূর যাইতাম আমি অরণ্যেতে
৮ প্রবাস করিতাম। সেলা। মহা বাতাস ও
৯ ঝড়হইতে আমি শীঘ্র করিয়া পলাইতাম। হে
যিহোহা তাহারদিগকে নষ্ট কর ও তাহারদের
কথা ভিন্ন২ কর কেননা আমি নগরে হিংসা ও
১০ ঝগড়া দেখিয়াছি। তাহারা দিবারাত্রি প্রাচীরের
উপর দিয়া সহরের চতুর্দ্দিগে বেড়ায় দুষ্টতা ও
১১ দৌরাত্ম্য তাহার মধ্যে দুর্ম্মতি তাহার মধ্যে আছে
১২ প্রতারণা ও ভ্রুকুটি তাহার রাস্তাহইতে যায় না। যে
জন আমাকে নিন্দা করিল সে জন শত্রু নয় তাহা
হইলে আমি তাহা সহিতাম ও আমার উপর যে
জন দর্পী ছিল যে জন আমাকে ঘৃণা করিল সে সেই
১৩ নয় তাহা হইলে আমি তাহাহইতে লুকিয়া রহিতাম।
কিন্তু সে জন তুমি আমার তুল্য এক জন আমার গুরু
১৪ ও আমার অতি পরিচিত মিত্র আমরা নিভৃতিতে মধুর
কথা কহিলাম ও অনেক লোকের সহিত একত্র
১৫ ঈশ্বরের মন্দিরে গেলাম। মৃত্যু তাহারদিগকে
ধরিবে তাহারা পরলোকে জীবৎ নামুক কেননা
তাহারদের গৃহে ও তাহারদের হৃদয়ে দুষ্কর্ত্তা আছে।

৫৫ পঞ্চপঞ্চাশতি গীত।—

১৬ আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিব ও যিহ্বহা আমা
১৭ কে ত্রাণ করিবেন। সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নে
আমি কামনা করিব ও চেঁচাইব এ তিনি আমার কথা
১৮ শুনিবেন। যে রন আমার বিপক্ষেতে ছিল তাহা
হইতে তিনি কুশলে আমার আত্মা মুক্ত করিয়াছেন
১৯ কেননা তাহারা অনেকে আমার সহিত ছিল। প্রভু
শুনিবেন ও তাহারদিগকে নীচ করিবেন যিনি
পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন তিনিই। সেলা। কেননা
তাহারদের ভালই দশা নয় সেকারণ তাহারা ঈশ্বরকে
২০ ভয় করে না তাহার সহিত যাহারদের বিরোধ নাই
তাহারদের উপর সে হাত দিয়াছে সে আপনার
২১ বন্দোবস্ত লঙ্ঘিয়াছে। তাহার মুখের কথা
মাখনহইতে কোমল কিন্তু অন্তঃকরণে যুদ্ধ। তাহার
কথা তৈলহইতে নরম কিন্তু বাস্তব লেঙ্গা তলোয়ার
২২ ছিল। যিহ্বহার উপর তোমার বোঝা ফেল ও তিনি
তোমাকে ধরিয়া রাখিবেন। তিনি যাথার্থিক লোকের
২৩ দিগকে চালিতহইতে দিবেন না। হে ঈশ্বর তুমি
তাহারদিগকে পচাময় খাদেতে নামাইবা দুর্জ্জন
প্রতারক লোক অর্দ্ধায়ু পাইবে না কিন্তু আমি
তোমাতে বিশ্বাস করিব।—

গীত পলশতীরা যে কালে গাত সহরে দাঊদকে ধরিয়া
৫৬ ছিল য়োনত অলমর়েহোকিমে যে তান প্রধান বাদ্য
কারক তাহারি জন্যে দাঊদের তৎকালে রচিত
মক্তম এই।—

১ হে ঈশ্বর আমাকে দয়া কর কেননা মানুষ

আমাকে খাইয়া ফেলিতে চাহে সে সমস্ত দিনে রন
২ করিতেং আমার উপর জোর করে। আমার শত্রুরা
প্রতি দিন আমাকে খাইয়া ফেলিতে চাহে কেননা
হে সর্ব্বোচ্চ অনেকে আমার সহিত যুদ্ধ করে।
৩ যখন ভয় লাগে আমাকে তখন তোমাতে বিশ্বাস
৪ করিব। ঈশ্বরে আমি তাঁহার বাক্য স্তব করিব।
আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিব আমাকে মানুষ যে
৫ করিতে পারে তাহা আমি ভয় করিব না। তাহার
সমস্ত দিনে আমার কথা ফিরায় আমার মন্দ যে
রূপ করিতে পারে এই তাহারদের সকল চিন্তা হয়।
৬ তাহারা একত্র হয় তাহারা গুপ্তে থাকে তাহারা
আমার পদের দাগ ঠিকানা করে কেননা তাহারা
৭ আমার প্রাণ মারিতে চাহে। তাহারা কি পাপেতে
বাঁচিবে হে ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া লোককে অধঃপতন কর
৮ আমার ভ্রমণ তুমি গনন করিতেছ আমার নেত্র জল
তোমার পাত্রে থুও তাহা কি তোমার পুস্তকে লেখা
৯ নাই?। আমি যখন নিবেদন করি তখন আমার
শত্রুরদিগকে পরাঙ্মুখ করা যাবে ইহা আমি জানি
১০ কেননা ঈশ্বর আমার সহায়। ঈশ্বরে আমি
তাঁহার বাক্য স্তব করিব যিহুহায় আমি তাঁহার
১১ বাক্য স্তব করিব। ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করিব
মানুষ যাহা আমাকে করিতে পারে তাহা আমি ভয়
১২ করিব না। হে ঈশ্বর তোমার মানন আমার উপর
১৩ আছে আমি তোমাকে স্তব করিব। কেননা আমার
প্রাণ মৃত্যুহইতে তুমি উদ্ধার করিয়াছ আমি যেন

তোমার গোচরে জীবৎ লোকেরদের দীপ্তিতে চলিতে
পারিব   এই জন্যে আমার পা পড়নহইতে তুমি
কি রক্ষা করিবা না?।—

গীত শাওলের সন্মুখহইতে পলাইয়া যখন দাঊদ
৫৭ গহ্বরেতে গেল   তখন অলতাস্খিতে প্রধান বাদ্য
কারক যে জন [তাহার জন্যে তাহার মক্তাম এই।—

১ হে ঈশ্বর আমাকে দয়া কর   আমাকে দয়া কর
কেননা আমার প্রাণ তোমাতে ভরসা রাখে ও এ সকল
দুর্দ্দশা বহিয়া যাওন পর্য্যন্ত তোমার পাখার ছায়ায়
২ ভরসা রাখি।   ঈশ্বর সর্ব্বাধ্যক্ষের প্রতি আমি
মিনতি করিব যে প্রভু আমার কারণ সকল করেন
৩ তাঁহার প্রতি।   যে জন আমাকে খাইয়া ফেলিতে
চাহে তাহার নিন্দাহইতে তিনি স্বর্গহইতে পাঠাইয়া
৪ আমাকে ত্রাণ করিবেন। সেলা।   ঈশ্বর আপন
দয়া ও সত্যতা পাঠাইবেন। আমার প্রাণ সিংহের
মধ্যে আছে। যাহারদের দন্ত বর্চ্ছা ও বাণ ও তাহার
দের জিহ্বা তীক্ষ্ণ তলোয়ার এমন প্রজ্বলিত মনুষ্যের
দের মধ্যে মনুষ্যের সন্তানেরদের মধ্যেই আমি
৫ থাকি।   হে ঈশ্বর স্বর্গের ঊর্দ্ধে আপনি স্থিত
হও তোমার মহিমা সকল পৃথিবীর ঊর্দ্ধে হউক।
৬ তাহারা আমার পা ধরিতে জাল পাতিয়াছে আমার
প্রাণ হেঁট হইয়াছে।   তাহারা আমার আগে খাদ
করিয়াছে তাহারা তাহার মধ্যে আপনারা পড়িয়াছে।
৭ সেলা। হে ঈশ্বর আমার মন প্রস্তুত আছে আমার
মন প্রস্তুত আছে   আমি গীত গাইব ও স্তব করিব।

৮ হে আমার গৌরব জাগ্রত হও হে নবল ও বীণা
৯ জাগ্রত হও আমি ও ভোরে জাগিব। হে যিহুহা
লোকেরদের মধ্যে তোমার নিকটে আমি ধন্যবাদ
করিব আমি অন্যদেশীয়েরদের মধ্যে গীত গাইব।
১০ কেননা তোমার কৃপা স্বর্গ পর্য্যন্ত বড় তোমার সত্যতা
১১ আকাশ স্পর্শ। আপনি স্বর্গের ঊর্দ্ধে উল্থিত হও
আপনার মহিমা সকল পৃথিবীর ঊর্দ্ধে উল্থিত হউক।

গীত আলতাস্খিতে প্রধান বাদ্যকারক যে জন তাহার
৫৮ জন্যে দাঊদের মক্তাম এই।—

১ হে সভাস্থেরা তোমরা কি নিতান্ত প্রকৃত কথা
কহ? হে মানুষেরদের সন্তানেরা তোমরা কি নিশ্চয়
২ প্রকৃত বিচার কর?। তোমরা অবশ্য অন্তঃকরণে
কুক্রিয়া কর তোমরা আপনারদের হাতের কুক্রিয়ার
৩ ওপায় পৃথিবীতে কর। দুষ্টেরা গর্ব্ভস্থ কাল অবধি
কাপুরুষ হয় তাহারা উদরস্থ হওন অবধি মিথ্যা
৪ কথা কহিতেং ধর্ম্ম পথ ছাড়িয়া যায়। তাহারদের
গরল সর্পের গরলের মত যাহারা সর্পের মন্ত্র পড়ে
৫ তাহারা অতি জ্ঞান মতে মন্ত্র পড়িলেও যে বধির
আইফ সর্প আপন কর্ণ মুদিয়া তাহারদের কথা
৬ শুনে না তাহারা তাহার মত। হে ঈশ্বর তাহারদের
মুখস্থ দন্ত ভাঙ্গিয়া ফেল হে যিহুহা সিংহের
৭ বাচ্চার কশের দন্ত নষ্ট কর। তাহারদের স্রোত
জলের মত ব্যয় হউক সে যখন ধনুকে চাপা
৮ দেয় তখন বান কাটা বানের মত হউক। সে
সামুকের মত গলিয়া যাবে যেমন স্ত্রী লোকের

গর্ব্ভপাত তেমন তাহারা সূর্য্য দেখিতে পাওক না।
৯ তোমারদের হাঁড়িতে স্যাকুলের তাপ লাগনের
পূর্ব্বে তাহারা যাবৎ বাঁচে তাবৎ তাহারদিগকে
১০ জীবৎ ও তাহার ক্রোধে তিনি ঝড়ে লইয়া যাবেন।
ধার্ম্মিক লোক সে প্রতিফল দেখিয়া আনন্দ করিবে
১১ তাহারা দুরাচারের রক্তেতে পা ধুইবে। এবং
মানুষেরা বলিবে অবশ্য ধার্ম্মিকেরদের ক্রিয়ার ফল
আছে অবশ্য পৃথিবীতে বিচারকারী ঈশ্বর আছেন।
গীত ৫৯ যখন শাওল লোক পাঠাইলে তাহারা দাওদকে
বধ করিতে বাড়ী বেড়িল তখন অলতাস্থিতে যে জন
প্রধান বাদ্যকারক তাহার জন্যে দাওদের মক্তাম এই।
১ হে আমার ঈশ্বর আমার শত্রুগনহইতে আমাকে
উদ্ধার কর যাহারা আমার বিপরিত করে তাহার
২ দিগহইতে আমাকে রক্ষা কর। কুক্রিয়া কর্ত্তারদের
হইতে আমাকে ত্রান কর খুনী লোকহইতে
৩ আমাকে রক্ষা কর। দেখ তাহারা আমার প্রান
ধরিতে লুকিয়া থাকে হে য়িহুহা বলবান লোকের
৪ আমার বিরুদ্ধে একত্র আছে। আমার দোষ ও
আমার পাপের জন্যে তাহা নয় তাহারা আমার দোষ
বিনা দৌড়িয়া ওদ্যত হয়। আমার উপকারের
৫ জন্যে জাগৃত হও ও দেখ। হে সৈন্যের য়িহুহা
য়িশরালের ঈশ্বর তুমি সকল অন্যদেশীয়েরদিগকে
সাজা দিবার কারন জাগ কোন কুক্রিয়া কর্ত্তারদের
৬ অধীম্ম দয়া করিও না। সেলা। তাহারা সন্ধ্যা কালে
ও ফিরে কুক্কুরের মত শব্দ করে ও সহরে বেড়ায়

৭ তাহারা তাহারদের মধ্যেতে চেকর জাড়ে। তাহারদের
৮ ওষ্ঠাধিরে তলোয়ার আছে কেননা কেডা শুনিবে * ?।
হে যিহুহা তুমি তাহারদিগকে পরিহাস করিবা তুমি
৯ সকল অন্যদেশীয়েরদিগকে নিন্দা করিবা। তাঁহার
বলের জন্যে আমি তোমার অপেক্ষা করিব কেননা
১০ ঈশ্বর আমার রক্ষক। আমার ক্ষমাকারী ঈশ্বর
আমার অগ্রগামী হইবেন আমার শত্রুরদের ওপর
১১ ঈশ্বর আমাকে দৃষ্টি করিতে দিবেন †। হে ঈশ্বর
আমার ঢাল তাহারদিগকে বধ করিও না পাছে
আমার লোকেরা বিস্মৃত হয় তোমার বলে তাহার
১২ দিগকে ছিন্ন ভিন্ন কর ও তাহারদিগকে নীচে করাও।
তাহারা নিজ মুখের পাপেতে ও নিজ ওষ্ঠাধিরের
কথাতে এবং তাহারদের শাপ ও মিথ্যা কহনেতে
১৩ আপনারদের অহঙ্কারে ধরা যাবে। তোমার ক্রোধে
সংহার কর তাহারা যেন না থাকে তেমন কর।
যিহুহা যে যাঁকুবের মধ্যে পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত
কর্ত্তৃত্ব করেন তাহারা যেন ইহা জানিতে পারে। সেলা।
১৪ পরে তাহারা সন্ধ্যাকালে ফিরুক ও কুকুরের মত
১৫ শব্দ করুক ও সহরের চারিদিগে যাউক। তাহারা
খাদ্যের নিমিত্ত বেড়াইয়া যাউক এবং যদি পরি

---

* অর্থাৎ তাহারা বলে কেডা শুনিবে।—

† অর্থাৎ আমার শত্রুরদের প্রতি ঈশ্বর কর্ত্তৃক যে দমন আমি দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম তাহাই দেখিতে দিবেন।—

১৬ তুষ্ট না হয় তবে কচ্কচি করুক কিন্তু আমি তোমার
পরাক্রমের কথা গাইব প্রাতে আমি উচ্চৈঃস্বরে
তোমার দয়া গান করিব কেননা আমার দুর্দ্দশা দিনে
১৭ তুমি আমার রক্ষক ও আশ্রয় ছিলা। হে আমার
বল তোমার প্রতি আমি গীত গাইব কেননা ঈশ্বর
আমার দয়ালু ঈশ্বরই আমার রক্ষক আছেন।

গীত ৬০ দাঊদ যখন আরমনাহরীম ও আরমস্সোবার
সহিত যুদ্ধ করিলেন যখন যোয়াব ফিরিল এবং
লবন মাটে বারো হাজার আদোমীরদিগকে মারিয়া
ফেলিল তৎকালে শশানিম এতদে প্রধান
বাদ্যকারক যে জন তাহার কারণ মক্তাম এই।
১ হে ঈশ্বর আমারদিগকে তুমি ত্যাগ করিয়াছ তুমি
আমারদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছ তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ
২ আমারদের কাছে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইস। তুমি
দেশকে কম্প্যমান করিয়াছ তুমি তাহা ভাঙ্গিয়া
ফেলিয়াছ তাহার ভাঙ্গা সারো কেননা তাহা লড়ে।
৩ আপনার লোককে তুমি কঠিন কার্য্য দেখাইয়াছ তুমি
চমৎকাররূপ দ্রাক্ষা রস আমারদিগকে পান করাই
৪ য়াছ। যাহারা তোমার নামে ভয় করে সত্যতার
নিমিত্তে তাহা খাড়া করা যায় এই জন্যে তুমি তাহার
৫ দিগকে পতাকা দিয়াছ। সেলা। তোমার প্রিয়ের
দের উদ্ধার করিবার কারণ তোমার দক্ষিণ হাত দিয়া
৬ রক্ষা কর এবং আমার কথা শুন। ঈশ্বর আপন
ধর্ম্মে কহিয়াছেন আমি আনন্দ করিব আমি শকম
৭ ভাগ২ করিব আমি সুক্কোত মাট মাপিব। গিলআদ

আমার এবং মনশা আমার। আফ্রিম আমার মস্ত
৮ কের বল। য়েহুদা আমার ব্যবস্থাকর্ত্তা। মোয়াব
আমার ডাবর। আদোমের উপরে আমার জুতা আমি
৯ ফেলিব। পলশতির উপর জয় শব্দ কর। আমাকে
মজবুত সহরে কেডা আনিবে? আমাকে আদোমে
১০ কেডা আনিবে?। হে ঈশ্বর আমারদিগকে ত্যাগ
করিয়াছিলা যে তুমি তুমি কি তাহা করিবা না? হে
ঈশ্বর আমারদের সেনাগনের সহিত না গিয়াছ যে
১১ তুমি তুমি কি তাহা করিবা না?। দুঃখ হইতে উদ্ধার
কর কেননা মনুষ্য কর্ত্তৃক যে উপকার সে মিথ্যা।
১২ ঈশ্বরের দ্বারায় আমরা বলের ক্রিয়া করিব কেননা
তিনি আমারদের শত্রুরদিগকে দলিয়া ফেলিবেন।—

গীত নগিনতের উপরে যে জন প্রধান বাদাকারক
৬১ তাহার জন্যে দাউদের এক গীত এই।—

১ হে ঈশ্বর আমার কাকুতি শুন আমার নিবেদনে
২ অবধান কর। পৃথিবীর সীমায় থাকিয়া আমি তোমাকে
ডাকিব আমার অন্তঃকরন দুর্ব্বল হইলে যে পর্ব্বত
আমাহইতে উচ্চ সে পর্ব্বতে আমাকে পথ দেখাও।
৩ কেননা তুমি আমার আশ্রয় এবং আমার শত্রুরদের
৪ গোচরে আমার শক্ত গড় ছিলা। আমি সদাকাল
তোমার পবিত্র স্থানে বাস করিব তোমার পাখার
৫ ছায়ায় আমার ভরসা। সেলা। কেননা হে য়িহুহা
তুমি আমার মানত শুনিয়াছ যাহারা তোমার নামে
ভয় করে তাহারদিগকে তুমি অধিকার দিয়াছ।
৬ রাজাকে দীর্ঘ পরমায়ু তুমি দিবা সর্ব্বপুরুষ স্থিতি

৭ পর্য্যন্ত যে কাল তেমন তাহার বৎসর * হবে। তিনি
সদাকাল ঈশ্বরের গোঁচরে থাকিবেন তাহাকে রক্ষা
৮ করিবার জন্য দয়া ও সত্যতা প্রস্তুত কর। সেকারণে
আমি নিত্য তোমার নামে স্তব গাইব দিনে দিনে
আমার মানন ও আমি করিব।—

গীত ৬২ প্রধান বাদ্যকারকের দ্বারায় যিদোতনের কারণ
দাঊদের এক গীত।—

অবশ্য আমার মন চুপ করিয়া ঈশ্বরের কারণ
২ থাকে আমার নিস্তার তাঁহা হইতে হয়। আমার
পর্ব্বত এবং আমার নিস্তারক কেবল তিনি আমার
৩ আশ্রয় তিনি আমি বহু লাড়িত হইব না। তোমরা
কতকাল মানুষের হিংসা ঠাওরাবা? তোমারদিগকে
সকল মারিয়া ফেলিতে হইবে যেমন পড়িবার মত
৪ দেয়াল এবং ভাঙ্গা বেড় তেমনি হইবা। তাঁহাকে
আপন মহত্ত্ব হইতে যেকপ ফেলিয়া দিতে পারে তাহারা
কেবল এই পরামর্শ করে তাহারা মিথ্যা কথা কহিতে
চাহে তাহারা মুখে বর দেয় কিন্তু অন্তরে শাপ
৫ দেয়। সেলা। হে আমার মন কেবল ঈশ্বরের
৬ অপেক্ষা কর কেননা তাঁহাতেই আমার ভরসা।
আমার নিস্তারক কেবল তিনি আমার পর্ব্বত এবং
৭ আমার রক্ষক তিনি আমি লাড়া যাইব না। ঈশ্বরে
আমার ত্রাণ তিনি ও আমার সম্ভ্রম ও আমার বলরূপ
৮ গিরি ঈশ্বরে আমার ভরসা ও হইয়াছে। হে লোকেরা
তোমরা সর্ব্বকালে তাঁহাতে ভরসা কর তোমারদের

* অর্থাৎ তাঁহার পরমায়ু।—

অন্তঃকরণ তাঁহার গোচরে ঢাল কেননা ঈশ্বর
৯ আমারদের ভরসা। সেলা। অবশ্য ইতর লোক কিছু
নয় ও মহৎ লোক মিথ্যা তাহারা তুলেতে থুইলে
সকলি একত্র শূন্যতাহইতেও নির্ভার হয়। জোর
১০ করাতে ভরসা করিও না ও অপহরণেতে নির্ভয় হইও
না ধন বাড়িলে ও তাহাতে অন্তঃকরণ দিও না।
১১ ঈশ্বর একবার কহিয়াছেন পরাক্রম ঈশ্বরের ইহা
১২ আমি দুইবার ও শুনিয়াছি। হে যিহুহা তোমার দয়া
ও আছে কেননা তুমি প্রতি মানুষকে তাহার
কর্মানুযায়ি ফল দিতেছ।—

গীত ৬৩ দাঊদ যখন য়িহোদা দেশের অরণ্যে ছিলেন তৎ
কালে রচিত তাহার এক গীত এই।—

১ হে ঈশ্বর তুমি আমার প্রভু আমি ভোরে তোমাকে
২ চেষ্টা করিব। যেমন আমি ধর্ম্মস্থানে দেখিয়াছি তেমন
শুষ্ক ও ক্লান্ত দেশে থাকিয়া তোমার পরাক্রম ও গৌরব
৩ দেখিতে তোমার নিমিত্তে আমার মন তৃষিত আছে ও
আমার শরীর সচেষ্ট আছে। তোমার কৃপা জীবন
হইতে বড় তন্নিমিত্তে আমার ওষ্ঠাধর ও তোমার স্তুতি
৪ করিবে। সে মত আমার পরমায়ু যাবৎ থাকে তাবৎ
৫ তোমাকে ধন্য২ কহিব তোমার নামে আমি হাত
৬ তুলিব। শয্যার ওপর যখন তুমি আমার মনে হও
এবং রাত্রেতে আমি প্রহরে২ তোমার বিষয়ে যখন
মনে২ করি তখন যেমন মজ্জা ও চরবিতে লোকেরা
পরিতুষ্ট হয় তেমন আমার মন পরিতুষ্ট হইবে।
তখন আমার মুখ উল্লাসযুক্ত ওষ্ঠাধরেতে তোমার

৭ স্তুতি করিবে। কেননা তুমি আমার উপকারী অতএব
৮ তোমার পাখার ছায়ায় আমি আনন্দ করিব। আমার
মন তোমার পাছেং যায় তোমার দক্ষিণ হাত আমাকে
৯ রক্ষা করে। যাহারা আমার প্রাণ নষ্ট করিতে
চেষ্টা করে তাহারা পৃথিবীর নীচ স্থানে যাইবে।
১০ তাহারা তলোয়ারের কোপে পড়িবে তাহারা
১১ শেয়ালের অধিকার হইবে কিন্তু ঈশ্বরে রাজা
আনন্দিত হইবে যাহারা তাহার নাম লইয়া কিরা
করে তাহারা সকল উল্লাষিত হইবে কিন্তু মিথ্যা
বক্তারদের মুখ বন্ধ করিতে হইবে।—

গীত প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে দাঊদের এক গীত এই।
৬৪ হে ঈশ্বর আমার প্রার্থনা কালে আমার কথা শুন
৩ শত্রুরদের ভয়হইতে আমার প্রাণ রক্ষা কর। যাহারা
৪ আপনার জিহ্বা তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ করে এবং সাধুকে
মারণার্থে গুপ্ত করিয়া যাহারা বাণ তাহাই কটু কথা
এড়ে এই পামর লোকের নিভৃত পরামর্শ ও অযাথার্থিক
লোকেরদের কলরবহইতে আমাকে রক্ষা কর।
তাহারা তাহার প্রতি আচম্বিতে বাণ এড়ে ও ভয় করে
৫ না। তাহারা মন্দ ক্রিয়া করনে আপনারদিগকে
আশ্বাস করে। তাহারা গুপ্তে ফাঁদ পাতনের কথা
৬ কহে তাহারা বলে কেডা তাহা দেখিবে? তাহারা
অযাথার্থ্যে চেষ্টা করে তাহারা একান্ত চেষ্টা করে
তাহারদের প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তর ও মন অতি
৭ গভীর আছে। ঈশ্বর ও বাণ এড়িয়া তাহারদিগকে

৮ ত্বরায় মারিবেন তাহারা মারা পড়িবে তাহারাও
আপনারদের উপর আপনারদের জিহ্বার কথা
৯ লাগাইবে যাহারা তাহারদিগকে দেখে তাহারা
সকলে দূরে যাইবে ও সকল লোক ভয় করিবে
এবং ঈশ্বরের কর্ম্ম প্রকাশ করিবে কেননা তাহারা
১০ তাঁহার কার্য্য সাবধান হইয়া বিবেচনা করিবে।
প্রকৃতার্থিক লোকেরা যিহুহায় আনন্দিত হইবে ও
তাঁহাতে ভরসা পাইবে সকল সদন্তঃকরণেরা
উল্লাষিত হইবে।—

গীত ৬৫ প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে দাঊদের এক গীত এই।
হে ঈশ্বর সীয়োনে তোমার কারণ স্তব নীরব হইয়া
থাকে * এবং মানত তোমার স্থানে পূর্ণ করিতে
২ হইবে। হে প্রার্থনাশ্রোতা তোমার নিকট সকল প্রাণী
৩ আসিবে। কুকথা আমাকে পরাভব করে তুমি
৪ আমারদের দোষ মোচন করিবা। যে জনকে
তুমি পসন্দ করিয়া আপনার নিকট আনাইতেছ সে
জন ধন্য সে তোমার উঠানে বাস করিবে আমরা
তোমার ঘরের উত্তম বস্তুতে পরিতুষ্ট হইব অর্থাৎ
৫ তোমার ধর্ম্ম মন্দিরের। হে আমারদের ত্রাণের
ঈশ্বর ধর্ম্মের অতি শঙ্কনীয় ক্রিয়া করনেতে তুমি
আমারদিগকে উত্তর দিবা তুমি পৃথিবীর সীমার
ভরসা এবং যাহারা বড় দূরে সমুদ্রে থাকে তাহার
৬ দের ও ভরসা। তিনি পরাক্রম বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আ

* অর্থাৎ তোমার অপেক্ষী হইয়া থাকে।—

৭ নার বলেতে পর্ব্বতকে স্থির করেন। তিনি সমুদ্রের
৮ শব্দ ঢেওর শব্দ ও লোকেরদের গোল নীরব করেন
এবং পৃথিবীর সীমাতে যে প্রজাগন তাহারা তোমার
আশ্চর্য্য দেখিয়া ভয় করিবে। তুমি প্রাতের ও
৯ সন্ধ্যের গমন আনন্দিত করিতেছ। তুমি পৃথিবীর
প্রতি অনুগ্রহ করিয়া জলেতে পরিতুষ্ট করিয়াছ।
ঈশ্বরীয় জল পূর্ণ নদীতে তুমি তাহাকে বড় ফলবান
করিয়াছ তুমি এমতে তাহা জোগাইয়া তাহারদের
১০ শস্য জোগাইতেছ। তাহার ক্ষেতে তুমি জল সেচি
তেছ তাহার সীর তুমি বসাইতেছ তুমি বৃষ্টিতে
তাহা গলাইতেছ। তাহার তৃণ বাড়িবার বর তুমি
১১ দিয়াছ। আপনার দানেতে বৎসরের মাথায় মুকুট
১২ দিতেছ তোমার গমন * শুভয় বস্তু ফেলে তাহা
বনযুক্ত মাটে পড়ে ও চতুর্দ্দিগস্থ গিরিগণ উল্লাষিত
১৩ হইবে। ক্ষেত্র মেষেতে পূর্ণ হইবে মাঠ ও শস্যেতে
আচ্ছাদিত হইয়াছে। তাহারা আনন্দেতে চেঁচায়
তাহারা গীত গায়।—

গীত প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে গানার্থের একটা
৬৬ গীত এই।

হে সকল দেশ সানন্দ হইয়া ঈশ্বরের প্রতি উচ্চৈঃ
স্বর কর তাঁহার নামের মাহাত্ম্য গানে প্রকাশ কর
৩ তাঁহার স্তব অতিশয় কর। ঈশ্বরকে বল তুমি আপন
কার্য্যে কেমন ভয়ঙ্কর তোমার অতি মহত্ত্বতে তোমার

---

* অর্থাৎ তোমার মেঘ।—

৪ শত্রুগণ তোমার বশীভূত হইবে। সমস্ত পৃথিবী
তোমার ভজনা করিবে ও তোমার কাছে গীত গাইবে
৫ তাহারা তোমার নামে গান করিবে। সেলা। আইস
ঈশ্বরের ক্রিয়া দেখ মানুষের সন্তানেরদের প্রতি
৬ আপনার ক্রিয়াতে তিনি ভয়ঙ্কর। তিনি সমুদ্রকে শুষ্ক
ভূমি করেন তাহারা অরণ্য দিয়া পদব্রজে গেল
আমরা সেখানে তাঁহাতে আনন্দিত ছিলাম।
৭ তিনি আপনার পরাক্রমে সদাকাল রাজ্য করেন যেন
হঠকারিরা আত্মশ্লাঘা না করে সর্ব্বদেশীয়েরদের
৮ উপর তাঁহার চক্ষু দৃষ্টি করে। সেলা। হে লোকেরা
আমারদের ঈশ্বরের প্রতি জয় শব্দ কর তাঁহার
৯ স্তবের কথা শুনাও তিনি আমারদের প্রাণ বাঁচান
১০ এবং আমারদের পা স্খলিত হইতে দেন না ও হে
ঈশ্বর তুমি আমারদের পরীক্ষা লইয়াছ তুমি আমার
১১ দিগকে রূপার মত কষিয়াছ। তুমি আমার দিগকে
জালের মধ্যে আনিয়াছ তুমি আমারদের কমরের
১২ উপরে দুঃখের ভার দিয়াছ তুমি মানুষকে আমার
দের মাথায় আরোহন করাইয়াছ আমরা আগুন ও
জল দিয়া গিয়াছি পরে আমারদিগকে ফলবান
১৩ স্থানে তুমি আনিয়াছ। আমি আহুতি লইয়া
১৪ তোমার ঘরে প্রবেশ করিব যে মানন আমার
ওষ্ঠাধর দুর্দ্দশা কালে কহিয়াছে ও আমার মুখ
বলিয়াছে তোমার নিকটে আমি সে মানন পূর্ণ
১৫ করিব। আমি দগ্ধ মেষের ধূমার সহিত চরবি
যুক্ত আহুতি তোমার স্থানে দিব আমি গরু ও

১৬ ত্যাগিল ও৽ স্বর্গ করিব। সেলা। হে ঈশ্বরে ভয়
কারীরা তোমরা সকলে আইস ও শুন আমার
প্রানের জন্যে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা আমি
১৭ বলিব। আমার মুখেতে আমি চেঁচাইয়াছিলাম
১৮ ও আমার জিহ্বায় তাঁহাকে বড় করিলাম। আমার
অন্তঃকরনে যদি আমি অযাথার্থ্য আদর করি
১৯ তবে যিহুহা আমার কথা শুনিবেন না। কিন্তু
অবশ্য ঈশ্বর শুনিয়াছেন তিনি আমার প্রার্থনা
২০ কথায় অবধান করিয়াছেন। যিনি আমার প্রার্থনা
ফিরান নাই এব৽ আপন কৃপা আমাহইতে ও
ফিরান নাই সে ঈশ্বর ধন্য।—

গীত নগিনতে প্রধান বাদ্যকারক যে জন তাহার কারণ
৬৭ গীতের গীত এই।—

১ ঈশ্বর আমারদের ওপর অনুগ্রহ করুন এব৽
আমারদিগকে বর দেওন এব৽ পৃথিবীতে তোমার
পথ তুমি জানাও এব৽ তোমার ত্রান সকল দেশীয়
লোকেরদের মধ্যে জানাও এই জন্য আপন মুখ
২ আমারদের প্রতি প্রসন্ন করুন। সেলা। হে ঈশ্বর
৩ লোকেরা তোমার প্রতি ধন্যবাদ করুক সকল
৪ লোকেরাই তোমার প্রতি ধন্যবাদ করুক সকল
লোকেরা আনন্দিত হওক ও উল্লাষেতে গান করুক
কেননা তুমি প্রকৃত মত বিচার করিবা ও পৃথিবীর
৫ সকল দেশীয়েরদিগকে কর্তৃত্ব করিবা। সেলা। হে
ঈশ্বর লোকেরা তোমার প্রশ৽সা করুক সকল
৬ লোকেরাই তোমার প্রশ৽সা করুক। পৃথিবী ফল

উৎপন্ন করিবে ঈশ্বর আমারদের ঈশ্বর ও আমার
৭ দিগকে বর দিবেন। ঈশ্বর আমারদিগকে বর
দিবেন ও পৃথিবীর সকল সীমা তাঁহাকে স্তব করিবে।

গীত ৬৮ প্রধান বাদ্যকারকের জন্য দাওদের এক গীতের
গীত এই।—

১ ঈশ্বর উঠুন তাঁহার শত্রুরা ছিন্ন ভিন্ন হউক যাহারা
তাঁহাকে ঘৃণা করে তাহারা তাঁহার সম্মুখহইতে
২ পালাউক। যেমন ধূম্রা বাতাসে উড়ে তেমন
তাহারদিগকে খেদাইয়া দেও যেমন মোম অগ্নিতে
গলিয়া যায় তেমন ঈশ্বরের সম্মুখহইতে কাপুরুষের
৩ দের সংহার হউক। কিন্তু ধার্ম্মিক লোকেরা হৃষ্ট
হউক তাহারা ঈশ্বরের গোচরে হৃষ্ট হউক
৪ তাহারা উল্লাসিত হইয়া আনন্দ করুক। ঈশ্বরের
নিকটে গীত গাও তাঁহার নামের স্তব গাও।
স্বর্গারূঢ়ের প্রশংসা কর তাঁহার য়িহ * নাম লইয়া
৫ তাঁহার গোচরে ও আনন্দিত হও। আপন ধর্ম্ম স্থানস্থ
ঈশ্বর যিনি তিনি পিতৃহীনের পিতা ও বিধবার বিচার
কর্ত্তা। ঈশ্বর অনাথেরদিগকে গৃহে বাস করান।
৬ তিনি জিঞ্জিরে বন্দিতেরদিগকে তিনি মুক্ত করেন কিন্তু
৭ হঠকারিরদিগকে শুষ্ক ভূমিতে বাস করান। হে
ঈশ্বর আপনি যখন আপনার লোকেরদের আগেং
৮ গিয়াছিলা যখন কাননে গিয়াছিলা। সেলা। তখন
ঈশ্বরের গোচরে পৃথিবী কম্পিল স্বর্গ চুইয়া জল

---

* অর্থাৎ বিভু।—

বর্ষাইল সীনী পর্ব্বত ও ঈশ্বরের সাক্ষাতে নড়িল
৯ অর্থাৎ যিশ্রায়েলের ঈশ্বরের সাক্ষাতে। হে ঈশ্বর
তুমি আপনার অধিকারের উপর উত্তম বৃষ্টি
১০ করিয়াছ ও তাহা ক্লান্ত হইলে বল দিয়াছ। তোমার
মণ্ডলি সেখানে বাস করে। হে ঈশ্বর তুমি আপন
দয়াতে গরিবের কারণ সামগ্রী আয়োজন করিয়াছ।
১১ যিহুহা কথা দিলেন অনেকে তাহা প্রকাশ করিল।
১২ সেনাপতিরা পলাইল পলাইল ও গৃহস্থিত স্ত্রীলোক
১৩ লুট বাঁট করিয়া লইল। তোমরা চলায় শুইয়াছ
বটে তথাপি যে ঘুঘুর পাখা রুপ্যাচ্ছাদিত ও যাহার
পাখা হরিদ্রা বর্ণ সোনার ন্যায় হয় এমত ঘুঘুর ন্যায়
১৪ হইবা। সর্ব্বশক্তিমান তাহার মধ্যে রাজারদিগকে
খেদাইয়া দিতে২ তাহা যেমন সলমোর বরফ তেমন
১৫ শুক্লবর্ণ হইল। ঈশ্বরের পর্ব্বত বশান পর্ব্বতের
১৬ মত বশান পর্ব্বত যেমন উচ্চ তেমন উচ্চ পর্ব্বত। হে
উচ্চ পর্ব্বতেরা কেন মাৎসর্য্য করিয়া দৃষ্টি করিতেছ
এ পর্ব্বতে বাস করিতে ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়াছেন
যিহুহা ও তাহাতে সদাকাল বাস করিবেন।
১৭ ঈশ্বরের রথ কোটি২ তাহাই সহস্র২ দূত যেমন
সীনী ধর্ম্মস্থানে পরমেশ্বর ছিলেন তেমন তাহার
১৮ দের মধ্যে আছেন। তুমি ঊর্দ্ধে গমন করিয়াছ
তুমি লুটকারীরদিগকে লুটে লইয়া গিয়াছ ভগবান
ঈশ্বর তাহারদের মধ্যে বাস করেন এই জন্যে তুমি
মানুষের কারণ দান লইয়াছ এবং দুষ্কৃতি লোকের
১৯ দের জন্যে ও লইয়াছ। যিনি দিনে২ আমারদের

ওপর অনুগ্রহ ভার দিতেছেন সে পরমেশ্বর আমার
২০ দের ত্রাণের ঈশ্বরই হুন । সেলা । আমারদের প্রভু
তারক প্রভু মৃত্যুহইতে ওপার যিহুহা পরমেশ্বর কৃত ।
২১ অবশ্য ঈশ্বর আপন শত্রুরদের মাথা বিন্ধিয়া ফেলি
বেন ও যে জন কুক্রিয়া করিতেছে তাহার চুলযুক্ত চর্ম্ম
২২ বিন্ধিবেন । যিহুহা বলিলেন তোমার পা শত্রুর
২৩ রক্তেতে যেন ডুবিয়া যায় ও তোমার কুকুরেরদের
জিহ্বা যেন তাহাতে রক্ত বর্ন হয় সে কারন আমি
বশনহইতে পুনর্ব্বার আনিব আমি যেমন সমুদ্রের
গভীরহইতে ফিরাইলাম তেমন ফিরাইব । তাহারা
২৪ তোমার গমন দেখিয়াছে হে আমার ঈশ্বর
আমার রাজা পবিত্র স্থানে তোমার গমন ইহা
২৫ দেখিয়াছে । পুথমে গায়ক তারপর বাদকেরা
২৬ তারপর বীনাবাদিকা কন্যারা । মণ্ডলিতে ঈশ্বরের
স্তব কর পরমেশ্বরের স্তুতি যিশরালের ওনইহইতে
২৭ ও কর । সেখানে তাহারদের কর্ত্তা ছোট
বেনিমন তাহারদের সভার সহিত যিহোদার
অধ্যক্ষেরা জবুলন ও নপ্তলীর অধ্যক্ষেরা সেখানে
২৮ তোমার ঈশ্বর তোমার বল আজ্ঞা দিয়াছেন । হে
ঈশ্বর আমার কারন যাহা করিয়াছ তাহা স্থির
কর । তোমার যিরোশলমস্থ মন্দিরের কারন রাজা
২৯ তোমাকে নজর দিবে । নল বনের জন্তুরদিগকে
অনেক২ আঁড়িয়ারদিগকে লোকেরদের কপাতে রৌপ
বাছুরের সহিত বিস্তাও যাহারা রন করিতে চাহে
৩০ তাহারদিগকে ছড়াইয়া ফেল । মিসুরের রাজারা

৩১ আসিবে কূশ দেশ ঈশ্বরের প্রতি কতকাল পরে
হাত বাড়াইবে। হে পৃথিবীর রাজ্যস্থেরা ঈশ্বরের
৩২ নিকটে গীত গাও যিহহার স্থানে গান কর।
সেলা। যিনি পূর্ব্বকালাবধি স্বর্গোপরিস্থ স্বর্গের
৩৩ আরোহন করেন তাঁহার নিকটে। দেখ তিনি রব
প্রকাশ করেন সেই মহা রব। পরাক্রমের প্রশংসা
ঈশ্বরের নিকটে কর তাঁহার মহত্ব যিশরালের
৩৪ উপরে তাঁহার পরাক্রম মেঘে আছে। হে ঈশ্বর তুমি
আপনার ধর্ম্মস্থানহইতে ভয়ঙ্কর। যিনি পরাক্রম
৩৫ ও বল আপন লোককে দিতেছেন তিনি যিশরালের
ঈশ্বর। ঈশ্বর ধন্য।—

গীত ৬৯ প্রধান বাদাকারের জন্য দাঊদের
শোশনির বিষয়।—

হে ঈশ্বর আমাকে ত্রাণ কর কেননা আমার প্রাণে
জল লাগিয়াছে যে গভীর কাদায় দাড়াইবার স্থল
নাই তাহাতে আমি ডুবিয়া রহিয়াছি আমি গভীর
৩ জলে আসিয়াছি এবং বন্যা আমাকে ঢাকিয়াছে।
আমি চেঁচাইতেং পরিশ্রান্ত হইয়াছি আমার নলি শুষ্ক
হইয়াছে আমার ঈশ্বরে ভরসা করনেতে আমার
৪ চক্ষু ক্ষীন হইয়াছে। যাহারা আমাকে অকারন
ঘৃনা করে তাহারা আমার মাথার চুলহইতে অনেক
যাহারা আমার শত্রু অকারন হইয়া আমাকে
হিংসা করিতে চাহে তাহারা বলবান। তখন
যাহা আমি লইলাম না তাহা আমি ফের

৫ দিলাম। হে ঈশ্বর তুমি আমার পাগলামি জ্ঞাত
আছ ও আমার দোষ তোমার দেখন হইতে ঢাকা
৬ নয়। হে সৈন্যের যিহুহা পরমেশ্বর যাহারা তোমার
অপেক্ষা করে তাহারদিগকে আমার কারণে লজ্জিত
হইতে দিও না হে যিশ্রায়েলের ঈশ্বর যাহারা তোমা
কে চেষ্টা করে তাহারদিগকে আমার কারণ বিমুখ
৭ হইতে দিও না। কেননা তোমার জন্যে আমি নিন্দা
পাইয়াছি লজ্জা আমার মুখ ঢাকিয়াছে আমি আপন
৮ ভ্রাতারদের প্রতি বিদেশীর মত হইয়াছি আমার
মাতার পুত্রেরদের প্রতি আমি জাতের বহির্ভূতের মত
৯ হইয়াছি কেননা তোমার মন্দিরের নিমিত্ত উত্তাপ
আমাকে খাইয়া ফেলিয়াছে তোমার নিন্দকেরদের
১০ ধিক্কার আমার উপর পড়িল। যখন আমি ক্রন্দন
করিলাম এবং উপবাসেতে মন খাটো করিলাম
১১ তখন তাহা আমার অভ্রম ছিল। আমি বস্ত্র ছাড়িয়া
চট পরিলাম আমি তাহারদের কাহিনি ছিলাম।
১২ যাহারা দ্বারে বসে তাহারা আমার বিষয়ে কথা
১৩ কহে আমি ও মতোয়ালারদের গীতের বিষয়। কিন্তু
হে যিহুহা গ্রাহ্য কালে আমি তোমার স্থানে
প্রার্থনা করি। হে ঈশ্বর তোমার অনেক কৃপাতে
তোমার মুক্ত করণ সত্যতায় আমার কথা শুন
১৪ আমাকে কাদাহইতে উদ্ধার কর আমাকে নিমগ্ন
হইতে দিও না। যাহারা আমাকে ঘৃণা করে
তাহারদিগহইতে এবং গভীর জলহইতে যেন আমার
১৫ রক্ষা হয় বন্যাতে যেন আমাকে গ্রাস করে না

গভীর যেন আমাকে খাইয়া ফেলে না ও খাদ যেন
১৬ আমার ওপর মুখ বন্ধ করে না। হে যিহুহা
আমার কথা শুন কেননা তোমার দয়া উত্তম তোমার
১৭ অনেক কৃপানুসারে আমার ওপর দৃষ্টি কর। তোমার
মুখ আপন দাসহইতে গুপ্ত করিও না। আমার
দুঃখ আছে সেকারণ আমার কথা শীঘ্র শুন।
১৮ আমার আত্মার নিকট হইয়া তাহাকে মুক্ত কর
আমার শত্রুরা বিবপত্তি করে সেকারণ আমাকে রক্ষা
১৯ কর। আমার ঈম্কান ও লজ্জা ও অভ্রম তুমি জ্ঞাত
আছ আমার সকল শত্রু তোমার গোচরে আছে।
২০ ঈম্কান আমার মনকে ভাঙ্গিয়াছে ও আমি উদ্বেগেতে
পূর্ণ আছি। কোনহ দয়ালুকে আমি চেষ্টা করিলাম
কিন্তু কেহ ছিল না আমি সান্ত্বনাকারীদিগকে ও চেষ্টা
২১ করিলাম কিন্তু পাইলাম না। তাহারা আমাকে পিত্ত
খাইতে দিল ও আমি তৃষিত হইলে তাহারা সির্কা
২২ আমাকে পীতে দিল। তাহারদের মেজ তাহারদের
সন্মুখে ফাঁদ হবে যাহা তাহারদের ভাগ্য হইত
২৩ তাহা তাহারদের ধরিবার কল হবে। যাহাতে
দেখিতে না পারে তাহারদের চক্ষু এমন অন্ধকার
২৪ হবে তাহারদের কমর তুমি নিত্য কম্পাইবা তোমার
ক্রোধ তাহারদের ওপর তুমি ঢালিয়া দিবা তোমার
২৫ মহা কোপ তাহারদিগকে ধরিবে তাহারদের
অট্টালিকা নরশূন্য হইবে ও কেহ তাহারদের তাম্বুতে
২৬ বাস করিবে না। কেননা যাহাকে তুমি মারিয়াছ
তাহার বিপক্ষতা তাহারা করে ও যে লোকেরা তোমার

২৭ কর্ত্তৃক প্রহারিত হয় তাহারদের ব্যথা বাড়াইতে
তাহারা কথা কহে। তাহারদের অযাথার্থ্যের উপর
অযাথার্থ্য তুমি হিসাবে ধরিবা তাহারা তোমার
২৮ যাথার্থ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না। তাহারদের
নাম জীবত লোকের ফর্দ হইতে কাটা যাবে
২৯ ধার্ম্মিকেরদের সহিত তাহারা লেখা যাবে না। কিন্তু
আমি দুঃখী ও ক্ষোভিত হে ঈশ্বর তোমার কর্ত্তৃক
৩০ উদ্ধার যেন আমাকে উঠায়। আমি গীত গানে
ঈশ্বরের নামের স্তব করিব আমি ধন্যবাদ তাঁহা
৩১ কে বাড়াইব * শৃঙ্গি ও খুরযুক্ত গরু কিম্বা আড়িয়া
হইতে ইহা যিহোহার দৃষ্টিতে ভাল হইবে নম্র
৩২ লোক তাহা দেখিবে ও আনন্দ করিবে। হে ঈশ্বর
চেষ্টকেরা তোমারদের অন্তঃকরণ সদাকাল বাঁচিবে।
৩৩ কেননা যিহোহা দরিদ্র লোকেরদের কথা শুনেন
এবং তাঁহার বন্দুয়ানেরদিগকে তুচ্ছ করেন না।
৩৪ স্বর্গ ও পৃথিবী তোমার স্তব করিবে সমুদ্র ও তাহাতে
৩৫ যাহা চরে তাহারাও স্তব করিবে কেননা ঈশ্বর
সীয়োনকে ত্রাণ করিবেন তিনি যিহোদার সহর সকল
আবাদ করিবেন এবং তাহারা সেখানে বাস করিবে
৩৬ ও তাহা অধিকার করিয়া লইবে। তাঁহার দাসেরদের
সন্তান ও তাহা অধিকার করিয়া লইবে যাহারা তাঁহার
নাম প্রেম করে তাহারা তাহাতে বাস করিবে।—

গীত প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে মনে দেওনার্থে দাঊদের
৭০ এক গীত এই।—

* অর্থাৎ তোমার বড় প্রশংসা করিব।—

১ হে ঈশ্বর আমার উদ্ধারের নিমিত্তে শীঘ্র আইস হে
২ য়িহুহা আমার উপকার করিতে শীঘ্র আইস। যাহারা
আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করে তাহারা লজ্জিত
ও বিমুখ হবে যাহারা আমার মন্দ চাহে তাহারা
৩ পরাবৃত্ত হইয়া বিমুখ হবে। যাহারা বলে আহ্লাং
ভালং তাহারা আপনারদের লজ্জার ফলেতে পরাবৃত্ত
৪ হবে। যাহারা তোমাকে চেষ্টা করে তাহারা হৃষ্ট ও
আনন্দিত হবে যাহারা তোমার কর্তৃক ত্রাণ ভাল
বাসে তাহারা নিত্য কহুক ঈশ্বরের মাহাত্ম্য হওক।
৫ কিন্তু আমি দুঃখী ও দিনহীন হে ঈশ্বর আমার
উপকারী ও তারক শীঘ্র আইস হে য়িহুহা বিলম্ব
করিও না।—

গীত হে য়িহুহা তোমাতে আমি ভরসা রাখি কখন
৭১ আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না। তোমার যাথার্থ্যেতে
আমাকে নিস্তার কর এবং আমাকে বাঁচাও অবধান
৩ কর ও আমাকে রক্ষা কর। যাহাতে আমি সদত
যাইতে পারি এ আমার শক্ত আশ্রয় হও তুমি আমাকে
রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়াছ কেননা তুমি আমার পর্বত
৪ ও আমার গড়। হে আমার ঈশ্বর আমাকে
পামরের হাতহইতে ও ঘোরকর্ত্তা ও নির্দয় মানুষের
৫ হাতহইতে ত্রাণ কর। কেননা হে পরমেশ্বর তুমি
আমার ভরসা হে য়িহুহা বালক কালাবধি তুমি
৬ আমার বিশ্বাস পাত্র। আমি উদরস্থ কালাবধি তোমার
উপর পড়িয়াছি তুমি মাতৃগর্ভস্থ হওয়া অবধি আমার
৭ পালক আমি তোমার নিত্য স্তব করিব। আমি
অনেকের প্রতি অদ্ভুতের মত ছিলাম কিন্তু তুমি আমার

৮ মজবুত আশ্রয়। আমার মুখ সমস্ত দিন তোমার
৯ স্তবেতে ও তোমার মহাত্ম্যেতে পূর্ণ হউক। বৃদ্ধ
কালে আমাকে ত্যাগ করিও না আমি দুর্ব্বল হইলে
১০ আমাকে ছাড়িয়া দিও না। কেননা আমার শত্রুরা
আমার বিষয়ে কথা কহে যাহারা আমার প্রাণ
ধরিবার নিমিত্তে লুকাইয়া থাকে তাহারাও একত্র হইয়া
১১ পরামর্শ করিয়া এ কথা কহে ঈশ্বর তাহাকে ত্যাগ
১২ করিয়াছেন তাড়িয়া ধর কেননা রক্ষাকর্ত্তা নয়। হে
ঈশ্বর আমাহইতে দূর হইও না হে ঈশ্বর আমার
১৩ উপকার করিতে শীঘ্র আইস। আমার প্রাণের
শত্রুরা লজ্জিত হবে ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে যাহারা
আমার হিংসা করিতে চাহে তাহারা ভর্ৎসনেতে ও
১৪ অপমানেতে আচ্ছাদিত হবে কিন্তু আমি নিত্য ভরসা
১৫ করিব এবং আরং তোমাকে স্তব করিব আমার
মুখ তোমার বীর্য্য ও উদ্ধার করনের বাক্য সমস্ত দিন
প্রকাশ করিবে কেননা তাহার সংখ্যা আমি জানি না।
১৬ আমি যিহুহা পরমেশ্বরের বলে গমন করিব আমি
১৭ তোমার বীর্য্য তোমারি কেবল ইহা বলিব। হে ঈশ্বর
তুমি আমাকে বালককালাবধি শিক্ষা করাইয়াছ সে
১৮ কারণ এপর্য্যন্ত তোমার আশ্চর্য্য আমি কহিব। এতৎ
কালীন লোকেরদের কাছে তোমার হস্তকৃত ও ভবি
ষ্যৎকালীন লোকেরদের কাছে তোমার সামর্থ্য বৃত্ত
যে পর্য্যন্ত আমি প্রকাশ না করি সে পর্য্যন্ত আমি বৃদ্ধ
ও পাকা চুল বিশিষ্ট হইয়া ও আমাকে ত্যাগ করিও
১৯ না। হে ঈশ্বর তোমার বীর্য্য অতিশয় তুমি মহাকার্য্য

২০ করিয়াছ হে ঈশ্বর তোমার তুল্য কে ?। তুমি যে বড়
ও কঠিন দুঃখ আমাকে দেখাইয়াছ তুমি ফিরিয়া
আমাকে বাঁচাইবা তুমি ফিরিয়া পৃথিবীর গভীর স্থান
২১ হইতে আমাকে উদ্ধার করিবা আমার গৌরব তুমি
বাড়াইবা তুমি আমাকে সান্ত্বনাতে বেষ্টিত করিবা।
২২ হে আমার ঈশ্বর আমি নবল বাজানেতে তোমার
অর্থাৎ তোমার সত্যতা প্রশংসা করিব হে
য়িশরায়েলের ধর্ম্ম আমি তোমার নিকট বীন বাজাইয়া
২৩ গাইব। যখন তোমার নিকটে আমি গীত গাই তৎ
কালে আমার ওষ্ঠাধর এবং আমার যে প্রাণ তুমি
উদ্ধার করিয়াছ তাহারা আনন্দ প্রচার করিবে।
২৪ সমস্ত দিন আমার জিহ্বা তোমার ধর্ম্ম কহিবে কেননা
যাহারা আমাকে হিংসা করিতে চাহে তাহারা লজ্জিত
হইল তাহারা ও বিমুখ হইল।—

গীত ৭২

সলমনের জন্যে এক গীত।—

হে ঈশ্বর তোমার দণ্ডনীতি বিদ্যা রাজাকে দেহ
২ তোমার ধর্ম্ম রাজপুত্রকে ও দেও। তিনি যাথার্থ্য
তোমার লোকেরদের উপর কর্তৃত্ব করিবেন ও তোমার
দীনহীন লোকেরদের উপর দণ্ডনীতি মতে কর্তৃত্ব
৩ করিবেন। লোকেরদের প্রতি পর্ব্বতেরা মঙ্গল
উৎপত্তি করিবেক ও গিরিগণ ধর্ম্মেতে উৎপন্ন
৪ করিবেক। তিনি দুঃখী লোকেরদের বিচার
করিবেন তিনি অকিঞ্চনেরদের সন্তানেরদিগকে
রক্ষা করিবেন এবং দুরাত্মারদিগকে চূর্ণ করিবেন।
৫ যাবৎকাল সূর্য্য ও চন্দ্র থাকে তাবৎ পুরুষ পুরুষানু

৬ ক্রমে তাহারা তোমাকে ভয় করিবে। যেমন বৃষ্টি
ঘাসের উপর ও যেমন ঝড়ি পৃথিবীতে তেমন তিনি
৭ পড়িবেন। তাঁহার কালে ধার্ম্মিকেরা গাছের ন্যায়
বাড়িবে এবং চন্দ্র যত দিন থাকে সে পর্য্যন্ত অনেক
৮ মঙ্গল হবে। তিনি ও সমুদ্রহইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত ও
৯ নদীহইতে পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করিবেন।
কানন বাসীরা তাঁহার গোচরে প্রণাম করিবে এবং
১০ তাঁহার শত্রুগন ধুলা চাটিবে। তার্ষিসের ও উপ
দ্বীপের রাজা নজর আনিবে শবার ও সবার রাজারা
১১ দান আনিবে। সকল রাজারা ও তাঁহার নিকটে প্রণাম
করিবে সকল দেশীয়েরা তাহার সেবা করিবে কেননা
তিনি প্রার্থক গরিব ও দুঃখী ও অনাথকে উদ্ধার
১২ করিবেন। কেননা তিনি গরিব ও দরিদ্রদিগকে
১৩ ক্ষমা করিবেন তিনি দিনহীনদের প্রান রক্ষা
করিবেন তিনি তাহারদের প্রাণ ফাঁকি ও দৌরাত্ম্য
১৪ হইতে রক্ষা করিবেন ও তাহারদের রক্ত তাঁহার
১৫ দৃষ্টিতে বহুমূল্য হইবে। তিনি সজীব থাকিবেন
ও শবার স্বর্ণ তাঁহাকে দিতে হইবে তাঁহার কারণ
১৬ নিত্য প্রার্থনা করিতে হইবে ও তিনি ধন্য লোকেরা
প্রতিদিন ইহা কহিবে। পৃথিবীতে পর্ব্বতের শৃঙ্গস্থ
কিঞ্চিত শস্য হইবে তাহার ফল লবাননের মত
লড়িবে ও সহর বাসীরা পৃথিবীর ঘাসের মত বাড়িবে।
১৭ তাঁহার নাম সদাকাল থাকিবে যাবৎকাল সূর্য্য
বিদ্যমান তাবৎ তাহার নাম থাকিবে সকল লোকেরা
১৮ তাঁহার আশ্রয়ে ধন্য হইবে ও সকল দেশীয়েরা

১৯ তাঁহাকে ধন্য করিয়া বলিবে। যে যিহুহা ঈশ্বর
যিশরায়েলের ঈশ্বর বই কেহ আশ্চর্য্য করে না তিনি
ধন্য ও তাঁহার তেজোময় নাম সদাকাল ধন্য হউক
২০ পৃথিবী তাঁহার মাহাত্ম্যেতে ও পূর্ণ হউক। আমেন
ও আমেন। যিশির পুত্র দাঊদের প্রার্থনা সাঙ্গ
হইল।

গীত আসফের এক গীত।
৭৩ ঈশ্বর অবশ্য যিশরায়েল লোকেরদের নির্ম্মলান্তঃ
২ করণ লোকেরদের মঙ্গলকারী আছেন। কিন্তু
৩ আমার পাপ্রায় স্খলিত আমার পাদবিন্যাস প্রায়
৪ পিছলিয়াছে আমি অজ্ঞানেরদিগকে ও দুষ্ট লোকের
৫ দের মঙ্গল দেখিয়া বিষাদে জ্বলিলাম কেননা তাহার
দের মরণে শটঘট নাই তাহারদের বল পরিপূর্ণ
তাহারা অন্য লোকেরদের মত ব্যামহ পায় না তাহারা
আর২ লোকেরদের মত দুঃখী নয় সেকারণে
৬ অহঙ্কার হারের ন্যায় তাহারদিগকে বেষ্টন করে
তাহারা যেমন বস্ত্রেতে পরিহিত তেমনি দৌরাত্ম্যেতে।
৭ তৈলতাতে তাহারদের চক্ষু উপরি উঠিয়া থাকে
তাহারা অন্তঃকরণের বাসনার অধিক পায়।
৮ তাহারা নষ্ট ও দৌরাত্ম্য করিতে কুপরামর্শ করে।
তাহারা অহঙ্কারি কথা কহে তাহারা স্বর্গের বিপ
৯ রিতে মুখ রাখে তাহারদের জিহ্বা পৃথিবীর সীমা
১০ পর্য্যন্ত বেড়াইয়া যায়। অতএব তাহার লোকেরা
ফিরিয়া এখানে আইসে ও পূর্ণ পেয়ালার জল
১১ তাহারদের কাছে নিংড়ানো হইয়াছে। তাহারা

বলে ঈশ্বর কেমন করিয়া জানেন? সর্ব্বব্যাপ্তের কি
১২ জ্ঞান আছে?। দেখ দুষ্টেরা এই । ইহারদের সৌভাগ্য
১৩ চিরকাল আছে ও সম্পত্তি বাড়ে । অবশ্য আমি
আপন মন বৃথা পরিস্কার করিয়াছি ও নির্ম্মলতায় হাত
১৪ বৃথা ধুইয়াছি । আমি দিনে দিনে প্রহারিত ছিলাম
ও প্রতি প্রাতে সাজা পাইলাম । ইহা কহিব এই কথা
১৫ যদি আমি কহি তবে দেখ তোমার লোকেরদের
১৬ সন্তানেরদের প্রতি বাধা জন্মাইব । আমি ইহা
১৭ জানিব এই যখন চাওরাইলাম তখন ঈশ্বরের ধর্ম্ম
স্থানে যাবার পূর্ব্বে আমার গোচরে তাহা দুঃখদায়ী
ছিল সেখানে গেলে আমি তাহারদের শেষ বুঝি
১৮ লাম । অবশ্য তুমি তাহারদিগকে পিছিলা জায়গায়
রাখিয়াছ তুমি তাহারদিগকে সংহারে ফেলিয়া
১৯ দিয়াছ । এক নিমিষের মধ্যে লোকেরা যেমন
পড়ে তাহারা সেমত কেমন সংহারে পড়ে তাহারা
২০ সঙ্কটে অত্যন্ত ক্ষয় হইয়াছে । যেমন জাগৃত কালে
স্বপ্ন তুচ্ছ করে তেমন হে যিহুহা তুমি জাগিতেং
২১ তাহারদের রূপ তুচ্ছ করিবা । এমত আমার
অন্তঃকরণ ব্যকুল ছিল ও আমি অন্তরে ব্যথিত
২২ ছিলাম । আমি এমত অজ্ঞান ছিলাম ও বুঝিলাম
না তোমার গোচরে আমি পশুর মত ছিলাম !
২৩ কিন্তু আমি নিত্য তোমার সহিত থাকি তুমি
দক্ষিণ হাত ধরিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছ ।
২৪ তুমি আপনার পরামর্শে আমাকে পথ দেখাইবা
২৫ তৎপরে আমাকে মোক্ষে লইবা । স্বর্গে তোমা

২৬ বই আমার কে আছে? পৃথিবীতেও তোমা বই
আমি কাহাকে চাহি না। আমার শরীর ও আমার
অন্তঃকরণ দুর্ব্বল হয় ঈশ্বর আপনি আমার
অন্তঃকরণের বল ও সদাকালের অধিকার আছেন।
২৭ দেখ যাহারা তোমাহইতে দূর হয় তাহারদের সং-
হার হইবে যাহারা উপপতি করিতেং তোমাহইতে
২৮ যায় * তাহারদিগকে তুমি ছেদন করিবা। কিন্তু
ঈশ্বরের নিকটে যাওয়া আমার ভাল তোমার সকল
কার্য্যের কথা কহিবার জন্য আমি পরমেশ্বর খ্রিষ্টহায়
ভরসা করিয়াছি।—

গীত ৭৪ জ্ঞান দেওনার্থে আসফের এক গীত এই।—

হে ঈশ্বর তুমি কেন অশেষ কাল পর্য্যন্ত আমার
দিগকে ছাড়িয়া দিয়াছ তোমার ক্রোধের ধূমা কেন
২ আপন ক্ষেত্রের মেষের উপর উঠে। আপনার পূর্ব্বকা
৩ লের ক্রীত মণ্ডলি মনে কর তোমার ? মুক্ত অধিকার
ও যাহাতে আপনি বাস করিয়াছ এই সায়ন পর্ব্বত
৪ তাহাকে মনে কর। তোমার ধর্ম্ম স্থানে যে সকল
প্রকার কুক্রিয়া শত্রুরা করিয়াছে তাহাতে যে নিত্য
ওয়েরান হইয়াছে তাহার উপরে তোমার পা উঠাও †।

---

* অর্থাৎ যাহারা পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া
দেবতার পূজা করে সে লোকেরদিগকে ঈশ্বর ছেদন
করিবেন।—

† অর্থাৎ আমারদের এ সকল ক্ষেতি দেখিতে
আইস।—

তোমার সভা স্থানে তোমার শত্রুরা গর্জ্জে তাহারা
৫ চিহ্নের জন্য আপনারদের নিশান তুলে। পূর্বের
মানুষ নিবিড় বনে কুড়াল হাতে করিয়া উদ্যমানু-
৬ সারে খ্যাত হইয়াছিল কিন্তু এখন তাহারা কুড়াল ও
হাতুড়ি দিয়া একবার তাহার খোদকারি কার্য্য ভাঙ্গিয়া
৭ ফেলিয়াছে। তাহারা তোমার ধর্ম্মস্থান অগ্নিতে
পোড়াইয়াছে তোমার নামের বসতি অশুচি করিয়া
৮ মৃত্তিকাতে ফেলিয়া দিয়াছে। তাহারা মনে২ বলিয়াছে
আইস আমরা তাহারদিগকে সকল সুদ্ধ নষ্ট করি
দেশে ছিল ঈশ্বরের যত সভাস্থান সে সকল তাহারা
৯ পোড়াইয়াছে। আমরা আপনারদের চিহ্ন দেখি না
ভবিষ্যদ্বক্তা আর কেহ নাই কতকাল পর্য্যন্ত এ হবে
১০ ইহা আমারদের মধ্যে কেহ জানে না। হে ঈশ্বর
শত্রু কতকাল নিন্দা করিবে? শত্রু কি সর্দকাল
১১ তোমার নামে পাষণ্ডতা করিবে?। তোমার হাত
অর্থাৎ তোমার দক্ষিণ হাত কেন ফিরাইতেছ? তাহা
১২ আপন বক্ষস্থইতে বাহির কর। পৃথিবীর মধ্যে
ত্রাণ করেন যে ঈশ্বর তিনি পুথমাবধি আমার রাজা
১৩ তুমি আপনার পারক্রমেতে সমুদ্র দুইভাগ করিয়াছ
১৪ ও জলে তনিনেরদের * মাথা ভাঙ্গিয়াছ তুমি লোইত
নের † মাথা চূর্ণ করিয়াছ তুমি তাহাকে খাইবার
৫ কারণ বনবাসী লোকেরদিগকে দিয়াছ। তুমি

---

* অর্থাৎ সর্প কিম্বা আর কোন হিংসক জন্তু।
† অর্থাৎ কুম্ভীর কিম্বা আর কোন হিংসক জন্তু।

ওপই ও বন্যা দুই ভাগ করিয়াছ এবং বড় নদীর
১৬ দিগকে শুষ্ক করিয়াছ। দিন তোমার রাত্রি ও তোমার
১৭ তুমি আলো ও সূর্য্য প্রস্তুত করিয়াছ। পৃথিবীর
সকল সীমা তুমি নিরূপন করিয়াছ। তুমি গ্রীষ্ম
১৮ ও শীতকাল করিয়াছ। হে যিহুহা শত্রু অপমান
করিয়াছে এবং অজ্ঞান লোক তোমার নামে পাষণ্ডতা
১৯ করিয়াছে ইহা মনে কর। তোমার ঘুঘুর প্রান বন
পশুকে দিও না তোমার বড় দুঃখী লোকের দিগকে
২০ সদাকাল বিস্মৃত হইও না। আপনার বন্দোবস্ত মনে
কর কেননা পৃথিবীর অন্ধকারময় স্থান নির্দ্দয়
২১ বসতিতে পূর্ণ আছে। অন্যায় পীড়িতেরা লজ্জিত হইয়া
যাহাতে না ফিরে তা কর গরিব ও দরিদ্র তোমার
২২ নামের স্তব করুক। হে ঈশ্বর ওঠ আপনার মকর্দ্দম
আপনি কর অজ্ঞান লোকেরা সমস্ত দিন তোমার
২৩ অপমান যে করে করে তাহা মনে রাখ। তোমার
শত্রুদের রব বিস্মৃত হইও না। যাহারা উঠিয়া
তোমার বিপক্ষতা করে তাহারদের ধ্বনি নিত্য
বাড়ে।—

গীত আলতাস্থিতে প্রধান বাদ্যকারক যে জন তাহার
৭৫ দ্বারায় আসফের কারন এক গাইবার গীত এই।—

হে ঈশ্বর আমরা তোমার স্তব করি আমরা
তোমার স্তব করি কেননা তোমার নাম নিকট
তাহা তোমার আশ্চর্য্য কার্য্যেতে জানা যায়।
২ নিরূপিত সময় হইলে আমি প্রকৃত বিচার করিব। দেশ
৩ ও তাহার সকল নিবাসীরা গলিয়া যায় আমি তাহার

৪ যাহের ভার লই। সেলা। আমি অজ্ঞান লোককে
বলিলাম অজ্ঞান হইও না ও পাপরকে বলিলাম
৫ তোমরা শৃঙ্গ উচ্চ করিও না। শৃঙ্গ বড় উচ্চ করিও
৬ না অনম্র গলায় কথা কহিও না কেননা বাদ্ধক্য
পূর্ব্বদিগহইতে নয় পশ্চিমদিগহইতে ও নয় পর্ব্বতস্থ
৭ কাননহইতে ও নয়। কিন্তু ঈশ্বর বিচার করেন তিনি
কাহাকে ছোট করেন কাহাকে ও বড় করেন।
৮ কেননা যিহুহার হাতে এক পাত্র আছে তাঁহাতে যে
দ্রাক্ষারস আছে সে রাঙ্গা তাহা সমাক মিশ্রিত
হইয়াছে তিনি তাহা ঢালেন কিন্তু পৃথিবীর সকল
৯ পাপর তাহার থিতিনি নেংড়িয়া খাইবে। কিন্তু আমি
নিত্য প্রকাশ করিব আমি যাকুবের ঈশ্বরের প্রতি
১০ গীত গাইব। আমি পাপরের সকল শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া
ফেলিব। কিন্তু ধার্ম্মিকেরদের শৃঙ্গ উঠাইতে হইবে।

গীত নগীনতে প্রধান বাদ্যকারক যে তন তাহার দ্বারে
৭৬ আসফের জন্য এক গাইবার গীত এই।—

যিহোদায় ঈশ্বর জানা যান যিশরালে তাঁহার নাম
বড়। শালেমে তাঁহার বাসা সীয়নে তাঁহার বাড়ী
সেখানে ধনুকের জ্বলন্ত বাণ ও ঢাল ও তলোয়ার
ও সংগ্রাম তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেলা।
৪ তুমি শিকারের পর্ব্বত হইতে মহিমাযুক্তা। বলবদন্তঃ
৫ করন লোকেরা নষ্ট হইয়াছে তাহারা নিদ্রা গিয়াছে
সকল বলবান লোকেরদের মধ্যে কেহ হাত পাইল
৬ না। হে যাকুবের ঈশ্বর তোমার ধমকানেতে রথ ও
অশ্ব বড় নিদ্রায় পড়িয়াছে। তুমি তুমিই ভেতব্য তুমি

৮ ক্রুদ্ধ হইলে তোমার সাক্ষাতে কেডা দাঁড়াইতে পারে।
৯ স্বর্গ হইতে তুমি আপন বিচার শুনাইয়াছ হে ঈশ্বর
পৃথিবীর বিচার করনের নিমিত্তে ও নম্র লোকেরদিগকে
রক্ষা করিবার নিমিত্তে তুমি উঠিলে পৃথিবী ভয় করিল
১০ ও অনড় থাকিল। সেলা। অবশ্য মানুষের ক্রোধ
তোমার প্রশংসা করিবে বক্রি ক্রোধ তুমি বারণ
১১ করিবা। ও হে তোমরা মানন কর এবং যিহুহা
ঈশ্বরের নিকটে মানন পূর্ণ কর। যিনি ভেতব্য
তাঁহার চতুর্দ্দিগস্থ লোকেরা তাঁহাকে নজর দিউক
১২ তিনি অধ্যক্ষেরদের আত্মাকে ছেদন করিবেন তিনি
পৃথিবীর রাজারদের প্রতি ভয়ঙ্কর আছেন।—

গীত ৭৭ প্রধান বাদ্যকারক যে জন তাঁহার কারণ যিদোতনের দ্বারায় আসফের এক গীত।—

১ আমি রব করিয়া ঈশ্বরের কাছে কাকুতি করিলাম
আমি রব করিয়া ঈশ্বরের কাছে কাকুতি করিলে তিনি
২ আমার নিবেদনে অবধান করিলেন। আমার
৩ দুর্দ্দশা কালে আমি পরমেশ্বরকে চেষ্টা করিলাম
আমি রাত্রিতে আমার হস্ত বিস্তার করিতে ছাড়ি
লাম না আমার মন সান্ত্বনা হইতে অবজ্ঞা করিল।
আমি ঈশ্বরের স্মরণ করিয়া ভাবিত ছিলাম আমি
চিন্তা করিলাম এবং আমার মন বিমগ্ন ছিল।
৪ সেলা। তুমি আমার চক্ষু জাগৃত রাখিয়াছ
আমি যেন কথা কহিতে না পারি তেমন দুঃখী
৫ হইয়াছি। আমি পূর্ব্ব কালের দিন স্মরণ করিলাম
পূর্ব্ব পুরুষের কালীন দিনো স্মরণ করিলাম।

৬ আমার রাত্রে গীত মনে পড়িল আমি অন্তঃকরণে
চিন্তা করিলাম ও আমার আত্মা অনেক চেষ্টা করিল।
৭ পরমেশ্বর কি সদা দূরে রহিবেন? কি তিনি আর
৮ কৃপাবান হইবেন না?। যেন আর কখন হবে না
তাঁহার দয়া কি এই মত ষোলোয়ানাই গিয়াছে?
তাঁহার প্রতিজ্ঞা কি পুরুষানুক্রমে ক্ষীণ হইবে?।
৯ প্রভু কি কৃপা করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন? তিনি কি
১০ ক্রুদ্ধ হইয়া স্নেহরূপ দয়া বন্ধ করিয়াছেন?। সেলা।
পরে আমি কহিলাম এ আমার দুর্ব্বলতা সর্ব্বোচ্চের
১১ দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়ার কাণ্ড আমি মনে করিব। আমি
যিহোহার ক্রিয়া মনে করিব অবশ্য আমি তোমার
১২ পূর্ব্বাশ্চর্য্য মনে করিব। তোমার সকল কার্য্য ও
১৩ আমি চিন্তা করিব তোমার ক্রিয়ার কথা আমি কহিব।
হে ঈশ্বর ধর্ম্মস্থানে তোমার পথ। আমারদের ঈশ্বরের
১৪ মত বড় কোন প্রভু আছে?। তুমি আশ্চর্য্যকারক
প্রভু তুমি আপনার পরাক্রম লোকেরদের প্রতি জানাই
১৫ য়াছ। তোমার লোকেরদিগকে তাহাই যাকুব ও
যুসফের সন্তানেরদিগকে তুমি আপনার হাতে উদ্ধার
১৬ করিয়াছ। সেলা। হে ঈশ্বর জল তোমাকে দেখিল
জল তোমাকে দেখিয়া প্রসব ব্যথা পাইল গভীর
১৭ স্থল কাঁপিল। মেঘেরা বর্ষিল আকাশ শব্দ করিল
১৮ তোমার বাণ এড়িয়া গেল তোমার মেঘের গর্জ্জন
স্বর্গে শুনা গেল বিদ্যুৎ ক্ষিতিতে আলো করিল
১৯ পৃথিবী নড়িল ও কাঁপিল। সিন্ধুতে তোমার পথ
মহা জলে তোমার পথ তোমার পদচিহ্ন জানা যায়

২০ না।   তোমার লোকেরদিগকে পালের মত মোশা ও
আহারোনের হাতে তুমি চরাইয়াছ।—

গীত ৭৮   শিক্ষের জন্যে আসফের এক গীত এই।—

হে আমার লোক আমার শাস্ত্র শুন আমার
২ মুখের কথায় অবধান কর   আমি উপদেশ কথা
৩ কহিতে মুখ খুলিব   আমরা যাহা শুনিয়া জ্ঞাত
হইয়াছি আমারদের পিতৃলোকেরা যে পূর্ব্ব কালের
কথা আমারদিগকে বলিয়াছিলেন সে কথা আমি
৪ প্রকাশ করিব।   আগামী লোকেরদের কাছে
য়িহোহার স্তুতি কহিয়া এবং তাঁহার পরাক্রম ও তিনি
যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছেন তাহা ও প্রকাশ করিয়া
আমরা তাহারদের সন্তানেরদের কাছে তাহা গোপন
৫ করিব না। কেননা আগামী লোকেরা অর্থাৎ যাহারা
জন্মিবে তাহারদের সন্তানেরা যেন য়িহোহাতে ভরসা
৬ রাখে এবং ঈশ্বরের ক্রিয়া বিস্মৃত যেন না হয় কিন্তু
তাহারা আজ্ঞা যেন পালন করে ও তাহারদের পিতৃ
লোকেরা যেমন ভ্রষ্টপথগামী ও হজ্জুতি লোক ছিল
এবং উপযুক্ত ক্রিয়াতে মনোযোগ না করিত ও
ঈশ্বরের প্রতি যাহারদের মন স্থির না থাকিত
তাহারা আপনারদের এই পিতৃলোকেরদের মত না
৭ হয় এই জন্যে তাহারদের কাছে তাহা কহিবে এই
নিমিত্ত তাহারা সে কথা আপন সন্তানেরদের প্রতি
৮ কহিবার কারণ যে শাস্ত্র তিনি আমারদের পিতৃ
লোকেরদিগকে দিয়াছিলেন সে সাক্ষী কথা তিনি
যাকুবে স্থাপন করিলেন ও সে শাস্ত্র য়িশরায়েলে

৯ নিরূপন করিয়াছিলেন। আফ্রিমের সন্তানেরা সসজ্জ ও
ধনুর্দ্ধর হইয়া সংগ্রামদিনে ফিরিল তাহারা ঈশ্বরের
১০ বন্দোবস্ত রাখিল না এবং তাঁহার শাস্ত্রের মত
১১ চলিতে অবজ্ঞা করিল। তাঁহার ক্রিয়া ও তাঁহার যে
আশ্চর্য্য তাহারদিগকে দেখাইয়াছিলেন তাহাও
১২ বিস্মৃত হইল। মিস্রের দেশ ও সুআন মাঠে তাহার
দের পিতৃলোকেরদের গোচরে তিনি আশ্চর্য্য করিয়া
১৩ ছিলেন তিনি সমুদ্র ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে দিয়া
তাহারদিগকে গতি করাইয়াছিলেন তিনি রাশির মত
১৪ জল করিয়াছিলেন। দিনে তিনি মেঘেতে এবং সমস্ত
রাত্রি অগ্নির আলোতে তাহারদিগকে পথ দেখাই
১৫ য়াছিলেন। যেমন মহা গভীর হইতে পান করা যায়
তেমন তিনি কাননে পর্ব্বত ফাটাইয়া তাহারদিগকে
১৬ পান করিতে দিয়াছিলেন। তিনি পর্ব্বত হইতে স্রোত
বাহির করিয়াছিলেন ও নদীর ন্যায় জল বহাইয়াছি
১৭ লেন। তাহারা নির্জ্জন বনে সর্ব্বাধ্যক্ষের ক্রোধ জ্বাল
১৮ নেতে আরও অধিক পাপ করিল তাহারা অন্তঃ
করণে আপনারদের ইষ্টভক্ষ্য চাহনেতে প্রভুর
১৯ পরীক্ষা লইয়াছিল তাহারা ঈশ্বরের বিপরিতে কথা
কহিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল ঈশ্বর কি অরণ্যে
২০ মেজ সাজাইতে পারেন?। দেখ তিনি পর্ব্বতে
বাড়ি মারিয়াজল বাহির করাইলেন ও স্রোত উঠিল
তিনি কি অন্ন ও আপনার লোককে দিতে পারেন?
২১ তিনি কি মাংস দিতে পারেন?। তৎকালে
২২ যিহুহা তাহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ও

২৩ ওপরিস্থ মেঘকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন ও স্বর্গের দ্বার
২৪ খুলিয়াছিলেন তিনি তাহারদের খাইবার কারণ
মান্না বর্ষাইয়াছিলেন ও স্বর্গীয় শস্য তাহারদিগকে
২৫ দিয়াছিলেন মনুষ্য পরাক্রান্তেরদের খাদ্য খাইয়া
ছিল তথাচ তাহারা ঈশ্বরে আস্থা করিল না ও
তাঁহার ত্রাণে বিশ্বাস করিল না সেকারণ আনল
যাকুবে জ্বলিল এবং য়িশ্রায়েলের ওপর ক্রোধ
২৬ পড়িল। তিনি তৃপ্তি পর্য্যন্ত ও তাহারদিগকে
২৭ খাইতে দিয়াছিলেন। তিনি পূরবিয়া বাতাস বহাইয়া
ছিলেন এবং আপনার পরাক্রমে দক্ষিণ বায়ু বহা
২৮ ইয়াছিলেন এবং ধূলার ন্যায় মাংস তাহারদের
ওপর বর্ষাইয়াছিলেন ও সমুদ্রের বালুর ন্যায় পাখা
বিশিষ্ট পক্ষী বর্ষাইয়াছিলেন ও তাহারদের ছাওনির
মধ্যে তাহারদের বসতির চতুর্ভিতেই তাহা পড়াইয়া
২৯ ছিলেন অতএব তাহারা খাইয়া তৃপ্ত হইয়াছিল
কেননা তিনি তাহারদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া
৩০ ছিলেন। তাহারা আপনারদের লোভ ত্যাগ করিল
৩১ না। যে কালে তাহারদের ভক্ষ্য মুখে ছিল সে
কালে ঈশ্বরের ক্রোধ তাহারদের ওপর জ্বলিয়া
তাহারদের হৃষ্টপুষ্ট লোককে হত্যা করিল এবং
য়িশ্রায়েলের মনোনীত লোকেরদিগকে মারিয়া ফেলিল।
৩২ তাহা হইলে ও তাহারা আর২ পাপ করিল ও তাহার
৩৩ আশ্চার্য্য ক্রিয়ায় আস্থা করিল না অতএব তিনি
শূন্যতায় তাহারদের দিন ক্ষেপ করিলেন ও ব্যাস্তহে
৩৪ তাহারদের বৎসর ক্ষেপ করিলেন। তিনি তাহার

দিগকে বধ করিলে তাহারা তাঁহাকে চেষ্টা করিল
৩৫ এবং ফিরিয়া ভোরে প্রভুকে চেষ্টা করিল। ঈশ্বর
যে তাহারদের পর্ব্বত ও সর্ব্বোর্দ্ধ প্রভু তাহারদের
৩৬ মুক্তিদাতা ইহা তাহারা ও মনে করিল। কিন্তু তাহারা
মুখে তাঁহার স্তব করিল ও জিহ্বাতে তাঁহার স্থানে
৩৭ মিথ্যা কথা কহিল কেননা তাহারদের অন্তঃকরণ
তাঁহারপ্রতি স্থির ছিল না ও তাহারা তাঁহার বন্দো
৩৮ বস্তে বিশ্বস্ত ছিল না। কিন্তু তিনি দয়াতে পূর্ণ হইয়া
তাহারদের অযাথার্থ্য মাফ করিয়াছিলেন ও তাহার
দিগকে সংহার করিলেন না। তিনি পুনঃ২ স্বক্রোধ
হইতে ফিরাইলেন এবং আপন সকল ক্রোধ দৃষ্টি
৩৯ দেন না। তাহারা যে মাংস বিশিষ্ট এবং গমন
করিয়া ফিরে না যে এমন এক বাতাস তিনি ইহা
৪০ মনে করিলেন। তাহারা বনে কতবার তাঁহাকে ক্রুদ্ধ
৪১ করিল ও নিরলায় স্থানে মনস্তপ্ত করিল। তাহারা
ফিরিল এবং প্রভুর পরীক্ষাওলইল এবং যিশ্রায়েলের
৪২ ধর্ম্মের পরাক্রমের * সীমা সে পর্য্যন্ত করিল। তাঁহার
হস্তকৃত ক্রিয়া এবং যে দিন তিনি বিষম দুর্গতি
হইতে তাহারদিগকে মুক্ত করিলেন ইহা তাহারা মনে
৪৩ করিল না। তাহারা যেমনে জল পান করিতে না
পারি তিনি তেমন তাহারদের নদীকে ও তাহারদের
৪৪ স্রোতকে রক্ত করিলেন। তিনি মিসরে যে চিহ্ন
এবং সওয়ানের মাঠে যে অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়াছিলেন

---

* অর্থাৎ ঈশ্বরের পরাক্রম।—

৪৫ ইহা ও তাহারা মনে করিল না। তিনি নানা প্রকার
কীট পাঠাইয়া তাহারদিগকে খাইয়া ফেলাইলেন
ও যাহাতে তাহারদিগকে নষ্ট করিলেন এমন
৪৬ ভেকেরদিগকেও পাঠাইলেন। তাহারদের দেশের
উৎপন্ন দ্রব্য তিনি পোকাতে দিলেন ও তাহারদের
৪৭ মেহনতের ফল পঙ্গপাল ফড়িঙ্গকে দিলেন। তিনি শীল
৪৮ বর্ষাইয়া তাহারদের দ্রাক্ষা লতা মারিলেন ও হিমেতে
৪৯ তাহারদের ডম্বুর বৃক্ষ মারিলেন। তাহারদের পশু
তিনি শীল বৃষ্টিতে নষ্ট করিলেন ও বজ্রাঘাতে তাহার
দের পশু পাল নষ্ট করিলেন। তিনি অনিষ্টকারী দূত
তাহারদের মধ্যে পাঠাইয়া ক্রোধ ও চণ্ডতা ও ঘোর
৫০ রাগ ও দুঃখ তাহারদের উপর পাঠাইলেন। তিনি
আপন ক্রোধের পথ করিলেন ও তাহারদের প্রাণকে
মৃত্যুহইতে রক্ষা করিলেন না কিন্তু তাহারদের প্রাণ
৫১ মরককে দিলেন। মিসরের সকল প্রথম জাত এবং
হামের বসতিতে পারাক্রমের প্রধান* যে২ লোক
৫২ তাহারদিগকে তিনি মারিলেন। তিনি আপন লোককে
মেষের মত চলাইলেন তিনি বনে তাহারদিগকে পালের
৫৩ ন্যায় গতি করাইলেন। তিনি নিরাপদে তাহারদিগকে
চলাইলেন তাহাতে তাহারা ভয় করিল না কিন্তু সমুদ্রে
৫৪ তাহারদের শত্রুগনকে ঢাকিল। আপনার ধর্ম্মস্থানের
সিমানায় অর্থাৎ স্বদক্ষিন হস্তেতে প্রাপ্ত পর্ব্বতে
৫৫ তনি তাহারদিগকে আনিলেন। তিনি ও অন্যদেশী

---

* অর্থাৎ বংশের প্রধান।—

য়েরদিগকে তাহারদের সম্মুখহইতে বাহির করিলেন ও তাহারদের অধিকার রশি ফেলিয়া তাহারদের কাছে ভাগ২ করিয়া দিলেন এবং য়িশরালের গোষ্ঠীরদিগকে তাহারদের বসতিতে বাস করাইলেন।
৫৬ তথাপি ও তাহারা সর্ব্বোচ্চ ঈশ্বরের পরীক্ষা লইল ও তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিল এবং তাঁহার সাক্ষী
৫৭ কথা মানিল না। কিন্তু তাহারদের পিতৃলোকেরদের মত ফিরিয়া অবিশ্বসনীয় ক্রিয়া করিল তাহারা মন্দ
৫৮ ধনুকের মত আড়িয়া গেল। তাহারা আপনারদের উচ্চস্থান করনেতে তাঁহাকে কুপিত করিল এবং তাহারদের খোদকারী পুত্তিযাতে তাঁহাকে রোষান্বিত
৫৯ করিল। ঈশ্বর শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং
৬০ য়িশরালকে বড় ঘৃণা করিলেন তাহাতে শীলোস্থ তাম্বু যে তাম্বু আপনি মানুষেরদের মধ্যে স্থাপন করিয়া
৬১ ছিলেন সে তাম্বু তিনি ত্যাগ করিলেন। সেকারণ তাঁহার পরাক্রম লঙ্ঘিত হওয়াতে দিলেন এবং
৬২ জোরকর্ত্তার হাতে তাহার মহিমা দিলের। তিনি আপন লোককে তলোয়ারের কোপে দিলেন এবং
৬৩ আপনার অধিকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহারদের শ্রেষ্ঠেরদিগকে অগ্নি খাইয়া ফেলিল এবং
৬৪ তাহারদের কন্যারদের বিবাহ দেয়া গেল না। তাহারদের যাজকেরা তলোয়ারের কোপে পড়িল ও তাহারদের
৬৫ দের বিধবারা ক্রন্দন করিল না। পরে য়িহুহা নিদ্রোত্থিতের মত ও দ্রাক্ষা রস খাওনেতে শোরশার
৬৬ যে করে তাহারি মত সচেতন হইলেন। ও আপন

শত্রুরদের পশ্চাৎভাগ মারিলেন ও নিত্য অপমান
৬৭ তাহারদের উপর দিলেন। তিনি ও যুসফের বসতি
ঘৃণা করিলেন ও আফ্রায়েমের গোষ্ঠি পসন্দ করিলেন না
৬৮ কিন্তু য়িহোদার গোষ্ঠি তাহাই আপন মনোনীত সীয়ন
৬৯ পর্ব্বতকে পসন্দ করিলেন। এবং উচ্চস্থানের মত
ও যে পৃথিবী সদাকাল থাকনের কারণ স্থির করিয়া
৭০ ছিলেন তাহারি মত তাহা গাঁথিলেন। তিনি ও আপন
দাস দাঊদকে পসন্দ করিয়া মেষ খোঁয়াড়হইতে
৭১ লইলেন ও আপন ঠাকুর লোক ও য়িশরাল অধিকার
চরানের নিমিত্তে তাহাকে গাভিন মেষীর পশ্চাৎ
৭২ গমনহইতে লইলেন। তিনি তাহারদিগকে আপনার
অন্তঃকরণের শুদ্ধতাতে চরাইলেন ও তাহারদিগকে
আপনার হাতের হিকমতেতে কর্ত্তৃত্ব করিলেন।—

গীত ৭৯ আসফের এক গীত।—

হে ঈশ্বর অন্যদেশীয়েরা তোমার অধিকারে
আসিয়াছে তাহারা তোমার ধর্ম্ম মন্দির অশুচি
করিয়াছে তাহারা য়িরোশলমকে ঢিপি করিয়াছে।
২ তাহারা তোমার দাসেরদের মৃত শরীর শূন্যের
পক্ষীরদের আহারার্থে দিয়াছে ও পুণ্যবানেরদের
৩ মাংস পৃথিবীর বন পশুরদিগকে দিয়াছে। তাহারা
তাহারদের রক্ত য়িরোশলমের চতুর্দ্দিগে জলের মত
পাত করিয়াছে ও তাহারদিগকে কবর দিতে কেহ
৪ থাকে না। আমারদের প্রতিবাসীরদের কাছে
আমরা অপমান বস্তু হই আমারদের চতুর্দ্দিগস্থ
৫ লোকেরদের হাস্য ও তুচ্ছ বস্তু হই। হে য়িহুহা

তুমি কতকাল ক্রুদ্ধ থাকিবা ? কি সদাকাল ? তোমার
৬ সন্তাপ কি অগ্নির ন্যায় জ্বলিবে ?। যে দেশীয়
লোকেরা তোমাকে জানে না ও যে রাজ্যস্থ লোকেরা
তোমার নামে নিবেদন করে না তাহারদের উপর
৭ তোমার ক্রোধ ঢালিয়া ফেল। কেননা তাহারা
যাকুবকে খাইয়া ফেলিয়াছে ও তাহার বসতি ও শূন্য
৮ করিয়াছে। আমারদের পূর্ব্ব পাপ মনে রাখিও না
তোমার স্নেহরূপ দয়া যেন শীঘ্র করিয়া অগ্রগামী হইয়া
আমারদিগকে রক্ষা করে কেননা আমরা অতিক্ষুদ্র।
৯ হে আমারদের ত্রাণের ঈশ্বর আপনার নামের
মহত্ত্বের কারণ উপকার কর আমারদিগকে পরিত্রাণ
কর আপন নামের নিমিত্তে আমারদের পাপ মোচন
১০ কর। তবে তাহারদের ঈশ্বর কোথায়? ইহা দেব
পূজকেরা কেন বলিবে ? তোমার দাসেরদের খুনের
প্রতিহিংসা অন্যদেশীয়েরদের মধ্যে আমারদের
১১ গোচরে প্রকাশিত হউক। বন্দুয়ানেরদের চেঁচান
তোমার বিদ্যমানে যাউক তুমি আপন হাতের গৌরবা
১২ নুসারে মরিতে নিরূপিতেরদিগকে রক্ষা কর। হে
পরমেশ্বর আমারদের প্রতিবাসীরা যে লজ্জা তোমাকে
দিয়াছে তাহার ফল সাতগুণ তাহারদের বুকে দেও
১৩ তাহাতে তোমার লোক ও মাটস্থ মেষ যে আমরা
সে আমরা সদাকাল তোমার নামের প্রশংসা করিব
আমরা তোমার স্তব পুরুষানুক্রমে করিব।—

গীত শশানিম এডদে প্রধান বাদ্যকারক যে জন তাহার
৮০ কারণ আসফের এক গীত এই।—

৮০ অশীতি গীত।—

১ হে য়িশরায়েলের রক্ষক অবধান কর মেষেরদিগকে
যেমন পথ দেখায় য়াঁকুবের তদ্বৎ পথ দর্শক হে
২ খরবীর মধ্যস্থলস্থ হে তুমি প্রসন্ন হও। আফ্রিমের
ও বেনিয়মন ও মনশার গোচরে তোমার বল দুট
৩ এবং আসিয়া আমারদিগকে ত্রান কর। হে ঈশ্বর
আমারদিগকে ফিরাও তোমার মুখ আমারদের
ওপর প্রসন্ন হওক তবে আমারা ত্রান পাইব।—
৪ হে য়িহুহা সৈন্যের ঈশ্বর তোমার লোকের নিবেদ
৫ নেতে তুমি কতকাল ক্রুদ্ধ থাকিবা? তুমি তাহার
দিগকে চক্ষের জলাহার করাইতেছ এবং পানার্থে
৬ অনেক অশ্রু তাহারদিগকে দিয়াছ। আমারদের
প্রতিবাসীদের মধ্যে আমারদিগকে তুমি ঝগড়া বস্তু
করাইয়াছ এবং আমারদের শত্রুগন পরিহাস করে।
৭ হে সৈন্যের ঈশ্বর আমারদিগকে ফিরাও তোমার
মুখ আমারদের ওপর প্রসন্ন কর তাহাতে আমরা
ত্রান পাইব।—
৮ তুমি মিসরহইতে এক দ্রাক্ষা লতা আনিয়াছ তুমি
অন্যদেশীয়েরদিগকে খেদাইয়া তাহা রোপন করিয়াছ।
৯ তুমি তাহার স্থান প্রস্তুত করিয়াছ এবং তাহার শিকড়
১০ গড়াইয়াছ তাহাতে দেশকে পূর্ন করিল তাহার ছায়া
পর্ব্বতকে ছাইল তাহার ডাল বড় আরজ গাছের মত।
১১ সে লতা আপন ডাল সমুদ্র পর্য্যন্ত ও আপন পল্লব নদী
১২ পর্য্যন্ত বাহির করিল। তবে সকল পথিকেরা যাহাতে
১৩ তাহা ছিড়িয়া ফেলে তাহার বেড়া কেন ভাঙ্গিয়াছ?। বন

শূকর তাহা নষ্ট করে ও মাঠের বন পশু তাহা
১৪ খাইয়া ফেলে। হে সৈন্যের ঈশ্বর আমরা তোমাকে
সাধিনা করি ফির স্বর্গহইতে দৃষ্টি করিয়া দেখ এ
১৫ দ্রাক্ষা লতা ও যে দ্রাক্ষা ক্ষেত্র তোমার নিজ দক্ষিন
হাত রুপিয়াছে এবং যে ডাল তুমি আপন কারন
১৬ বলবৎ করিয়াছ তুমি যাইয়া তাহা দেখ তাহা
অগ্নিতে পোড়া গিয়াছে তাহা কাটা গিয়াছে তাহারা
১৭ তোমার মুখের ধিক্কারেতে বিনাশ পায়। আপনার
দক্ষিনে স্থিত মনুষের উপর অর্থাৎ মনুষ্যের যে
সন্তান আপনার কারন বলবান করিয়াছ তাঁহার
১৮ উপর তোমার হাত হউক। তাহাতে আমরা তোমা
হইতে ফিরিয়া যাব না আমারদিগকে সচেতন কর
১৯ তবে তোমার নামে প্রার্থনা করিব। হে যিহুহা
সৈন্যের ঈশ্বর আমারদিগকে ফিরাও তোমার মুখ
প্রফুল্ল হইলে আমরা ত্রান পাইব।—

গীত ৮১ গিতিতে প্রবীন বাদ্যকারক যে জন তাহার কারন
আসফের এক গীত এই।—

১ আমারদের পরাক্রম যে ঈশ্বর তাহার নিকটে
উচ্চৈঃস্বরে গান কর যাঁকুবের ঈশ্বরের কাছে আনন্দ
২ ধ্বনি কর। গানেতে প্রবৃত্ত হও তবল ও আনন্দদায়ী বীনা
৩ ও নবল আনহ। চাঁদের প্রথমওদয়ে ও নিরুপিত কালে
৪ ও বড় পর্বের তুরি বাজাও কেননা এ যিশ্রায়েলের
জন্য এক বিধি ও যাঁকুবের ঈশ্বরের এক ব্যবস্থা হয়।
৫ যে খানে দুর্বোধি ভাষা শুনিলাম সে মিস্রহইতে
যখন যাত্রা করিল তখন তিনি ইহা সাক্ষীর নিমিত্তে

৬ ঘুসকে রাখিলেন। আমি তাহার স্কন্ধহইতে ভার
লইয়াছিলাম ও যোগান হাঁড়িহইতে তাহার হাত মুক্ত
৭ করিলাম। তুমি বিরুদ্ধদশায়ে ডাকিলে আমি
তোমাকে উদ্ধার করিলাম অপ্রকাশ মেঘ গর্জ্জনের
স্থানে তোমার কথা আমি শুনিলাম মেরিবা জলের
কাছে তোমার পরীক্ষা আমি লইলাম। সেলা।
৮ আমার লোক হে শুন হে য়িশ্রাল যদি আমার
কথা শুনিবা তবে তোমার বিষয়ে আমি সাক্ষী
৯ দিব। তোমারদের মধ্যে দেবতাকে রাখিতে
হইবে না কোন দেবতার কাছে তোমাকে প্রণাম
১০ করিতে হইবে না। আমি য়িহুহা তোমার ঈশ্বর
যে মিসর দেশহইতে তোমাকে আনিলাম তুমি
আপন মুখ খুল তবে আমি তাহা পূর্ণ
১১ করিব। কিন্তু আমার লোক আমার কথা শুনিতে
চাহিল না য়িশ্রাল আমাকে ইচ্ছা করিল না
১২ সেকারণ আমি তাহারদিগকে আপনারদের গোঁয়া
রিয়া মনেতে ছাড়িয়া দিলাম ও তাহারা আপনার
১৩ দের পরামর্শানুসারে চলিল। আহা যদি আমার
লোক আমার কথা শুনিত যদি য়িশ্রাল আমার
১৪ পথে চলিত তবে তাহারদের শত্রুরদিগকে আমি শীঘ্র
পরাস্ত করিতাম এবং তাহারদের বৈরঙ্গীরদের
১৫ ওপর আমার হাত ফিরাইতাম। য়িহুহা দ্বেষকেরদের
তাঁহার বশীভূত হওয়া কর্ত্তব্য হইত কিন্তু তাহারদের *

---

* অর্থাৎ ঈশ্বর ভক্তেরদের।—

১৬ সময় নিত্য থাকিত। তিনি ও উত্তম শস্য দিয়া
তাহারদিগকে প্রতিপালন করিতেন এবং পর্ব্বতোৎ-
পন্ন মধুতে আমি তোমাকে পরিতোষ করিতাম।—

গীত আসফের এক গীত।—
৮২ পরাক্রান্তেরদের সভায় ঈশ্বর দাঁড়াইতেছেন
২ তিনি কর্ত্তারদের মধ্যে বিচার করেন। তোমরা
কতকাল পর্য্যন্ত অপকৃত বিচার ও পাপিরের মুখাপেক্ষা
৩ করিবা ?। সেলা। গরিবেরদের ও পিতৃহীনের
দের বিচার কর দুঃখী ও দরিদ্রেরদের প্রকৃত
৪ এনসাফ কর। গরিব ও কাঙ্গালীরদিগকে নিস্তার
কর তাহারদিগকে পাপিরের হাতহইতে মুক্ত
৫ কর। তাহারা জানে না তাহারা বুঝে না তাহারা
৬ অন্ধকারে চলিতেছে। পৃথিবীর সকল ভীত নড়ে।
আমি বলিলাম তোমরা ঈশ্বর তোমরা সকল
৭ সর্ব্বাধ্যক্ষের সন্তান কিন্তু তোমরা অবশ্য মানুষের
৮ মত মরিবা এবং কোন অধ্যক্ষের মত পড়িবা। হে
ঈশ্বর উঠ পৃথিবীর বিচার কর কেননা তুমি সকল
দেশীয়েরদের অধিকারী হইবা।—

গীত গানের নিমিত্তে আসফের এক গীত এই।—
৮৩ হে ঈশ্বর নিঃশব্দ হইও না হে ঈশ্বর চুপ করিও না
২ অমনি থাকিও না। কেননা দেখ তোমার শত্রুরা বড়
৩ কলরব করিতেছে ও যাহারা তোমাকে ঘৃণা করে
তাহারা মাথা উঠাইতেছে তাহারা তোমার লোকের
৪ দের বিরুদ্ধে লুকিয়া বার্ত্তা করে এবং তোমার
গুপ্ত লোকেরদের বিপরিতে পরামর্শ করে। তাহারা

বলে আইস তাহারা যেন একদেশীয় লোক না
৫ থাকে এমন তাহারদিগকে কাটিয়া ফেলি। য়িশরায়েল
নাম যাহাতে আর মনেও না থাকে তেমন তাহার
৬ দিগকে কাটিয়া ফেলি কেননা আদোম ও য়িশময়
েলের বসতি ও মোয়াব ও হাগরীরা ও গিবল
ও অম্মোন ও অমলক ও পলশতীরা ও সোরবাসীরা
৭ এবং আশোর ও তাহারদের সহায় আছে তাহারা
৮ লোটের সন্তানেরদের উপকারী ছিল তাহারা
তোমার বিপরিতে এক মনে পরামর্শ ও বন্দোবস্ত
৯ করিয়াছে। সেলা। তাহারদিগকে মদীনীরদের
১০ মত করাও সিসরা ও য়িবিন আইনদোরে নষ্ট
১১ হইয়া ভূমির উপরের সারের মত ছিল সে সিসরা
ও য়িবিনের প্রতি যে মত তুমি কীশোন নদীতে
১২ করিলা তেমন তাহারদিগকে কর। তাহারদের
অধ্যক্ষেরদিগকে ওরব ও জেঅবের মত করাও
যে জবহ ও সালমনা বলিল আইস আমরা ঈশ্বরের
১৩ বসতি আপনারদের কারণ ধরিয়া লই তাহারদের
সকল মহতেরদিগকে তাহারদের মত কর। হে আমার
ঈশ্বর তাহারদিগকে চক্রের মত কর ও বাতাসের
১৪ সম্মুখে ভূষির মত কর। যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে খাইয়া
ফেলে ও যেমন শিখা পর্বত পোড়ায় তেমন তোমার
১৫ ঝড়ে তাহারদিগকে তাড় ও তোমার তুফানে তাহার
দিগকে ভয় দেখাও। হে য়িহুহা যাহাতে তোমার
১৬ নাম তাহারা চেষ্টা করিবে তাহারদের মুখ এমন
১৭ লজ্জাতে পূর্ণ করাও। য়িহুহা নামে যে তুমি

তোমা বই সকল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাধ্যক্ষ কেহ
১৮ নাই লোকেরা ইহা জানিবে এই কারন তাহারা
যেন ঘাবরান ও নষ্ট ও সর্ব্বদা লজ্জিত হয় ও
ভয় দেখে।—

গীত ৮৪ গাত্তিতে যে জন প্রবীন বাদ্যকারী তাহার দ্বারায় করখের সন্তানেরদের কারন এক গীত এই।—

১ হে সৈন্যের যিহুহা তোমার বসতি কেমন সুন্দর।
২ যিহুহার উঠনের নিমিত্তে আমার মন লালস্যা করে
ও মূর্চ্ছা হইয়াছে আমার অন্তঃকরন ও মাংস জীবত
৩ প্রভুর কারন উচ্চৈঃস্বর করে। চটক পক্ষী বাসা পাই
য়াছে এবং তালচোঁচ আপন বাচা রাখিবার ঠাঁই
পাইয়াছে হে সৈন্যের যিহুহা আমার রাজা ও
৪ আমার ঈশ্বর সেই তোমার যজ্ঞকুণ্ড। তোমার ঘরে
যে লোকেরা থাকে তাহারা ধন্য তাহারা তোমার
৫ নিত্য স্তুতি করিবে। সেলা। যে জনের
বল তোমাতে আছে ও যাহার পথেতে মনোযুক্ত
৬ আছে সে জন ধন্য সে লোক বকাযাট দিয়া
যাইতেং কূপ খনন করে পুষ্করিনী ও বৃষ্টিতে পূর্ন
৭ হয়। তাহারা বল হইতে বলে যায় প্রত্যেক
৮ জন সীয়নে ঈশ্বরের সাক্ষাতে দেখা যায়। হে
যিহুহা সৈন্যের ঈশ্বর আমার নিবেদন শুন হে
৯ যাঁকুবের ঈশ্বর অবধান কর। সেলা। হে আমার
দের ঢাল ঈশ্বর তুমি দেখ আপনার অভিষিক্তের
১০ মুখের উপর দৃষ্টি কর। কেননা তোমার আঙ্গিনায়
এক দিন সহস্র দিনহইতে ও ভাল আমার ঈশ্বরের

ঘরের দ্বারিগিরি করন দুষ্টতার বসতিতে থাকন
১১ হইতেও আমার বড় ইচ্ছা। কেননা য়িহুহা ঈশ্বর
সূর্য্য ও ঢাল য়িহুহা কৃপা ও মোক্ষ দিবেন যাহারা
শুদ্ধ মতে চলে তাহারদের মঙ্গল যাহাতে হয় তাহার
১২ অদান তিনি করিবে না। হে সৈন্যের ঈশ্বর যে জন
তোমায় ভরসা রাখে সে ধন্য।—

গীত ৮৫ প্রধান বাদ্যকারী যে জন তাহার দ্বারায় করহের
সন্তানের জন্য এক গীত এই।—

১ হে য়িহুহা তুমি আপনার দেশের উপর কৃপা করি
য়াছ. তুমি যাকুবের লুণ্ঠতেরদিগকে ফিরিয়া আনি
২ য়াছ। তোমার লোকেরদের অধার্ম্মিক্য তুমি মোচন
করিয়া ফেলিয়াছ তাহারদের সকল পাপ তুমি ঢাকি
৩ য়াছ। সেলা। তুমি আপন সকল ক্রোধ ছাড়িয়াছ
৪ তুমি আপন কোপহইতে ফিরিয়াছ। হে আমারদের
ত্রানের ঈশ্বর আমারদিগকে ফিরাও তোমার যে
৫ ক্রোধ আমারদের উপর তাহা যেন নিবৃত্ত হয়। তুমি
কি সদাকাল আমারদের উপর ক্রুদ্ধ থাকিবা? সর্ব্ব
পুরুষানুক্রমে আমারদের উপর কোপ করিবা?।
৬ তোমার লোক তোমাতে আনন্দ করে এই কারন
তুমি কি আরবার ফিরিয়া আমারদিগকে বাঁচাইবা
৭ না?। হে য়িহুহা তোমার অনুগ্রহ দেখাও এবং
৮ তোমার ত্রান আমারদিগকে দেও। য়িহুহা প্রভু
যাহা কহিবেন তাহা আমি শুনিব কেননা তিনি
আপনার লোকেরদিগকে ও পুন্যবানেরদিগকে কুশল
কথা কহিবেন কিন্তু তাহারা যেন অজ্ঞান ক্রিয়া

৯ করিতে আর ফিরে না। যেন মহত্ত্ব আমারদের দেশে
বাস করে এই জন্য যাহারা তাঁহাকে ভয় করে তৎ
১০ কর্তৃক ত্রান তাহারদের নিকট অবশ্য আছে। দয়া
ও সত্যতার মিলন হইয়াছে যাথার্থ্য ও কুশল পর
১১ স্পর চুম্বন করিয়াছে। সত্যতা পৃথিবীহইতে
অঙ্কুরিত হইবে এবং যাথার্থ্য স্বর্গহইতে দৃষ্টিপাত
১২ করিবে। যিহুহা কল্যান দিবেন এবং আমার
১৩ দের দেশ উপযুক্ত ফল ফলিবে। যাথার্থ্য তাঁহার
অগ্রে যাইবে এবং আপন পথে তিনি আমারদিগকে
গমন করাইবেন।—

গীত ৮৬ হে যিহুহা অবধান করিয়া আমার কথা শুন
কেননা আমি দুঃখী ও গরিব। আমার প্রান রক্ষা
কর কেননা আমি দয়ালু হে আমার ঈশ্বর তোমার
যে দাস তোমাতে ভরসা করে তাহাকে ত্রান কর।
৩ হে যিহুহা দয়া কর কেননা তোমার কাছে সমস্ত
দিন মিনতি করি তোমার দাসের আত্মার হর্ষ
৪ করাও কেননা তোমার নিকট আমার মন তুলিব
৫ কেননা হে যিহুহা তুমি দাতা ও দয়ালু ও যাহারা
তোমার কাছে নিবেদন করে সে সকলের প্রতি অতি
৬ ক্ষমাবান। হে যিহুহা আমার প্রার্থনা শুন আমার
৭ কামনা কথায় অবধান কর। আমার দুর্দ্দশা দিনে
তোমার স্থানে প্রার্থনা করিব কেননা তুমি আমার
৮ কথা শুনিবা। হে যিহুহা কর্ত্তারদের মধ্যে কেহ
তোমার তুল্য নয় কোন কাহার ক্রিয়া ও তোমার
৯ ক্রিয়ার মত নয়। হে যিহুহা তোমার সকল সৃষ্টির

লোকেরা আসিবে ও তোমার সাক্ষাতে প্রনাম করিবে
১০ ও তোমার নামের মাহাত্ম্য করিবে। কেননা তুমি
মহত ও মহাশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী কেবল তুমি ঈশ্বর।
১১ হে যিহুহা তোমার পথ আমাকে দেখাও আমি
তোমার সত্যতায় চলিব তোমারনামের ভয় করনের
১২ কারন আমার অন্তঃকরন এক করাও হে যিহুহা
আমার ঈশ্বর আমার সকল অন্তঃকরন দিয়া আমি
তোমাকে স্তব করিব এবং সদাকাল তোমার নামের
১৩ প্রশংসা করিব। কেননা আমার প্রতি তোমার
কৃপা বড় ও তুমি অতি ঘোর নরকহইতে আমার
১৪ আত্মাকে পরিত্রান করিয়াছ। হে ঈশ্বর অহঙ্কারিরা
আমার বিপরিতে উঠিয়াছে দরাত্মা লোকের
দের সভা আমার প্রানকে চেষ্টা করিয়াছে এবং
১৫ তোমাকে মনের গোচরে রাখিল না। কিন্তু হে যিহুহা
প্রভু তুমি দয়াময় ও প্রসাদকারী তুমি বহুকাল ধৈর্য্য
১৬ বান ও অতি দয়াময় ও সত্য। আমার উপর দৃষ্টি কর
এবং আমাকে কৃপা কর তোমার সামর্থ্য তোমার
দাসকে দেও ও তোমার দাসীর পুত্রকে রক্ষা কর।
১৭ মঙ্গলের নিমিত্ত কোন চিহ্ন আমাকে দেখাও আমার
দ্বেষকেরা তাহা দেখিয়া যেন লজ্জিত হয় কেননা
হে পরমেশ্বর তুমি আমার উপকারী ও সান্ত্বনাকারী।
করহের সন্তানেরদের কারন এক গাইবার গীত এই।
গীত ধর্ম্ম পর্ব্বতে তাহার ভীত আছে ঠাকুরের
৮৭ সকল বসতিহইতে যিহুহা সীয়োনের দ্বার ভাল

৩ বাসেন। হে ঈশ্বরের নগর তোমার বিষয়ে মাহাত্ম্য
৪ যুক্ত কথা কথিত আছে। সেলা। যাহারা আমাকে
জানে তাহার দিগকে আমি রাহাব ও বাবলের কথা
কহিব। দেখ পলেশতীয়দিগকে ও সোরকে ও কুশকে
ইহার জন্ম সেখানে ছিল। অমুক অমুকের জন্ম
৫ তাহাতে ছিল সীয়নের বিষয়ে এ কথা কহা যাবেক
৬ স্বয়ং-সর্ব্বাধ্যক্ষ ও তাহা স্থির করিবেন। য়িহুহা
লোককে লিখিতে, এ জনের জন্ম যে সেখানে ইহা
৭ গনন করিবেন। সেলা। গীতগায়কেরা ও যন্ত্রবাদকেরা
উভয় সেখানে। আমার সকল উৎসই তোমাতে।

গীত ৮৮ মখলত লঅন্নতে প্রবীন বাদ্যকারক যে জন তাহার দ্বারায় গান করিবার কারন করখের সন্তানের দের জন্যে আজরাখী হিমনের মাস্কিল এই।

১ হে য়িহুহা আমার ত্রানের ঈশ্বর আমি দিবারাত্রি
২ তোমার কাছে মিনতি করিয়াছি। আমার নিবেদন
তোমার সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত যেন যায় আমার কাকুতিতে
৩ অবধান কর কেননা আমার আত্মা দুঃখেতে পূর্ন
আছে ও আমার প্রান ওত্তরং কবরের নিকটে যায়।
৪ যাহারা খাদে যায় তাহারদের মধ্যে আমি গনিত
৫ আছি আমি দুর্ব্বল মানুষের মত। যে হত
লোকেরা কবরে শোয় যাহারা আর তোমার মনে
নাই ও যাহারা তোমার হাতহইতে কাটা হইল তাহার
৬ দের মত মৃত লোকের মধ্যে মেলা আমি। তুমি
আমাকে অতি নীচ খাদে অন্ধকারে ও গভীর স্থানে
৭ থুইয়াছ। তোমার ক্রোধ আমার উপর বড় চাপে

তুমি তোমার সমস্ত ঝড়েতে দুঃখ দিয়াছ। সেলা।
৮ আমার পরিচিত লোকেরদিগকে আমাহইতে দূর তুমি
করিয়াছ তাহারদের স্থানে ঘৃনিত বস্তু তুমি আমাকে
৯ করিয়াছ। আমি বদ্ধ হইয়া বাহির হইতে পারি না।
আমার দুর্গতিতে আমার চক্ষু ক্রন্দন করিতেছে হে
যিহুহা আমি সমস্ত দিন তোমার স্থানে নিবেদন
করিয়াছি আমি তোমার প্রতি হাত বিস্তার করি
১০ য়াছি। তুমি কি মৃতেরদের কাছে আশ্চর্য্য করিবা
পচা মরা কি আরবার উঠিবে? তাহারা কি তোমার
১১ নিকটে ধন্যবাদ করিবে?। সেলা। তোমার স্নেহ কি
কবরে কহা যাবে? কিম্বা সংহারে কি তোমার
১২ সত্যতা কহা যাবে? তোমার আশ্চর্য্য কি অন্ধ
কারে জানা যাবে? এবং তোমার ধর্ম্ম বিস্মৃতি দেশে
১৩ কি জানা যাবে?। হে প্রভু আমি তোমার
কাছে কাকুতি করিয়াছি এবং প্রাতে আমার নিবেদন
১৪ তোমার নিকটে যাইবে। হে যিহুহা আমার আত্মাকে
কি কারন দূর করিতেছ? তুমি কেন আমাহইতে মুখ
১৫ লুকাইতেছ?। আমি যৌবন কালাবধি দুঃখ ও
মৃতপ্রায় তোমা কর্তৃক ত্রাসগ্রস্ত হইয়া মহা ভাবিত
১৬ আছি। তোমার ক্রোধ আমার উপর দিয়া পড়িয়াছে
তোমার বিষয়ক শঙ্কা আমাকে কাটিয়া ফেলিয়াছে
১৭ তাহারা জলের মত আমাকে বেড়িয়াছে তাহারা একত্র
১৮ হইয়ে আমাকে নিত্য বেষ্টন করিয়াছে। তুমি পাত্র
মিত্রেরদিগকে আমাহইতে দূর করিয়াছ এবং
আমার জ্ঞাতিরদিগকে অন্ধকারের মধ্যে দিয়াছ।—

গীত ৮৯ এজরাহ্মী আইতনের মাস্কিল।

আমি সদাকাল য়িহুহার দয়ার বিষয় গাইব আমার মুখ দিয়ে তোমার সত্যতা সর্ব্ব পুরুষানু
২ ক্রমে জানাইব। কেননা আমি কহিয়াছি দয়া
৩ সদাকাল পর্য্যন্ত গাঁথা যাইবে তুমি আপন সত্যতা
৪ স্বর্গে স্থির করিবা। তোমার সন্তানেরদিগকে সদা কাল পর্য্যন্ত স্থির করিব আমি তোমার সিংহাসন
৫ সর্ব্ব পুরুষানুক্রমে স্থাপন করিব আমি আপনার
৬ মনোনীতের সহিত এই বন্দোবস্ত করিয়াছি আমি আপনার দাস দাওদের কাছে এই কিরা করিয়াছি।
৭ সেলা। হে য়িহুহা স্বর্গ সকল তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়ার প্রশংসা করিবে তোমার সত্যতা ও পুন্যবানের
৮ দের মণ্ডলিতে প্রশংসিত হইবে। কেননা স্বর্গে য়িহুহার তুল্য কে? মহতেরদের সন্তানেরদের মধ্যে
৯ য়িহুহার ন্যায় কে?। পুন্যবানেরদের সভায় প্রভু বড় ভেতব্য তিনি আপনার সকল চতুর্দ্দিগস্থেরদের মধ্যে অতি মান্য। হে সত্যতাতে বেষ্টিত য়িহুহা সৈন্যের ঈশ্বর তোমার মত শক্তিমান যিহ কে?
১০ তুমি সমুদ্রের গর্জ্জনের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছ যখন বড় ঢেউ হয় তখন তাহা স্থির করিতেছ। তুমি রাহবকে হতেরদের মত ভাঙ্গিয়াছ তুমি আপন শক্ত হাত দিয়া আপনার শত্রুরদিগকে
১১ ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছ। স্বর্গ তোমার পৃথিবী ও তোমার তুমি সংসার ও তৎপূরক সামগ্রী স্থাপন
১২ করিয়াছ। তুমি উত্তরের ও দক্ষিণের সৃজন

করিয়াছ   তবোর ও হর্মোন তোমার নামে আনন্দ
১৩ করে।   তোমার ভুজ পরাক্রান্ত তোমার হাতের বড়
১৪ বল তোমার দক্ষিণ হাত উন্নত হইয়াছে।   যাথার্থ্য
ও বিচার তোমার সিংহাসনের নিবাস স্থান দয়া
১৫ ও সত্যতা তোমার সম্মুখে গমন করে।   যাহারা
আনন্দ দায়ী শব্দ* জানে সে লোক ধন্য হে যিহুহা
তাহারা তোমার মুখের প্রসন্নতাতে গমন করিবে।
১৬ তাহারা তোমার নামে সমস্ত দিন উল্লাষিত হইবে ও
১৭ তোমার ধর্ম্মে ঊর্দ্ধেতে স্থিত হইবে।   কেননা তুমি
তাহারদের বলের প্রাদুর্ভাব ও তোমার অনুগ্রহেতে
১৮ আমারদের শৃঙ্গ উঠাইতে হইবে।   কেননা আমার
দের আবরণ যিহুহা   এবং আমারদের রাজা যিশ্র
১৯ য়ালের ধর্ম্ম।   তৎকালে দর্শনে†   তুমি আপনার
পুন্যবানকে কহিয়াছ ও বলিয়াছ আমি এক জন শক্তি
মানের উপর উপকার করণ ভার থুইয়াছি লোকের
দিগহইতে মনোনীত এক জনকে উত্তম পদেতে অর্পিত
২০ করিয়াছি আমি আপন দাস দাউদকে পাইয়াছি আমার
২১ পবিত্র তৈলেতে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়াছি। তাহার
২২ সহিত আমার হাত স্থির হইবে আমার ভুজ তাহাকে
ও বলবান করিবে।   শত্রু তাহার উপরে জোর
করিতে পাইবে না পামরের পুত্র তাহাকে দুঃখ দিতে
২৩ পাইবে না।   আমি তাহার সম্মুখে তাহার শত্রুরদিগকে

---

* অর্থাৎ পরিত্রানদায়ী শব্দ।—

† অর্থাৎ যেমন স্বপ্নে কোন বস্তু দেখে তেমন ঈশ্বর কর্ত্তৃক দর্শিত যে বস্তু জাগ্রত কালে দেখে।

চূর্ণ করিব যাহারা তাঁহাকে ঘৃণা করে তাহারদিগকে
২৪ আমি যন্ত্রণা দিব। কিন্তু আমার সত্যতা ও
আমার দয়া তাহার সহিত হইবে ও আমার নামে
২৫ তাহার শৃঙ্গ উচ্চ করিতে হইবে। আমি তাহার হাত
সমুদ্রের ওপর করিব ও তাহার দক্ষিণ হস্ত নদীতে
২৬ করিব। সে আমাকে বলিবে তুমি আমার পিতা
২৭ তুমি আমার ঈশ্বর ও আমার রক্ষা করণ পর্ব্বত।
২৮ আমি তাহাকে প্রথম জাতত্ব দিব ও পৃথিবীর রাজার
দেরহইতে শ্রেষ্ঠ করিব। আমার দয়া তাহার সহিত
আমি সর্ব্বকাল রাখিব ও আমার বন্দোবস্ত তাহার
২৯ সহিত স্থির হইবে। আমি ও সদাকাল তাহার
৩০ সন্তানেরদের রক্ষা করিব ও তাহার সিংহাসন
৩১ স্বর্গের কালের মত করিব। যদি তাহার সন্তানেরা
আমার শাস্ত্র ত্যাগ করে এবং আমার দণ্ড নীতি
শাস্ত্রানুসারে না চলে যদি তাহারা আমার ব্যবস্থা ও
৩২ আমার আজ্ঞা না মানে তবে তাহারদের দুষ্টের দণ্ড
আমি প্রহার করা ও তাহারদের অযাথ্যের প্রহার
প্রতিফল দিব কিন্তু তাহার প্রতি আমি আপন
দয়া যোলোয়ানা ভঙ্গিব না ও আমার সত্যতার
৩৩ অন্যথা করিব না। আমার বন্দোবস্ত নষ্ট করিব
৩৪ না এবং যাহা আমার ওষ্ঠাধর দিয়া বাহির
হইয়াছে তাহা ফিরাইব না। অবশ্য দায়ুদের
৩৫ কাছে মিথ্যা কহিব না আপন বীর্য্য লইয়া এ কিরা
৩৬ আমি একবার করিয়াছি তাহার সন্তান সদাকাল
থাকিবে ও তাহার সিংহাসন আমার সম্মুখে

৩৭ সূর্য্যের মত থাকিবে। তাঁহা চন্দ্রের মত স্থির রক্ষিত
হইবে ও স্বর্গস্থ বিশ্বস্ত সাক্ষীর মত হইবে। সেলা।
৩৮ কিন্তু তুমি দূরে থাকিয়া অপেক্ষ করিয়াছ এবং
৩৯ আপনার অভিষিক্তের ওপর ক্রুদ্ধ ছিলা তোমার
দাসের বন্ধোবস্ত বৃথা করিয়াছ তাহার মুকুট
৪০ পৃথিবীতে ফেলিয়া নষ্ট করিয়াছ। তাহার সমস্ত
বেড়া তুমি ভাঙ্গিয়াছ তাহার গড় তুমি ভাঙ্গিয়া
৪১ ফেলিয়াছ। সেথানকার পথিকেরা তাহাকে লুটিয়া
লয় সে আপনার প্রতিবাসিরদের কাছে অপমানিত
৪২ আছে। তুমি তাহার শত্রুরদের দক্ষিন হস্ত উচ্চ
করিয়াছ ও তাহার সকল বৈরিরদিগকে হৃষ্ট করি
৪৩ য়াছ। তুমি ও তাহার তলোয়ারের ধার ভোতা করিয়াছ
৪৪ ও সংগ্রামে তাহাকে স্থির কর নাই। তুমি তাহার
সম্ভ্রমের শেষ করিয়াছ তাহার সিংহাসন মৃত্তিকাতে
৪৫ ফেলিয়াছ। তাহার যুবাকাল খাটো করিয়াছ
ও তাহাকে লজ্জাতে আচ্ছাদিত করিয়াছ। সেলা। হে
৪৬ যিহুহা কতকাল পর্য্যন্ত আপনি লুকিয়া থাকিবা? সে
কি সদাকাল? তোমার ক্রোধ কি অগ্নির মত জ্বলিবে?।
৪৭ আমার কেমন অল্পায়ু ইহা মনে কর সকল মনুষ্যের
৪৮ দিগকে সৃষ্টি তুমি কেন বৃথা করিয়াছ?। মৃত্যুকে যে
দেখিবে না এমন জীবৎ লোক কে? কেহ কি আপনার
আত্মা পরলোকের হাতহইতে মুক্ত করিতে পারিবে?।
৪৯ সেলা। হে পরমেশ্বর তোমার যে পূর্ব্ব অনুগ্রহ আপনার
সত্যতায় দাওদের কাছে কিরা করিয়াছ সে কোথায়?।
৫০ হে পরমেশ্বর তোমার দাসেরা যে ধিক্কার পায় তা মনে

৫১ কর সকল মহৎ লোক কর্ত্তৃক যে অপমানেতে তোমার
শত্রুরা নিন্দা করিয়াছে হে যিহুহা যাহাতে তাহারা
তোমার অভিষিক্তের পদচিহ্ন নিন্দা করিয়াছে সে
৫২ অপমান আমি আপন বুকে বহি। যিহুহা সদাকাল
ধন্য হউন। আমেন ও আমেন।—

গীত ৯০ ঈশ্বরের মানুষ মোশার এক নিবেদন।—

হে পরমেশ্বর সর্ব্ব পুরুষানুক্রমে তুমি আমারদের
নিবাস ছিলা পর্ব্বতগণের জন্মের পূর্ব্বে ও তোমার
পৃথিবী ও সংসার নির্ম্মাণ করনের পূর্ব্বে আদ্যবধি
৩ শেষ পর্য্যন্ত তুমি প্রভু। তুমি মানুষ জাতিকে ফিরিয়া
বিনাশেতে ফেলিতেছ পরে কহিতেছ হে মানুষের
৪ দের সন্তানেরা ফির। কেননা তোমার দৃষ্টিতে সহস্র
বৎসর যে সেও গতকল্যের মত ও যেমন রাত্রির
৫ এক প্রহর তেমন। তুমি তাহারদিগকে ভাসাইয়া
৬ ফেলিতেছ তাহারা নিদ্রার মত হয় তাহারা প্রাতের
তৃণের মত তাজা হয় প্রাতঃকালে তাজা হইয়া বাড়ে
৭ সন্ধ্যাকালে কাটা গেলে শুষ্ক হইয়া যায়। কেননা
তোমার ক্রোধেতে আমরা নষ্ট হই তোমার কোপে
৮ ও মহা ত্রস্ত হই। আমারদের অযাথার্থ্য তোমার
গোচরে তুমি থুইয়াছ ও আমারদের গুপ্ত পাপ
৯ তোমার চক্ষুর গোচরে। কেননা আমারদের
সর্ব্ব দিন তোমার ক্রোধে বহিয়া যাইতেছে আমার
১০ দের বৎসর কাহিনির মত ব্যয়িত হয়। আমার
দের পরমায়ু সত্তর বৎসর যদি বলেতে কদাচিত
আশি বৎসর হয় তথাপি তাহারদের শেষ দুঃখ

ও দুর্ব্বলতা কেননা তাহা শীঘ্র কাটা হইলে আমরা
১১ উড়িয়া যাই। তোমার ক্রোধের শক্তি কে জানে?
১২ যেমন তোমার ভয় তেমন তোমার ক্রোধ। আমরা আপ
নারদের অন্তঃকরণকে জ্ঞানেতে উদ্যুক্ত করি এই
নিমিত্তে আপনারদের দিনের গণন করন জ্ঞান
১৩ আমারদিগকে দেও। হে য়িহুহা কতকাল? ফের
১৪ তোমার দাসেরদিগকে সান্ত্বনা কর। আমারদের
সকল পরমায়ুতে আমরা উল্লাষিত হই ও আনন্দ করি
এই জন্য তুমি ভোরে তোমার কৃপাতে আমারদিগকে
১৫ পরিতৃপ্ত কর। তুমি যত দিন দুঃখ দিয়াছ তত
দিন আমারদিগকে হৃষ্ট কর এবং আমরা যত
ক্লেশযুক্ত বৎসর দেখিয়াছি তত কাল সুখ দিও।
১৬ তুমি আপন ক্রিয়া আপন সেবকেরদিগকে দেখাও
ও তোমার মাহাত্ম্য তাহারদের সন্তানেরদিগকে
১৭ দেখাও। আমারদের ঈশ্বর য়িহুহার সন্তোষ
আমারদের প্রতি হউক আমারদের হাতের কার্য্য
আমারদের জন্যে স্থির কর আমারদের হাতের
কার্য্যই স্থির কর।

গীত সর্ব্বোচ্চের গুপ্ত স্থাননিবাসী যে জন সে সর্ব্ব
৯১ শক্তিমানের ছায়ায় বসতি করিবে। আমি য়িহু
হাকে কহিব তুমি আমার আশ্রয় ও আমার গড়
ও আমার ঈশ্বর আমি তাঁহাতে ভরসা করিব।
৩ অবশ্য তিনি শিকারীর ফাঁদহইতে এবং নাশক মরক
৪ হইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন। তিনি আপন পাখার

ছায়ায় তোমাকে রাখিবেন এবং তোমার ভরসা
তাহার পাখালীর নিচে হইবে। তাহার সত্যতা
৫ তোমার ঢালাদি হইবে। রাত্রির ভয়েতে কিম্বা দিনে
৬ উড্ডীয়মান বাণেতে কিম্বা অন্ধকারগামী মরকেতে
কিম্বা ক্ষয়কারী মধ্যাহ্ন নাশকেতে ও তুমি ভীত
৭ হইবা না। তোমার পার্শ্বে সহস্র লোক পড়িবে
ও অযুত লোক তোমার দক্ষিনে পড়িবে কিন্তু তোমার
৮ নিকট সে আসিবে না। তুমি কেবল আপন চক্ষুতে
দৃষ্টি করিবা ও দুষ্ট লোকেরদের প্রতিফল দেখিবা।
৯ তুমি যিহহা আমার ভরসা পাত্র সর্ব্বোর্দ্ধকেই
১০ আপন নিবাস স্থান করিয়াছ। অতএব কোন আপদ
তোমার ওপর পড়িবে না এবং মড়ক তোমার
১১ বসতীর নিকটে আসিবে না। কেননা তোমার
সকল গমনাগমনেতে তোমাকে রক্ষা করিতে তিনি
আপনার দূতেরদিগকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা
১২ দিবেন তোমার পা পাথরে না লাগে এই নিমিত্তে
১৩ তাহারা হাতে করিয়া তোমাকে বহিবে। সিংহ ও
কেউটিয়া সর্পের ওপর তুমি পা দিবা ছোট সিংহ
১৪ ও নাগকে তুমি দলিয়া ফেলিবা। তিনি আমার
প্রতি মনোযুক্ত আছেন সে কারণ তাহাকে আমি
পরিত্রাণ করিব আমি তাহাকে ওঠাইব কেননা সে
১৫ আমার নাম জানে। সে আমার নিকটে নিবেদন
করিবে ও আমি তাহার কথা শুনিব আমি দুঃখে
তাহার সঙ্গী হইব আমি তাহাকে ওদ্ধার করিব ও
১৬ সম্ভ্রান্ত করিব। দীর্ঘায়ুতে আমি তাহাকে পরিতুষ্ট

করিব এবং আমাকর্ত্তৃক ত্রান তাহাকে দেখাইব।

শাবত দিনের নিমিত্তে এক গাইবার গীত এই।—

গীত যিহুহার স্তব করা ভাল এবং হে সর্ব্বোপ্রধান
৯১. তোমার নামে গান করা ভতম। দশতার যন্ত্র ও
৩ নবল বাজানেতে ও বীনে গভীর শব্দ করিয়া প্রাতে
তোমার দয়া ও রাত্রিতে তোমার বিশ্বাস প্রকাশ করন
৪ ভাল। কেননা হে যিহুহা তোমার ক্রিয়াতে তুমি
আমাকে হৃষ্ট করিয়াছ তোমার হস্তের কর্ম্মে আমি
৫ উল্লাষিত হইব। হে যিহুহা তোমার ক্রিয়া কেমন
৬ বড় তোমার মানস অতি গভীর। মূর্খ মানুষ ইহা
৭ জানে না ও অজ্ঞান ইহা বুঝে না। যখন পাপিরেরা
তৃনের মত বাড়ে এবং সকল দুষ্কর্ম্ম কারকেরা বাড়ে
সে তাহারদের যদ্যাবৎকাল উপড়নের কারন হয়।
৮-৯ কিন্তু হে যিহুহা তুমি সদাকাল অতি বড় কেননা
হে যিহুহা দেখ তোমার শত্রুরা বিনষ্ট হবে দেখ
তোমার শত্রুরা বিনষ্ট হইবে সকল কুক্রিয়া
১০ কর্ত্তারা ছিন্ন ভিন্ন হইবে। কিন্তু আমার শৃঙ্গ
গণ্ডারের শৃঙ্গের মত উঠাইতে হইবে আমি টাট্কা
১১ তৈলেতে লিপ্ত হইব। এবং আমার চক্ষু আমার
শত্রুরদের উপরে দৃষ্টি করিবে ও যাহারা আমার
বিপরীতে উঠে সে পাপিরেরদের বিনাশের কথা
১২ আমার কর্ন শুনিবে। ধার্ম্মিকেরা তাল বৃক্ষের মত
বাড়িবে তাহারা লবাননের আরজ বৃক্ষের ন্যায়
১৩ বাড়িবে। যাহারা যিহুহার ঘরে রোপিত হয় তাহারা
১৪ আমারদের ঈশ্বরের উঠানে বাড়িবে। যিহুহা

পুকৃতার্থিক ইহা পুকাশ করিবার কারন তাহারা
বার্দ্ধক্যাবস্থায় ফলবান হইবে তাহারা তাজা ও
১৫ সংতুজ হইবে তিনি আমার পর্ব্বত তাঁহার অযাথার্থ
নাই।—

গীত ৯৩ য়িহুহা কর্তৃত্ব করেন তিনি মহত্বে পরিহিত
আছেন। য়িহুহা স্ববেষ্টিত পরাক্রমে পরিহিত
হইয়াছেন পৃথিবী ও যেন নাড়া যাইতে পারে না
২ তাহা সে মত স্থির করিয়াছে। তোমার সিংহাসন
পূর্ব্বাবধি স্থির আছে তুমি অনাদিকালাবধি আছ।
৩ হে য়িহুহা বন্যা উঠাইয়াছে বন্যা আপনারদের শব্দ
৪ উঠাইয়াছে বন্যা বড়ই চেও করিয়াছে। অনেক জলের
শব্দ ও সমুদ্রের যহা ঢেউহইতে বলবান য়িহুহা
৫ সর্ব্বোচ্চ। তোমার সাক্ষী কথা অতি সত্য হে
য়িহুহা তোমার ঘরে ধর্ম্ম সদা সর্ব্বক্ষনে শোভা
পায়।—

গীত ৯৪ হে য়িহুহা প্রভু প্রতিহিংসাধিকারক হে প্রভু প্রতি
হিংসাধিকারক প্রসন্ন হও। হে পৃথিবীর বিচার
৩ কর্ত্তা উঠ অহঙ্কারী লোকেরদিগকে প্রতিফল দেহ। হে
য়িহুহা পামর লোকেরা কতকাল? দুষ্টেরা কতকাল
৪ দম্ভ করিবে?। তাহারা কঠিন কথা বাহির করে ও
কহে কুকর্ত্তারা সকল আপনারদের বিষয়ে দর্প কথা
৫ কহে। হে য়িহুহা তাহারা তোমার লোকেরদিগকে
ভাঙ্গিয়া ফেলে ও তোমার অধিকারকে দুঃখ দেয়।
৬ তাহারা বিধবা ও বিদেশীরদিগকে খুন করে ও
৭ পিতৃহীনেরদিগকে বধ করে। কিন্তু তাহারা বলে
৮ য়িহ্ দেখেন না যাঁকুবের ঈশ্বর বুঝেন না। হে

লোকেরদের মধ্যে মূর্খেরা তোমরা বুঝ হে
৯ অজ্ঞানেরা তোমরা কখন জ্ঞানবান হইবা?। যিনি
কর্ণ রোপিলেন তিনি কি শুনিতে পান না?। যিনি
চক্ষু সৃষ্টি করিলেন তিনি কি দেখিতে পান না?।
১০ যিনি অন্য দেশীয়েরদের শাসক তিনি কি শাস্তি
দিবেন না?। যিনি মানুষেরদের শিক্ষক তিনি
১১ কি জানিতে পান না?। মানুষের মনস কিছু
১২ নয় য়িহুহা ইহা জানেন। হে য়িহুহা পাপেরের
১৩ দিগকে বধনের জন্যে যাবৎ গুদা খাওয়া পর্যন্ত যে
জনকে দুঃখের দিনে সুখ দেওনের নিমিত্তে তুম
দণ্ড দিতেছ ও আপনার শাস্ত্র জ্ঞান দিতেছ সেই জন
১৪ ধন্য। কেননা য়িহুহা নিজ লোকেরদিগকে ছাড়িয়া
দিবেন না ও আপনার অধিকার ত্যাগ করিবেন
১৫ না। কিন্তু দণ্ড দেওয়া যাথার্থ্যের প্রতি ফিরিবে ও
সকল সরলান্তঃকরণেরা তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তি হবে।
১৬ আমার পক্ষে হিংসুকেরদের বিপরীতে উঠিবে কে?
আমার সহিত অযাথার্থিকেরদের বিপরীতে দাঁড়াইবে
১৭ কে?। য়িহুহা যদি আমার উপকারী না হইতেন তবে
১৮ আমার প্রাণ প্রায় চুপ করিয়া বাস করিত। আমার
পা পিছলিয়া পড়ে আমি এ কথা কহিবা মাত্রে হে
১৯ য়িহুহা তোমার দয়া আমাকে রক্ষা করিল। যখন
আমার অন্তরে অনেক ভাবনা হয় তখন তোমা
২০ কর্তৃক সান্ত্বনা আমার মনকে হৃষ্ট করে। ব্যবস্থা
পূর্ব্বক দোষ সৃষ্টিকারী অযথার্থের সিংহাসন
২১ কি তোমার সহিত সম্প্রীতি করিবে?। তাহারা ধার্ম্মি

২১ ক্কের প্রাণের ওপর দৌড়ে ও নির্দ্দোষীকে দোষী করে।
য়িহুহা আমার রক্ষক আমার ঈশ্বর আমার আশ্রয়
২৩ পর্ব্বত ও আছেন। তিনি আপনারদের অযাথার্থ্যের
ফল তাহারদের ওপর দিবেন তিনি তাহারদের
অযাথার্থ্যে তাহারদিগকে ছেদন করিবেন য়িহুহা
আমারদের ঈশ্বর তাহারদিগকে কাটিয়া ফেলিবেন।

গীত ৯৫ আইস আমরা য়িহুহার কাছে গীত গাই আমরা
আমারদের ত্রানরূপ পর্ব্বতের কাছে হৃষ্ট হই।
২ আমরা ধন্যবাদ করিতেং তাঁহার সাক্ষাতে যাই
আমরা গীত গাইতেং তাঁহার নিকটে হর্ষ শব্দ করি।
৩ কেননা য়িহুহা মহা প্রভু ও সকল কর্ত্তারদের ওপর
৪ মহা রাজা। পৃথিবীর সকল গুপ্তস্থান তাঁহার হস্তস্থ
৫ ও পর্ব্বতের মাথা ও তাঁহার। সমুদ্র তাঁহার তিনি
তাহার সৃষ্টি করিলেন তাহার হাত শুষ্ক ভূমি নির্ম্মান
৬ করিল। আইস আমরা ভজনা করি ও প্রনাম করি
ও য়িহুহা আমারদের সৃষ্টিকর্ত্তার সাক্ষাতে হাটু গাড়ি
৭ কেননা তিনি আমারদের ঈশ্বর আমরা ও তাহার
৮ হস্তস্থ লোক ও তাহার মাটের মেষ। আজি যদি
তাঁহার কথা শুনিতে চাহ তবে তোমারদের পিতৃরা
৯ যে সময় আমার পরীক্ষা লইল ও আমার তজবিজ
করিল ও আমার ক্রিয়া দেখিল সে সময় অরন্যস্থ
মরিবার ও মাসার দিনে যেমন তাহারা করিল তেমন
১০ তোমারদের অন্তঃকরন কঠিন করিও না। চল্লিশ বৎ
সর আমি এ পুরুষ সমূহকে সহিলাম ও বলিলাম
অন্তঃকরনে নিত্য ভ্রামক যাহারা আমার পথ জানিল

১১ না এমন লোক ইহারা। অতএব তাহারা আমার
বিশ্রাম স্থানে প্রবেশ করিবে না তাহারদের প্রতি
আমি ক্রুদ্ধ হইয়া এ কিরা করিলাম :—

গীত ৯৬ যিহুহার নিকটে নূতন গীত গাও হে সমস্ত পৃথিবী
স্থেরা যিহুহার নিকটে গীত গাও। যিহুহার প্রতি
গান কর তাঁহার নামের আশীষ কহ। দিনে দিনে
৩ তাহার ত্রাণ প্রকাশ কর। অন্যদেশীয়েরদের মধ্যে
তাঁহার মাহাত্ম্য কহ তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও সকল
৪ লোকেরদের কাছে কহ। কেননা যিহুহা মহৎ ও
অতি স্তুত্য তিনি সকল দেবেরদেরহইতে ভেতব্য।
৫ লোকেরদের সকল দেবতা শূন্যতা মাত্র কিন্তু
৬ যিহুহা স্বর্গ নির্মাণ করিলেন মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম
তাহার গোচরে হয় বল ও সৌন্দর্য্য তাঁহার ধর্ম্ম
৭ স্থানে থাকে। হে লৌকিক বংশে। যিহুহা
মাহাত্ম্যময় ও বলময় তাঁহাকে এমন করিয়া মান।
যিহুহার নামের মাহাত্ম্যের প্রশংসা তাঁহাকে
৮ নিবেদন কর। নৈবেদ্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার উঠানে
৯ প্রবেশ কর। ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যেতে যিহুহার নিকটে
প্রনাম কর হে সমস্ত পৃথিবীস্থেরা তাঁহার সাক্ষাতে
১০ ভয় কর। যিহুহা সকল দেশীয়েরদের মধ্যে রাজত্ব
করেন এই কথা কহ। সংসার ও যেমন না নড়ে
তেমন স্থির হইয়াছে তিনি লোকেরদের প্রকৃত বিচার
১১ করিবেন। যিহুহার অগ্রে স্বর্গ আনন্দ করুক পৃথিবী
হৃষ্ট হউক। সমুদ্র এবং তাহার মধ্যে যে সকল
থাকে তাহারা গর্জুক ক্ষেত্র ও তাহার মধ্যে যে সকল
১২ তাহারা আহ্লাদিত হউক। তখন বনের সকল বৃক্ষ

১৩ পুলকিত হইবে কেননা তিনি আসিতেছেন পৃথিবীর
বিচার করনের নিমিত্তে তিনি আসিতেছেন তিনি
সংসারের বিচার প্রকৃত মত করিবেন ও লোকের
দের বিচার আপন সত্যতাতে করিবেন।—

গীত যিহুহা কর্ত্তৃত্ব করেন পৃথিবী আনন্দিত হউক
৯৭ ওপদ্বীপ সকল উল্লাষিত হউক। তাঁহার চতুর্দ্দিগে
মেঘ ও অন্ধকার তাঁহার সিংহাসনের স্থান বীর্য্য ও
৩ দণ্ডনীতি। অগ্নি তাঁহার অগ্রগামী হইয়াছে ও
৪ তাঁহার চতুর্ভিতস্থ শত্রুদিগকে খাইয়া ফেলে। তাঁহার
বিদ্যুৎ জগতকে দীপ্তিময় করিল পৃথিবী তাহা
৫ দেখিয়া কাঁপিল যিহুহার বিদ্যমানে পর্ব্বত সকল
মোমের মত গলিয়া গেল সমস্ত পৃথিবী পরমেশ্ব
৬ বিদ্যমানেই গলিয়া গেল। স্বর্গেরা তাঁহার বীর্য্য
রের প্রকাশ করে ও সমস্ত লোক তাঁহার মাহাত্ম্য
৭ দেখিতে পায়। সকল খোদকারি প্রতিমা পূজকেরা
যাহারা শূন্যতায়* দর্পিত হয় তাহারা লজ্জিত হবে।
৮ হে সকল কর্ত্তারা তাঁহার কাছে প্রনাম কর। হে
যিহুহা সীয়ন শুনিয়া তোমার দণ্ডনীতিতে হৃষ্ট
৯ ছিল ও য়িহোদার কন্যা উল্লাষিত ছিল। কেননা হে
যিহুহা তুমি সকল পৃথিবীর অধ্যক্ষ সকল দেবতার
১০ দেরহইতে তুমি অতিবড়। হে যিহুহা প্রেমকেরা
তোমরা কুক্রিয়া ঘৃনা কর তিনি আপন পুন্যবানেরদের
প্রান রক্ষা করেন তিনি তাহারদিগকে দুষ্টেরদের

---

* অর্থাৎ দেবতায়।—

১১ হাতহইতে নিস্তার করেন। ধার্ম্মিকেরদের কারন
আলো ও সরলান্তঃকরনেরদের কারন আহ্লাদ
১২ বুনা গিয়াছে। হে যাথার্থিক লোকেরা যিহুহাতে
আনন্দ কর ও তাঁহার ধর্ম্ম স্মরনেতে ধন্যবাদ কর।

এক গীত এই।—

গীত যিহুহার নিকটে নুতন এক গীত গাও কেননা তিনি
৯৮ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছেন তাঁহার দক্ষিন হস্ত ও ধর্ম্ম
২ রূপ ভুজ ত্রান সিদ্ধ করিয়াছে। যিহুহা আত্ম
কর্ত্তৃক ত্রান জানাইয়াছেন তিনি অন্য দেশীয়
লোকেরদের দৃষ্টিতে নিজ ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন।
৩ য়িশরালের বংশের প্রতি আপনার যে দয়া ও
সত্যতা তাহা স্মরন করিয়াছেন। পৃথিবীর সকল
সীমা আমারদের ঈশ্বর কর্ত্তৃক ত্রান দেখিতে পাইয়া
৪ ছে। হে সকল পৃথিবীস্থেরা তোমরা যিহুহায় আনন্দ
৫ কর উচ্চৈঃস্বর কর স্তব কর ও গীত গাও বীন লইয়া
যিহুহার নিকটে গীত গাও বীন বাজাইয়া ও গান
৬ করিয়া ও ভেরী ও তুরী বাজাইয়া যিহুহা রাজার বিদ্য
৭ মানে আনন্দিত হও। যিহুহার সম্মুখে সমুদ্র ও
ডহরেরা শব্দ করুক সংসার ও তন্নিবাসীরা ও শব্দ
৮ করুক। জলাশয়েরা কর তালি দিউক পর্ব্বতেরা এক
৯ কালীন উল্লাষিত হউক কেননা তিনি পৃথিবীর বিচার
করিতে আসিয়াছেন তিনি জগতের বিচার ধর্ম্মে করি
বেন ও লোকেরদের বিচার প্রকৃত মত করিবেন।—

৯৯ ঊনশত গীত।—

গীত যিহুহা রাজত্ব করেন লোকেরা কাঁপুক তিনি
৯৯ কীরূবেরদের মধ্যখানে বসেন পৃথিবী চালিত হউক।
২ সীয়োনের মধ্যে যিহুহা বড় ও তিনি সকল লোকের
৩ দের হইতে বড়। তাহারা তোমার বড় ও ভেতব্য
৪ নাম স্বীকার করিবে কেননা সেই ধর্ম্ম। রাজার
বল বিচারকে ভাল বাসে তুমি যাথার্থ্য স্থির করিয়াছ
৫ তুমি য়াকুবে দণ্ডনীতি ও ধর্ম্ম করিয়াছ। যিহুহা
আমারদের ঈশ্বরকে বড় কর তাঁহার পাদপিঠের
৬ কাছে প্রনাম কর তিনিই ধর্ম্ম। তাঁহার যাজকের
দের মধ্যে মোশা ও আহারন যাহারা তাঁহার নামে
নিবেদন করে তাহারদের মধ্যে শামুএল ইহারা
যিহুহার কাছে নিবেদন করিল ও তিনি তাহারদের
৭ কথা শুনিলেন। তিনি মেঘময় স্তম্ভে থাকিয়া তাহার
দের সহিত কথা কহিলেন। তাঁহার সাক্ষ্য ও যে
ব্যবস্থা তিনি তাহারদিগকে দিয়াছিলেন তাহারা তাহা
৮ পালন করিল। হে যিহুহা আমারদের ঈশ্বর তুমি
তাহারদিগকে শুনিয়াছিলা তুমি তাহারদের প্রতি
ক্ষমবান ছিলা ও তাহারদের ক্রিয়ার দণ্ডকারী
৯ ছিলা। যিহুহা আমারদের ঈশ্বরকে বড় কর
তোমরা তাঁহার ধর্ম্মের পর্ব্বতের কাছে ভজনা কর
কেননা যিহুহা আমারদের ঈশ্বর ধর্ম্মস্বরূপ।—

গীত ধন্যবাদ করনের নিমিত্তে এক গীত এই।—
১০০ হে সকল পৃথিবীস্থেরা যিহুহার নিকটে আনন্দিত
২ হও। হৃষ্ট মনে যিহুহার সেবা কর গুল্লাষিত
৩ হইয়া তাঁহার সাক্ষাতে আইস। যিহুহা ঈশ্বর ইহ

জান তিনি আমারদিগকে নির্ম্মান করিয়াছেন ও
আমরা স্বতঃসৃষ্ট নহি আমরা তাঁহার লোক ও তাঁহার
৪ মাটের মেষ। ধন্যবাদ করিতেং তাঁহার দ্বারে প্রবেশ
কর ও স্তুতি করিতেং তাঁহার প্রাঙ্গনে প্রবেশ কর
তাঁহার স্থানে ধন্যবাদ কর ও তাঁহার নামের
৫ আশীর্ব্বাদ কহ। কেননা যিহুহা দাতা তাঁহার
দয়া নিত্য ও তাঁহার সত্যতা সর্ব্ব পুরুষানুক্রমে।—

গীত দাঊদের এক গীত এই।—
১০১ আমি দয়া ও দণ্ডনীতির বিষয়ে গান করিব হে
২ যিহুহা তোমার নিকটে গান করিব। আমি বিবেচনা
করিয়া সোজা পথে চলিব আমার কাছে তুমি কখন
আসিবা? আমি আপন গৃহেতে সরলান্তঃকরণে
৩ আচার করিব। কুমন্ত্রণা আমি আপন দৃষ্টিতে
রাখিব না আমি ফাকি করা ঘৃনা করি তাহা আমার
৪ সহিত থাকিবে না। দুষ্ট অন্তঃকরণ আমাহইতে
দূর হইবেক আমি কদাচার লোককে জানিব
৫ না। যে জন আপনার বন্ধুর দুর্নাম গুপ্ত করে
তাহাকে আমি মারিয়া ফেলাইব। অহঙ্কার পূর্ব্বক
দৃষ্টি ও বড় হইবার অন্তঃকরণ যাহার সে জনকে
৬ আমি সহিব না। দেশের বিশ্বাসী লোকেরদের
উপর আমার দৃষ্টি হবে তাহারদিগকে আমার সহিত
বসিতে দিব। যে জন সোজা পথে চলে তাহাকে
৭ আমার কার্য্যে আমি নিযুক্ত করিব। ভুকুটী যে
করে সে আমার ঘরে রহিবে না মিথ্যা কথা

যে কহে তাহাকে আমার সাক্ষাতে থাকিতে দিব
৮ না। সকল কুকর্ত্তারদিগকে যিহুহার সহরহইতে
মারিয়া ফেলি এই জন্য দেশের সকল দুষ্ট লোকের
দিগকে আমি শীঘ্র কাটিয়া ফেলিব।

গীত যখন দুর্দ্দশা কালে দুঃখিত লোক দুর্ব্বল হইয়া
১০২ যিহুহার স্থানে কামনা করে তৎকালে তাহারি
প্রার্থনা এই।

১ হে যিহুহা আমার নিবেদন শুন আমার কাকুতি
২ যেন তোমার কাছে আইসে। তুমি আপন মুখ
আমাহইতে গুপ্ত রাখিও না আমার দুঃখের দিনে
আমার কথা শুন। যে দিন আমি ডাকি সে
দিনে শীঘ্র করিয়া আমার বিষয়ে অবধান কর।
৩ কেননা আমার দিন ধূঁয়ার মত বহিয়া গেল এবং
৪ আমার অস্থি চুলার মত পুড়িয়া গেল। আমার
অন্তঃকরণ তৃণের মত ম্লান হইয়াছে আমার হৃদয়
ও শুষ্ক হইয়াছে সেকারণ আহার করিতে বিস্মৃত
৫ হইয়াছে। আমার কোঁকান শব্দেতে আমার হাড়
৬ চর্ম্মে লাগিয়া থাকে। বনস্থ পানি ভেলা পক্ষীর
মত ও নিরালয় স্থানে ভুতুম পেঁচার ন্যায় আমি
৭ হইয়াছি। আমি জাগৃত থাকিলাম আমি ছাতের
৮ উপরস্থ চটকের ন্যায় হইয়াছি। আমার শত্রু সারা
দিন আমার উপর লজ্জা দিতেছে। যাহারা আমার
হিংসার্থে মত্ত তাহারা ও আমার বিপরিতে কিরা
৯ করিয়াছে। যেমন রুটি খায় তেমন আমি তোমার
চণ্ডতাতে ও ক্রোধেতে ছাই খাইয়াছি ও আমার পানির

১০ সহিত ক্রন্দন মিশিয়াছি। কেননা তুমি আমাকে
১১ তুলিয়াছ এবং অধঃপতিত করিয়াছ। আমার দিন
ছায়ার মত বহিয়া যাই আমি তৃণের মত শুকিয়া যাই
১২ তেছি। কিন্তু হে যিহুহা তুমি নিত্য স্থায়ী তোমার
১৩ বিষয়ক স্মরণ পুরুষং আনুক্রমে থাকে। তুমি উঠিয়া
সীয়নের উপর দয়া করিবা কেননা তাহার উপর দয়া
করিবার সময় হইয়াছে নিরূপিত কালই হইয়াছে
১৪ কেননা তোমার দাসেরা তাহার পাথর আদর করি
তেছে ও তাহার ধূলার প্রতি অনুগ্রহ করিতেছে।
১৫ ইহাতে অন্য দেশীয়েরা যিহুহার নামে ভয় করিবে
এবং পৃথিবীর সকল রাজারা তোমার মাহাত্ম্যকে
১৬ ভয় করিবে। কেননা যিহুহা সীয়নকে গাঁথিবেন
১৭ তিনি আপনার মাহাত্ম্যতে প্রকাশিত হইবেন। তিনি
অনাথেরদের প্রার্থনা শুনিবেন ও তাহারদের নিবে
১৮ দন তুচ্ছ করিবেন না। ভবিষ্যৎ লোকেদের কারণ
ইহা লেখিতে হইবে ও যাহারদের সৃষ্টি হইবে
১৯ তাহারা যিহুহার স্তব করিবে। কেননা যিহুহার
২০ নাম সীয়নে কহা যায় ও যিরোশালমেতে তাঁহার স্তুতি
করা যায় এই জন্যে যিহুহা স্বর্গ থাকিয়া পৃথিবীতে
২১ দৃষ্টি করিলেন আপনার ধর্ম্ম স্থানের উচ্চতাতে
থাকিয়া দৃষ্টি করিলেন বন্দুয়ানেরদের কোঁকান স্মরণ
২২ শুনিতে বধ্যেরদিগকে ও মুক্ত করিবার নিমিত্তে ও
যখন লোকেরা ও অন্য দেশীয়েরা যিহুহার সেবা
২৩ করণের কারণ একত্র হয় তখন তুমি পথে আমার
২৪ বল কম করিয়াছ আমার দিন ও খাটো করিয়াছ।

২৫ আমি কহিয়াছি হে আমার ঈশ্বর আয়ুর মধ্যে
আমার শেষ করিও না তোমার বৎসর সর্ব্ব পুরুষ
ব্যাপিয়ে থাকে। তুমি পূর্ব্বে পৃথিবী স্থাপন করিয়াছ
২৬ এবং স্বর্গ তোমার হস্তকৃত। তাহারদের ক্ষয় হইবে
২৭ কিন্তু তুমি স্থির থাকিবা। তাহারা বস্ত্রের ন্যায়
জীর্ণ হইয়া যাবে ও তুমি তাহারদিগকে বস্ত্রের ন্যায়
২৮ বিকৃত করিবা ও তাহারা বিকৃত হইবে। কিন্তু
তুমি অবিকৃত ও তোমার বৎসরের শেষ হইবে না।
তোমার দাসের সন্তানেরা স্থিতি করিবে তাহারদের
সন্তানেরা তোমার গোচরে স্থির হইবে।

গীত হে আমার মন যিহোবার কাছে আশীর্ব্বাদ স্বীকার
১০৩ কর এবং আমার অন্তরে যাহা আছে তাহা তাঁহার
২ পবিত্র নামের স্তুতি করুক। হে আমার মন যিহো
বার কাছে আশিষ স্বীকার কর তিনি যে সকল
৩ মঙ্গল করিয়াছেন তাহা ও বিস্মৃত হইও না। তিনি
তোমার সকল পাপ মাফ করেন এবং তোমার সকল
৪ দুর্ব্বলতা সুস্থ করেন। তিনি তোমার প্রাণ সর্ব্বনাশ
হইতে মুক্ত করেন এবং তোমাকে স্নেহ ও কৃপারূপ
৫ মুকুট পরান। তোমার যুবাকাল নশর পক্ষির মত
পুনর্ব্বার নূতন যেমনে হয় তিনি উত্তম বস্তুতে তোমার
৬ মুখ তেমন পরিতোষ করেন। সকল অন্যায়
দণ্ডিতরদের জন্য যিহোবা যাথার্থ্য ও বিচার করিতে
৭ ছেন। তিনি মোশাকে আপনার পথ জানাইলেন ও
যিশরায়েলের সন্তানেরদিগকে আপন ক্রিয়া জানাই
৮ লেন। যিহোবা দয়ালু ও অনুগ্রাহক স্থির ক্রোধী ও

৯ বহু কৃপাবান তিনি সর্ব্বদা বিপরীত করিবেন না তিনি
১০ সর্ব্বদা কোপ রাখিবেন না। তিনি আমার
দের পাপানুযায়ী ফল আমারদিগকে না দিয়াছেন
এবং আমারদের অযথার্থ্যের মত ভোগ আমারদের
১১ ওপর না দিয়াছেন। কেননা যেমন স্বর্গ পৃথিবী
হইতে ওচ্চ তেমন যাহারা তাঁহাকে ভয় করে তাঁহার
১২ দের প্রতি তাঁহার দয়া বড়। যেমন পশ্চিমহইতে
পূর্ব্ব দূর তেমন দূর আমারদের দোষ আমার দিগ
১৩ হইতে করিয়াছেন। যেমন পিতা আপনার পুত্রকে দয়া
করে তেমন যাহারা যিহুহাকে ভয় করে তাঁহার
১৪ দিগকে তিনি দয়া করেন। কেননা আমারদের কর্ম
তিনি জানেন আমরা যে ধূলা মাত্র এই তাঁহার স্মরণে
১৫ আছে। মানুষের দিন তৃণ মাত্র যেমন ক্ষেত্রের ফুল
১৬ তেমনে প্রফুল্ল তাঁহার ওপর বায়ু বহিলে তাহা থাকে
১৭ না এবং স্বস্থান আর তাহাকে চিনিবে না। কিন্তু
যাহারা যিহুহাকে ভয় করে তাহারদের প্রতি তাঁহার
কৃপা সদানির্ব্বন্ধে হয় এবং তাঁহার যথার্থ্য
১৮ সন্তান পরম্পর পর্য্যন্ত। যাহারা তাঁহার বন্দোবস্ত
পালন করে ও তাহা করিবার নিমিত্তে তাঁহার
আজ্ঞা মনে রাখে তাহারদের ওপরে তাঁহার যাথার্থ্য
১৯ আছে। স্বর্গে যিহুহা আপনার সিংহাসন
প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাঁহার রাজ্য সকলের
২০ ওপর কর্ত্তৃত্ব করে। হে অতি শক্তিমান
তাঁহার কর্ম্মকারক দূত তোমরা এবং তাঁহার কথা
শুনিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন কর যে তোমরা যিহুহার

২১ কাছে আশীর্ব্বাদ স্বীকার কর। হে তাঁহার সকল
সৈন্য তাঁহার ইচ্ছা কর্ম্মকারী সেবকেরা তোমরা
২২ যিহোবার কাছে আশীর্ব্বাদ স্বীকার কর। হে তাঁহার
রাজ্যের প্রতিস্থানীয় তাঁহার সকল সৃষ্টি তোমরা
যিহোবার কাছে আশীর্ব্বাদ স্বীকার কর। হে আমার
মন যিহোবার কাছে আশীর্ব্বাদ স্বীকার কর।—

গীত হে আমার মন যিহোবার কাছে আশীষ স্বীকার
১০৪ কর। হে যিহোবা আমার ঈশ্বর তোমার অতি মহত্ত্ব
আছে তুমি গৌরব ও সৌন্দর্য্যেতে পরিহিত আছ।
২ যেমন বস্ত্র দিয়া আচ্ছাদিত হয় তেমন তুমি কিরণাচ্ছা
দিত আছ তুমি চন্দ্রাতপের মত স্বর্গ মেলিয়াছ।
৩ তিনি আপন অট্টালিকার তির জলে বসান তিনি
মেঘকে তাঁহার রথ করেন ও বায়ুর পাখার উপরে
৪ গতি করেন। তিনি আপনার দূতেরদিগকে আত্মা
করেন তাঁহার সেবকেরদিগকে অগ্নি শিখা করেন।
৫ পৃথিবী যেমন কোন কালে না নড়ে তেমন তিনি
৬ তাহা স্থাপন করিয়াছেন। যেমন বস্ত্র দিয়া আচ্ছাদিত
হয় তেমন তুমি তাহা গাম্ভীর্য্যেতে আচ্ছাদিত করিয়াছ।
৭ পর্ব্বতের উপর জল থাকে তাহারা ও তোমার ধম
কানে পলাইয়া যায় তোমার মেঘ গর্জ্জনেতে তাহারা
৮ বেগে উড়িয়া যায়। তাহারা পর্ব্বতের উপর দিয়া
যায় পরে মাঠে নামে যে স্থান তুমি তাহারদের কারণ
৯ প্রস্তুত করিয়াছ সে স্থানে যায়। তাহারা যেন
লঙ্ঘন না করে যেন পৃথিবী ঢাকিতে আর ফিরে না
১০ তুমি তেমন তাহারদের সীমা করিয়াছ। তিনি মাঠে

উনই পাঠাইয়াছেন তাঁহারা পর্ব্বতের মাঝেং ভ্রমন
১১ করিয়া যায়। মাঠের সকল জন্তু তাহার নিকটে
আইসে ও বন গাধারা আপনারদের তৃষ্ণা ছাড়ে।
১২ শূন্যের পক্ষীরা তাহার নিকটে বাসা করে ও ডালে
১৩ থাকিয়া সুনাদ করে। তিনি উপর থাকিয়া পর্ব্বতের
উপরে জল সেঁচেন। তোমার কার্য্যের ফলেতে
১৪ পৃথিবী পরিতুষ্ট আছে। তিনি খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন
করিবার কারন পশুর নিমিত্তে তৃন ও মনুষ্যের সেবার
১৫ কারন শাক ও মনুষ্যের হৃদয় তুষ্টিকারী দ্রাক্ষ
রস এবং তাহার মুখ তেজস্কারী তৈল ও মনুষ্যের
হৃদয় পুতিপালক ভক্ষ্য এ সকল পৃথিবীহইতে
১৬ জন্মান। যিহুহার বৃক্ষ অর্থাৎ তাহার কর্তৃক
লবানোনে রোপিত আরজ বৃক্ষ রসে পূর্ন আছে
১৭ সেখানে পক্ষীরা বাস করে হাড়গিলা পক্ষীর বাসা
১৮ বেরোশ বৃক্ষে আছে। উচ্চ পর্ব্বত বন ছাগলের আশ্রয়
১৯ ও পাষান স্থল শাফন পশুর আবরন। তিনি নিরূপিত
কালের কারন চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সূর্য্য আপন
২০ অস্ত যাওন কাল জানে। তুমি অন্ধকার করিলে রাত্রি
২১ হয় তাহাতে সকল বন জন্তু বাহিরে যায়। যুবা
সিংহেরা গর্জ্জিতেং শিকার করিয়া আপনং আহার
২২ পুভুহইতে চাহে। সূর্য্য উঠিলে তাহারা একত্র হইয়া
২৩ আপনং বাসায় শুইয়া রহে। মানুষ সায়ংকাল
২৪ পর্য্যন্ত আপন কার্য্য ও ব্যবসা করিতে যায়। হে
ঈশ্বর তোমার নানা বিধ ক্রিয়া কত তুমি সে সকল

জ্ঞানেতে করিয়াছ পৃথিবী তোমার ধনেতে পূর্ণ আছে।
২৫ অগনন হরণ এবং বড় ও ক্ষুদ্র জন্তু যাহাতে হয়
২৬ এই বড় ও অপার সমুদ্র ও সে মত। সেখানে
জাহাজ যায় যে লোইতন তুমি তাহাতে খেলিবার
২৭ নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছ সে ও সেখানে। তুমি
উচিত কালে তাহারদের খাইবার দিবা এই কারন এ
২৮ সকলে তোমাতে ভরসা রাখে। তুমি তাহারদিগকে
যাহা দিতেছ তাহারা তাহা একত্র করে তোমার হস্ত
২৯ খুলা হইলে তাহারা উত্তম বস্তুতে পরিতুষ্ট হয় তুমি
মুখ লুকাইলে তাহারদের দুঃখ হয় তুমি তাহারদের
শ্বাস বন্ধ করিলে তাহারা মরে ও নিজ ধূলায়
৩০ ফিরে। তুমি আপনার আত্মা পাঠাইলে তাহারা
সৃষ্ট হয় ও ভূমির উপরিস্থ তুমি নূতন করিতেছ।
৩১ যিহুহার মাহাত্ম্য সদাকাল হইবে যিহুহা আপন
৩২ কর্ম্মে হৃষ্ট হইবেন। তিনি পৃথিবীতে দৃষ্টি করিলে
সে কাঁপে তিনি পর্ব্বতেরদিগকে ছুঁইলে তাহারা ধূঁয়
৩৩ যুক্ত হয়। আমি যতকাল বাঁচি ততকাল যিহুহার
স্থানে গীত গাইব যাবৎকাল আমার পরমায়ু তাবৎ
কাল আমার ঈশ্বরের কাছে আমি স্তব গাইব।
৩৪ তদ্বিষয়ক আমার ধ্যান মিষ্ট হইবে আমি যিহুহায়
৩৫ হৃষ্ট হইব। পৃথিবীহইতে পাপিলোকেরদের সর্ব্ব
নাশ হইবে দুষ্টেরা আর হইবে না। হে আমার
মন ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ করিও। হালিলুয়া।—

গীত ১০৫ যিহুহার স্থানে ধন্যবাদ কর তাঁহার নামে নিবেদন
কর লোকেরদের মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া প্রকাশ কর।

২ তাঁহার নিকটে গীত গাও তাঁহার নিকটে স্তব গান
৩ কর। তাঁহার সকল আশ্চর্য্য কহ। তাঁহার পবিত্র
নামে দর্প কথা কহ। যাহারা য়িহুহাকে চেষ্টা করে
৪ তাহারদের হৃদয়ের আনন্দ হউক। য়িহুহার ও
তাঁহার বলের চেষ্টা কর। তাঁহার মুখ নিত্য
৫ চেষ্টা কর। হে তাঁহার সেবক আবরহামের
৬ সন্তানেরা হে তাঁহার মনোনীত যাকুবের সন্তানেরা
তিনি যে আশ্চার্য্য ক্রিয়া করিয়াছেন তাঁহার অদ্ভুত
ক্রিয়া ও তাঁহার মুখের যে বিচার এ সকল মনে
৭ কর। তিনি য়িহুহা আমারদের ঈশ্বর সকল
৮ পৃথিবীতে তাঁহার দণ্ডনীতি হয়। তিনি আপনার
যে বন্দোবস্ত অর্থাৎ যে কথা লোকেরদের সহস্র
৯ পুরুষ পরম্পরাকে আজ্ঞা দিলেন ও যাহা তিনি আবর
হামের সহিত করিলেন সে বন্দোবস্ত ও যে কিরা
তিনি যিস্হাকের সহিত করিলেন ইহা নিত্য মনে
১০ করেন। তিনি ব্যবস্থার নিমিত্তে তাহা যাকুবের
সহিত স্থির করিলেন ও নিত্য বন্দোবস্তের নিমিত্তে
১১ য়িস্রায়েলের সহিত স্থির করিলেন। তাহারা যখন
অল্প লোক অত্যল্পই এবং তাহারা ও তথাতে প্রবাসী
১২ মাত্র তখন এই কথা কহিলেন এবং কনায়ন দেশ
অর্থাৎ তোমার অধিকারের অংশ তোমাকে দিব।
১৩ যখন তাহারা দেশেং এক রাজ্য ছাড়িয়া অন্য
১৪ লোকের কাছে ভ্রমণ করিল তখন কাহাকে ও তাহার
দের উপর জোর করিতে তিনি দিলেন না তাহার
১৫ দের নিমিত্তে তিনি এ কথা কহিয়া রাজারদিগকে

হিস্কিলেন আমার অভিষিক্তকে ছুঁইও না আমার ভবি
১৬ ষ্যদ্বক্তারদিগকে হিংসা করিও না। দেশে আকাল
হয় এই জন্য তাহাই তিনি ডাকিলেন ও খাদ্যরূপ
১৭ অবলম্বন ভাঙ্গিলেন। তিনি তাঁহারদের অগ্রে
এক জনকে পাঠাইলেন সেই গোলাম হবার কারণ
১৮ বিক্রীত যুসফ। তাহারা বেড়িতে তাহার পায়ে দুঃখ
১৯ দিয়াছে লোহা তাহার প্রাণে প্রবিষ্ট হইল। তাঁহার
কথার আইসন কাল পর্যন্ত য়িহুহার বাক্য তাহার
২০ পরীক্ষা লইল। রাজা লোককে পাঠাইয়া তাহাকে মুক্ত
২১ করিল নৃপতি তাহাকে উদ্ধার করিল। তাহার অধ্যক্ষের
দিগকে আপনার ইচ্ছামতে বাঁধিতে ও তাহার মন্ত্রীর
২২ দিগকে জ্ঞান দান করিতে তিনি আপন ঘরের কর্ত্তা
ও আপন সকল সম্পদের অধিকারী করিয়া তাহাকে
২৩ নিযুক্ত করিলেন। য়িশ্রায়েল মিসরে গেল যাঁকুব হাম
২৪ দেশে প্রবাস করিল। তিনি আপনার লোককে অতি
ফলবান করিলেন এবং তাহারদিগকে তাহারদের
২৫ শত্রুহইতে বলবান করিলেন। তিনি আপনার লোক
কে ঘৃণা করিতে ও আপনার দাসেরদের উপর চাতুরি
২৬ হইতে তাহারদের অন্তঃকরণ ফিরাইলেন। তিনি
আপন সেবক মোশাকে ও যাহাকে পসন্দ করিয়াছি
২৭ লেন এ আহারনকে ও পাঠাইলেন। তাহারা তাহার
দের মধ্যে তাঁহার চিহ্ন প্রকাশ করিল এবং হাম দেশে
২৮ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিল। তিনি অন্ধকার পাঠাইয়া ঘোর
তরতা করিলেন। তাহারা তাঁহার কথাতে হুজ্জত
২৯ করিল না। তিনি তাহারদের জলকে রক্ত করিলেন

৩০ তাহারদের মৎস্যেরদিগকে মারিলেন। তাহারদের
দেশ বিস্তর বেঙ্গকে উৎপন্ন করিলেন তাহারদের
৩১ রাজার অট্টালিকায় ও তাহারা হইল। তিনি কথা
কহিলে কীটপতঙ্গেরা এবং উকুনেরা তাহারদের
৩২ সকল সীমানায় আইল। তিনি তাহারদের বৃষ্টির
স্থানে শীল এবং তাহারদের দেশে অগ্নির শিখা
৩৩ বর্ষাইলেন। তিনি তাহারদের দ্রাক্ষা ও ডুমুর
গাছ মারিলেন ও তাহারদের সীমানার বৃক্ষ
৩৪ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তিনি কহিবা মাত্র পঙ্গপাল
৩৫ ফড়িঙ্গ ও অসঙ্খ্যা পোকা আইল তাহারা তাহার
দের দেশের সকল তৃন খাইল ও তাহারদের ভূমির
৩৬ সকল ফল খাইয়া ফেলিল। তিনি ও তাহারদের
স্বদেশীয় প্রথম জাত অর্থাৎ তাহারদের সকল
৩৭ বলের ঔত্তমতাকে মারিলেন ও রূপা স্বর্ন বিশিষ্ট
তাহারদিগকে বাহির করিলেন তাহারদের গোষ্ঠী
৩৮ তে দুর্ব্বল কেহ ছিল না। তাহারদের প্রস্থান করণ
কালে মিসর হৃষ্ট ছিল কেননা তাহারদের ভয়
৩৯ তাহারদের উপর পড়িল। তিনি আচ্ছাদনের জন্য
তাহারদের উপর মেঘ ছাওয়াইলেন এবং আলো
০ করনের জন্যে রাত্রিতে অগ্নি দিলেন। তাহারা
চাহিলে তিনি ভাটুই পক্ষীরদিগকে আনিলেন এবং
৪ স্বর্গীয় ভক্ষ্যেতে তাহারদিগকে তৃপ্ত করিলেন। তিনি
প্রস্তর ফাটাইলে জল বাহিরিল তাহা শুষ্ক ভূমিতে
৪ নদীর মত বহিল। কেননা তিনি আপন ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা
এবং আপন সেবক আবরহামকে স্মরন করিলেন।

৪৩ এবং আপন লোকেরদিগকে হৃষ্টচিত্ত এবং আপন
মনোনীতেরদিগকে উল্লাষ যুক্ত করিয়া বাহির করি
৪৪ লেন। এবং তাহারা তাঁহার ব্যবস্থা পালন করে ও
৪৫ তাঁহার আজ্ঞা মানে এই জন্যে তিনি ও প্রতিমাপূজকের
দের দেশ তাহারদিগকে দিলেন তাহারা লোকের
দের মেহনতের ফল অধিকার পাইল। হালিলুয়া।—

গীত যিহুহার স্তব করহ। যিহুহার মধ্যে ধন্যবাদ
১০৬ করহ কেননা তিনি শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার কৃপা সদাকাল ও
২ থাকে। যিহুহার পরাক্রমের ক্রিয়া কে কহিতে পারে?
৩ তাঁহার সকল স্তব কে প্রকাশ করিতে পারে?। যে
লোকেরা বিচারের কথা মানে ও নিত্য যাতার্থিক
৪ ক্রিয়া করে সেই ধন্য। হে যিহুহা আমি তোমার
মনোনীতেরদের মঙ্গল দেখিতে পাই. এবং তোমার
লোকেরদের আনন্দে আনন্দ করি এবং তোমার
৫ অধিকারের সহিত হৃষ্ট হই এই নিমিত্তে যে অনুগ্রহ
আপনার লোকেরদের উপর করিতেছ তাহা করিয়া
আমাকে স্মরণ কর। তোমাকর্তৃক উদ্ধার যেমত
৬ দেখিতে পাই তাহা কর। আমরা আমারদের পিতৃগণ
সহ পাপ করিয়াছি আমরা কুক্রিয়া করিয়াছি আমরা
৭ পাজি কার্য্য করিয়াছি। মিসরে আমারদের পিতৃ
লোকেরা তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া বুঝিল না তাহারা
তোমার অনেক কৃপা মনে রাখিল না কিন্তু সমুদ্র
নিকটে অর্থাৎ আরাবি সমুদ্রের নিকটে তাঁকে
৮ ক্রুদ্ধ করিল। কিন্তু আপনার নামের নিমিত্তে
আপন মহাপরাক্রম জানাবার জন্য তিনি তাহার

৯ দিগকে ত্রাণ করিলেন। তিনি আরাবি সমুদ্রকে
ধমকাইলেন ও তাহা শুকিয়া গেল পরে যেমন বনে যায়
তেমন তিনি গভীর দিয়া তাঁহারদিগকে গতি করাই
১০ লেন। তিনি তাঁহারদের বৈরীর হাতহইতে
তাঁহারদিগকে রক্ষা করিলেন ও শত্রুর হাতহইতে
১১ তাঁহারদিগকে মুক্ত করিলেন। তাঁহারদের শত্রুর
দিগকে জল ঢাকিল তাঁহারদের এক জন ও বাকি
১২ রহিল না। তখন তাঁহারা তাঁহার কথাতে আস্থা
১৩ করিল তাঁহারা তাঁহার স্তব গান করিল। তাঁহারা
তাঁহার ক্রিয়া শীঘ্র বিস্মৃত হইল তাঁহার পরামর্শ
১৪ লইতে তাঁহারা অপেক্ষা করিল না। তাঁহারা বনে বড়
১৫ বাসনা করিল ও কাননে প্রভুর পরীক্ষা লইল। যা
তাঁহারদের অভিলষিত তা তিনি তাঁহারদিগকে দিলেন
১৬ কিন্তু তাঁহারদের মনে ও রোগ দিলেন। ছাউনিতে
তাঁহারা মোশার ও যিহুহার পবিত্র লোক আহার
১৭ নের ও দ্বেষ করিল। পৃথিবী ফাটিয়া দাতনকে গ্রাস
১৮ করিল ও আবীরামের মণ্ডলিকে ঢাকিল। তাঁহার
দের মণ্ডলিতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল শিখা পাপিরের
১৯ দিগকে খাইয়া ফেলিল। তাঁহারা খোরেবে এক
বাছুর বানাইল পরে সে ঢালা প্রতিমার কাছে
২০ প্রণাম করিল। এমন তাঁহারা আপনারদের গৌরব
২১ একটা ঘাস খাওয়া গরুর আকারে বদল করিল। প্রভু
২২ তাঁহারদের ত্রাণকর্ত্তা যিনি মিসরে মহা কার্য্য ও
হাম দেশে আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও আরাবি সমুদ্রে সমস্ত
ক্রিয়া করিয়াছিলেন তাঁহাকে তাঁহারা বিস্মৃত হইল

২৩ তাহাতে আপনি তাহারদিগকে নষ্ট করিতে উদ্যত হন
তিনি এই কথা কহিলেন তিনি তাহারদিগকে যাহাতে
নষ্ট না করেন এই জন্যে তাঁহার সেবক মোশা তাঁহার
ক্রোধ ফিরাবার নিমিত্তে ভঙ্গা বেড়ার মধ্যে তাঁহার
২৪ সম্মুখে যদি না দাঁড়াইত তবেই করিতেন। তাহারা
সে ভাল দেশ হেলন করিল এবং তাঁহার কথায় আস্থা
২৫ করিল না। তাহারা ও আপনং তাম্বুতে কচকচি করিল
২৬ তাহারা যিহ্বহার কথা শুনিল না অতএব তাহার
২৭ দিগকে কাননে বধ করিতে এবং তাহারদের সন্তানে
রদিগকে অন্য দেশীয়েরদের মধ্যে ফেলিয়া দিতে
এবং তাহারদিগকে দেশেং ছড়িয়া ফেলাইতে তিনি
২৮ তাহারদের উপর হাত বাড়াইলেন। তাহারা বাআল
ফগুরের সহিত যুক্ত ছিল ও মরার* বলি খাইল।
২৯ তাহারা এমত তাহারদের ক্রিয়াতে তাঁহাকে ক্রুদ্ধ
করিল যে কারণ তাহারদের মধ্যে মড়ক হইল।
৩০ তখন ফন্যাস দাঁড়াইয়া উচিত দণ্ড করিল তাহাতে
৩১ মড়ক নিবর্ত্ত হইল তাহা পুরুষং অনুক্রমে সদা
সর্ব্বস্থানে ধর্ম্মের কারণ তাহার কাছে গননা গেল।
৩২ যাহাতে তাহারদের জন্যে মোশার ক্ষেতি ছিল
তাহারা মরবা জলের কাছে তাহাকে এমত ও ক্রুদ্ধ
৩৩ করিল কেননা তাহার আত্মা তাহারা দুঃখিত করিল
৩৪ তাহাতে তাহার বাক্য স্খলন হইল। যিহ্বহা যে লোকের
দের কথা তাহারদিগকে কহিয়াছিলেন তাহারা সে

* অর্থাৎ দেবতার প্রসাদ।—

৩৫ লোককে উৎপাত করিল না। তাহারা অন্যদেশীয়ে
রদের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল এবং তাহারদের
৩৬ ব্যবহার শিক্ষিয়াছিল ও তাহারদের প্রতিমার সেবা
করিল সে সেবা তাহারদের প্রতি এক ফাঁদ ছিল।
৩৭ তাহারা ও দেবতারদের কাছে আপনারদের পুত্র
৩৮ কন্যা বলিদান করিল এবং অহিংসকেরদের রক্ত
৩৯ অর্থাৎ আপনারদের পুত্র কন্যারদের রক্ত পাত করিল
তাহারদিগকে তাহারা কনাজনের দেবেরদের কাছে
বলি দিল তাহাতে দেশ রক্তেতে অশুচি হইল।
৪০ তাহারা আপনারদের ক্রিয়াতে অশুচি ছিল এবং
আপনারদের মনেতে যে উদ্ভব হইল তাহার সহিত
ব্যভিচার করিল অতএব যাহাতে আপনার অধিকার
ঘৃণা করেন এমত যিহুহার ক্রোধ আপনার লোকের
৪১ উপর প্রজ্বলিত ছিল। তিনি ও অন্যদেশীয়েরদের
৪২ হাতে তাহারদিগকে দিলেন ও যাহারা তাহার
দিগকে ঘৃণা করিয়াছিল তাহারা তাহারদের উপর
৪৩ কর্তৃত্ব করিল। তাহারদের শত্রুগন তাহারদের
উপর জোর করিল এবং তাহারা তাহারদের দমনে
৪৪ পড়িল। তিনি বার২ তাহারদিগকে নিস্তার করিলেন
তথাচ তাহারা আপনারদের পরামর্শেতে তাঁহাকে
ক্রুদ্ধ করিল এবং আপনারদের অযথার্থেতে
৪৫ নীচে পড়িল। কিন্তু তিনি তাহারদের কাকুতি শুব
নেতে তাহারদিগের দুঃখ দেখিলেন এবং আপন
৪৬ বন্দোবস্ত তাহারদের নিমিত্তে মনে করিলেন এবং

আপন অনেক২ য়ানুসারে পরামনন করিলেন।
ও যাহারা তাহারদিগকে বিদেশে লইয়া গেল তাহার
দের গোচরে তাহারদিগকে কৃপা প্রাপ্ত করিলেন।
৪৭ হে য়িহুহা আমারদের ঈশ্বর আমারদিগকে রক্ষা
কর এবং তোমার পবিত্র নামের কাছে কৃতজ্ঞতা
স্বীকার করনের জন্যে এবং তোমার স্তব করণেতে
দর্প কথা কহনের জন্যে অন্যদেশীয়েরদের হইতে
৪৮ আমারদিগকে একত্র কর। য়িহুহা য়িশরালের
ঈশ্বর সদা সর্ব্বক্ষন ধন্য। সকল লোক আমেন
কহুক। হালিলুয়া।—

গীত ১০৭

য়িহুহার প্রতি ধন্যবাদ কর কেননা তিনি ভদ্র
তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে। য়িহুহার যে লোকের
দিগকে তিনি শত্রুরদের হাতহইতে মুক্ত করিয়াছেন
৩ এবং অন্য দেশহইতে অর্থাৎ পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর ও
দক্ষিনদিগহইতে তাহারদিগকে একত্র করিলেন
৪ তাহারা এমত কহুক। তাহারা নিরালয় পথে বনে
বেড়াইল তাহারা বাস করিবার নগর পাইল না
৫ তাহারা ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া প্রানে ক্লান্ত হইয়া
৬ ছিল। তাহারদের দুর্দ্দশায় তাহারা য়িহুহার প্রতি
মিনতি করিল তিনি তাহারদিগকে তাহারদের দুঃখ
৭ হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি বসতির সহরে
যাওনের সোজা পথ তাহারদিগকে দেখাইলেন।
৮ আহা য়িহুহার যে কৃপা এবং তিনি যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া
মানুষের সন্তানেরদের প্রতি করিয়াছেন তাহা যদি
৯ লোকেরা তাঁহার প্রতি স্বীকার করে। কেননা

তিনি আকাঙ্ক্ষ প্রাণকে পরিতোষ করেন ও ক্ষুধিত
প্রাণকে ভদ্রেতে পূর্ণ করেন।—
১০ যাহারা প্রভুর কথা অন্যথা করিল এবং সর্ব্বাধ্য
১১ ক্ষের পরামর্শ তুচ্ছ করিল এবং তন্নিমিত্ত দুঃখ ও
লোহাতে বদ্ধ হইয়া অন্ধকার ও মৃত্যুর ছায়ায় বাস
১২ করে এবং যাহারদের অন্তঃকরণ তিনি শ্রমেতে
নম্র করিলেন এবং তাহারা পতিত এবং উপকারী
১৩ কেহ ছিল না তাহারা দুর্দ্দশা কালে য়িহুহার প্রতি
১৪ কাকুতি করিল এবং তিনি তাহারদের দুঃখহইতে
তাহারদিগকে ত্রাণ করিলেন। তিনি অন্ধকার এবং
মৃত্যুর ছায়াহইতে তাহারদিগকে উদ্ধার করিলেন
১৫ এবং তাহারদের জিঞ্জির ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আহা
য়িহুহার যে কৃপা এবং যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া মানুষের
সন্তানেরদের প্রতি তিনি করিয়াছেন তন্নিমিত্তে যদি
১৬ লোকেরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। কেননা তিনি
পিত্তলের দ্বার ভাঙ্গিয়াছেন এবং লোহার হুড়কা
কাটিয়া ফেলিয়াছেন।—
১৭ অজ্ঞান লোকেরা তাহারদের ধাইষ্ট ও অযথার্থের
১৮ দ্বারা দুঃখ পায় তাহারদের প্রাণ সকল প্রকার ভক্ষ্য
১৯ ঘৃণা করে তাহারা মৃত্যুর দ্বারের নিকটে হয় তখন
আপনারদের দুঃখে তাহারা য়িহুহার প্রতি মিনতি
করে ও তিনি তাহারদের দুঃখহইতে তাহারদিগকে
২০ উদ্ধার করেন। তিনি আপন কথা পাঠাইয়া
তাহারদিগকে সুস্থ করিলেন এবং তাহারদের পচা
২১ হওয়াহইতে উদ্ধার করিলেন। আহা য়িহুহার

যে দয়া এবং যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া মনুষ্যের সন্তানের
দের প্রতি তিনি করিয়াছেন তন্নিমিত্তে যদি লোকেরা
২২ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। তাহারা ও যেন স্তবরূপ
বলিদান করে ও উল্লাষিত হইয়া তাঁহার ক্রিয়া
প্রকাশ করে।—
২৩ যাহারা সমুদ্রে জাহাজের ব্যবসা করে ও বড়
২৪ জলে কার্য্য করে। য়িহুহার যে ক্রিয়া এবং আশ্চর্য্য
২৫ গভীরস্থলে হয় তাহারা তাহা দেখে। কেননা তাঁহার
আজ্ঞায় বায়ু বহিয়া ঝড় হয় এবং তাহার ঢেউ বড়
২৬ উঠায়। তাহারা স্বর্গে উঠে তাহার গভীরে নাবে
২৭ আপদেতে তাহারদের প্রাণ গলিয়া যায় এবং
তাহারা মত্ত লোকেরদের মত দুলিয়া দুলিয়া
২৮ যায় এবং হত বুদ্ধি হয় তখন তাহারা দুঃখে
য়িহুহার কাছে মিনতি করে ও তাহারদিগকে তিনি
২৯ তাহারদের দুঃখহইতে উদ্ধার করেন। তিনি
৩০ ঝড় শান্ত করেন এবং ঢেউ বসিয়া থাকে ও
তাহারা শান্ত হওয়াতে আনন্দ করে পরে তাহারদের
৩১ ইষ্ট খালে তাহারদিগকে তিনি আনেন। তাহা
য়িহুহার যে দয়া ও যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া তিনি মনুষ্যের
সন্তানেরদের প্রতি করিয়াছেন তন্নিমিত্তে যদি
৩২ লোকেরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। ও যেন তাহারা
তাহাকেই লোকেরদের মণ্ডলিতে বড় করে এবং
প্রাচীনেরদের সভায় তাঁহাকে স্তব করে।—
৩৩ তিনি নদীকে বন করেন এবং উনইকে শুষ্ক
ভূমি করেন। সে দেশের প্রজারদের দুষ্টতাতে ফল

৩৪ পূর্ণ দেশকে লোনা ভূমি করেন। তিনি বনকে
৩৫ জলের পুষ্করনীযুক্ত স্থান করেন এবং শুষ্ক ভূমিকে
৩৬ জলের উনই করেন। সেখানে তিনি ক্ষুধিতেরদিগকে
৩৭ বাস করান। ও তাহারা বসতির সহরের পত্তন
করে ও ক্ষেত্র করে ও দ্রাক্ষা লতা রোপে ও ফল
৩৮ উৎপন্ন করায়. এবং তিনি তাহারদিগকে বর দেন ও
তাহারা অতি বর্দ্ধিত হয় তাহারদের পশুরদের হ্রাস
৩৯ নাই। পরে অন্যায় ও দুর্ভাগ্য ও দুঃখেতে তাহারা
৪০ হ্রাস ও নীচে হইয়া যায়। তিনি অধ্যক্ষেরদিগকে
নিন্দা করেন ও যেখানে পথ নয় সে শূন্য স্থানে
৪১ তিনি তাহারদিগকে ভ্রমন করান। তিনি দরিদ্রের
দিগকে দুঃখহইতে মুক্ত করেন এবং তাহার
৪২ দিগকে পালের ন্যায় পরিজন করেন। পবিত্র
লোকেরা হৃষ্ট হইবে ও অযাথার্থ্য চুপ করিয়া
৪৩ থাকিবে। জ্ঞানবান ব্যক্তি যে সে তাহা মনে করিবে
এবং তাহারা যিহুহার অনুগ্রহ বুঝিবে।—

গীত ১০৮ গাইবার কারন দাঊদের এক গীত।—

হে ঈশ্বর আমার মন প্রস্তুত আছে আমি আপন
সম্ভ্রমেতে ও গান করিব ও গীত গাইব। হে নবল
ও বীণা তোমরা জাগ আমি ভোরে জাগ্রত হইব।
৩ হে যিহুহা লোকেরদের মধ্যে আমি তোমার স্তব
করিব অন্য দেশীয়েরদের মধ্যে আমি তোমার স্থানে
৪ গান করিব। কেননা তোমার দয়া স্বর্গহইতে
বড় ও তোমার সত্যতা আকাশস্পর্শী। হে ঈশ্বর
৫ স্বর্গের উপরে উল্থিত হও এবং সকল পৃথিবীর

৬ ওপর তোমার মাহাত্ম্য ওখিত হওক। তোমার
প্রেমির ওদ্ধার হওনের জন্যে তোমার দক্ষিণ হাত
৭ দিয়া ত্রাণ কর এবং আমাকে ওত্তর দিও। ঈশ্বর
আপন ধর্ম্মে কহিয়াছেন আমি আনন্দ করিয়া
শকমকে ভাগ২ করিব ও সুকোতের মাট মাপিব।
৮ গিলআদ আমার মনশা আমার আফ্রিম আমার
মাথার বল যেহোদা আমার ব্যবস্থা কর্ত্তা।
৯ মোয়াব আমার ধুইবার পাত্র আদোমের ওপরে
আমার জুতা আমি ফেলিয়া দিব পলশতীর ওপরে
১০ আমি জয়২ শব্দ করিব। আমাকে দৃঢ় সহরে
আনিবে কে? আমাকে আদোমে আনিবে কে?
১১ হে ঈশ্বর তুমি যে আমারদিগহইতে দূর ছিলা তুমি
১২ কি তাহা করিবা না? হে ঈশ্বর আমারদের সৈন্যের
১৩ দের সহিত তুমি কি যাবা না? দুর্দ্দশা কাল
আমারদের ওপকার কর কেননা মানুষ কর্ত্তৃক রক্ষা
১৪ মিথ্যা। ঈশ্বরের শরনেতে আমরা বীরবৎ ক্রিয়া
করিব তিনি ও আমারদের শত্রুরদিগকে দলাইবেন।
গীত প্রধান বাদ্যকারক যে জন তাহার জন্যে দাওদের
১০৯ এক গীত এই।—

১ হে ঈশ্বর আমার স্তবনীয় তুমি চুপ থাকিও না।
কেননা পামর ও প্রতারক লোক আমার ওপর মুখ
২ খুলিয়াছে তাহারা মিথ্যাবাদী জিহ্বাতে আমার বিপ
৩ রীতে কথা কহিয়াছে। তাহারা শত্রুতা কথাতে
আমাকে বেড়িয়াছে এবং অকারণ আমার সহিত
৪ যুদ্ধ করিয়াছে। আমার প্রেমের কারণে তাহার

৫ আমার শত্রু হইয়াছে কিন্তু আমি প্রার্থনা করি।
তাহারা ভাল ক্রিয়ার কারনে আমাকে মন্দ ক্রিয়া
করিয়াছে এবং আমার প্রেমের কারন ঘৃণা
৬ করিয়াছে। তুমি দুষ্ট কোন ব্যক্তিকে তাহার
ওপর নিযুক্ত করবা এবং শয়তান তাহার
৭ দক্ষিনে দাঁড়াইবে বিচারে সে দোষগ্রস্ত হবে
৮ ও তাহার নিবেদন পাপ হবে। তাহার দিন অল্প
৯ হবে এবং অন্য জন তাহার পদ লইবে। তাহার
ছালিয়ারা পিতৃহীন ও তাহার ভাইয়া বিধবা
১০ হবে। তাহার সন্তানেরা বেড়াইতেং ভিক্ষা মাগিবে
১১ তাহারা নিরালয় স্থানে তাহা চেষ্টা করিবে। জুয়া
চোর ফাকি করিয়া তাহার সকল সম্পদ লইবে
বিদেশী জোর করিয়া তাহার মেহনেতের সকল ফল
১২ নষ্ট করিবে। তাহার ওপর কৃপা করিতে কেহ থাকিবে
না ও তাহার পিতৃহীন সন্তানেরদের ওপর দয়াকর্ত্তা
১৩ কেহ হবে না। তাহার বংশ ওচ্ছন্ন হবে এবং তাহার
দের নাম ভবিষ্যৎ পুরুষের কালে কাটা যাবে।
১৪ তাহার পিতৃ অযাথার্থ্য যিহুহার মনে আসিবে এবং
১৫ তাহার মাতৃপাপ কাটা যাবে না তাহা নিত্য
যিহুহার গোচরে হবে তিনি ও পৃথিবীহইতে তাহার
১৬ দের নাম কাটিয়া ফেলিবেন। কেননা দয়া করিতে
তাহার মনে ছিল না এবং দুঃখী ও ভগ্নাস্তিক
মানুষের বিপক্ষতা সে করিল ও চূর্নান্তঃকরনকে
১৭ খুন করিল। সে শাপ দেওয়া ভাল বাসিল
অতএব তাহা তাহার ওপর আসিবে সে বর দেওয়া

পসন্দ করিল না অতএব তাহাহইতে তাহা দূর হবে।
১৮ সে বস্ত্রের ন্যায় অভিশাপ পরিল অতএব তাহা
জলের মত তাহার অন্তরে সান্ধাইবে এবং তৈলের
১৯ মত তাহার হাডে সান্ধাইবে। তাহার পরিধান বস্ত্রের
মত ও তাহার যে পটুকাতে আপনার কমর নিত্য
২০ বাঁধে তাহার মত ও তাহা হবে। আমার শত্রুরদের
এই ফল যিহুহাহইতে হবে এবং যাহারা আমার
প্রাণের বিপরীত কুকথা কহে তাহারদের ও এই ফল
২১ হবে কিন্তু হে যিহুহা ঈশ্বর তুমি আপন নামের
নিমিত্তে আমার বিচার কর আমাকে পরিত্রাণ কর
২২ কেননা তোমার দয়া ভাল। আমি দুঃখী এবং উদ্বাস্তী
২৩ ও আমার অন্তরস্থ হৃদয় বিদ্ধ আছে। আমি অপগত
ছায়ার মত ক্ষীণ হই আমি পঙ্গপাল ফড়িঙ্গের মত
২৪ লাড়িত হইয়াছি। আমার হাটু উপবাসেতে দুর্বল
হইয়াছে এবং আমার মাংস মেদের অভাবেতে
২৫ কৃশ হয়। আমি তাহারদের লজ্জার পাত্র ছিলাম
যাহারা আমাকে দেখে তাহারা আমাকে দেখিয়া
২৬ মাথা নাড়ে। হে যিহুহা আমার ঈশ্বর আমার
উপকার কর তোমার দয়ানুসারে আমাকে রক্ষা কর
২৭ হে যিহুহা তাহারা যেন জ্ঞাত হয় যে এ তোমার হাত
২৮ ও যে তাহা তুমি করিয়াছ। তাহারা শাপ দিবে
২৯ কিন্তু তুমি বর দেও। তাহারা উঠিয়া লজ্জিত হবে
৩০ কিন্তু তোমার দাস আনন্দিত হবে। আমার শত্রুরা
লজ্জাতে আচ্ছাদিত হবে এবং যেমন ওড়নিতে
আচ্ছাদিত তেমন আপনার অপমানতে আচ্ছাদিত

১০৯ নবোত্তর শত গীত।—

৩১ হবে।   আমার মুখেতে আমি যিহ্বহার বড়
স্তব করিব   জনতার মধ্যে আমি তাঁহার স্তব
করিব।   কেননা দরিদ্রকে তাহার আত্মার দোষদায়ী
হইতে ত্রান করিতে তিনি তাহার দক্ষিনে দাঁড়াইবেন।

দাঁওদের এক গীত।—

গীত   যিহ্বহা আমার পরমেশ্বরকে কহিলেন   যে পর্য্যন্ত
১১০ তোমার শত্রুরদিগকে তোমার পাদপীঠ আমি না
করি সে পর্য্যন্ত আমার দক্ষিনে বস।   সীয়নহইতে
২ তোমার পরাক্রমকর দণ্ড যিহ্বহা পাঠাইবেন   তোমার
৩ শত্রুরদের মধ্যে তুমি সাম্রাজ্য কর।   তোমার
বিক্রমের দিনে ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে তোমার লোকেরা
ইচ্ছুক হইবে।   প্রাতঃকালের গর্ভে যত শিশিরের
কনা জন্মে ততোধিক তোমার সন্তান হবে।
৪ যিহ্বহা কিরা করিয়াছেন ও অন্যথা করিবেন না
তুমি মল্কিস্‌দেকের পদানুসারে সদাকাল পুরোহিত
৫ আছ।   তোমার দক্ষিনস্থিত পরমেশ্বর আপন
৬ ক্রোধ দিনে রাজারদিগকে বিন্দিয়া ফেলিবেন   তিনি
অন্যদেশীয়েরদের মধ্যে বিচার করিবেন   তিনি
মৃত শরীরেতে স্থযী পূর্ন করিবেন   তিনি অনেক
৭ দেশের অধ্যক্ষেরদিগকে বিন্দিয়া ফেলিবেন।   তিনি
পথে নদীর জল পান করিবেন সে কারন মাথা
উঠাইবেন। —

গীত   যিহ্বহার স্তুতি কর।   পবিত্র লোকেরদের সভা ও
১১১ মণ্ডলিতে আমি যিহ্বহার নিকট সর্ব্বান্তঃকরনের

১১১ একাদশোত্তর শত গীত।—

২ সহিত বীন্যবাদ করিব। যিহুহার ক্রিয়া বড় যাহারা
তাহাতে মনযুক্ত হয় তাহারদের কর্ত্তৃক বিবেচিত
৩ হয়। তাঁহার ক্রিয়া মাহাত্ম্যযুক্ত ও তেজযুক্ত
৪ এবং তাহার বীর্য্য নিত্য থাকে। আপন আশ্চর্য্য
ক্রিয়া মনে রাখনের জন্যে তিনি করিয়াছেন
যিহুহা কৃপাবান ও দয়ালু যাহারা তাঁহাকে
৫ ভয় করে তাহারদিগকে তিনি ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়াছেন।
তিনি আপন বন্দোবস্ত সদাকাল মনে রাখেন।
অন্য দেশীয়েরদের অধিকার আপন লোকেরদিগকে
৬ দেওনের জন্যে তিনি তাহারদিগকে আপন ক্রিয়ার
৭ বিক্রম দেখাইয়াছেন। তাঁহার হস্তকৃত যাহা তাহা
৮ সত্যতা ও বিচার তাঁহার সকল আজ্ঞা বিশ্বসনীয়
সেই সকল আজ্ঞা নিত্যস্থায়ী এবং যাথার্থ্য ও
৯ সত্যতাতে কৃত। তিনি আপন লোকেরদের কাছে
উদ্ধার পাঠাইয়াছেন তিনি আপন বন্দোবস্ত সদা
কালের নিমিত্তে আজ্ঞা করিয়াছেন তাঁহার নাম
১০ বীর্য্য ও ভেতব্য। যিহুহাকে ভয় করা জ্ঞানের আরম্ভ
যাহারা তাঁহার সকল আজ্ঞা পালন করে তাহার
দের দিব্যজ্ঞান হয় তাঁহার স্তব সদাকাল থাকে।—

গীত যিহুহার স্তুতি কর। যে জন যিহুহাকে ভয় করে
১১২ ও তাঁহার আজ্ঞায় যাহার বড় তুষ্টি সে জন ধন্য।
—— তাহার সন্তান পৃথিবীতে বিক্রান্ত হইবে পবিত্র লোকে
৩ রদের বংশ ধন্য হইবে। কল্যাণ ও ধন তাহার
৪ ঘরে হইবে তাহার বীর্য্য ও সর্ব্বদা থাকে। পবিত্র
লোকেরদের জন্যে অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি উৎপন্ন

হইয়াছে তিনি অনুগ্রাহক ও দয়ালু ও ধার্ম্মিক।
৫ সুমানুষ যিনি তিনি দয়ালু ও ধন দাতা। তিনি বিচার
৬ করিয়া কার্য্য করিবেন সে জন কখন চালিত হবে না।
৭ ধার্ম্মিকের নিত্য যশ হইবে। সে জন কুসমাচারে
ভয় করিবে না তাহার মন যিহুহায় বিশ্বাস করত
৮ নির্ভয় আছে। তাহার অন্তঃকরণ স্থির আছে সে
জন আপন শত্রুরদের উপর অবলোকন না করিয়া
৯ ভয় করিবে না। তিনি ছড়িয়া দিয়াছেন তিনি
গরিবেরদিগকে দিয়াছেন তাহার ধর্ম্ম সর্ব্বদা থাকে
১০ তাহার শৃঙ্গ মর্য্যাদাতে উঠাইতে হইবে। পাপর তাহা
দেখিয়া শোকান্বিত হইবে ও দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া
গলিয়া যাবে। পাপরের মনোরথের সংহার
হইবে।

গীত ১১৩ যিহুহার স্তুতি কর। হে যিহুহার সেবকেরা স্তুতি
কর যিহুহার নামের প্রশংসা কর। এখনাবধি সদা
৩ কাল পর্য্যন্ত যিহুহার নাম ধন্য হউক। সূর্য্যোদয় স্থান
হইতে অস্তযাওন স্থান পর্য্যন্ত যিহুহার নাম স্তবনীয়
৪ আছে। যিহুহা সকল দেশীয়েরদের অধ্যক্ষ তাঁহার
৫ মাহাত্ম্য স্বর্গের উপর আছে। সর্ব্বোপরে নিবাসী
৬ যিহুহা আমারদের ঈশ্বরের তুল্য কে?। তিনি স্বর্গ
ও পৃথিবীর ক্রিয়া দেখনের জন্যে আপনাকে ক্ষুদ্র
৭ করেন। তিনি গরিবকে ধূলাহইতে উঠান এবং
তাহাকে অধ্যক্ষেরদের মধ্যে অর্থাৎ নিজ লোকের
৮ অধ্যক্ষেরদের সহিত বসানের জন্যে দরিদ্রকে সার
৯ কুড়হইতে উদ্ধার করেন। বন্ধ্যা স্ত্রীকে তিনি

ঘরের কর্ত্রী করেন এবং বালকেরদের আনন্দিত
মাতা করেন। হালিলুয়া।—

গীত ১১৪ যখন য়িশরাল মিসর হইতে গেল ও যাকুবের
বংশ কদর্য্য ভাষী লোক হইতে গেল তখন য়িহোদা
তাঁহার পবিত্র স্থান ও য়িশরাল তাঁহার রাজ্য ছিল।
৩ সমুদ্র তাহা দেখিয়া পলাইল য়র্দ্দন ফিরিয়া দৌড়ল
৪ পর্ব্বতেরা মেষের মত ও ছোট পর্ব্বতেরা মেষের
৫ বচ্ছার মত লাফ দিল। হে সমুদ্র তুমি যে পলাইয়াছ
ইহার কারণ কি? হে য়র্দ্দন তুমি কি দেখিয়া
৬ পশ্চাৎ দৌড়িলা?। হে পর্ব্বতেরা তোমরা কি নিমিত্ত
মেষের মত নৃত্য করিলা? হে ছোট পর্ব্বতেরা তোমরা
৭ মেষের বচ্ছার মত কেন নৃত্য করিলা?। হে পৃথিবী
যিনি পাথরকে পুষ্করিণী করেন ও চকমকির
৮ পাথরকে * জলই করেন এই য়িহুহার সাক্ষাতে
অর্থাৎ যাকুবের ঈশ্বরের সাক্ষাতেই কম্পমান হও।—

গীত ১১৫ হে য়িহুহা আমারদের নয় আমারদের নয়
কিন্তু তোমার দয়া ও সত্যতার কারণ তোমার নামের
২ স্তব হউক। এখন তাহারদের ঈশ্বর কোথায়?
৩ দেব পূজকেরা কেন ইহা বলিবে?। আমার
দের ঈশ্বর স্বর্গে তিনি যাহা ইচ্ছা করেন সে
৪ সকল করেন। তাহারদের ঠাকুরেরা রূপা
৫ ও স্বর্ণ মানুষের হস্তকৃত। তাহারদের মুখ আছে
৬ কিন্তু কথা কহে না তাহারদের চক্ষু আছে কিন্তু

---

* অর্থাৎ চকমকির প্রস্তর ময় পর্ব্বতকে জলই করেন।

দেখিতে পায় না তাহারদের কর্ণ আছে কিন্তু শুনিতে
৭ পায় না তাহারদের নাসিকা আছে কিন্তু গন্ধ পায়
না তাহারদের হাত আছে কিন্তু ধরে না তাহার
দের পা আছে কিন্তু চলে না এবং তাহারদিগের নলি
৮ দিয়া ও বাক্য বাহির হয় না যেমন তাহারা তেমন
তাহারদের সৃষ্টিকর্ত্তারা এবং যে সকলে তাহার
৯ দের ওপর বিশ্বাস করে তাহারাও তেমনি। হে য়িশ্র
রাল তুমি য়িহুহায় বিশ্বাস কর তিনি তাহারদের
১০ ওপকারী ও ঢাল। হে আহারনের বংশ য়িহুহায়
বিশ্বাস কর তিনি তাহারদের ওপকারী ও ঢাল। হে
১১ য়িহুহাতে ভয়কারীরা তোমরা য়িহুহায় বিশ্বাস কর
১২ তিনি তাহারদের ওপকারী ও ঢাল। য়িহুহা
আমারদিগকে মনে রাখেন তিনি বর দিবেন তিনি
য়িশরালের বংশকে বর দিবেন তিনি আহারনের
১৩ বংশকে বর দিবেন। ছোট বড় যাহারা য়িহুহাকে
ভয় করে তাহারদিগকেও তিনি বর দিবেন।
১৪ য়িহুহা তোমারদিগকে অর্থাৎ তোমারদিগকে ও
১৫ তোমারদের সন্তানেরদিগকে বাড়াইবেন। স্বর্গ ও
পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা য়িহুহার বর প্রাপ্ত তোমরা।
১৬ স্বর্গ অর্থাৎ স্বর্গেরদের স্বর্গ য়িহুহার মানুষের
১৭ সন্তানেরদিগকে তিনি পৃথিবী দিয়াছেন। মৃতেরা
য়িহুহার স্তব করে না যাহারা নিঃশব্দ স্থানে নামে
১৮ তাহারাও স্তব করে না। কিন্তু এখন অবধি
সদাকাল পর্য্যন্ত আমরা য়িহুহার কাছে ধন্যবাদ
করিব। হালিলুয়া।—

গীত আমি যিহুহাকে প্রেম করি কেননা তিনি আমার
১১৬ প্রার্থনা শব্দ শুনিয়াছেন তিনি আমার কথায় অবধান
করিয়াছেন সেকারনে আমার যবজ্জীবন আমি নিবে
৩ দন করিব। মৃত্যুর ব্যথা আমার চতুর্দ্দিগে ছিল এবং
নরকের যন্ত্রণা আমাকে ধরিল আমি দুঃখ ও শোক
৪ পাইলাম তখন যিহুহার নামে আমি প্রার্থনা করিলাম
হে যিহুহা আমি মিনতি করি আমার প্রানকে
৫ নিস্তার কর। যিহুহা কৃপাবান এবং যাথার্থিক ও
৬ আমারদের ঈশ্বর দয়ালু। যিহুহা হটাৎকারী
লোককে রক্ষা করেন আমি দীন ছিলাম ও তিনি
৭ আমাকে রক্ষা করিলেন। হে আমার মন আপন
বিশ্রামস্থানে ফিরিয়া আইস কেননা যিহুহা তোমাকে
৮ ফল দিয়াছেন। তুমি মৃত্যুহইতে আমার প্রান ও
অশ্রু পতনহইতে আমার চক্ষু ও পতনহইতে আমার
৯ পা রক্ষা করিয়াছ। আমি জীবত লোকের দেশে
১০ যিহুহার গোচরে গমনাগমন করিব। আমি
১১ বিশ্বাস করিলাম সেকারন কহিলাম আমি অতি
দুঃখী ছিলাম আমি শীঘ্র করত কহিলাম যে সকল
১২ লোক মিথ্যাবাদী। যিহুহা যে সকল দান
আমাকে দিয়াছেন তজ্জন্যে আমি তাঁহাকে কি প্রতি
১৩ দান করিব? আমি ত্রানের বাটী লইব ও যিহুহার
১৪ নামে নিবেদন করিব। এখন তাঁহার সকল লোকের
বিদ্যমানে আমি যিহুহার কাছে আমার মানস
পূর্ণ করিব। যিহুহার পবিত্র লোকেরদের মরন
১৫ তাঁহার দৃষ্টিতে বহুমূল্য। হে যিহুহা আমি তোমার

১৬ দাস বটে আমি তোমার দাস অর্থাৎ তোমার
দাসীপুত্র আমার বন্ধন তুমি মোচন করিয়াছ।
১৭ তোমার নিকটে আমি ধন্যবাদ উৎসর্গ করিব এবং
১৮ যিহুহার নামে প্রার্থনা করিব আমি এই সময়ে যিহুহার
সকল লোকেরদের সাক্ষাতে যিহুহার ঘরের ওঠানে
১৯ হে যিরোশলম তোমার মধ্যে যিহুহার নিকটে
আমার মানস পূর্ণ করিব। হালিলুয়া।—

গীত হে সকল দেশীয় লোকেরা যিহুহার স্তব কর হে
১১৭ সকল লোকেরা তাঁহার স্তুত কর। কেননা আমার
দেরদিগে তাঁহার দয়া বড় এবং যিহুহার সত্যতা সদা
কাল থাকে। হালিলুয়া।—

গীত যিহুহার নিকটে ধন্যবাদ কর কেননা তিনি ভদ্র
১১৮ ও তাঁহার দয়া সদাকাল। তাঁহার দয়া যে সদা
কাল থাকে যিশরায়েল এখন ইহা কহুক। তাঁহার
৩ দয়া যে সদাকাল থাকে এখন আহারনের বংশ
৪ ইহা কহুক। তাঁহার দয়া যে সদাকাল থাকে যাহারা
যিহুহাকে ভয় করে তাহারা এখন ইহা কহুক।
৫ আমি দুর্দ্দশাকালে যিহুহার কাছে প্রার্থনা করিলাম
যিহুহা বিস্তারিত করিয়া আমাকে উত্তর করিলেন।
৬ যিহুহা আমার পক্ষে আমি ভয় করিব না মানুষ
৭ আমাকে কি করিতে পারে? যাহারা আমার
উপকারী তাহারদের সহিত যিহুহা আমার পক্ষে
৮ আছেন তন্নিমিত্তে যাহারা আমাকে ঘৃণা
করে তাহারদের উপর আমি অবলোকন করিব।
যিহুহায় বিশ্বাস করণ মানুষে বিশ্বাস করণ

৯ হইতে ভাল। য়িহুহায় বিশ্বাস করন অধ্যক্ষতে
১০ বিশ্বাস করন হইতে ভাল। সর্ব্বদেশীয়
লোকেরা আমাকে বেড়িয়াছে কিন্তু য়িহুহার নামে
১১ তাহারদিগকে নষ্ট করিয়াছি। তাহারা আমাকে
বেড়িল আবার ও বেড়িল কিন্তু য়িহুহার নামে
১২ আমি তাহারদিগকে নষ্ট করিয়াছি। তাহারা
মৌমাছির ন্যায় আমাকে বেড়িল তাহারা কাঁটার
আগুনের ন্যায় নির্ব্বান হয় কেননা য়িহুহার নামে
১৩ আমি তাহারদিগকে নষ্ট করিয়াছি। আমি যাহাতে
পড়ি তেমন তুমি আমাকে ঠেলিয়াছ কিন্তু য়িহুহা
১৪ আমার সহার্য্য করিলেন। য়িহুহা আমার বল ও
১৫ আমার গীত তিনি ও আমার ত্রানকর্ত্তা। পবিত্র
লোকেরদের বসতিতে স্তব ও ত্রানের সুনাদ শুনা
১৬ যায়। য়িহুহার দক্ষিন হাত বলবৎক্রিয়া করে য়িহুহার
দক্ষিন হাত বড় য়িহুহার দক্ষিন হাত বলবৎক্রিয়া
১৭ করে। আমি মরিব না কিন্তু বাঁচিব ও য়িহুহার ক্রিয়া
১৮ প্রকাশ করিব। য়িহুহা বড় শাস্তি দিয়াছেন বটে
১৯ কিন্তু আমাকে মরিতে দেন নাই। ধর্ম্মদ্বার আমার
আগে খোল আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া য়িহুহার
২০ নিকটে স্তব করিব। য়িহুহার দ্বার এই ধার্ম্মিকেরা
২১ তাহা দিয়া প্রবেশ করে। আমি তোমার প্রতি স্তব
করিব কেননা তুমি আমার কথা শুনিয়াছ ও আমার
২২ ত্রান হইয়াছ। যে পাথর রাজেরা তুচ্ছ করিল
২৩ তাহা কোনের প্রধান হইয়াছে এ য়িহুহার ক্রিয়া ও
২৪ আমারদের দৃষ্টিতে আশ্চর্য্য। যে দিন য়িহুহা

নিরূপন করিয়াছেন আমরা তাহাতে হৃষ্ট হইব এবং
২৫ আনন্দ করিব । হে যিহুহা এখন ত্রান কর আমি
এই তোমাকে মিনতি করি এখন মঙ্গল দেও আমি
২৬ তোমাকে এই মিনতি করি । যে জন যিহুহার নামে
আইসে সে ধন্য আমরা যিহুহার মন্দিরে থাকিয়া
২৭ তোমরদিগকে বর দিয়াছি । ঈশ্বর যিহুহা তিনি
আমারদিগকে আলো দেখাইয়াছেন ও৺ সর্জনীয়কে
২৮ যজ্ঞবেদীর শৃঙ্গের কাছেই দড়িতে বাঁধ । তুমি
আমার প্রভু আমি তোমার প্রতি ধন্যবাদ করিব
তুমি আমার ঈশ্বর আমি তোমার প্রশংসা করিব ।
২৯ যিহুহার কাছে ধন্যবাদ কর কেননা তিনি ভাল ও
তাঁহার দয়া সর্ব্বদা থাকে ।

ঃ

গীত যিহুহার শাস্ত্র গমন করে অথচ সৎপথেতে
১১৯ নির্মল যাহারা তাহারা ধন্য । যাহারা তাঁহার সাক্ষ্য
কথা পালন করে যাহারা সকল অন্তঃকরনের সহিত
৩ তাঁহাকে চেষ্টা করে তাহারা ধন্য । ইহারা কুক্রিয়া
৪ করে না ইহারা তাঁহার পথে গতিও করে । তোমার
আজ্ঞা যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে তুমি আমারদিগকে
৫ আজ্ঞা দিয়াছ । আহা তোমার শাস্ত্র পালন করিতে
৬ যদি আমার গতি অভিমুখ হইত । যখন আমি
তোমার সকল আজ্ঞা মানি সে কালে আমার লজ্জা
৭ হইবে না । তোমার ন্যায়বিচার শিক্ষনেতে আমি
অন্তঃকরনের সরলতাতে তোমার স্তব করিব ।
৮ তোমার শাস্ত্র আমি পালন করিব আমাকে সমগ্র
রূপে ত্যাগ করিও না ।

ব

৯ যুবা মানুষ আপন গতির পরিষ্কার কেমনে করিবে?
তাহাতে তোমার কথানুসারে সাবধান হওয়াতে
১০ করিতে পারে। আমি সকল অন্তঃকরণের সহিত
তোমাকে চেষ্টা করিয়াছি আমাকে তোমার আজ্ঞা
১১ ছাড়িয়া ভ্রমণ করিতে দিও না। তোমার বিপরীতে
আমি পাপ না করি এই জন্যে তোমার কথা মনে
১২ গুপ্ত রাখিয়াছি। হে য়িহুহা তুমি ধন্য আমাকে
১৩ তোমার শাস্ত্র শিক্ষা করাও। আমি আপন ওষ্ঠাধর
দিয়া তোমার মুখের সকল বিচার প্রকাশ করিয়াছি।
১৪ সকল ধনে লোকেরা যে আনন্দ পায় ততোধিক
আনন্দ আমি তোমার সাক্ষ্য কথার পথে পাইয়াছি।
১৫ আমি তোমার আজ্ঞায় ধ্যান করিব আমি তোমার
১৬ পথ মানিব। তোমার শাস্ত্রে আমি বড় সন্তোষ
করিব তোমার কথাও বিস্মৃত হইব না।—

গ

১৭ আমি বাঁচি ও তোমার কথা প্রতিপালন করি
১৮ তুমি এই কারণ আপন দাসকে অনুগ্রহ কর। আমি
তোমার শাস্ত্রে আশ্চর্য্য দেখি এই জন্যে আমার
১৯ চক্ষু খুল। আমি পৃথিবীতে বিদেশী তোমার আজ্ঞা
২০ আমাহইতে গুপ্ত রাখিও না। তোমার বিচার কথা
২১ নিত্য ইচ্ছা করাতে আমার প্রাণ চূর্ণ হয়। যে অহ
ঙ্কারী শাপগ্রস্ত লোকেরা তোমার আজ্ঞা ছাড়িয়া ভ্রমণ
২২ করে তাহারদিগকে তুমি ধমকাইয়াছ। লজ্জা ও নিন্দা
আমাহইতে লড়াও কেননা তোমার সাক্ষ্য কথা আমি

২৩ পালন করিয়াছি। অধ্যক্ষেরা বসিয়া আমার বিপরীতে
কথা কহিল। তোমার দাস তোমার শাস্ত্র মনেং
২৪ করিয়াছে। তোমার সাক্ষ্য কথা আমার সন্তোষ
ও আমার মন্ত্রী।—

দ

২৫ আমার মন ধূলায়* লাগে তোমার কথানুসারে
২৬ আমাকে বাঁচাও। আমি আপনার পথের বিষয়
বিশেষ করিয়া কহিয়াছি তুমি আমার কথা শুনিয়াছ
তোমার শাস্ত্র আমাকে শিক্ষা করাও। তোমার
২৭ আজ্ঞার পথ আমাকে বুঝাও তাহাতে আমি তোমার
আশ্চর্য্য ক্রিয়া মনেং করিব। শোক করিতেং
২৮ আমার প্রাণ গলিয়া যায় তোমার কথানুসারে আমা
২৯ কে স্থির কর। আমাহইতে মিথ্যা কহা ব্যবসা
লড়াও এবং তোমার শাস্ত্র আমাকে শিখাও। আমি
৩০ সত্যতার পথ পসন্দ করিয়াছি তোমার বিচার কথা
আপন সম্মুখে আমি থুইয়াছি। আমি তোমার
৩১ সাক্ষ্য কথাতে যোড়িয়া লাগিয়াছি হে যিহুহা যাহাতে
আমার ওপর লজ্জা না হয় তাহা কর। তুমি আমার
৩২ মন বাড়াইলে আমি তোমার আজ্ঞার পথে দৌড়িব।

হ

৩৩ হে যিহুহা তোমার শাস্ত্রের পথ আমাকে শিখাও
তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত আমি তাহা পালন করিব।
৩৪ আমাকে জানাও এবং আমি তোমার শাস্ত্র মানিব

---

* অর্থাৎ ধূলারূপ সংসার।—

আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহা প্রতিপালন করিব।
৩৫ তোমার আজ্ঞার পথে আমাকে গমন করাও কেননা
৩৬ তাহাতে আমার তুষ্টি আছে। তোমার সাক্ষ্য
কথার দিগে আমার অন্তঃকরণ ফিরাও লাভের
৩৭ দিগে নয়। শূন্যতার দেখা হইতে আমার চক্ষু ফিরাও
৩৮ তোমার পথে আমাকে বাঁচাও। তোমার যে দাস
তোমার ভয়ের প্রতি মনোনিবিষ্ট হইয়াছে তাহার প্রতি
৩৯ তোমার কথা স্থির কর। আমি যে অপমানের ভয়
৪০ করি তাহা ফিরাও কেননা তোমার বিচার ভাল। দেখ
তোমার আজ্ঞা আমি ইচ্ছা করিয়াছি তোমার ধর্ম্মে
আমাকে জীয়াও।

৪১ হে যিহোবা তোমার দয়া অর্থাৎ তোমার কথানু
সারে ত্রাণ যেন আমার উপর আইসে। তাহা হইলে
৪২ যে জন আমাকে নিন্দা করে তাহার কথায় আমি
প্রত্যুত্তর করিতে পারিব কেননা তোমার কথায়
৪৩ ভরসা রাখিয়াছি। সত্যের সকল কথা আমার মুখ
হইতে একেবারে লইও না কেননা তোমার বিচারের
৪৪ অপেক্ষা আমি করিয়াছি। তবে আমি কালে কালে নিত্য
৪৫ তোমার শাস্ত্র মানিব। আমি মেলা চলিব কেননা
৪৬ তোমার আজ্ঞা চেষ্টা করিয়াছি। আমি তোমার
সাক্ষ্য কথা রাজাদের সাক্ষাতে কহিব ও লজ্জিত
৪৭ হইব না। তোমার যে আজ্ঞা আমি ইচ্ছা করিয়াছি
তাহাতে আমার সন্তোষও হইবে।—

৪৮ আমার হস্তও তোমার শাস্ত্রেতে আমি ঊর্দ্ধবাহু

৪৯ ঈশ্বর ও তোমার শাস্ত্রের ধ্যান করিব। তোমার যে
কথাতে আমাকে অপেক্ষিত করিয়াছ তুমি আপন
৫০ দাসের প্রতি সে কথা মনে কর। তোমার কথা
আমাকে জীবন দিয়াছে আমার দুঃখে সে আমার
৫১ সান্ত্বনা। অহঙ্কারী লোকেরা আমাকে অনেক নিন্দা
৫২ করিয়াছে। কিন্তু তোমার শাস্ত্র আমি ছাড়ি নাই। হে
যিহুহা তোমার পূর্ব্বকালের বিচার আমি মনে করি
৫৩ তাহাতেও সান্ত্বিত হই। তোমার শাস্ত্রত্যাগী দুষ্ট
৫৪ পাপিরদের ভয় আমাকে ধরিয়াছে। আমার যাত্রিক
৫৫ বাসায় তোমার শাস্ত্র আমার গীত হইয়াছে। হে
যিহুহা তোমার নাম আমি রাত্রিতেও মনে করিয়াছি
৫৬ এবং তোমার শাস্ত্র পালন করিয়াছি। তোমার আজ্ঞা
আমি মানিয়াছি এই নিমিত্তে এই ফল পাইয়াছি।

ח

৫৭ হে যিহুহা তুমি আমার অধিকার আমি তোমার
৫৮ কথা পালন করিতে কহিয়াছি। সর্ব্বান্তঃকরণে
আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছি তোমার
৫৯ কথানুসারে আমাকে দয়া কর। আমি আপন পথে
ধ্যান রাখিয়া তোমার সাক্ষ্য কথারদিগে পা ফিরাই
৬০ য়াছি। আমি তোমার আজ্ঞা মানিতে শীঘ্র করি
এবং অবহেলা করি নাই। পাপির লোকেরদের ফৌজ
৬১ আমাকে লুটিয়াছে তোমার শাস্ত্র আমি বিস্মৃত হই
নাই। তোমার ধর্ম্ম বিচারেতে আমি অর্দ্ধ রাত্রে
৬২ তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণের নিমিত্ত উঠিব।
যাহারা তোমাকে ভয় করে ও তোমার আজ্ঞা পালন

৬৪ করে আমি তাহারদের সঙ্গী। হে যিহুহা পৃথিবী
তোমার দয়াতে পূর্ণ তোমার শাস্ত্র আমাকে শিক্ষা
করাও।—

ট

৬৫ হে যিহুহা আপনার কথানুসারে আপন ভৃত্যের
৬৬ মঙ্গল তুমি করিয়াছ। দিব্য বিচার ও বুদ্ধি
আমাকে শিখাও কেননা তোমার আজ্ঞায় আস্থা
৬৭ করিয়াছি। আমার দুঃখ পাওনের পূর্ব্বে আমি
বিপথে ভ্রমণ করিয়াছিলাম কিন্তু এখন তোমার
৬৮ কথা পালন করিয়াছি। তুমি ভাল ও ভদ্র আমাকে
৬৯ তোমার শাস্ত্র শিখাও। অহঙ্কারীরা আমার
বিপরীতে মিথ্যা কথা সৃষ্টি করিল আমি সর্ব্বান্তঃ
৭০ করণে তোমার আজ্ঞা পালন করিব। তাহারদের
অন্তঃকরণ চরবির মত চিক্কণ কিন্তু তোমার শাস্ত্রেতে
৭১ আমার তুষ্টি আছে। তোমার শাস্ত্র শিক্ষা করিবার
জন্যে যে আমি দুঃখ পাইয়াছি এই আমার কল্যাণ।
৭২ তোমার মুখপ্রকাশিত শাস্ত্র সহস্র২ স্বর্ণ ও রূপা
হইতে আমার ভাল।—

য়

৭৩ তোমার হাত আমাকে নির্ম্মাণ ও রূপবান করি
য়াছে আমাকে বুদ্ধি দেও তবে তোমার আজ্ঞা
৭৪ মানিব। যাহারা তোমাকে ভয় করে তাহারা
আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইবে কেননা তোমার
৭৫ কথায় ভরসা করিয়াছি। হে যিহুহা তোমার
— বিচার প্রকৃত ও তুমি বিশ্বস্ততায় আমাকে দুঃখ

৭৬ দিয়াছ ইহা আমি জানি। যে কথা তুমি আপন
দাসের প্রতি কহিয়াছ তদনুসারে তোমার দয়া যাহা
৭৭ তে আমার সান্ত্বনা নিমিত্তক হয় তাহা কর। আমি
যাহাতে বাঁচি এইমত তোমার দয়া আমার উপর হউক
৭৮ কেননা তোমার শাস্ত্রেতে আমার সন্তোষ। অহঙ্কা
রী লোকেরদের লজ্জা হউক কেননা তাহারা অকারণ
আমার বিরুদ্ধে করিয়াছে কিন্তু আমি তোমার আজ্ঞা
৭৯ মনেং করিব। যাহারা তোমাকে ভয় করে ও তোমার
সাক্ষ্য কথা জানে তাহারা আমার দিগে ফিরুক।
৮০ আমি লজ্জিত না হই এই নিমিত্তে আমার অন্তঃকরণ
যাহাতে তোমার শাস্ত্রে সর্ব্বতোভাবে হয় তা কর।

כ

৮১ তোমা কর্ত্তৃক ত্রাণ অপেক্ষাতে আমার মন ক্ষীণ
৮২ হইয়াছে কিন্তু তোমার কথায় ভরসা রাখি। আমাকে
তুমি কখন সান্ত্বনা করিবা? ইহা কহিতেং তোমার
কথার অপেক্ষাতে আমার চক্ষু ঠিকরিয়া যায়।
৮৩ কেননা আমি ধোঁয়ার মধ্যস্থিত কুপার মত তথাচ
৮৪ তোমার শাস্ত্র বিস্মৃত হই নাই। তোমার দাসের কত
দিন? যাহারা আমার বিপক্ষতাচরণ করে তুমি
৮৫ তাহারদিগের শাস্তি কখন দিবা? অহঙ্কারী
আমার কারণ খাদ খুদিয়াছে সে তোমার শাস্ত্রানু
৮৬ যায়ী নয়। তোমার সকল আজ্ঞা সত্যতা তাহারা
অকারণে আমার বিপক্ষতা করে আমার উপকার
৮৭ করহ। পৃথিবীতে আমাকে তাহারা প্রায় বিনষ্ট
করিয়াছিল তথাচ তোমার আজ্ঞা ত্যাগ করি নাই।

৮৮ তোমার দয়ানুসারে আমাকে জীয়াও তাহা হইলে
আমি তোমার মুখের সাক্ষ্য কথা পালন করিব।

৮৯ হে যিহুহা তোমার কথা স্বর্গে সদাকাল স্থির
৯০ আছে তোমার সত্যতা পুরুষানুক্রমে। পৃথিবী যাহা
৯১ তে রহে তেমন তুমি তাহাকে স্থির করিয়াছ তোমার
শাস্ত্রানুসারে তাহা আজিপর্য্যন্ত ও স্থির আছে
৯২ কেননা সকলেই তোমার দাস। যদি তোমার
শাস্ত্রেতে আমার সন্তোষ না হইত তবে আমার দুঃখে
৯৩ আমি তখন বিনষ্ট হইতাম। আমি তোমার আজ্ঞা
কখন বিস্মৃত হইব না কেননা তাহাতে তুমি আমাকে
৯৪ বাঁচাইয়াছ। আমি তোমার আমাকে রক্ষা কর
৯৫ কেননা। তোমার আজ্ঞা চেষ্টা করিয়াছি। দুষ্ট
লোকেরা আমাকে নষ্ট করিবার অপেক্ষিত ছিল
৯৬ আমি তোমার সাক্ষ্য কথা ভাবি। সকল সম্পূর্ণ
তার শেষ আমি দেখিয়াছি তোমার আজ্ঞা অতি
বড় প্রশস্ত আছে।

৯৭ আহা তোমার শাস্ত্রকে আমি কেমন প্রেম করি
৯৮ তাহা আমার সমস্ত দিনের চিন্তনীয়। তোমার
আজ্ঞাদ্বারা আমার শত্রুদেরহইতে আমার অধিক
জ্ঞান হইয়াছে কেননা তাহা নিত্য আমার সঙ্গে
৯৯ আছে। আমি আমার সকল গুরুহইতে অধিক
বুঝি কেননা তোমার সাক্ষ্য কথা আমার চিন্তনীয়
১০০ আছে। আমি তোমার আজ্ঞা পতি পালন করি

য়াছি তাহাতেই আমি বৃদ্ধ লোকহইতে বুদ্ধিমান
১০১ তোমার কথা পালন করনের কারন আমার পাকে
১০২ প্রতি কুপথহইতে আমি নিষেধ করিয়াছি। তোমার
বিচারহইতে আমি ফিরিলাম না কেননা তুমি
১০৩ আমাকে শিখাইয়াছ। আমার মুখে তোমার
কথা কেমন মিঠা সে আমার মুখে মধুহইতেও
১০৪ মিঠা। তোমার আজ্ঞায় আমি বুদ্ধি পাই সেকারন
প্রত্যেক মিথ্যা পথ ঘৃনা করি।—

ন

১০৫ তোমার কথা আমার পায়ের প্রদীপ ও আমার
১০৬ পথের আলো। তোমার ধর্ম্ম বিচার যে আমি
পালন করিব ইহাতে আমি কিরা করিয়াছি এবং
১০৭ অবশ্য তাহা করিব। আমি অতি দুঃখী হে
১০৮ যিহুহা তোমার কথানুযায়ী আমাকে জীয়াও। হে
যিহুহা আমার মুখের ইচ্ছাপূর্ব্বক ভেট-ভজনার গ্রহন
কর এবং তোমার বিচার আমাকে শিখাও আমি এই
১০৯ মিনতি করি। আমার প্রান আমার হাতে নিত্য থাকে
১১০ তথাচ তোমার শাস্ত্র আমি বিস্মৃত হই নাই। দুষ্ট
লোকেরা আমার কারন ফাঁদ পাতিয়াছে কিন্তু তোমার
১১১ আজ্ঞা আমি ছাড়ি নাই। তোমার সাক্ষ্য কথা আমি
সদাকালীন অধিকারের ন্যায় লইয়াছি কেননা
১১২ সেই আমার মনের আনন্দ। তোমার ব্যবস্থা
নিত্য শেষ পর্য্যন্তই যে আমি করিব ইহাতে আমার
অন্তঃকরন উন্মুক্ত করিয়াছে।—

ס

১১৩ আমি অনর্থক মনের সঙ্কল্প ঘৃণা করিয়াছি কিন্তু
১১৪ তোমার শাস্ত্রে প্রেম করি। তুমি আমার লুকা
বার স্থান ও আমার ঢাল আমি তোমার কথায়
১১৫ ভরসা রাখি। রে দুষ্টেরা তোমরা আমাহইতে
১১৬ যাও আমার ঈশ্বরের আজ্ঞা আমি মানিব। আমি
যাহাতে বাঁচি ও আপন ভরসাতে লজ্জিত না হই
এমত তুমি আপন কথানুসারে আমাকে রক্ষা কর।
১১৭ আমাকে ধর তাহা হইলে আমার রক্ষা হইবে এবং
১১৮ আমি তোমার ব্যবস্থা নিত্য মানিব। যাহারা তোমার
ব্যবস্থা ছাড়িয়া যায় তাহারদিগকে তুমি দলাইয়াছ
১১৯ কেননা তাহারদের প্রতারনা মিথ্যাত্ব। তুমি পৃথিবীর
দুষ্টেরদিগকে কাইটের মত দূর করিতেছ সে কারন
১২০ তোমার সাক্ষ্য কথাতে আমি প্রেম করিয়াছি। তোমার
ভয়েতে আমার শরীর কম্পে এবং তোমার দণ্ডনীতিতে
ভয় করি।—

ע

১২১ আমি বিচার ও ধর্ম্ম করিয়াছি জোর কর্ত্তার
১২২ দের হস্তগত আমাকে ছাড়িও না। অহঙ্কারীরা
যাহাতে আমার উপর জোর করিতে না পায় তুমি
সে মত মঙ্গলের কারন আপন দাসের জামিন হও।
১২৩ তোমাকর্ত্তৃক ত্রান এবং তোমার ধর্ম্মকথার অপেক্ষাতে
১২৪ আমার চক্ষু ঠিকরিয়া গেল। তুমি আপন দাসের
প্রতি আপন দয়ানুসারেই কর ও তোমার ব্যবস্থা
১২৫ আমাকে শিখাও আমি তোমার দাস আমাকে বুদ্ধি

১২৬ দেও তা হইলে তোমার সাক্ষ্য কথা জানিব। হে
যিহুহা তোমার কর্ম্ম করনের উচিত সময় হইয়াছে
কেননা লোকেরা তোমার শাস্ত্র নিরর্থক করিয়াছে।
১২৭ স্বর্নহইতে এবং নির্ভাজ স্বর্নহইতেও অধিক তোমার
১২৮ আজ্ঞাতে আমি প্রেম করি সে নিমিত্ত আমি তোমার
সকল আজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত বুঝি। আমি
প্রতি মিথ্যা পথ ঘৃণা করি।—

প.

১২৯ তোমার সাক্ষ্য কথা আশ্চর্য্য সেকারন আমার মন
১৩০ তাহা প্রতিপালন করে। তোমার কথার প্রকাশ আলো
১৩১ করে ও অবোধ লোককে বুদ্ধি দেয়। তোমার আজ্ঞার
ইচ্ছা করনেতে আমি মুখ খুলিয়া হাঁপাইলাম।
১৩২ যাহারা তোমার নামে প্রেম করে তাহারদের প্রতি
তোমার যে ব্যবহার তদনুসারে আমার উপর দৃষ্টি
১৩৩ করিয়া দয়া কর। কোন দুষ্টতা আমার উপর কর্ত্তৃত্ব
করিতে না পায় এই জন্যে তুমি আপন কথার পথে
১৩৪ আমার গমন স্থির কর। আমাকে মনুষ্যের জোর করা
হইতে মুক্ত কর তাহাতে তোমার আজ্ঞা আমি পালন
১৩৫ করিব। তোমার দাসের উপর তোমার মুখ যাহাতে
প্রসন্ন হয় তা কর তোমার ব্যবস্থা আমাকে শিক্ষা
১৩৬ করাও। লোকেরদের তোমার শাস্ত্র পালন না করনেতে
আমার চক্ষু থাকিয়া জলের নদী বহিয়া যায়।—

ৎ

১৩৭ হে যিহুহা তুমি ধর্ম্মস্বরূপ তোমার বিচার যথার্থ
১৩৮ তুমি যে সাক্ষী কথা আজ্ঞা করিয়াছ সে ধর্ম্যও অতি

১৩৯ সত্য। আমার মনের তাপ আমাকে খাইয়া ফেলি
য়াছে কেননা আমার শত্রুরা তোমার কথা হেলন
১৪০ করিয়াছে। তোমার কথা অতি নির্ম্মল সে কারণ
১৪১ তোমার দাস তাহা ভাল বাসে। আমি ছোট ও
১৪২ নিন্দিত তথাচ তোমার আজ্ঞা বিস্মৃত হই নাই: তোমার
১৪৩ ধর্ম্ম অনন্ত ধর্ম্ম ও তোমার শাস্ত্র সত্য। দুঃখ ও ব্যথা
আমাকে ধরিয়াছে তোমার আজ্ঞাই আমার সন্তোষ
১৪৪ তোমার সাক্ষ্য কথার যাথার্থ্যকপ ধর্ম্ম অনন্ত আমাকে
জ্ঞান দেও তাহাতে আমি বাঁচিব।—

P

১৪৫ আমি সর্ব্বান্তঃকরণেতে কাকুতি করিয়াছি হে
যিহুহা আমার কথা শুন আমি তোমার ব্যবস্থা
৪৬ পালন করিব। তোমার নিকটে আমি কাকুতি
করিয়াছি আমাকে রক্ষা কর এবং আমি তোমার
১৪৭ সাক্ষ্য কথা পালন করিব। আমি প্রত্যুষের পূর্ব্বে
কাকুতি করিয়াছি ও তোমার কথায় ভরসা রাখি
১৪৮ য়াছি। তোমার কথায় ভাবনা করিবার কারণ
আমার চক্ষু রাত্রের প্রহরের আগুসার হইয়াছে।
১৪৯ তোমার দয়ানুসারে আমার কথা শুন। হে
যিহুহা তোমার বিচারানুসারে আমাকে জীয়াও।
১৫০ যাহারা কুক্রিয়া চাওয়ায় তাহারা আমার নিকটে আসি
তেছে তাহারা তোমার শাস্ত্রহইতে দূর হইতেছে।
১৫১ হে যিহুহা তুমি নিকট এবং তোমার সকল আজ্ঞা
১৫২ সত্য। তোমার যে সাক্ষ্য কথা তুমি সর্ব্বকালের
জন্যে স্থির করিয়াছ ইহা আমি পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলাম।

ר

১৫৩ আমার দুঃখের ওপর দৃষ্টি করিয়া আমাকে উদ্ধার
কর কেননা তোমার শাস্ত্র আমি বিস্মৃত হই নাই।
১৫৪ আমার মকদ্দমা সিদ্ধ করিয়া আমাকে মুক্ত কর
১৫৫ তোমার বাক্যেতে আমাকে জীয়াও। দুষ্ট লোকের
দেরহইতে পরিত্রাণ দূরে আছে কেননা তাহারা তোমার
১৫৬ ব্যবস্থা চেষ্টা করে না। হে যিহুহা তোমার দয়া অনেক
১৫৭ তোমার বিচারানুসারে আমাকে জীয়াও। আমার
শত্রুরা ও যাহারা আমাকে তাড়না করে তাহারা অনেক
তথাচ তোমার সাক্ষ্য কথাহইতে আমি ফিরি নাই।
১৫৮ আমি কাল্পনিকেরদিগকে দেখিয়া শোকান্বিত ছিলাম
১৫৯ কেননা তাহারা তোমার কথা পালন করিল না। দেখ
আমি তোমার আজ্ঞায় কেমন প্রেম করি হে যিহুহা
১৬০ তোমার দয়ানুসারে আমাকে জীয়াও। তোমার কথা
প্রথমাবধি সত্য তোমার সকল ধর্ম্ম দণ্ডনীতি সর্ব্বদা
স্থায়ী।—

ש

১৬১ রাজারা আমাকে অকারণ তাড়না করিল কিন্তু
১৬২ আমার মন তোমার কথাতে ভীত হইল। কেহ
অনেক লুট্টা ধন পাইয়া যেমন আনন্দ করে তেমন
১৬৩ আমি তোমার কথায় আনন্দ করি। আমি মিথ্যা
কথা হেয়জ্ঞান ও ঘৃণা করি আমি তোমার শাস্ত্রে
১৬৪ প্রেম করি। তোমার সুকৃত বিচার প্রযুক্ত আমি দিনে
১৬৫ সাতবার তোমার স্তব করি। যাহারা তোমার
শাস্ত্রে প্রেম করে তাহারদের বড় শান্তি হয় এবং

১৬৬ তাহারদের হিংসা হইবে না। হে যিহুহা তোমা
কর্তৃক ত্রানে আমি ভরসা রাখিয়াছি ও তোমার
১৬৭ আজ্ঞা পালন করিয়াছি আমার মন তোমার সাক্ষ্য
কথা পালন করিয়াছে ও আমি তাহাতে বড় প্রেম
১৬৮ করি। তোমার আজ্ঞা ও তোমার সাক্ষ্য কথা আমি
পালন করিয়াছি কেননা আমার সকল গতি তোমার
গোচরে।—

ত

১৬৯ হে যিহুহা আমার কাকুতি যাহাতে তোমার গোচরে
আইসে তেমন কর তোমার বাক্যানুসারে আমাকে
১৭০ বুদ্ধি দেও। আমার প্রার্থনা যেন তোমার সাক্ষাতে
যায় তেমন আমাকে তোমার বাক্যানুসারে উদ্ধার
১৭১ কর। যখন তুমি আপন ব্যবস্থা আমাকে শিখাইবা
তখন আমার ওষ্ঠাধর তোমার স্তব প্রকাশ করিবে।
১৭২ আমার জিহ্বা তোমার কথা প্রকাশ করিবে কেননা
১৭৩ তোমার সকল আজ্ঞা যথার্থ। তোমার হস্ত যেন আমার
উপকার করে কেননা তোমার আজ্ঞা আমি পসন্দ
১৭৪ করিয়াছি। হে যিহুহা আমি তোমাকর্তৃক ত্রাণ ইচ্ছা
করিয়াছি এবং তোমার শাস্ত্র আমার তুষ্টিকর
১৭৫ হইয়াছে। আমার প্রাণ যাহাতে বাঁচে ও তোমার
স্তব করে তাহা কর ও তোমার বিচার যেন আমার
১৭৬ উপকার করে। আমি হারান মেষের মত তোমার
দাসকে বেড়াইয়াছি চেষ্টা কর কেননা তোমার আজ্ঞা
বিস্মৃত হই নাই।—

১২০ বিংশত্যুত্তরশত গীত।—

সোপান আরূঢ় হওয়ার গীত।—

গীত আমার দুঃখের সময় আমি য়িহ্বহার প্রতি কাকুতি
১২০ করিলাম ও তিনি আমার কথা শুনিলেন। হে
য়িহ্বহা মিথ্যাবাদী ওষ্ঠাধর ও প্রতারক জিহ্বাহইতে
৩ আমার আত্মাকে রক্ষা কর। অরে মিথ্যাবাদী জিহ্বা
তোমাকে কি দিতে হইবে? এবং, তোমাকে কি
৪ করিতে হইবে? বলবানের তীক্ষ্ন বান ও রক্ষম বৃক্ষের
৫ আঙ্গিরা। আহা আমি দুঃখী কেননা মশকে
প্রবাস করিও কদরের বসতিতে বাস করি। আমার
৬ প্রান শান্তি ঘৃনাকারকের সহিত অনেক কাল বাস
৭ করিয়াছে। আমি শান্তি চাহি কিন্তু আমি কথা
কহিবা মাত্রে তাহারা যুদ্ধেতে উদ্যত হয়।—

সোপান আরূঢ় হওয়ার গীত।—

গীত যে পর্ব্বতহইতে আমার উপকার হয় সে পর্ব্বতের
১২১ দিগে আমি দৃষ্টি করিব। আমার উপকার
৩ স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা য়িহ্বহাহইতে হয়। তিনি
তোমার পা পিছলিয়া পড়িতে দিবেন না তোমার রক্ষক
৪ নিদ্রাও করেন না। দেখ য়িশরালের রক্ষক তন্দ্রা
৫ ও নিদ্রা করেন না। য়িহ্বহা তোমার রক্ষক য়িহ্বহা
৬ তোমার দক্ষিন হস্তের নিকটস্থ ছায়া। দিনে সূর্য্য
৭ কিম্বা রাত্রিতে চন্দ্র তোমাকে মারিবে না। য়িহ্বহা
সকল আপদহইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন তিনি
৮ তোমার প্রান রক্ষা করিবেন। এখন অবধি সদা
কাল পর্য্যন্ত য়িহ্বহা তোমার বাহিরে গমন ও ভিতরে
আইসন রক্ষা করিবেন।—

১২২ দ্বাবিংশত্যুত্তরশত গীত।—

সোপান আরূঢ় হওয়ার দাঊদের এক গীত।—

গীত ১২২ আইস আমরা যিহুহার ঘরে যাই লোকের
দের আমাকে এ কথা কহনেতে আমি আনন্দিত
ছিলাম। হে যিরোশালাম আমারদের পা
৩ তোমার দ্বারে তিষ্ঠিবে। যিরোশালম এক নিবিড়
৪ বসতি সহরের মত গ্রথিত আছে। গোষ্ঠিরা
অর্থাৎ যিহুহার গোষ্ঠিগণ যিস্রায়েলের সাক্ষী স্থানে
যিহুহার নামে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সেখানে
৫ যায়। সেখানে বিচার আসন অর্থাৎ দাঊদের
৬ ঘরের সিংহাসন বসিয়াছে। যিরোশালামের মঙ্গল
প্রার্থনা করহ যাহারা তোমাকে প্রেম করে তাহারদের
৭ শান্তি হইবে। তোমার প্রাচীরের ভিতরে শান্তি
হউক এবং তোমার অট্টালিকায় সৌভাগ্য হউক।
৮ আমার ভ্রাতারদের ও সখারদের কারণে আমি
৯ সম্প্রতি কহিব তোমার কুশল হউক। যিহুহার
অথচ আমারদের ঈশ্বরের ঘরের কারণ তোমার
মঙ্গল আমি চেষ্টা করিব।—

সোপান আরূঢ় হওয়ার গীত।—

গীত ১২৩ হে স্বর্গোপবিষ্ট তোমার প্রতি আমি দৃষ্টি করি।
দেখ যেমন দাসেরদের দৃষ্টি তাহারদের মনিবের
দের হাতের প্রতি ও যেমন দাসীর দৃষ্টি তাহার ঠাকু
রানীর হাতের প্রতি তেমন যে পর্য্যন্ত তিনি আমার
দিগকে দয়া না করেন সেই পর্য্যন্ত আমারদের দৃষ্টি
৩ যিহুহা আমারদের ঈশ্বরের প্রতি। হে যিহুহা
আমারদিগকে দয়া কর আমারদের উপর দয়া কর

৪ কেননা আমরা নিন্দাতে পরিপূর্ণ হইয়াছি আমার
দের প্রাণ ধনেতে সুখী লোকেরদের পরিহাসেতে
ও অহঙ্কারীরদের তুচ্ছ করাতে পরিপূর্ণ আছে।—

দাঊদের নিমিত্তে সোপান আরূঢ় হওয়ার গীত।—

গীত ১২৪ য়িশরাল এখন কহিতে পারে যদি য়িহুহা আমার
দের পক্ষে না হইতেন যখন মানুষেরা আমার
দের বিপরীতে উঠিল তখন যদি য়িহুহা আপনি
৩ আমারদের পক্ষে না হইতেন তবে তাহারা
আমারদের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া জীবৎ আমার
৪ দিগকে গ্রাস করিত তবে জলে আমারদিগকে
ঢাকিয়া ফেলিত স্রোত আমারদের প্রাণের উপরে
৫ যাইত ফুলনকারী জল আমারদের প্রাণকে আপ্লাবিত
৬ করিত। তাহারদের দন্তের শিকার হওয়ার কারণ
আমারদিগকে না দিয়াছেন যে য়িহুহা তিনি ধন্য।
৭ যেমন পক্ষী ব্যাধের ফাঁদহইতে পালাইয়া বাঁচে
৮ তেমন আমারদের প্রাণ বাঁচিয়াছে। ফাঁদ ছিঁড়িয়াছে
ও আমরা পলাইয়াছি। স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি
কর্ত্তা য়িহুহার নামে আমারদের উপকার হয়।—

সোপান আরূঢ় হওয়ার গীত।—

গীত ১২৫ যাহারা য়িহুহায় বিশ্বাস করে তাহারা অনড়
সর্ব্বদা স্থির সীয়োন পর্ব্বতের মত হবে। যেমন
য়িরোশলমের চতুর্দ্দিগে পর্ব্বত তেমন এখন অবধি
ও সদাকাল পর্য্যন্ত য়িহুহা আপন লোকেরদের
৩ চতুর্দ্দিগে আছেন। দুষ্টতারূপ দণ্ড ধার্ম্মিকেরদের

১২৫ পঞ্চ বিংশত্যুত্তর শত গীত।—

অধিকারে থাকিবে না পাছে ধার্ম্মিকেরা অযাথার্থ্য
৪ করনের নিমিত্তে হাত বাড়ায়। হে য়িহ্হা ভদ্র ও
৫ সরলান্তঃকরনেরদের মঙ্গল কর। যাহারা আপনার
দের বাঁকা পথে ফিরে য়িহ্হা তাহারদিগকে
অযাথার্থ্যকারকেরদের সহিত গতি করাইবেন।
য়িশরালে কুশল হবে।—

সোপান আরূঢ় হওয়ার গীত।—

গীত ১২৬ যখন য়িহ্হা স্নীয়নের দাসরূপে পরদেশনিবাস
ফিরাইলেন তখন আমরা স্বপ্ন দর্শিরদের মত
২ ছিলাম। তখন আমারদের মুখ হাস্যোতে পূর্ন ছিল
ও আমারদের জিহ্বা গানেতে পূর্ন ছিল তখন তাহারা
৩ অন্য দেশীয়েরদের মধ্যে বলিল য়িহ্হা তাহারদের
কারন বড় কার্য্য করিয়াছেন। য়িহ্হা বড় কার্য্য
আমারদের কারন করিয়াছেন তাহাতে আমরা আন
৪ ন্দিত হইয়াছি। যেমন জলের শ্রোত দক্ষিন দেশে
ফিরে তেমন আমারদের অন্য দেশে দাসরূপে বাস
৫ করন ফিরাও। যাহারা কাঁদিতেং বীজ বোনে তাহা
৬ রা আনন্দ করিতেং ফসল কাটিবে। যে জন ক্রন্দন
করিতেং বুনিবার বীজ বহিয়া যায় সে জন আপন
আটি সাতে করিয়া অবশ্য আনন্দ করিতেং আসিবে।

শলমোর নিমিত্তে সোপান আরূঢ় হওয়ার গীত।

গীত ১২৭ য়িহ্হা যদি ঘর না গাঁথেন তবে সে গাঁথনে গাঁথ
নিকর্ত্তারদের শ্রম বৃথা যদি য়িহ্হা সহর রক্ষা না
করেন তবে চৌকিদার বৃথা জাগ্রত থাকে।
২ তোমারদের ভোরে উঠন ও বিলম্ব শয়ন ও ক্লিষ্টমনে

যাওন বৃথা কেননা তিনি আপনার প্রিয়কে উপযুক্ত
৩ নিদ্রা দেন। দেখ বালকেরা য়িহুহা দত্ত অধিকার
৪ ও গর্ভ ফল তদ্দত্ত মজুরি যেমন বলবান মানুষের
৫ হাতে বান তেমন যুবা শিশুরা। যাহার তূণ
তাহাতে পূর্ণ সে জন ধন্য সে লোকেরা দ্বারে
শত্রুগনের সহিত কথা কহন কালে লজ্জিত হইবে
না।—

সোপান আরূঢ় হওয়ার গীত।—

গীত ১২৮ যে প্রতি জন য়িহুহাকে ভয় করে যে তাহার
পথে যায় সে ধন্য। তুমি আপন হাতের
শ্রমের ফল ভোগ করিবা ভাগ্যবান তুমি তোমার
৩ মঙ্গল ও হবে। যেমন ফলবান দ্রাক্ষা লতা তোমার
ঘরের গায় তেমন তোমার জায়া যেমন জিত বৃক্ষ
তেমন তোমার মেজের চতুর্দিগে তোমার ছালিয়া।
৪ দেখ যে জন য়িহুহাকে ভয় করে সে জন এমত বর
৫ প্রাপ্ত। য়িহুহা সিয়ুনহইতে তোমাকে বর দিবেন
৬ তোমার সকল পরমায়ু পর্য্যন্ত তুমি য়িরোশলমের
মঙ্গল ও দেখিবা তুমি আপন পুত্রের সন্তানের
দিগকে ও য়িশরালের মঙ্গল ও দেখিতে পাইবা।—

সোপান আরূঢ় হওয়ার গীত।—

গীত ১২৯ সম্প্রতি য়িশরাল কহিতে পারে বালককালাবধি
তাহারা বার২ আমাকে দুঃখ দিয়াছে বালক কালা
বধি তাহারা বার২ দুঃখ দিয়াছে বটে কিন্তু আমা
৩ কে পরাস্ত করিতে পারিল না। হলধারা আমার
৪ পিঠের উপর হাল বহিল এবং লম্বা চাস করিল।

৫ ঈশ্বর যিহুহা দুষ্টেরদের দড়ি ছেদন করিয়াছেন।
৬ সীয়ন দ্বেষকেরা সকলে লজ্জিত হবে ও ফেরিয়া
পড়িবে ঘরের চালের উপরে যে ঘাস বড় হওনের
৭ পূর্ব্বে শুকিয়া যায় যাহাতে দাওয়ালি হাত পূর্ণ করে
৮ না এবং আটি বন্ধক আকাঙ্ক্ষী পূর্ণ করে না ও যাহা
রা সে পথ দিয়া যায় তাহারা বলে না যিহুহা কর্ত্তৃক
মঙ্গল তোমারদের উপরে হউক আমরা যিহুহার
নামে তোমারদিগকে আশীর্ব্বাদ দি তাহারা * সে
ঘাসের মত ও হউক।—

সোপান আরূঢ় হওয়ার গীত।—

গীত ১৩০ হে যিহুহা আমি গভীরে থাকিয়া তোমার প্রতি
চেঁচাইয়াছি হে পরমেশ্বর আমার কথা শুন তোমার
কর্ণ আমার প্রার্থনা রবে যেন অবধান করে তেমন
৩ কর। হে যিহুহা যদি তুমি অযাথার্থ্য গনন কর
৪ তবে হে প্রভু কে স্থির হইবে?। কিন্তু লোকেরা
তোমাকে ভয় করে এই নিমিত্তে তোমার নিকটে ক্ষমা
৫ আছে। আমি যিহুহার অপেক্ষা করি আমার মন
৬ অপেক্ষা করে এবং তাঁহার বাক্যে আমি ভরসা
রাখি চৌকিদারেরদের প্রাতঃকালাপেক্ষের অধিক
আমার প্রাণ যিহুহার অপেক্ষা করে প্রাতঃকাল
অপেক্ষা করে যে লোকেরা তাহারদেরহইতেও
৭ অধিক। যিশরাল যিহুহার অপেক্ষা করুক কেননা
৮ যিহুহার নিকটে দয়া এবং অনেক মুক্ত করন

* অর্থাৎ সীয়ন দ্বেষকেরা।

আছে তিনি সকল অযাথার্থ্যহইতে য়িশরালকে মুক্ত
করিবেন।—

দাণ্ডদের জন্যে সোপান আরূঢ় হওয়ার গীত।—

গীত হে য়িহুহা আমার অন্তঃকরন অহঙ্কারী নয়
১৩১ আমার চক্ষু গুমানি নয় যে কার্য্য আমার জ্ঞানহইতে
২ অধিক আমি এমন বড় কার্য্যে চলি না। যেমন
মাতার স্তন পান ত্যাগী বালক তেমন আমি অবশ্য
আপন মনকে শান্ত ও রাগরহিত করিয়াছি আমার
৩ মন স্তন পান ত্যাগী বালকের ন্যায়। হে য়িশরাল
এই অবধি ও সদাকাল পর্য্যন্ত য়িহুহার অপেক্ষা কর।

সোপান আরূঢ় হওয়ার গীত।—

গীত যে পর্য্যন্ত আমি য়িহুহার কারন স্থান না পাই ও
১৩২ যাঁকুবের পরাক্রান্ত ঈশ্বরের কারন বসতি না পাই
৩ সে পর্য্যন্ত অবশ্য আমি আপন গৃহরূপ তাম্বুতে
৪ প্রবেশ করিব না ও আপন শয্যার উপরে যাইব না
৫ আমার চক্ষু নিদ্রা যাইতে কিম্বা আমার চক্ষুর
পাতাকে ঘুমাইতে দিব না। য়িহুহার স্থানে এই কিরা
করিলেন ও যাঁকুবের পরাক্রান্ত ঈশ্বরের কাছে এই
মানন করিলেন যে দাণ্ডদ হে য়িহুহা তাহাকে ও
৬ তাহার দুর্গতি মনে কর। দেখ আমরা তাহার
সমাচার আফ্রাতায় শুনিলাম ও বনের মাটে তাহা
৭ পাইলাম। তাঁহার তাম্বুতে আমরা প্রবেশ করিব
৮ তাঁহার পাদপীঠের কাছে ভজনা করিব। হে য়িহুহা
তুমি ও তোমার বিক্রমের পবিত্র সিন্দুক আপনার
৯ বিশ্রাম করন স্থানে উঠ। তোমার পুরোহিতেরা ধর্ম্মেতে

১০ পরিহিত হউক এবং তোমার সাধু লোকেরা উল্লা
ষিত হউক। তোমার দাস দাঊদের নিমিত্তে তোমার
১১ অভিষিক্তের মুখ ফিরাইও না। দাঊদের কাছে
যিহুহা সত্য কিরা করিলেন তিনি তাহার অন্যথা
করিবেন না তোমার সিংহাসনের উপর তোমার
১২ শরীরের ফল আমি বসাইব। আমার বন্দোবস্ত ও
আমার যে সাক্ষ্য কথা তাহারদিগকে শিক্ষা করাইব
যদি তোমার সন্তানেরা এ কথা পালন করে তবে
তাহারদের সন্তানেরা ও সদাকাল তোমার সিংহাস
১৩ নের উপর বসিবে। কেননা যিহুহা সীয়োনকে পসন্দ
করিয়াছেন তিনি তাহা আপনার বসতির কারন
১৪ ইচ্ছা করিয়াছেন। এই আমার নিত্য বিশ্রাম স্থান
১৫ এখানে আমি বসতি করিব কেননা তাহা ভাল
বাসিয়াছি আমি অবশ্য তাহার ভক্ষ্য বর
দিব এবং তাহার গরিব লোকেরদিগকে খাদ্যেতে
১৬ পরিতুষ্ট করিব। তাহার পুরোহিতেরদিগকে আমি
ত্রাণেতে পরিধান করিব তাহার সাধু লোকেরা অতি
১৭ উল্লাষেতে উচ্চৈঃস্বর করিবে। সেখানে দাঊদের
আমি শৃঙ্গ বাড়াব আমি আপন অভিষিক্তের কারন
১৮ প্রদীপ নিরূপন করিয়াছি। তাহার শত্রুগনকে
লজ্জাতে পরিধান করিব কিন্তু আপনার উপর তাহার
মুকুট শোভা পাইবে।—

দাঊদের নিমিত্তে সোপান আরূঢ় হওয়ার গীত।—

গীত দেখ ভ্রাতারদের একশীলতাতে বাস করা কেমন
১৩৩ ভাল ও হর্ষদ। মাথার উপরিস্থ যে উত্তম তৈল

দাড়িতে নামিল অর্থাৎ আহারোনের দাড়িতে এবং
তাহার বস্ত্রের আঁচল পর্য্যন্ত ও নামিয়া পড়িল তাহারি
২ মত। যেমন হর্‌মোণের এবং সীয়োন পর্ব্বতের
৩ ওপর নামিল যে শিশীর তেমন। কেননা সেখানে
য়িহুহা আশীর্ব্বাদ আজ্ঞা করিলেন অর্থাৎ অনন্ত
পরমায়ু।—

সোপান আরূঢ় হওয়ার গীত।—

গীত ১৩৪ হে য়িহুহার সকল সেবকেরা তোমরা যে রাত্রে
য়িহুহার ঘরে দাঁড়াইয়া আছ দেখ য়িহুহার প্রতি
২ আশীর্ব্বাদ স্বীকার কর। তোমারদের হাত পবিত্র
স্থানের দিগে ওঠাইয়া য়িহুহার প্রতি আশীর্ব্বাদ
৩ স্বীকার কর। স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা য়িহুহা
সীয়োনে থাকিয়া বর দিবেন।—

গীত ১৩৫ হালিলুয়া। য়িহুহার নাম স্তব কর। হে
য়িহুহার সেবকেরা স্তব কর। য়িহুহার ঘরে
অর্থাৎ আমারদের ঈশ্বরের ওঠানে দাঁড়াইয়াছ যে
৩ তোমরা য়িহুহার স্তব কর কেননা য়িহুহা ভদ্র
৪ তোমরা তাঁহার নামে গান করহ কেননা তাহাই
আনন্দদায়ী কেননা য়িহুহা যাকুবকে আপনার কারণ
এবং য়িশরাল আপনার বিশেষ ধনের কারণ পসন্দ
৫ করিয়াছেন। য়িহুহা মহৎ ও আমারদের পরমেশ্বর
৬ সকল দেবহইতে বড় ইহা আমি জানি। য়িহুহা যাহা
ইচ্ছা করিয়াছেন সে সকল স্বর্গে ও পৃথিবীতে ও
৭ সমুদ্রে ও সকল গভীর স্থানে করিয়াছেন। তিনি
পৃথিবীর সীমাবধি কুজ্ঝটি ওঠান তিনি বৃষ্টির জন্যে

বিদ্যুত করেন এবং আপন ভাণ্ডারহইতে বায়ু বাহির
৮ করেন মানুষ ও পশু মিস্রীরদের এই দোহের প্রথম
৯ জাতকে তিনি মারিলেন। হে মিস্র তিনি ফারোহর
ও তাহার সকল চাকরেরদের উপর চিহ্ন ও আশ্চর্য্য
১০ তোমার মধ্যে পাঠাইলেন। তিনি অনেক বড়ং দেশ
নষ্ট করিলেন এবং শক্তিমান রাজারদিগকে বধ
১১ করিলেন অর্থাৎ আমোরীরদের সীহোন রাজাকে
এবং বাশনের ওগ রাজাকে ও কনায়নের সকল
১২ রাজ্যকে এবং তাহারদের দেশ অধিকারের জন্যে
দিলেন অর্থাৎ আপন যিশরাল লোকেরদের
১৩ অধিকারের নিমিত্তে। হে যিহুহা তোমার নাম সদা
কাল থাকে হে যিহুহা তোমার স্মরণাথ সর্ব্ব পুরুষ
১৪ পর্য্যন্ত। কেননা যিহুহা আপন লোকেরদের বিচার
করিবেন। ও আপন লোকেরদের বিষয় পরামনন
১৫ করিবেন। অন্যদেশীয়েরদের প্রতিমা সোনা রূপা
১৬ মাত্র মানুষের হস্তকৃত তাহারদের মুখ আছে
কিন্তু কথা কহে না তাহারদের চক্ষু আছে কিন্তু
১৭ দেখিতে পায় না তাহারদের কর্ণ আছে কিন্তু
১৮ শুনিতে পায় না ও তাহারদের মুখে শ্বাস নাই।
যেমন তাহারা তেমন তাহারদের সৃজকেরা ও তেমন
১৯ তাহারদের সকল শরণাগতেরা। হে যিশরালের
২০ বংশ যিহুহার প্রতি আশীর্ব্বাদ স্বীকার কর। হে
আহারনের বংশ যিহুহার প্রতি আশীর্ব্বাদ স্বীকার
২১ কর। হে লেবির বংশ যিহুহার প্রতি আশীর্ব্বাদ
স্বীকার কর। যিহুহাকে ভয় কর যে তোমরা হে

তোমরা য়িহুহার প্রতি আশীর্ব্বাদ স্বীকার কর।
য়িরোশালম বাসী য়িহুহার আশীর্ব্বাদ সীয়ন হইতে
স্বীকৃত হওক হালিলুয়া।—

গীত ১৩৬ য়িহুহার কাছে ধন্যবাদ কর কেননা তিনি ভদ্র
তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে। ঈশ্বরেরদের ঈশ্বরের
৩ নিকটে ধন্যবাদ কর কেননা তাঁহার দয়া সর্ব্ব
কাল থাকে। প্রভুরদের প্রভুর প্রতি ধন্যবাদ কর
৪ কেননা তাঁহার দয়া সর্ব্বকাল থাকে। তদ্ব্যতিরেকে
কেহ মহাশ্চর্য্য করে না তাঁহার প্রতি কেননা
৫ তাঁহার দয়া সর্ব্বকাল থাকে। যিনি জ্ঞানেতে
স্বর্গের সৃষ্টি করিলেন তাঁহার প্রতি কেননা
৬ তাঁহার দয়া সর্ব্বকাল থাকে। যিনি পৃথিবী জলের
ওপরে মেলিয়াছেন তাঁহার প্রতি কেননা তাঁহার দয়া
৭ সর্ব্বকাল থাকে। যিনি বড় জ্যোতির সৃষ্টি করিলেন
তাঁহার প্রতি কেননা তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে
৮ অর্থাৎ দিনে কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্যে সূর্য্যের সৃষ্টি
৯ কেননা তাঁহার দয়া সর্ব্বদা থাকে এবং রাত্রে
কর্ত্তৃত্ব করিবার নিমিত্তে চন্দ্রের ও নক্ষত্রের কেননা
১০ তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে। যিনি তাহারদের প্রথম
জাতিনাশ দ্বারা মিস্রকে মারিলেন তাঁহার প্রতি
১১ কেননা তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে ও য়িশ্রালকে
তাহারদের মধ্যহইতে বাহির করিলেন তাঁহার প্রতি
১২ কেননা তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে সবল হাত ও
বিস্তারিত ভুজ দিয়া কেননা তাঁহার দয়া সর্ব্বকাল

১৩ থাকে। যিনি অরাবি সমুদ্র দুই ভাগ করিলেন
তাঁহার প্রতি কেননা তাঁহার দয়া সর্ব্বকাল থাকে
১৪ ও য়িশরালকে তাহার মধ্যে দিয়া গতি করাইলেন
তাঁহার প্রতি কেননা তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে
১৫ ও ফরোয়াকে ও তাহার সৈন্যকে অরাবি সমুদ্রে
ধ্বংস করিলেন তাঁহার প্রতি কেননা তাঁহার দয়া
১৬ সর্ব্বকাল থাকে। যিনি আপনার লোকের দিগকে
বনে পথ দেখাইলেন তাঁহার প্রতি কেননা তাঁহার
১৭ দয়া সদাকাল থাকে। যিনি মহারাজার দিগকে বধ
করিলেন তাঁহার প্রতি কেননা তাঁহার দয়া সদাকাল
১৮ থাকে ও পরাক্রান্ত রাজগণের দিগকে মারিয়া
ফেলিলেন তাঁহার প্রতি কেননা তাঁহার দয়া সদা
১৯ কাল থাকে। বিশেষতঃ আমরীরদের সীহোন রাজা
২০ কে কেননা তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে। ও বশনের
ওগ রাজাকেও মারিয়া ফেলিলেন তাঁহার প্রতি কেননা
২১ তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে। এবং তাহারদের
দেশের অধিকার দিলেন কেননা তাঁহার দয়া সদা
২২ কাল থাকে অর্থাৎ আপন য়িশরাল দাসের অধি
কারের জন্যে তাহা দিলেন কেননা তাঁহার দয়া
২৩ সদাকাল থাকে। যিনি আমারদের দৈন্যদশাতে
আমারদিগকে মনে করিলেন তাঁহার প্রতি কেননা
২৪ তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে। ও আমারদিগকে
আমারদের শত্রুরদিগহইতে মুক্ত করিলেন তাঁহার
২৫ প্রতি কেননা তাঁহার দয়া সর্ব্বকাল থাকে। যিনি
সকল জীবের আহার দেন তাঁহার প্রতি কেননা

২৬ তাঁহার দয়া সর্ব্বকাল থাকে। স্বর্গের প্রভুর কাছে
ধন্যবাদ কর কেননা তাঁহার দয়া সর্ব্বকাল থাকে।

গীত আমরা বাবেলের নদীর তীরে বসিলাম এবং
১৩৭ সেখানে সীয়োনকে মনে করিয়া ক্রন্দন করিলাম।
সেখানকার বাইসি বৃক্ষের উপরে আমরা বীণা
৩ টাঙ্গাইলাম কেননা সেখানে যাহারা আমারদিগকে
লুটিয়া লইয়া গেল তাহারা আমারদের কাছে গান
শুনিতে চাহিল ও যাহারা আমারদিগকে নষ্ট করিল
তাহারা আনন্দ শব্দ আমারদের কাছে চাহিল সীয়ো
৪ নের এক গীত গান করহ। আমরা কেমনে বিদেশে
৫ থাকিয়া যিহোবার গীত গাইব?। হে যিরোশলম
৬ আমি যদি তোমাকে বিস্মৃত হই তবে আমার দক্ষিণ
হস্ত ও বিস্মৃত হউক যদি তোমাকে মনে না করি
আমার শ্রেষ্ঠ আনন্দহইতে বড় করিয়া যদি যিরো
শলমকে না মানি তবে আমার জিহ্বা আমার মুখের
৭ তালুয়ায় লাগিয়া থাকুক। ধ্বংস কর ভিত সুদ্ধ
তাহা * ধ্বংস কর হে যিহোবা এ কথা কহিল যে
আদোমের সন্তানেরা যিরোশলমের দিনে যে দুঃখ
৮ ছিল তাহা তাহারদের উপরে মনে কর। হে
বাবেলের নাশনীয়কন্যা যেমন আমারদিগকে তুমি
৯ করিয়াছ যে জন তোমার প্রতি তদনুরূপ ফল দেয়
সে জন ধন্য যে জন তোমার বালকেরদিগকে
ধরিয়া পাথরের উপর চূর্ণ করে সেই ধন্য।—

* অর্থাৎ যিরোশলম।—

১৩৮ অষ্টত্রিংশদুত্তর শত গীত।—

দাঊদের এক গীত।—

গীত ১৩৮ আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার প্রতি
ধন্যবাদ করিব দেবেরদের গোচরে আমি তোমার
২ কাছে গীত গাইব। আমি তোমার পবিত্র মন্দি
রেরদিগে অভিমুখ হইয়া ভজনা করিব ও তোমার
দয়া ও সত্যতাতে তোমার নামের স্তব করিব
কেননা তুমি আপন সমুদায় নামহইতে বড় আপন
৩ কথার সম্ভ্রম করিয়াছ। যে দিনে আমি কাকুতি
করিলাম সে দিনে তুমি আমার কথা শুনিয়াছ
এবং আমার আত্মায় বল দিয়া আমাকে বলবান
৪ করিয়াছ। হে যিহুহা পৃথিবীর সকল রাজারা
তোমার মুখের কথা শুনিয়া তোমার প্রতি ধন্যবাদ
৫ করিবে। তাহারা যিহুহার পথে গানও করিবে
৬ কেননা যিহুহার মাহাত্ম্য বড়। যিহুহা মহৎ বটেন
কিন্তু তথাচ ছোট লোকেরদিগের প্রতি অবলোকন
করেন এবং দর্পিরদিগকে অতি দূর করিয়া জানেন।
৭ আমি দুঃখে চলিলেও তুমি আমাকে সজীব করিবা
তুমি আমার শত্রুরদের ক্রোধের উপর হাত বিস্তার
করিবা এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে রক্ষা
৮ করিবে। যিহুহা আমার বিষয় সম্পূর্ণ করিবেন।
হে যিহুহা তোমার দয়া অনন্ত আপন হস্তকৃত ক্রিয়া
ত্যাগ করিও না।

প্রধান বাদ্যকারক যে জন তাহার জন্যে দাঊদের
গীত এক গীত এই।—
১৩৯ হে যিহুহা তুমি আমাকে তত্ত্বজ্ঞ করিয়াছ এবং

জানিয়াছ আমার বসাউঠা তুমি জ্ঞাত আছ আমার
মনের সঙ্কল্প তুমি অতিদূরে থাকিয়া বুঝিয়াছ।
৩ আমার গমনাগমন ও আমার শয়ন তুমি বিবেচনা
৪ করিয়াছ ও আমার সকল পথজ্ঞআছ। কেননা
হে যিহুহা যাহা তুমি যোলেয়ানা জ্ঞাত নহ এমন
৫ দেখ এক কথা ও আমার জিহ্বায় নয়। তুমি আগে
পাছে আমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছ ও আপন হস্ত
৬ আমার উপর দিয়াছ। এ জ্ঞান আমার সাধ্যহইতে
অতি আশ্চর্য্য তাহা বড় তাহাই আমার অসাধ্য।
৭ আমি তোমার আত্মাহইতে কোথায় যাইব? তোমার
৮ সাক্ষাৎ হইতে কোথায় পালাইব?। স্বর্গে ঊর্দ্ধগমন
করিলে সেখানে তুমি। নরকে বিছানা করিলেও সে
৯ খানে তুমি। প্রাতঃকালের পাখা লইয়া যদি সমুদ্রের
১০ অন্তে বাস করি সেখানেও তোমার হস্ত আমাকে
ধরিয়া গতি করাইবে এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে
১১ ধরিয়া রাখিবে। যদি আমি বলি অবশ্য অন্ধকারে
আমাকে ঢাকিবে তবে আমার চতুর্দ্দিগে রাত্রিও
দীপ্তিমান হইবে অন্ধকার তোমাহইতে গুপ্ত করে না
১২ কিন্তু রাত্রি দিনের তুল্য দীপ্তিমান যেমন অন্ধকার
১৩ তেমন আলো। তুমি আমার অন্তরের কর্ত্তা আমার
মাতার গর্ব্ভে তুমি আমাকে ঢাকিয়াছ। আমি
১৪ তোমার প্রতি ধন্যবাদ করিব কেননা আমি ভয়ঙ্কর ও
আশ্চর্য্য রূপে নির্ম্মিত আছি তোমার ক্রিয়া আশ্চর্য্য
১৫ তাহাই আমার মনে বড় প্রমাণ আছে। যখন
গোপনে আমি নির্ম্মিত ছিলাম ও যখন আমি

বিচিত্র রূপে পৃথিবীর গভীরে জোড়া ছিলাম তখন
আমার শরীরীয় দ্রব্য তোমাহইতে গুপ্ত ছিল না
১৩ আমার আকার পিণ্ডবৎও হইলে তোমার চক্ষু
আমাকে দেখিল ও আমার যে অঙ্গ দিন২ ক্রমে২
নির্ম্মিত ছিল তাহারদের একটা ও যখন ছিল না তখন
সে আমার সকল অঙ্গ তোমার পুস্তকে লেখা ছিল।
১৭ হে প্রভু আমার কাছে তোমার মনের সঙ্কল্প কেমন
১৮ বহুমূল্য তাহারদের একুন কত বড়। সে সকল
যদি গণন করিতে চাহি তবে তাহা বালিহইতেও
অনেক যখন আমি জাগি তখন তোমার নিকটে
১৯ থাকি। হে ঈশ্বর দুষ্টেরদিগকে তুমি অবশ্য হত্যা
করিবা হে খুনি লোকেরা আমাহইতে দূর হও।
২০ তাহারা তোমার বিষয়ে কুকথা কহে তোমার শত্রুগণ
২১ ও অকারণ তোমার নাম লয়। যাহারা তোমাকে ঘৃণা
২২ করে হে যিহুহা আমি কি তাহারদিগকে ঘৃণা করি
না?। যাহারা তোমার বিপরীতে ওঠে তাহারদের
বিষয়ে আমার কি ব্যামোহ নয়? আমি তাহার
দিগকে ষোলোয়ানা ঘৃণা করি আমি তাহারদিগকে
২৩ আমার নিজ শত্রুরূপে গণনা করি। হে প্রভু
আমাকে তজবিজ কর ও আমার অন্তঃকরণ জান
২৪ আমার মনের সঙ্কল্প বিচার করিয়া জান এবং দেখ
যদি আমার কুগমন থাকে এবং যে পথ নিত্য সে
পথ আমাকে দেখাও।—

প্রধান বাদ্যকারী যে জন তাহার নিমিত্ত দাঊদের
এক গীত।—

গীত হে য়িহুহা দুষ্ট লোকেরদেরহইতে আমাকে উদ্ধার
১৪০ কর যাহারা আপনারদের অন্তঃকরণে হিংসা
ভন্মায় এমন দুরাত্মা লোকহইতে আমাকে রক্ষা কর
৩ তাহারা যুদ্ধ করিতে সতত একত্র হইয়াছে। তাহারা
সর্পের ন্যায় জিহ্বা তীক্ষ্ণ করে তাহারদের ওষ্ঠাধরের
৪ নীচে আক্ষাই সর্পের গরল আছে। সেলা। হে
য়িহুহা দুর্জ্জনেরদের হাতহইতে আমাকে রক্ষা কর
যাহারা আমার পা ঠেলিয়া দিতে মনে ঠাওরিয়াছে
৫ এমন দুরাত্মা লোকহইতে আমাকে রক্ষা কর। অহ
ঙ্কারিরা আমার কারণ ফাঁদ ও দড়ি গুপ্তে পাতিয়াছে
তাহারা পথের নিকট জাল পাতিয়াছে তাহারা
আমার ধরিবার কারণ কল পাতিয়াছে। সেলা।
৬ আমি কহিয়াছি হে য়িহুহা তুমি আমার ঈশ্বর
৭ হে য়িহুহা আমার প্রার্থনা রব শুন। হে য়িহুহা
পরমেশ্বর আমার ত্রাণরূপ বল তুমি যুদ্ধ দিনে
৮ আমার মাথা ঢাকিয়াছ। হে য়িহুহা দুষ্টেরদের ইষ্ট
দিও না তাহারা আপনারদিগকে বড় করিয়া যেন না
মানে এজন্য তাহার কুমন্ত্রণা সিদ্ধ করিও না। সেলা।
৯ আমার চতুর্দ্দিগস্থ লোকেরদের মাথার এই হউক
তাহারদের নিজ ওষ্ঠাধরের দোষ তাহারদিগকে
১০ ঢাকিবে। জ্বলন্ত অঙ্গারা তাহারদের উপর
পড়িবে তাহারা অগ্নিতে পড়িবে তাহারা ও গভীর
১১ খাদে পড়িবে এবং আর উঠিবে না। মুখর

মানুষ পৃথিবীতে স্থির হইবে না; সংহার পর্য্যন্ত
১২ দুরাত্মা লোককে আপদে তাড়াইবে। যিহ্বহা
গরিবের মকদ্দমা ও দীনহীন লোকেরদের ইন্সাফ
১৩ করিবেন ইহা আমি জানি। অবশ্য ধার্ম্মিক
লোকেরা তোমার নামে ধন্যবাদ করিবে সাধু
লোকেরা তোমার সাক্ষাতে বাস করিবে।—

দাওদের এক গীত।

গীত ১৪১ হে যিহ্বহা তোমার কাছে আমি মিনতি করি আমার
কাছে শীঘ্র আইস। যখন তোমার নিকটে
২ আমি কাকুতি করি তখন আমার কথা শুন।
আমার নিবেদন সুগন্ধের ন্যায় তোমার সাক্ষাতে
গৃহীত হউক আমার হাত তুলন সন্ধ্যা কালীন
৩ উৎসর্গের মত হউক। হে যিহ্বহা আমার
মুখের ওপর চৌকি দেও আমার ওষ্ঠধরের দ্বার
৪ রক্ষা কর। দুষ্ট কার্য্যোরদিগে কুকর্ত্তার সহিত আচ
রন করিতে আমার অন্তঃকরণ ফিরাইও না তাহার
৫ দের সুভক্ষ্যও আমাকে খাইতে দিও না। ধার্ম্মি
কেরা আমাকে মারুক সে আমার প্রতি কৃপা তাহার
আমাকে অনুযোগ করুক সে আমার প্রতি উত্তম
তৈল সে তৈল আমার মাথা ভাঙ্গিবে না কেননা
এখনও তাহারদের দুঃখে আমার প্রার্থনা হইবে।
৬ তাহারদের বিচারকর্ত্তারা পাষাণ স্থলে অধঃপতিত
হইয়া আমার কথা শুনিবে কেননা সে মধুর।
৭ যেমন কেহ পৃথিবীর ওপর কাঠ কাটে ও ফাড়ে
তেমন আমারদের হাড় কবরের মুখে ছড়িয়া পড়ি

৮ য়াছে। কিন্তু হে য়িহুহা পরমেশ্বর আমার চক্ষু
তোমার প্রতি আছে তোমাতে আমি ভরসা রাখিয়াছি
৯ আমার প্রাণস্খলন করিও না। যে ফাঁদ তাহারা
আমার কারণ পাতিয়াছে তাহাহইতে ও কুকর্ত্তারদের
১০ ফন্দহইতে আমাকে রক্ষা কর। দুষ্টেরা আপনার
দের জালে পড়ুক আমি যেন সে জাল ছাড়িয়া বাঁচি।

দাঊদের মাশকিল তিনি যে কালে গহ্বরে ছিলেন
তৎকালীন প্রার্থনা এই।—

গীত আমি আপন কথাতে য়িহুহার কাছে কাকুতি করি
১৪২ লাম য়িহুহার কাছে আমি আপন রবেতে প্রার্থনা
করিলাম তাঁহার সাক্ষাতে আমি আপন মনের
সঙ্কল্প প্রকাশ করিলাম তাঁহার নিকটে আমি আপন
৩ দুঃখ প্রকাশ করিলাম। আমার আত্মা যখন
আমার মধ্যে দুঃখাপ্লাবিত ছিল তখন তুমি আমার
পথ জ্ঞাত ছিলা যে পথে আমি চলিলাম সে পথে
আমার জন্যে তাহারা গুপ্তে ফাঁদ পাতিয়াছিল।
৪ আমি দক্ষিণদিগে দৃষ্টি করিলেও দেখ কেহ আমাকে
জানে নাই আমি নিরাশ্রয় আমার প্রাণের বিষয়ে
৫ কেহ ভাবিল না। তোমার কাছে আমি মিনতি
করিলাম হে য়িহুহা জীবৎ লোকেরদের দেশে তুমি
আমার ভরসা ও আমার অধিকার আছ ইহা আমি
৬ কহিলাম। আমার শব্দ শুন কেননা আমি অতি
ক্ষীণ হইয়াছি আমার বিপক্ষেরদেরহইতে আমাকে
উদ্ধার কর কেননা তাহারা আমাহইতে বলবান।

১৪২ দ্বিচত্বারিং-শত্তুাত্তর শত গীত।—

৭ আমি তোমার নামে রস্তব করি এই নিমিত্তে
কারাগারহইতে আমার প্রান মুক্ত কর তখন
ধার্ম্মিকেরা আমার চতুর্দ্দিগস্থ হইবে কেননা তুমি
আমার মঙ্গল করিবা।—

গীত হে য়িহহা আমার প্রার্থনা শুন আমার মিনতিতে
১৪৩ অবধান কর তোমার সত্যতায় ও তোমার যাথার্থ্যে
২ আমাকে ওত্তর দেও এবং আপন দাসের সহিত
বিচারে আইসিও না কেননা তোমার সাক্ষাতে জীব-
৩ কেহ নির্দ্দোষী হইবে না। কেননা শত্রু আমার
প্রান তাড়না করিয়াছে সে আমার জীবন মৃত্তিকাতে
দলাইয়া ফেলিয়াছে অনেক কাল অবধি মৃত
যাহারা তাহারদের ন্যায় সে আমাকে অন্ধকারে
৪ বাস করাইয়াছে। সে কারন আমার আত্মা আমার
মধ্যে থাকিয়া ভাবিত আছে আমার মধ্যস্থিত হৃদয়
৫ শূন্য আছে। আমি পূর্ব্বকালের দিন মনে
করিয়াছি আমি তোমার সকল কার্য্য স্মরন করি
৬ তোমার হস্তের ক্রিয়া আমি মনে ভাবি তোমার প্রতি
আমি হাত বিস্তার করি তৃষিত ভূমির মত আমার
৭ মন তোমাকে চাহে। সেলা। হে য়িহহা শীঘ্র
আমার কথা শুন আমার আত্মা বহিয়া যায়
আমাহইতে তোমার মুখ লুকাইও না পাছে যাদে
৮ যাহারা নামে তাহারদের তুল্য আমি হই। আমাকে
প্রত্যুষে তোমার দয়া শুনাও কেননা তোমাতে ভরসা
রাখিয়াছি। আমার গমনযোগ্য পথ আমাকে
দেখাও কেননা তোমার কাছে আমি আপন মন

৯ উঠাই। হে যিহুহা আমার শত্রুরদেরহইতে আমাকে
নিস্তার কর আমি আপনাকে গুপ্ত করিবার
১০ নিমিত্তে তোমার কাছে আইসি। তোমার ইষ্ট
ক্রিয়া করিতে আমাকে শিখাও কেননা তুমি আমার
ঈশ্বর। তোমার আত্মা উৎকৃষ্ট যাথার্থ্যের
১১ দেশে আমাকে পথ দেখাও। হে যিহুহা তুমি
আপন নামের জন্যে আমাকে জীয়াও আপন ধর্ম্মে
১২ আমার প্রানকে দুঃখহইতে বাহির কর। তুমি
আপন দয়াতে আমার শত্রুরদিগকে ছেদন করিবা
ও আমার প্রানকে ক্লেশ যাহারা দেয় সে সকলকে
নষ্ট করিব কেননা আমি তোমার দাস।—

দাঊদের গীত।—

গীত আমার বল এবং আমার হাতকে রন করিতে ও
১৪৪ আমার অঙ্গুলিকে যুদ্ধ করিতে শিক্ষক এবং আমার
দয়া কারক ও আমার গড় ও আমার উচ্চ গড় ও
আমার উদ্ধারকর্ত্তা ও আমার ঢাল ও আমার ভরসা
পাত্র ও লোকেরদিগকে আমার করতলে করান যে
৩ যিহুহা তিনি ধন্য। হে যিহুহা মানুষ কে যে তুমি
তাহাকে ভাল বাস? এবং মানুষের সন্তান কে যে
৪ তুমি তাহাকে সম্ভ্রান্ত করিতেছ? মনুষ্য শূন্যতামাত্র
বহিয়া যায় যে ছায়া তাহারি মত তাহার পরমায়ু।
৫ হে যিহুহা আপন স্বর্গকে নামাইয়া নাম পর্ব্বতের
দিগকে স্পর্শ কর তাহাতে তাহারা ধোঁয়াইবে।
৬ বিদ্যুত ফেলিয়া তাহারদিগকে চূর্ন কর তোমার
৭ বান এড়িয়া তাহারদিগকে নষ্ট কর। উপরহইতে

আপনার হাত বিস্তার কর অনেক জলহইতে
৮ অর্থাৎ যাহারদের মুখ নিরর্থক কথা কহে
যাহারদের দক্ষিণ হস্ত মিথ্যা কার্য্যকারক দক্ষিণ
হস্ত এমন বিদেশী সন্তানেরদেরহইতে আমাকে
৯ উদ্ধার ও নিস্তার কর। হে ঈশ্বর রাজারদের
ত্রাতা এবং হিংসক তলোয়ারহইতে আপন দাস
১০ দাঊদকে উদ্ধারকারী যে তুমি তোমার নিকটে আমি
১১ নূতন গীত গাইব আমি নবল ও দশতার যন্ত্র
১২ বাদ্যেতে তোমার নিকটে গাইব। আমারদের
পুত্রেরা যৌবনাবস্থায় বৃক্ষের মত যেন বাড়ে আমার
দের কন্যারা অট্টালিকার যোদকারি কোনাইচ
১৩ পাথরের ন্যায় যেন হয় আমারদের ভাণ্ডার সকল
প্রকার সম্পত্তিতে পূর্ণ যেন হয় আমারদের মেষ
যেন আমারদের রাস্তাতে সহস্র ও দশ সহস্রকে
১৪ প্রসব করে আমারদের বলদ কর্ম্মোপযুক্ত বলবান
যেন হয় কোন ভঙ্গন কিম্বা বাহিরে যাওন কিম্বা
আমারদের রাস্তাতে চেঁচাচেঁচি যেন না হয় এই
নিমিত্তে যাহারদের মুখ নিরর্থক কথা কহে এবং
যাহারদের দক্ষিণ হস্ত মিথ্যা কার্য্যকারকদক্ষিণ
হস্ত এমন বহিরদী শিশুরদের হাতহইতে আমাকে
১৫ মুক্ত কর ও ত্রাণ কর। যে লোকেরদের এমন
গতিক হয় সেই লোক ধন্য যে লোকেরদের ঈশ্বর
যিহোহা সে লোক ধন্য।—

স্তব করিবার কারণ দাঊদের গীত।—

গীত ১৪৫ হে আমার রাজা ঈশ্বর তোমাকে আমি বড়

করিয়া মানিব আমি সদাসর্ব্বক্ষণে তোমার নামের
২ প্রশংসা করিব। প্রতি দিন তোমার নিকটে
জয়ং করিব সর্ব্বক্ষণে তোমার নামের স্তব করিব।
৩ যিহুহা বড় এবং বড় স্তব্য এবং তাঁহার মহত্ত্ব
৪ অচিন্তনীয়। এক কালীন লোকেরা অপর কালীন
লোকেরদের কাছে তোমার কার্য্যের প্রশংসা করিবে
৫ এবং তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ করিবে। আমিও
তোমার মহত্ত্বের দেদীপ্যমান মহাত্ম্যের ও তোমার
৬ আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কথা কহিব। লোকেরা তোমার
ভয়ঙ্কর ক্রিয়ার মহিমা বিষয়ক কথা কহিবে এবং
৭ আমি তোমার মহত্ত্ব বলিব। তাহারা তোমার অতিশয়
দাতৃত্বের স্মরণের নিমিত্তক কথা বিস্তারিত রূপে
প্রকাশ করিবে এবং তোমার ধর্ম্মের বিষয়ে গান
৮ করিবে। যিহুহা অনুগ্রাহক ও দয়াময় ক্রোধ করি
৯ তে ধীর এবং বড় ক্ষমাবান। যিহুহা সকলের প্রতি
ভদ্রদাতা এবং তাঁহার দয়া আপন সকল ক্রিয়ার
১০ উপর। হে যিহুহা তোমার সকল সৃষ্টি তোমার
প্রতি স্তব স্বীকার করে তোমার সাধু লোকেরাও
১১ আশীর্ব্বাদ স্বীকার করে। তাঁহার পরাক্রম প্রকাশক
ক্রিয়া ও তাঁহার রাজ্যের মাহাত্ম্যময় মহত্ত্বকে মানু
১২ ষের সন্তানেরদের কাছে জানাইবার কারণ তাহারা
তোমার রাজ্যের মহিমা প্রকাশ করিবে এবং তোমার
১৩ পরাক্রম বিষয়ক কথা কহিবে। তোমার রাজ্য
অনন্ত রাজ্য তোমার অধ্যক্ষতা লোকস্থিতি পর্য্যন্ত
১৪ থাকিবে। পতিতকল্প লোকেরদিগকে যিহুহা ধরিয়া

রাখেন ও যে লোক থুড়থুড়া হইয়াছে সে সকলকে
১৫ খাড়া করেন। সকলের চক্ষু তোমারে অপেক্ষা করে
এবং উচিত সময়ে তুমি তাহারদের ভক্ষ্য দিতেছ।
১৬ তুমি হাত মেলিয়া সকল জীবের মনোরথ পূর্ণ
১৭ করিতেছ। য়িহুহা আপন সকল পথে যাথার্থিক ও
১৮ আপন সকল কার্য্যে দয়ালু। যাহারা তাঁহার কাছে
নিবেদন করে যাহারা সত্যরূপে তাঁহার কাছে
মিনতি করে য়িহুহা সে সকলের নিকট আছেন।
১৯ যাহারা তাঁহাকে ভয় করে তাহারদিগের অভিলাষ
তিনি পূর্ণ করিবেন তিনি তাহারদের কাকুতি
শুনিবেন তিনি তাহারদিগকে ত্রান করিবেন।
২০ যাহারা য়িহুহাকে প্রেম করে তিনি সে সকলকে
রক্ষা করিবেন কিন্তু সকল দুষ্টেরদিগকে তিনি
২১ নষ্ট করিবেন। আমার মুখ য়িহুহার স্তব
করিবে সকল প্রানীও সদাসর্ব্বক্ষনে তাঁহার বিশুদ্ধ
নামে অশীর্ব্বাদ স্বীকার করুক।—

গীত ১৪৬ হালিলুয়া। হে আমার মন য়িহুহার স্তব কর
আমার যাবজ্জীবন তাবৎ য়িহুহার স্তব করিব। যত
কাল জীবন থাকে ততকাল আমার ঈশ্বরের কাছে
৩ আমি স্তব গান করিব। রক্ষার কারন শক্তিহীন
যে রাজারা এবং মানুষের সন্তানেরা তাহারদের
৪ উপরেও বিশ্বাস করিও না। কেননা তাহারদের
শ্বাস যায় তাহারা আপনারদের মৃত্তিকায় ফিরিয়া
মিশিয়া যায় সেই দিনে তাহার মনের সঙ্কল্পের
৫ নাশ হয়। যে জনের উপকারী যাকুবের প্রভু

৬ তিনি ধন্য এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও
যেং সকল তাহার মধ্যে সে সকলের সৃষ্টিকারী
৭ ও সদাকাল সত্যতা পালনকারী ও অন্যায়েতে দণ্ডিত
লোকেরদের বিচারকারী ও ক্ষুধিতেরদের ভক্ষ্যদায়ী
আপন ঈশ্বর য়িহুহাতে যাহার ভরসা সেই ধন্য।
৮ য়িহুহা বন্দুয়ানেরদের মুক্তিদাতা য়িহুহা অন্ধ
লোকেরদের চক্ষুদাতা য়িহুহা খুড়াখুড়্যা লোকের
দিগকে ওঠান য়িহুহা ধার্ম্মিকেরদিগকে প্রেম করেন
৯ য়িহুহা বিদেশীরদিগকে রক্ষা করেন এবং পিতৃ
হীনেরদিগকে ও বিধবারদিগকে ওঠান কিন্তু দুষ্টের
১০ দের গমন ওল্টিয়া ফেলান। য়িহুহা সর্ব্বকাল কর্ত্তৃত্ব
করিবেন হে সীয়ন তোমার ঈশ্বর সর্ব্ব পুরুষা
নুক্রমে রাজ্য করিবেন। হালিলুয়া।—

গীত ১৪৭ য়িহুহার স্তুতি কর কেননা আমারদের ঈশ্বরের
কাছে স্তবের গান করা ভাল তাহাও সন্তোষদায়ক
২ এবং স্তুতি প্রকৃত। য়িহুহা য়িরোশলম গাঁথান
তিনি য়িশরালের দূরীকৃত লোকেরদিগকে একত্র
৩ করেন। তিনি ভগ্নান্তঃকরন লোকেরদিগকে সুস্থ
৪ করেন এবং তাহারদের ঘা বাঁধেন। তিনি সকল
নক্ষত্র গনন করেন এবং তাহারদের সকলের নাম
৫ ধরিয়া ডাকেন। আমারদের পরমেশ্বর বড়
তাঁহার পরাক্রমও বড় এবং তাহার জ্ঞান অসঙ্খ্য।
৬ য়িহুহা নম্র লোকেরদিগকে ওঠান এবং দুষ্টেরদিগ
৭ কে মৃত্তিকাতে ফেলেন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া
৮ য়িহুহার নিকটে গান কর। মেঘদ্বারা স্বর্গের

আচ্ছাদনকারী ও পৃথিবীর কারন বৃষ্টি প্রস্তুতকারী ও
পর্ব্বতের ওপরে তৃন বর্দ্ধনকারী আমারদের ঈশ্বরের
৯ নিকটে বীনা বাজাইয়া গান কর। তিনি পশুরদের
ভক্ষ্য দেন ও কাকের বাচ্চা চেঁচাইলে তাহারদিগকে
১০ খাবারও দেন। অশ্বের বলেতে তাঁহার তুষ্টি
হয় না মানুষের পায়েতেও তাঁহার তুষ্টি হয় না।
১১ যাহারা তাঁহাকে ভয় করে যাহারা তাঁহার দয়ায়
ভরসা রাখে তাহারদের ওপরে যিহ্বহার তুষ্টি।
১২ হে যিরোশালম তুমি যিহ্বহার স্তব করিও হে
১৩ সীয়ন তুমি আপন ঈশ্বরের স্তব করিও। তিনি
তোমার দ্বারের হুড়কা দৃঢ়তর করেন তিনি তোমার
১৪ মধ্যস্থিত সন্তানেরদিগকে বর দিয়াছেন তোমার
সকল সীমানায় তিনি শান্তিরূপ বর দিয়া
ছেন। তিনি উত্তম গোম দিয়াও তোমাকে তৃপ্ত
১৫ করেন তিনি পৃথিবীর ওপর আপন আজ্ঞা দেন
১৬ তাঁহার কথা বেগেতে দৌড়ে। তিনি মেষের
১৭ লোমের মত বরফ বৃষ্টি করেন এবং ভস্মের ন্যায়
নীহার দেন তিনি গুঁড়ার মত জল জমাট করিয়া দেন
১৮ তাঁহার হিমের সম্মুখে স্থির হইতে পারে কে?। তিনি
আপন কথা পাঠাইয়া তাহা গলান তাঁহার বায়ু বহনে
১৯ জল বহে। তিনি আপন কথা যাকুবকে জানান
ও আপন ব্যবস্থা ও বিচারকথা যিশ্রায়েলকে জানান।
২০ তিনি সকল দেশীয়েরদের প্রতি এমত করেন নাই
তাহার দণ্ডনীতি কথা তাহারাও জানিতে পায় নাই।
হালিলূয়া।—

গীত যিহুহার স্তুতি কর। স্বর্গে থাকিয়া যিহুহার স্তব
১৪৮ কর। ঊর্দ্ধে থাকিয়া তাঁহার স্তব কর। হে তাঁহার
সকল দূতেরা তোমরা তাঁহার স্তব কর হে তাঁহার
৩ সকল সৈন্য তোমরাও তাঁহার স্তব কর। হে সূর্য্য
ও চন্দ্র তোমরা তাঁহার স্তব কর। হে সকল দীপ্তি
৪ কারক নক্ষত্র তোমরা তাঁহার স্তব কর। হে স্বর্গের
দের স্বর্গেরা ও স্বর্গের উপরিস্থ জল তোমরা তাঁহার
৫ স্তব কর। এই২ সকল যিহুহার নামের স্তব করুক
কেননা তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন তাহাতে তাহারা সৃষ্ট
৬ হইয়াছিল তিনি ও সদাকালের নিমিত্তে তাহার
দিগকে স্থির করিলেন তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন
তাহারা তাহা লঙ্ঘিতে পারিবে না।—
৭ পৃথিবীতে থাকিয়া যিহুহার স্তব কর। হে নাগ
৮ গন ও সকল গভীর স্থল। হে তাঁহার কথা পূর্ণ
কারী অগ্নি ও শীল ও বরফ ও কুজ্ঝটি ও ঝড়
৯ বাতাস এবং পর্ব্বতগন ও সকল পৃতান্ত পর্ব্বত ও
১০ ফলবান বৃক্ষ ও সকল আরজ বৃক্ষ ও সকল বনপশু
১১ ও গ্রাম্যপশু ও ভুজঙ্গ ও পাখাবিশিষ্ট পক্ষিগন ও
পৃথিবীর রাজারা ও সকল লোকেরা ও কর্ত্তারা ও
১২ পৃথিবীর সকল বিচারকর্ত্তারা ও যুবা ও যুবতী ও বৃদ্ধ
১৩ ও বালক ইহারা সকল যিহুহার নামের স্তব করুক
কেননা তাঁহার নাম বই কোন নাম শ্রেষ্ঠ নয়। স্বর্গ
১৪ ও পৃথিবীহইতে বড় তাঁহার মাহাত্ম্য আছে। তিনি
আপন লোকেরদের শৃঙ্গ উচ্চ করেন এই তাঁহার সকল

পুণ্যবান অর্থাৎ তাঁহার নিকটবর্ত্তী য়িশরায়েল লোকের
দের স্তবের বিষয়। হালিলুয়া।—

গীত ১৪৯
য়িহুহার স্তব কর য়িহুহার কাছে এক নূতন
গীত গাও ও তাঁহার স্তব সাধু লোকেরদের মণ্ড
২ লিতে গাও। য়িশরায়েল আপনার সৃষ্টিকর্ত্তাতে আন
ন্দিত হউক সিয়োনের শিশুরা আপনারদের রাজাতে
৩ উল্লাষিত হউক। তাহারা বাঁশি বাজাইয়া স্তব
করুক তাহারা তবল ও বীণা বাজাইয়া তাঁহার স্থানে
৪ গান করুক। কেননা য়িহুহার সন্তোষ আপন
লোকে তিনি নম্র লোকেরদিগকে ত্রাণেতে বিভূষিত
৫ করিবেন। পুণ্যবানেরা মহত্ত্বেতে উল্লাষিত হউক
তাহারাও আপন২ শয্যায় উচ্চৈঃস্বরে গান করুক।
৬ তাহারদের মুখে প্রভুর অতিবাদ স্তুতি হউক এবং
দেবপুজকেরদিগকে প্রতিহিংসা ও লোকেরদিগকে
৭ শাস্তি দিতেও তাহারদের রাজারদিগকে জিঞ্জিরে
ও তাহারদের মহৎ লোকেরদিগকে লোহা বেড়িতে
৮ বাঁধিতে তাহারদের উপর লিখিত বিচারের মত
৯ করিতে তাহারদের হাতে ও দ্বিধার তলোয়ার হউক
এমন সম্ভ্রম তাহার সকল পুণ্যবানের। হালিলুয়া।

গীত ১৫০
য়িহুহার স্তব কর। য়িহুহার স্তব করহ তাঁহার
পবিত্রতাতে তাঁহার স্তব কর। তাঁহার প্রভাব
২ রূপ আকাশে তাঁহার স্তব কর। তাঁহার প্রাদুর্ভাবের
ক্রিয়াতে তাঁহার স্তব কর। তাঁহার দিব্য মহত্ত্বানু
৩ সারে স্তব কর। তুরি বাজানেতে তাঁহার স্তব কর
৪ নবল ও বীণা বাজানেতে তাঁহার স্তব কর। তবল

১৫০ পঞ্চাশত্যুত্তর শত গীত ।—

ও বাঁশি বাজানেতে তাঁহার স্তব কর তারযুক্ত যন্ত্র
৫ ও বরবত বাজানেতে তাঁহার স্তব কর । করতাল
বাজানেতে তাঁহার স্তব কর ও—কৃষ্ট করতাল
৬ বাজানেতে তাঁহার স্তব কর । সমস্ত জীব যিহহার
স্তব করুক । হাল্লিলূয়া ।—

হিতোপদেশ পুস্তক।—

১ প্রথম পর্ব্ব।—

১ য়িশরালের রাজা দাঊদের শলমন পুত্রের হিতো
পদেশ এই।—

২ হিতোপদেশ ও তাহার অর্থ এবং পণ্ডিতেরদের
৩ বাক্য ও তাহারদের গূঢ় বাক্য বুঝনের জন্যে বিদ্যা
৪ ও শিক্ষা জানা ও বুদ্ধিদায়ী বচন বুঝা এবং
জ্ঞান ও যাথার্থ্য ও বিচার ও উপযুক্ততা বিষয়ক শিক্ষা
গ্রহণ কাঁচা লোককে ন্যায় করণশক্তি এবং যুবা
৫ লোককে জ্ঞান ও পরিণামদর্শিতা দেওয়া এই সকলের
নিমিত্তে জ্ঞানবান লোক শুনিবে এবং আর২ বিদ্যা
৬ সঞ্চয় করিবে এবং বুদ্ধিমান লোক জ্ঞানোপযুক্ত
পরামর্শপ্রাপ্ত হইবে—
৭ য়িহোহা বিষয়ক ভয় জ্ঞানের আরম্ভ কিন্তু মূর্খেরা
বিদ্যা ও শিক্ষা তুচ্ছ করে।—
৮ হে আমার তনয় আপন পিতার শিক্ষা শুন আপন
৯ জননীর ব্যবস্থা ত্যাগ করিও না। কেননা তাহা
তোমার মস্তকে সুন্দর অলঙ্কার ও তোমার গলায়
১০ হার হবে। হে আমার পুত্র যদি পাপিরা তোমাকে

পুরোচনা দেয় তবে তাহারদের সহিত মন মিলাইও
১১ না। আইস আমরা রক্ত পাত করিতে
লুকিয়া থাকি আমরা অহিংসককে অকারণ খুন
১২ করিতে লুকিয়া রহি কবর যেমন করে তেমন তাহার
দিগকে জীবৎ গ্রাস করি ও খাদে যাহারা পড়ে
তাহারদের দশার মত আমরা সমুচা তাহারদিগকে
১৩ গিলিয়া ফেলি আমরা সকল বহুমূল্য বস্তু পাইব
১৪ আমারদের ঘর লুটেতে পূর্ণ করিব আইস আমার
দের ভাগী হও আমারদের এক তোড়া হইবে তাহারা
১৫ যদি এই২ রূপ কথা কহে তবে হে আমার পুত্র
তাহারদের সহিত পথে যাইও না তোমার পাকে
১৬ তাহারদের পথে যাইতে নিষেধ কর। কেননা
তাহারদের পা কুক্রিয়া করিতে দৌড়ে এবং রক্ত পাত
১৭ করিতে বেগে গমন করে। কোন পক্ষির দৃষ্টিতে
১৮ অবশ্য জাল পাতা বৃথা। ইহারা আপনারি রক্ত পাত
করিতে লুকিয়া থাকে ইহারা আপনারি প্রাণ বধি
১৯ বার কারণ ব্যগ্র হয়। যে প্রতি জন ধন লোভী
হইয়া ধনাধিকারির প্রাণ মারে সেই সকলের
পথ এই রূপ।—
২০ জ্ঞান বাহিরে থাকিয়া ডাকেন তিনি সারে রাস্তাতে
২১ দাঁড়াইয়া কথা কহেন তিনি সহরের দ্বার খুলি
২২ বার স্থানস্থ প্রধান সভার স্থানে ডাকেন তিনি
নগরে আপন এই২ বচন বলেন হে মূর্খেরা তোমরা
কত কাল মূর্খতা ভাল বাসিবা এবং নিন্দকেরা
কত দিনও নিন্দা করিতে সন্তুষ্ট হইবে? ও অজ্ঞানের

২৩ কত কাল জ্ঞান ঘৃণা করিবে?। আমার অনুযোগেতে
ফির দেখ তোমারদের স্থানে আমি আপন আত্মা
ঢালিব এবং আপন বাণী তোমারদিগকে জানাইব।
২৪ আমি ডাকিলাম ও তোমরা সম্মত ছিলা না আমি
হাত বিস্তার করিলাম কিন্তু কেহ মানিল না।
২৫ কিন্তু আমার সকল পরামর্শ তোমরা হেয়জ্ঞান
করিলা ও আমার অনুযোগ শুনিতে ইচ্ছা করিলা
২৬ না সে কারণ তোমারদের সর্ব্বনাশকালে আমি
হাঁসিব এবং তোমারদের ভয়ের আইসনকালে
২৭ পরিহাস করিব তোমারদের ত্রাস যখন সর্ব্বনাশের
মত আইসে ও তোমারদের সর্ব্বনাশ যখন ঘূর্ণা
বায়ুর মত আইসে যখন প্রমাদ ও বিষম দুঃখ
২৮ তোমারদের উপরে ঘটে তখন আমার কাছে
তাহারা মিনতি করিবে কিন্তু আমি শুনিব না তখন
২৯ ভোরেও খুজিবে কিন্তু আমাকে পাইবে না। তাহারা
জ্ঞান ঘৃণা করিল এবং যিহ্বহার ভয় পসন্দ করিল
৩০ না তাহারা আমার পরামর্শ লইল না আমার
৩১ সকল অনুযোগ তাহারা নিন্দা করিল সে কারণ
তাহারা আপনারদের গতির ফল ভোগ করিবে
এবং আপনারদের পরামর্শে পূর্ণীকৃত হইবে।
৩২ কেননা অজ্ঞানেরদের বৈমুখ্য তাহারদিগকে হত্যা
করিবে এবং মূর্খেরদের উন্নতি তাহারদিগকে
৩৩ বিনাশ করিবে। আমার কথা শুনে সে নিরাপদে
বাস করিবে ও কিন্তু যে জন আপদের ভয়হইতে
রক্ষিত হইবে।—

পর্ব্ব ২ হে আমার পুত্র তোমার কর্ণ জ্ঞানেতে অবধান
১ যাহাতে করে এবং তোমার অন্তঃকরণ যাহাতে
২ বিদ্যাতে লাগে যদি আমার বাক্য তেমনি গ্রহণ
কর ও আপনার নিকটে যদি আমার আজ্ঞা লুকাইয়া
৩ রাখ যদি জ্ঞানের পাছে২ ডাক এবং বুদ্ধির জন্যে
৪ যদি উচ্চৈঃস্বর কর যেমন রূপা চেষ্টা কর তেমন
যদি তাহার চেষ্টা কর এবং গুপ্ত ধনের ন্যায় তাহার
৫ তত্ত্ব কর তবে য়িহুহাবিষয়ক ভয় তুমি বুঝিবা এবং
৬ ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান পাইবা। কেননা য়িহুহা জ্ঞান দেন
৭ জ্ঞান ও বুদ্ধি তাঁহার মুখহইতে নিঃসরে। যাথার্থি
কের কারণ তিনি দিব্য জ্ঞান রাখেন তিনি সরল
৮ ব্যবহারিরদের ঢাল তিনি বিচারের পথ পালন
করেন এবং আপন পুণ্যবানেরদের গতি রক্ষা
৯ করেন। তাহাতে তুমি ধর্ম্ম ও বিচার ও যাথার্থ্য
ও সকল ভাল পথ বুঝিবা।
১০ যখন বিদ্যা তোমার হৃদয়ে সাঁধায় এবং জ্ঞান
১১ তোমার প্রাণের তুষ্টিকারী হয় তখন তোমাকে
১২ কুপথহইতে উদ্ধার করিবার জন্যে এবং তাহার
পথে গমন করিবার নিমিত্তে যাহারা প্রকৃত পথ
১৩ ত্যাগ করে যাহারা কুক্রিয়া করিতে সন্তুষ্ট হয় এবং
১৪ দুষ্টেরদের দুষ্টতাতে হৃষ্ট হয় যাহারদের পথ বাঁকা
ও যাহারা বক্রগামী এমন বিপরীত বাক্যবাদী পুরুষ
১৫ হইতেও তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্যে এবং
অন্য অর্থাৎ যে মনোহর বাক্যবাদিনী আপনার
১৬ যুবাকালের পতিকে ত্যাগ করে এবং আপন

১৭ ঈশ্বরের বন্দোবস্ত ভুলে যে অন্য স্ত্রী তাহা
হইতেও তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য পরিনাম
দর্শিতা তোমাকে রক্ষা করিবে এবং বুদ্ধি তোমাকে
১৮ ত্রাণ করিবে। কেননা সে স্ত্রীর ঘর মৃত্যুর দিগে
১৯ যায় ও তাহার পথ সর্ব্বনাশে যায় কেহ তাহাতে
প্রবেশ করিয়া ফিরে না এবং জীবনের পথ আর
ধরে না।—
২০ এতদর্থে পুণ্যবানেরদের পথে যাও ও ধার্ম্মিকের
২১ পথ পালন কর। কেননা যাথার্থিকেরা পৃথিবীর
অধিকার পাইবে এবং শুদ্ধসত্ব লোকেরা তাহাতে
২২ থাকিবে। কিন্তু দুরাত্মারদিগকে পৃথিবীহইতে
ছেদন করিতে হইবে এবং তাহাহইতে খল লোকের
দিগকে উপড়াইতে হইবে।—

পর্ব্ব ৩

হে আমার তনয় আমার ব্যবস্থা বিস্মৃত হইও না
তোমার হৃদয় আমার আজ্ঞা পালন যেন করে তাহা
২ কালের দীর্ঘতা এবং দীর্ঘায়ু এবং শান্তি তোমাকে
৩ দিবে। দয়া এবং সত্যতাকে তোমাকে ত্যাগ
করিতে দিও না তোমার গলায় তাহারদিগকে বাঁধ
৪ তোমার চিত্তরূপ তক্তায় তাহারদিগকে লেখ। তাহা
করিয়া ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকটে তুমি অনুগ্রহ
এবং উত্তম বুদ্ধি পাইবা। তোমার সকল অন্তঃ
৫ করনের সহিত য়িহহায় বিশ্বাস কর এবং আপনার
৬ জ্ঞানে ভর দিও না। তোমার সকল গতিতে
তাঁহাকে স্বীকার কর এবং তিনি তোমার পথ
দেখাইবেন।—

৭ আপনার দৃষ্টিতে জ্ঞানবান হইও না যিহুহাকে
৮ ভয় কর ও কুক্রিয়া ত্যাগ কর। তাহা তোমার
নাভির স্বাস্থ্য ও তোমার হাড়ের মজ্জা হইবে।—
৯ তুমি আপন ধন ও আপন সকল উৎপন্ন বস্তুর
১০ প্রথম ফল দিয়া যিহুহার সম্ভ্রম কর তাহাতে তোমার
ভাণ্ডার ধনেতে পূর্ণ হইবে ও তোমার চাপ নূতন
দ্রাক্ষারসের ভরেতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।—
১১ হে আমার পুত্র যিহুহাকর্ত্তৃক শাস্তি হেয়জ্ঞান
করিও না ও তাঁহার অনুযোগেতে ক্লান্ত হইও না,
১২ কেননা পিতা আপন প্রিয় পুত্রকে যেমন করে যিহুহা
যাহাকে প্রেম করেন তাহাকে তেমন অনুযোগ
করেন।—
১৩ যে জন বিদ্যা পায় এবং যে মনুষ্য বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়
১৪ সেই ধন্য কেননা সে ধন রূপাধনহইতে ভাল ও
১৫ তদুৎপন্ন ধন উত্তম স্বর্ণহইতেও ভাল তাহা মুক্তা
হইতে বহুমূল্য সকল ইষ্ট বস্তু তাহার তুল্য নয়।
১৬ তাহার দক্ষিণ হাতে দীর্ঘায়ু ও তাহার বাম হাতে
১৭ ধন ও সম্ভ্রম তাহার পথ সুখদায়ক পথ ও তাহার
১৮ সর্ব্ব ধারা শান্তি। যাহারা তাহাকে ধরে তিনি
তাহারদের প্রতি জীবনদায়ক বৃক্ষ যে জন তাহাকে
রাখে সে ধন্য।—
১৯ বিদ্যাতে যিহুহা পৃথিবীর ভিত করিলেন ও জ্ঞানেতে
২০ স্বর্গ স্থির করিলেন। তাঁহার জ্ঞানে গভীর ভাঙ্গা
গেল এবং মেঘেরা শিশির কণা বৃষ্টি করে।—

২১ হে আমার কুমার এ সকল তোমার গোচরহইতে না থাওক পরিপক্ক বিদ্যা ও পরিণামদর্শিতা রাখ।
২২ তাহা তোমার প্রাণের জীবন ও তোমার কণ্ঠের দিব্য
২৩ ভূষন হইবে। তখন তুমি আপন পথে নির্ভয়ে যাইবা এবং তোমার পা উচোট লাগিবে না।
২৪ তুমি শয়ন কালে ভয় করিবা না এবং শুইলে
২৫ তোমার নিদ্রা মিষ্ট হইবে। অকস্মাৎ আপদ হইলে তুমি ভয় করিবা না এবং দুষ্টেরদের সর্ব্বনাশ যখন আইসে তখন ও তুমি তাহাতে ভয় করিবা
২৬ না। কেননা য়িহূহা তোমার বিশ্বাস পাত্র হইবেন ও তোমার পা বিন্ধা না যায় এই কারন তাহা রক্ষা করিবেন।—

২৭ যদি করিবার সংস্থান তোমার হাতে থাকে তবে যাহার উপকার করা কর্ত্তব্য হয় তাহার উপকার করাতে নিবর্ত্ত হইও না।—

২৮ যদি তোমার কাছে দ্রব্য থাকে তবে যাও আইস কালি দিব এমন কথা আপন প্রতিবাসীকে কহিও
২৯ না। তোমার প্রতিবাসী তোমার নিকট নিরাপদে-বাস করে তাহা দেখিয়া তাহার মন্দ ভাবিও না।
৩০ কোন মনুষ্য যদি তোমার মন্দ না করিয়া থাকে তবে তাহার সহিত অকারন বিরোধ করিও না।
৩১ অন্যায়কর্ত্তার বিষয়ে ঈর্ষ্যা করিও না ও তাহার কোন পথ পসন্দ করিও না। কেননা ঈর্ষা পরাঙ্মুখ লোক
৩২ য়িহূহার ঘৃনিত কিন্তু যাথার্থিকের সহিত তাঁহার তত্ত্ব।—

৩৩ যিহুহার অভিসম্পাৎ দুষ্টেরদের ঘরে থাকে কিন্তু
৩৪ ধার্ম্মিকেরদের বাসাতে তিনি বর দেন। তুচ্ছকারির
দিগকে তিনি তুচ্ছ করেন কিন্তু নম্র লোকেরদিগকে
৩৫ অনুগ্রহ করেন। জ্ঞানবানেরা সম্ভ্রমাধিকার পাইবে
কিন্তু মূর্খেরদের পরং উত্তমপদস্থ হওয়া লজ্জা
মাত্র।—

পর্ব্ব হে বালকেরা পিতার হিতোপদেশ শুন এবং
৪ বিদ্যা জানিতে মনোযোগ কর। কেননা তোমার
দিগকে আমি ভাল শিক্ষা দিব আমার ব্যবস্থা ত্যাগ
৩ করিও না। আমি আপন পিতার পুত্র ছিলাম এবং
আপন মাতার দৃষ্টিতে কোমল ও এক প্রিয় ছিলাম
৪ তিনি আমাকে শিক্ষা করাইলেন ও বলিলেন তোমার
মন যেন আমার কথা পালন করে আমার আজ্ঞা
৫ পালন করিয়া বাঁচ। বিদ্যা ক্রয় কর ও বুদ্ধি ক্রয়
কর তাহা বিস্মৃত হইও না এবং আমার মুখের
৬ কথা ছাড়িও না। তাহা ত্যাগ করিও না তাহাতে
তোমার রক্ষা হইবে তাহাতে প্রেম কর করিলে সে
৭ তোমাকে রক্ষা করিবে। বিদ্যা সকলের প্রধান
অতএব বিদ্যালাভ কর ও তোমার সকল লাভেতে
৮ জ্ঞানলাভ কর। তাহার প্রশংসা কর তাহাতে
সে তোমাকে উত্তমপদস্থ করিবে তাহাকে আলি
৯ ঙ্গন করিলে সে তোমাকে সম্ভ্রান্ত করিবে। সে
সুন্দর অলঙ্কার তোমার গলায় দিবে সে মাহাত্ম্য
১০ রূপ মুকুট ও তোমাকে দিবে। হে আমার পুত্র শুন
আমার বচন গ্রহণ কর করিলে তোমার জীবন

১১ কাল অনেক হইবে। জ্ঞানের পথ আমি
তোমাকে শিখাইলাম যথার্থ ক্রিয়া পথে তোমাকে
১২ গতি করাই। তোমার গমনে তোমার পা সঙ্কোচিত
হইবে না তুমি যখন দৌড় তখন ওচোট খাইবা
১৩ না। হিতোপদেশ শক্ত করিয়া গ্রহন কর তাহা
ছাড়িও না তাহা রাখ কেননা তাহা তোমার জীবন।
১৪ দুরাচারেরদের পথে যাইও না এবং দুষ্টেরদের
১৫ পথে ভ্রমণ করিও না তাহা ছাড়িয়া দেও তাহাতে
১৬ যাইও না তাহা ছাড়িয়া যাও। কেননা তাহারা
কুক্রিয়া না করিলে নিদ্রা যায় না এবং কাহাকে
পতিত না করিলে তাহারদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়।
১৭ কেননা তাহারা দুষ্টতারূপ আহার করে ও দৌরাত্ম্য
১৮ রূপ দ্রাক্ষা রস পান করে। কিন্তু সুদ্ধ দিবাভাগ
হওন পর্য্যন্ত উত্তরং প্রকাশ করে যে দীপ্তিকারী
১৯ আলো তাহার ন্যায় ধার্ম্মিকের পথ। দুষ্টেরদের
পথ অন্ধকারের ন্যায় তাহারা যাহাতে ওচোট
খায় সে কি ইহা জানে না।—

২০ হে আমার পুত্র আমার কথা মান আমার
২১ বাক্যে অবধান কর। তোমার নয়নকে তাহা
ছাড়িয়া যাইতে দিও না তোমার অন্তঃকরণে তাহা
২২ রাখ। কেননা যাহারা তাহা পায় সে তাহার
দের জীবন এবং তাহারদের সর্ব্বাঙ্গের স্বাস্থ্য।
২৩ আপনার অন্তঃকরণ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর কেননা
২৪ তাহাহইতেই জীবন প্রবাহ হয়। দুর্ম্মুখকে
আপনহইতে দূর কর ও দুষ্ট ওষ্ঠাধর তোমাহইতে

২৫ অতিশয় দূর কর। তোমার চক্ষু সোজা দেখুক তোমার
২৬ চক্ষের পাতা তোমার আগে ও সোজা হউক। তোমার
পায়ের পথ বিবেচনা কর তা হইলে তোমার সকল
২৭ গমন স্থির হইবে। দক্ষিণে বামে যাইও না
তোমার পা কুক্রিয়াহইতে সরাও।—

পর্ব্ব ৫ হে আমার পুত্র তোমার পরিণামদর্শিতাকে
আদর করিবার নিমিত্তে ও তোমার ওষ্ঠাধর জ্ঞান
২ পালন করে এই নিমিত্তে আমার বিদ্যা গ্রহণ কর
৩ আমার বুদ্ধিতে অবধান কর। কেননা পরস্ত্রীর
ওষ্ঠাধর মৌচাকের ন্যায় ফোটা২ ফেলে তাহার
৪ তালুয়া তৈলহইতে চিক্কণ কিন্তু তাহার শেষ নাগদা
নার মত তিক্ত ও দ্বিধার তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ।
৫ তাহার পা মৃত্যুতে নামে তাহার পাদবিক্ষেপ নরক
৬ কে ধরে। তুমি জীবনের পথ বিবেচনা না কর এই
জন্যে যাহাতে তাহার আচার জানিতে না পার এমন
৭ নানা রূপী সে আচার। অতএব হে আমার পুত্রেরা
আমার কথা শুন আমার মুখের কথা ছাড়িও না
৮ পাছে আপন সম্ভ্রম অন্যকে দেও ও আপন সময়
৯ নির্দয়কে দেও পাছে অন্যেরা তোমার ধনেতে পূর্ণ
১০ হয় ও তোমার শ্রমের ফল অন্যেরদের ঘরে থাকে
১১ এবং তোমার মাংস ও শরীর ক্ষয় হইলে তুমি
১২ শেষে ক্রন্দন কর এবং কহ আমি হিতোপদেশ
কেন ঘৃণা করিয়াছি ও আমার হৃদয় কেন অনুযোগ
১৩ তুচ্ছ করিয়াছি আমার গুরুরদের কথা আমি শুনিলাম
না ও যাহারা আমাকে শিক্ষা করাইল তাহারদের

১৪ কথায় অবধান করিলাম না সভা ও মণ্ডলির
মধ্যে আমি প্রায় সকল কুক্রিয়ায় ছিলাম পাছে
এই২ অনুতাপ কর আপন গতি তাহাহইতে দূর
কর এবং তাহার ঘরের দ্বারের নিকটে আইসিও
১৫ না। আপনার হ্রদের জল এবং আপন কূপ
১৬ হইতে স্রোত জল পান কর। তোমার ওনই প্রকা
১৭ শিত হওক ও জলের নদী রাস্তাতে হওক। তাহা
কেবল তোমারই হওক এবং তোমার সহিত আর
১৮ কাহারো না হওক। তোমার ওনই ধন্য হওক ও
১৯ তোমার যুবাকালের ভার্য্যার সহিত হৃষ্ট হও। তিনি
প্রেমিকা হরিণী ও রূপবতী বাওভীর ন্যায় হওক
তাহার স্তন সর্ব্বকাল তোমাকে তুষ্ট করুক ও তাহার
২০ প্রেমেতে নিত্য মত্ত হও। হে আমার পুত্র পর
স্ত্রীর সহিত তুমি কেন ভ্রান্ত হবা? অন্যের বক্ষ
২১ কেন আলিঙ্গন করিবা?। কেননা মানুষের গতি
যিহুহার গোচরে তিনি তাহারদের সকল গতি
২২ বিচার করেন। দুষ্টের অযাথার্থ্য স্বয়ং দুষ্টাকে
২৩ ধরিবে সে নিজ পাপরূপ দড়িতে বদ্ধ হইবে। সে
জন অশিক্ষিত হইয়া মরিবে সে আপন অজ্ঞতার
বাহুল্যেতে ভ্রান্ত হইবে।—

পর্ব্ব হে আমার পুত্র তুমি যদি আপন বন্ধুর জামিন
৬ হইয়া থাক অন্যকে যদি তুমি হাত দিয়া থাক তবে
২ আপনার বাক্যেতে তুমি ফাঁদে পড়িয়াছ আপনার
৩ মুখের কথায় তুমি ধরা গিয়াছ। হে আমার পুত্র
তুমি ইহা করিয়া আপনার প্রাণ নিস্তার কর কেননা

৪ তুমি আপন বন্ধুর হাতে পড়িয়াছ তুমি যাইয়া শীঘ্র
করিয়া তোমার বন্ধুকে উৎযুক্ত না করিয়া আপনার
চক্ষুকে নিদ্রা যাইতে দিও না তোমার চক্ষের পাতাকে
৫ বুজিতে দিও না যেমন হরিণ ব্যাধের হাতহইতে
কিম্বা যেমন পক্ষী ব্যাধের ফাঁদহইতে পলায় তেমন
আপনাকে মুক্ত কর ।—

৬ হে অলস তুমি পিঁপিড়ার নিকটে যাও তাহার
৭ ক্রিয়া দেখিয়া জ্ঞানবান হও৷ তাহার গুরু কিম্বা
৮ প্রবীন কিম্বা কর্ত্তা কেহ নাই কিন্তু সে গ্রীষ্ম কালে
আপন ভক্ষ দ্রব্য আয়োজন করে ও ফসল কালে
৯ তাহার সঞ্চয় করে। হে অলস তুমি কত কাল
১০ শুইয়া থাকিবা ? নিদ্রা ছাড়িয়া কখন উঠিবা ?। আর
অল্প নিদ্রা আর অল্প ঘুম নিদ্রার কারন আর অল্প
১১ হাত জোড়ান । এ ব্যবহারে তোমার দরিদ্রতা পথিকের
মত আসিবে ও তোমার তন্নাস্তিকতা সসজ্জ লোকের
মত ।—

১২ দুষ্ট মানুষ যে অযথার্থিক মানুষ যে সে আপন
১৩ দুর্মুখেতে চলে । সে চক্ষুতে ইষারা করে সে পায়েতে
১৪ কথা কহে সে অঙ্গুলিতে শিক্ষা করায় । তাহার
অন্তঃকরনে দুষ্টতা থাকে সে সর্ব্বদা কুক্রিয়া চিন্তা
১৫ করে সে ঝকড়া বাহির করে অতএব তাহার সর্ব্ব
নাশ আচম্বিতে আসবে সে জন ক্ষন করিয়া ভাঙ্গা
যাইবে এবং প্রতিকার হবে না।—

১৬ এ ছয় বস্তুকে যিহুহ্ ঘৃনা করেন সাতই তাঁহার
১৭ মনে দূনিত। অহঙ্কারদৃষ্টি মিথ্যাবাদি জিহ্বা

১৮ অহিংসকের রক্ত পাতকারি হাত   কুক্রিয়াকারি
১৯ অন্তঃকরন   কুক্রিয়া করিতে বেগগামি পা   মিথ্যা
বাদি মিথ্যাসাক্ষী   ও যে জন ভ্রাতারদের মধ্যে
বিরোধি জন্মায়   এই সাত।
২০ হে আমার পুত্র তুমি আপন পিতার আজ্ঞা মান
২১ আপন মাতার ব্যবস্থা ত্যাগ করিও না তাহা সদাকাল
২২ তোমার হৃদয়ে বাঁধি ও তোমার গলায় পর   গমন
কালে সে তোমার সহিত যাইবে   শয়ন কালে সে
তোমাকে রক্ষা করিবে ও জাগরন কালে সে তোমার
২৩ সহিত কথা কহিবে। কেননা দুষ্টা স্ত্রীহইতে ও প্রিয়
বাদিনী পরস্ত্রীহইতে তোমাকে রক্ষা করিতে আজ্ঞা
প্রদীপ হয় ও ব্যবস্থা আলো হয় ও হিতোপদেশের
২৪ অনুযোগ জীবনদায়ী পথ হয়। তুমি অন্তঃকরনে
২৫ তাহার সৌন্দর্য্য ভাল বাসিও না   ও তাহার চক্ষের
২৬ পাতাতে ধৃত হইও না   কেননা বেশ্যা স্ত্রীর দ্বারায়
মনুষ্য অন্ন যাহাতে এক খানি রুটি মাত্র অবশেষ
থাকে   মানুষ এমন দশাকে পায়   এবং মন্দা স্ত্রী
বহুমূল্য প্রানকে সিকার করিবে।
২৭ যাহাতে বস্ত্র না পুড়ে কোন কেহ কি এ রূপে
২৮ বক্ষস্থলে অগ্নি থুইতে পারে? যাহাতে পা না পুড়ে
কোন কেহ কি এই রূপে প্রজ্বলিত আঙ্গারার উপর
২৯ যাইতে পারে? সে মত যে জন আপন প্রতিবাসীর
স্ত্রীর নিকটে যায় যে কেহ তাহাকে স্পর্শ করে সে
৩০ নিষ্পাপ হইবে না। চোর যদি ক্ষুধিত হইয়া প্রান
রক্ষা করিতে চুরি করে তবে তাহাকে লোক নিন্দা

করে না কিন্তু যদি সে ধরা পড়ে তবে সাতগুণ
দিয়া দিবে আপনার ঘরের সকলই সংস্থান দিবে
৩২ কিন্তু স্ত্রীলোকের সহিত যে জন পরদার করে সেই
অবোধ যে জন তাহা করে সে আপনার প্রাণ নাশ
৩৩ করে। সে জন ঘা * ও অভ্রম পাইবে ও তাহার
৩৪ অপমান মুছা যাবে না। কেননা স্বস্ত্রী নিমিত্তক
জ্বালা যে সে মানুষের প্রচণ্ড কোপ অতএব প্রতিফল
৩৫ দেওনের দিনে সে জন কিছু দয়া করিবে না। সে
দণ্ডের মূল্য কিছু মানিবে না এবং তুমি অনেক
ধন দিলেও সে শান্ত হইবে না।—

পর্ব্ব হে আমার পুত্র আমার বচন পালন কর আমার
৭ আজ্ঞা তোমার নিকটে রাখ। আমার আজ্ঞা পালন
করিয়া বাঁচ এবং আমার ব্যবস্থা আপন চক্ষুর তারার
৩ ন্যায় রাখ। তোমার অঙ্গুলিতে তাহা বাঁধ তোমার
৪ অন্তঃকরণরূপ তক্তাতে তাহা লেখ। অন্য স্ত্রীহইতে
অর্থাৎ প্রিয়বাদিনী অন্য স্ত্রীহইতে জ্ঞান ও বুদ্ধি
৫ তোমাকে রক্ষা যে করে এই কারণ বিদ্যাকে বল তুমি
আমার ভগিনী ও বুদ্ধিকে কহ তুমি আমার বন্ধু।
৬ কেননা আমি আপন ঘরের জানলার নিকটে
৭ থাকিয়া তাহার পথ দিয়া নিরীক্ষণ করিলাম এবং
অজ্ঞানেরদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া আমি তাহার
দের মধ্যস্থিত যুবা লোকেরদের মধ্যে বুদ্ধিহীন

* অর্থাৎ তাহার নাম কাটা যাবে।—

৮ এক যুবা পুরুষকে দেখিলাম সে তাহার ঘরের
৯ কোনের নিকটেই গলিতে যাইতেছিল কালসাঁজির
সময়ে ও সন্ধ্যাকালে ও ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে
১০ তাহার বাড়ীর পথে গেল। এবং দেখ বেশ্যার বেশ
ধারিণী ও অন্তঃকরণে কপটী এক স্ত্রী তাহার সঙ্গে
১১ দেখা করিল। সেই কল্লা ও কর্কশা তাহার পা
১২ আপনার ঘরে থাকে না সে কখন বাহিরে যায়
কখন গলিতে থাকে ও সকল কোনের নিকটেও
১৩ লুকিয়া থাকে। সে স্ত্রী তাহাকে ধরিয়া চুম্বন
১৪ করিল ও নির্লজ্জা হইয়া বলিল। আমি স্বস্ত্যয়ন
১৫ করিয়াছি অদ্য আমার মানন প্রত্যক্ষ করিয়াছি সে
কারন তোমার সঙ্গে দেখা করিতে ও তোমার মুখ
দর্শন চেষ্টা করিতে যত্নপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়াছি
১৬ তাহাতে তোমাকে আমি পাইয়াছি। আমি আপন
শয্যা চিত্রবিচিত্র সুজনীতে ও খোদকারীতে ও মিসরের
১৭ মেহী কাপড়েতে সুন্দর করিয়াছি। আমি মর ও
অগুরু ও দারচিনিতে আপন শয্যা সুবাসিত করি
১৮ য়াছি। আইস আমরা প্রভাত পর্য্যন্ত আপনারদিগকে
প্রেমেতে মত্ত করি আমরা প্রেমেতে অভিলাষ পূর্ণ
১৯ করি কেননা স্বামী ঘরে নাই তিনি অনেক দূর
২০ গিয়াছেন তিনি টাকার থল্যা সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন
২১ তিনি নিরুপিত কালে পুনর্ব্বার ঘরে আসিবেন। সে
স্ত্রী আপন অনেক মধুর কথাতে তাহার মন হরিল
ও আপন ওষ্ঠাধরের কোমলতাতে তাহাকে আকর্ষন
২২ করিল। যেমন গরু মারা পড়িবার কারন যায় কিম্বা

যেমন পাগল যে পর্য্যন্ত বাণ তাহার কলিজা না
ফুড়িয়া যায় সে পর্য্যন্ত হাতে পড়া সাজা পাইতে
২৩ যায় ও যেমন পক্ষী ফাঁদকে আপন প্রাণ নাশক
না জানিয়া ফাঁদে পড়িতে শীঘ্র ওড়ে তেমন ত-
ক্ষনে সে তাহার সঙ্গে গেল।—
২৪ অতএব হে বালকেরা এখন আমার কথা শুন
আমার মুখের বাক্য মান। তুমি তাহার পথে
২৫ ভুলিয়া না যাও এই জন্যে তোমার চিত্তকে তা
২৬ হার পথে যাইতে দিও না কেননা সে অনেককে
ঘায়েল করিয়া ফেলিয়াছে ও অনেক বলবান তাহার
২৭ কর্ত্তৃক হত হইয়াছে। মৃত্যুর গুপ্ত স্থানে যাহাতে
যায় তাহার ঘর এমন নরকের পথ।—
পর্ব্ব ৮ বিদ্যা উচ্চৈঃস্বরে কি ডাকে না? বুদ্ধি কি উচ্চৈঃ
স্বরে শব্দ করে না?। পথের পার্শ্বে উচ্চ স্থানের
৩ মাথায় তিনি পথে দাঁড়ান। তিনি দ্বার প্রবেশের পথে
এবং সহরের যাতায়াত স্থানে দ্বারের নিকটে থাকিয়া
৪ উচ্চৈঃস্বর করিয়া কহেন হে মনুষ্যেরা তোমার দিগকে
আমি ডাকি ও মানুষের পুত্রেরদের প্রতি আমার
৫ রব প্রকাশ করি। হে মুর্খেরা তোমরা জ্ঞান গ্রহন
কর হে অজ্ঞানেরা তোমরা অন্তঃকরনে বুঝ।
৬ শুন কেননা আমি দিব্য কথা কহিব আমি মুখ
৭ খুলিয়া প্রকৃত কথা কহিব। আমার তালুয়া সত্য
কথা কহিবে। দুষ্টতা আমার ওষ্ঠাধরের ঘৃনিত।
৮ আমার মুখের সকল কথা ধর্ম্ম তাহার মধ্যে বক্র
৯ ও বিপরীত বাক্য হইবে না। বুদ্ধিমানের স্থানে

সে সকল সুগম এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত লোকেরদের
১০ স্থানে প্রকৃত। রূপার উপেক্ষা করিয়া আমার
উপদেশ গ্রহণ কর এবং মনোনীত সোনাহইতে
১১ ও জ্ঞান গ্রহণ কর কেননা মুক্তা হইতেও বিদ্যা
ভাল ও সকল ইষ্ট বস্তু তাহার সমান নয়।
১২ বিদ্যা যে আমি আমি পরিণামদর্শিতার সহিত বাস
করি ও জ্ঞানপূর্ব্বক বস্তুর যে আদিসৃষ্টি তাহা
১৩ জন্মাই। যিহোবা বিষয়ক ভয় যে সে দোষ ঘৃণা করা
অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা ও কুপথ ও হিতবিরুদ্ধ মুখকে
১৪ আমি ঘৃণা করি। পরামর্শ ও পরিপক্ব বিদ্যা
১৫ আমার আমি বুদ্ধি ও বল আমার। আমার দ্বারা
রাজারা রাজ্য করে এবং অধ্যক্ষরা বিহিত আজ্ঞা
১৬ করে। আমার দ্বারা অধ্যক্ষেরা এবং কর্ত্তারা
ও পৃথিবীর সকল বিচারকর্ত্তারা শাসন করে।
১৭ যাহারা আমাকে প্রেম করে তাহারদিগকে আমি
প্রেম করি যাহারা প্রত্যূষে আমাকে চেষ্টা করে
১৮ তাহারা আমাকে পাইবে। ধন ও সম্ভ্রম অর্থাৎ
অক্ষয় ধন ও যাথার্থ্য এই সকল আমার কাছে।
১৯ আমার ফল সোনা ও নির্ভাজ সোনাহইতেও
২০ ভাল এবং আমার সম্পত্তি মনোনীত রূপাহইতেও
২১ ভাল। যাহারা আমাকে প্রেম করে তাহারদিগকে
ধন দিতে ও তাহারদের ঘর ধনেতে পূর্ণ করিতে
২২ আমি যাথার্থ্যের ও বিচারের পথে চালাই। যিহোবা
আপন পথের আরম্ভে আপনার প্রাচীন ক্রিয়ার পূর্ব্বে

২৩ আমাতে উপাহিত * ছিলেন। অনাদি কালাবধি পূর্ব্ব
অবধি অর্থাৎ পৃথিবীর ভিত করণের পূর্ব্বে আমি
২৪ অভিষিক্ত ছিলাম। গভীরের সৃষ্টি ও জলপূর্ণ
২৫ উনুই যখন না ছিল পর্ব্বতেরদের স্থাপন করণের
পূর্ব্বে ও প্রান্ত পর্ব্বতেরদের নির্ম্মাণের পূর্ব্বে
২৬ তিনি যখন পৃথিবী ও মৃত্তিকা ও অবনির ধূলার
আধিক্য নির্ম্মাণ না করিয়াছিলেন তখন আমি
২৭ ছিলাম। তিনি স্বর্গকে যখন প্রস্তুত করিলেন তখন
আমি সেখানেও ছিলাম যখন গভীরের উপর
২৮ চক্রাকার করিলেন যখন উপরে আকাশ স্থির করি
লেন যখন গভির স্থলের উনুই স্থাপন করিলেন
২৯ যখন সমুদ্রকে আপন জলের সীমা না লঙ্ঘিতে
৩০ আজ্ঞা করিলেন যখন পৃথিবীর ভিত করিলেন তখন
তাঁহার কর্ত্তৃক প্রতিপালিত বাহার ন্যায় আমি তাঁহার
সঙ্গে ছিলাম দিনে২ অনুক্ষণ তাঁহার সম্মুখে
৩১ আনন্দ করত পৃথিবীর মনুষ্য নিবাস স্থানে আনন্দ
করত আমি তাহার প্রিয় ছিলাম ও আমার তুষ্টি
মানুষের সন্তানেরদের সঙ্গে ছিল।
৩২ হে পুত্রেরা এখন আমার বাক্য শুন যে জন
৩৩ আমার পথ পালন করে সেই ধন্য। হিতোপদেশ
শুনিয়া বিদ্বান হও ও তাহা হেয়জ্ঞান করিও না।
৩৪ যে জন নিত্য চৌকি করত ও আমার দ্বারের চৌকাঠের
কাছে স্থিতি করত আমার বচন শুনে সেই ধন্য

* অর্থাৎ সূর্য্য যেমন কীরণেতে উপাহিত তেমন।

৩৫ কেননা যে জন আমাকে পায় সে জীবন পায় এবং
৩৬ যিহুহার অনুগ্রহও পাইবে। কিন্তু যে জন আমার
বিপরীতে পাপ করে সে আপন আত্মার হিংসা
করে যাহারা আমাকে ঘৃনা করে তাহারা মৃত্যুকে
প্রেম করে।—

পর্ব্ব বিদ্যা আপন ঘর গাঁথিয়াছে তিনি আপন সাত
৯ স্তম্ভেতে খোদকারী করিয়াছেন। তিনি বলিদান করি
২ য়াছেন তিনি আপন দ্রাক্ষা রস মিশ্রিত করিয়াছেন
৩ ও আপন মেজ সাজাইয়াছেন। তিনি আপন
দাসীরদিগকে পাঠাইয়াছেন এবং সহরের উচ্চ স্থানে
৪ থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলেন যে জন অজ্ঞান
সে এখানে আইসুক এবং নির্ব্বুদ্ধিকে এ কথা কহেন
৫ আইস আমার আহার খাও ও যে দ্রাক্ষারস আমি
৬ মিশ্রিত করিয়াছি তাহা পান কর অজ্ঞানেরদিগকে
ছাড়িয়া বাঁচ ও বুদ্ধির পথে চল।—
৭ যে জন নিন্দককে অনুযোগ করে সে লজ্জা
পায় এবং দুষ্টকে যে জন অনুযোগ করে সেই
৮ দুশ্চিহ্ন পায়। নিন্দককে অনুযোগ করিও না
পাছে তোমাকে ঘৃনা করে জ্ঞানবানকে অনুযোগ
৯ করিলে তিনি তোমাকে প্রেম করিবেন। জ্ঞান
বানকে দিলে তিনি পরং জ্ঞানবান হইবেন
সাধুকে জানাইলে তাহার আরং বিদ্যা হইবে।
১০ যিহুহা বিষয়ক ভয় জ্ঞানের আরম্ভ এবং সাধু লোকের
১১ দের জ্ঞান যে সে প্রকৃত বুদ্ধি। কেননা আমার
দ্বার তোমার পরমায়ুর বৃদ্ধি হইবে ও তোমার

১২ আয়ুর বৎসর আরং অধিক হইবে। তুমি যদি
জ্ঞানবান হইতে চাও তবে আপনার নিমিত্তে জ্ঞানবান
হইবা এবং যদি নিন্দা কর তবে আপনি তাহার
ভোগ করিবা।—
১৩ অজ্ঞান যে স্ত্রী সে কল্লা সে অবোধ এবং কিছু
১৪ বুঝে না। সে ঘরের দ্বারে বসে ও সহরের
১৫ উচ্চ স্থানে আসন করিয়া বসে। যে পথিকেরা
পথে গমন করে তাহারদিগকে সে ডাকিয়া ইহা
১৬ কহে অজ্ঞান যে কেহ হয় সে এখানে আইসুক
১৭ এবং নির্ব্বুদ্ধিকে সে বলে চুরি করা জল মিঠা ও
১৮ গুপ্ত স্থানে ভক্ষিত আহার তুষ্টি কর। কিন্তু মৃত্যু যে
সেখানে ও তাহার নিমন্ত্রিত লোকেরা যে নরকের
গভীরে থাকে ইহা সে জানে না।—

শলমনের হিতোপদেশ।—

পর্ব্ব জ্ঞানবান পুত্র পিতাকে আনন্দিত করে কিন্তু
১০ মূর্খ পুত্র মাতার দুঃখ স্বরূপ। দুষ্টতারূপ ধনে
কিছু ফল নাই কিন্তু ধর্ম্ম মৃত্যুহইতে ত্রান করে।
৩ ধার্ম্মিকের প্রানকে যিহহা ক্ষুধায় মরিতে দিবেন
৪ না কিন্তু দুষ্টের ধন তিনি ফেলিয়া দেন। যে জন
অকর্ম্মশীল হাতে কর্ম্ম করে সে দরিদ্রতা পায় কিন্তু
৫ কর্ম্মশূরের হাত ধনবান করে। যে জন গ্রীষ্মকালে
সঞ্চয় করে সে বুদ্ধিমান পুত্র কিন্তু যে জন ফসল
৬ কালে নিদ্রা থাকে সে লজ্জাদায়ক পুত্র। ধার্ম্মিকের
মাথায় আশীর্ব্বাদ থাকে কিন্তু দৌরাত্ম্য দুষ্টের
৭ মুখকে ঢাকিবে। ধার্ম্মিকেরদের বিষয়ক স্মরণ ধন্য

৮ কিন্তু দুষ্টেরদের নাম পচিয়া যাবে । অন্তঃকরণে
বিদ্বান যে জন সে আজ্ঞা গ্রহন করে কিন্তু অজ্ঞান
৯ মুখর পড়িবে । যে জন সোজা যায় সে সাহসে
১০ যায় কিন্তু যে বক্রাচারী জানা যাইবে । যে জন
চক্ষুতে ইষারা করে সে দুঃখ দেয় এবং অজ্ঞান
১১ মুখর পতিত হবে । ধার্ম্মিকের মুখ জীবনের
ওনই কিন্তু দুষ্টেরদের মুখ দৌরাত্ম্যকে ঢাকে ।
১২ ঘৃনা বিরোধিকে জন্মায় কিন্তু প্রেম সকল দোষ
১৩ ঢাকে । বুদ্ধিমানের ওষ্ঠাধরে বিদ্যা পাওয়া যায়
১৪ কিন্তু নির্ব্বুদ্ধির পিঠের কারন লাঠি হয় । বুদ্ধিমান
জ্ঞানকে গুপ্ত রাখে কিন্তু পাগলের মুখ বিনাশের
১৫ নিকট আছে । ধনবানের সংস্থা তাহার মজবুত সহর
কিন্তু দরিদ্রেরদের দরিদ্রতা তাহারদের সর্ব্বনাশ ।
১৬ ধার্ম্মিকের কার্য্য জীবনের দিগে যায় কিন্তু দুষ্টের
১৭ সম্পত্তি পাপের দিগে যায় । যে জন হিতোপদেশ মানে
সে জীবনের পথে চলে যে জন অনুযোগ মানে না
১৮ সে ভুম করে । যে জন মিথ্যাবাদী ওষ্ঠাধর দিয়া
ঘৃনা ঢাকে ও যে জন তোহমৎ দেয় সে অজ্ঞান ।
১৯ অনেক বচনে পাপের অভাব নাই কিন্তু যে জন আপ
২০ নার ওষ্ঠাধরকে বারন করে সে বুদ্ধিমান । ধার্ম্মিকের
জিহ্বা মনোনীত রূপা কিন্তু দুষ্টের হৃদয় কিঞ্চিৎ
২১ মূল্য । ধার্ম্মিকের ওষ্ঠাধর অনেককে খাওয়ায় কিন্তু
২২ অজ্ঞানেরা বিদ্যার অভাবেতে মরে । যিহোবার বর
যে সে ধনবান করে এবং তিনি তাহার সহিত দুঃখ
২৩ দেন না । পাপ করা অজ্ঞানেরা কৌতুক কিন্তু

২৪ বিদ্বানের বুদ্ধি আছে। দুষ্টেরা যাহা ভয় করে
তাহা তাহার উপর পড়িবে এবং ধার্ম্মিকেরদের
২৫ ইষ্ট দিতে হইবে। যেমন ঘূর্ণা বাতাস যায়
তেমন দুষ্টও থাকে না কিন্তু ধার্ম্মিকের ভিত সদা
২৬ কাল থাকে। যেমন দন্তে সির্কা ও যেমন চক্ষুতে
ধূমা তেমন যাহারা অলসকে পাঠায় তাহারদের প্রতি
২৭ সে অলস। যিহুহা বিষয়ক ভয় আয়ুকে বাড়ায় কিন্তু
২৮ দুষ্টেরদের বৎসর কমি করিতে হইবে। ধার্ম্মিকের
অপেক্ষা যে সে আনন্দ স্বরূপ কিন্তু দুষ্টেরদের ভর
২৯ সার ক্ষয় হইবে। যিহুহার পথ যে সে সাধুর প্রতি
শক্তিস্বরূপ কিন্তু কুক্রিয়া কর্ত্তারদের সর্ব্বনাশ
৩০ হইবে। ধার্ম্মিক কখন চালিত হবে না কিন্তু দুষ্টেরা
৩১ দেশে থাকবে না। ধার্ম্মিকের মুখ জ্ঞান জন্মায়
কিন্তু দোষিরদের জিহ্বা ছেদন করিতে হইবে।
৩২ ধার্ম্মিকের ওষ্ঠ ধীর কৃতোপকার স্বীকার করে কিন্তু
পাপিরদের মুখ দোষ বলে।—

পর্ব্ব ১১ মিথ্যা তোল যিহুহার ঘৃণিত কিন্তু প্রকৃত বাটখারা
তে তাঁহার সন্তোষ। অহঙ্কার আইলে লজ্জা
আইসে কিন্তু নম্রশীলেরদের সহিত বুদ্ধি আছে।
৩ সাধুরদের সাধুতা তাহারদিগকে শিক্ষা করায় কিন্তু
আজ্ঞা লঙ্ঘনকারিরদের দুর্বিনিতত্তা তাহারদিগকে
৪ নাশ করে। ক্রোধের দিনে ধনেতে কিছু ফল নাই
৫ কিন্তু ধর্ম্ম মৃত্যুহইতে রক্ষা করেন। সাধুর সাধুতা
তাহার পথ সোজা করিবে কিন্তু দুষ্ট আপন দুষ্টতা

৬ দ্বারা পড়িবে। সাধুরদের সর্ব্বদা তাহারদিগকে
উদ্ধার করিবে কিন্তু আজ্ঞা লঙ্ঘনকারীরা আপনারদের
৭ দুষ্ক্রিয়াতে ধরা যাইবে। দুষ্ট লোক মরিলে তাহার
ভরসাও নষ্ট হয় ও অন্যায়কারীরদের অপেক্ষিতের
৮ ক্ষয় হইবে। ধার্ম্মিক দুঃখহইতে উদ্ধৃত হয় এবং
৯ দুরাচার তাহার বদলে আইসে। কাল্পনিক আপন
মুখেতে আপনার বন্ধুকে নষ্ট করে কিন্তু ধার্ম্মিক
১০ জ্ঞানেতে উদ্ধৃত হইবে। ধার্ম্মিকের মঙ্গল হওয়াতে
নগর হৃষ্ট হয় এবং দুরাচারের নাশ হইলে
১১ জয়ধ্বনি হয়। যাথার্থিকেরদের আশীর্ব্বাদের দ্বারা
নগরের উত্তরং সম্পত্তি বৃদ্ধি হয় কিন্তু পাপিরদের
১২ মুখেতে উল্টিয়া পড়ে। অবোধ যে জন সে
আপনার বন্ধুকে তুচ্ছ করে কিন্তু বুদ্ধিমান লোক
১৩ চুপ করিয়া থাকে। অল্পমুখ যে সে গোপনিয়
বিষয় প্রকাশ করে কিন্তু বিশ্বাসোৎপাদনশীল যে জন
১৪ সে ক্রিয়া ঢাকে। যেখানে পরামর্শ নাই সেখানে
লোক আলুয়া যায় কিন্তু মন্ত্রীরদের বাহুল্যেতে
১৫ রক্ষা হয়। অজ্ঞাতকুলশীলের জামিন যে জন হয়
তাহার ব্যথা হইবে কিন্তু যে জন জামিনী ঘৃণা করে
১৬ সে নিরাপদে থাকে। সদাচারিণী স্ত্রী সম্ভ্রম রাখে
১৭ এবং বলবান ধন পায়। দয়ালু যে জন সে আপন
প্রাণের মঙ্গল করে কিন্তু নির্দ্দয় যে জন সে আপন
১৮ শরীরকে দুঃখ দেয়। কাপুরুষ মিথ্যা কার্য্য করে
কিন্তু যে জন ধর্ম্মরূপ বীজ বুনে সে সত্যরূপ ফসল
১৯ কাটিবে। ধর্ম্ম যেমন জীবনেরদিগে যায় তেমন

কুক্রিয়াতে রত যে জন সে আপন মৃত্যুকে পায়।
২০ স্বেচ্ছাচারী যে সে যিহোবার ঘৃণিত কিন্তু সাধুরদের
২১ পথ তাঁহার সন্তোষের বিষয়। হাত বরাবরি হইলে
ও দুষ্ট যে জন সে অদণ্ডিত হইবে না কিন্তু ধার্ম্মিকের
২২ দের বংশ উদ্ধৃত হইবে। যেমন শূকরের
২৩ নাকে সোনার নত তেমন অবিবেচিকা সোভানা স্ত্রী।
ধার্ম্মিকের ইচ্ছা ভাল বই আর কিছু নয় কিন্তু পাপির
২৪ দের অপেক্ষিত ক্রোধ। ছড়ায় দিলে ও যাহার ধন
উত্তরং বাড়ে এমন লোক আছে এবং দেয় দ্রব্য
আপন হাতে রাখিয়াও দরিদ্রতা যে পায় এমন
২৫ লোকও আছে। যে জন দানশীল সে পরিপুষ্ট
২৬ হইবে এবং যে জন জল সেচন করে সে জলেতে
সেচিত হইবে। যে জন শস্য বিক্রি না করিয়া
বন্ধন করিয়া রাখে তাহাকে লোক শাপ দিবে কিন্তু
যে জন গোলা কাটিয়া বিক্রি করে তাহার মাথার
২৭ উপরে আশীর্ব্বাদ হইবে। যে জন যত্নপূর্ব্বক
ভাল চেষ্টা করে সে অনুগ্রহ পাইবে কিন্তু যে জন
পরের ক্ষতির চেষ্টা করে তাহা তাহার উপর
২৮ আসিবে। যে জন আপনার ধনে বিশ্বাস করে
সে পড়িবে কিন্তু ধার্ম্মিক যে জন সে পাতার মত
২৯ বাড়িবে। যে জন আপনার ঘরের কষ্ট দেয় সে
বাতাসের অধিকার পাইবে এবং অজ্ঞান যে জন
৩০ সেই বুদ্ধিমানের দাস হইবে। ধার্ম্মিকের ফল
অমৃত বৃক্ষ ও যে জন আত্মার দিগকে পনরূপে পায়
৩১ সেই জ্ঞানবান। দেখ পৃথিবীতে ধার্ম্মিকেরা ফল

প্রাপ্ত হইবে অতএব দুষ্টেরা ও পাপিরা ততোধিক
ফল পাইবে *।—

পর্ব্ব ১২ যে জন উপদেশ ভাল বাসে সে জ্ঞানকে ভাল
বাসে কিন্তু যে জন অনুযোগ ঘৃণা করে সে পশুবৎ।
সাধু মানুষ যিহুহাহইতে কৃপা পায় কিন্তু যে কু
৩ সন্ধান করে তিনি তাহাকে দোষী বলিবেন। পাপেতে
কোন মানুষ স্থির হইবে না কিন্তু ধার্ম্মিকের শিকড়
৪ লাড়ত হইবে না। গুণবতী স্ত্রী আপন পতির
মুকুটের ন্যায় ভূষণ কিন্তু লজ্জাদায়ী স্ত্রী তাহার
৫ হাড়ের ক্লেদ। ধার্ম্মিকের মনের সঙ্কল্প যাথার্থ্য
৬ কিন্তু দুষ্টের পরামর্শ ভ্রান্তি। দুষ্টেরদের কথা
খুন করিতে লুকিয়া থাকার বিষয় কিন্তু সরলান্তঃ
করণেরদের মুখ তাহা দিগকে উদ্ধার করিবে।
৭ দুষ্টেরা উলিটয়া যায় ও থাকে না কিন্তু ধার্ম্মিকের
৮ ঘর স্থির হইবে। মনুষ্য আপন জ্ঞানানুসারে
খ্যাত হইবে কিন্তু বিপরীত অন্তঃকরণ লোককে তুচ্ছ
৯ করিতে হইবে। যে জন তুচ্ছীকৃত হইয়াছে
অথচ দাস রাখে এমন লোক যে জন আত্ম
মর্য্যাদা করে কিন্তু খাইতে পায় না তাঁহাহইতে
১০ ভাল। যে জন ধার্ম্মিক সে আপন পশুর প্রাণ
বড় করিয়া মানে কিন্তু দুষ্টেরদের যে স্নেহ সে
১১ নির্দয়তা। যে জন ভূমির কৃষি কর্ম্ম করে সে
ভক্ষ্যেতে তৃপ্ত হইবে কিন্তু যে জন আত্মপ্রশংসক

---

* অর্থাৎ স্বকর্ম্মের ফল পাইবে।—

১২ লোকেরদের পশ্চাদ্বর্ত্তি সে নির্ব্বোদ্ধি। দুষ্ট দুষ্টতা
রূপ জাল ইচ্ছা করে কিন্তু ধার্ম্মিকের শিকড় ফল
১৩ ফলে। দুষ্ট যে জন সে আপন ওষ্ঠাধরের দোষেতে
ধরা যায় কিন্তু ধার্ম্মিকের দিগকে দুঃখহইতে বাহির
১৪ করিতে হইবে। মনুষ্য আপন মুখের ফলের দ্বারা
মঙ্গলেতে তৃপ্ত হইবে এবং মানুষের হাতের ক্রিয়ার
১৫ ফল তাহাকে দিতে হইবে। অজ্ঞানের পথ আপন
দৃষ্টিতে ভাল কিন্তু যে জন পরামর্শ শুনে সে
১৬ জ্ঞানবান। অজ্ঞানের কোপ শীঘ্র জানা যায় কিন্তু
১৭ বিজ্ঞ লোক লজ্জা ঢাকে। যে সত্যবক্তা সে ধর্ম্ম
প্রকাশ করে কিন্তু মিথ্যা সাক্ষী ভ্রান্তি জন্মায়।
১৮ বানবেধের মত কথা যে কহে এমন লোক আছে
১৯ কিন্তু জ্ঞানবানের জিহ্বাতে আরাম হয়। সত্যবাদি
ওষ্ঠাধির সদাকাল স্থির থাকে কিন্তু মিথ্যাবাদিজিহ্বা
২০ মুহূর্ত্তেক মাত্র। যাহারা দুশ্চিন্তা করে তাহারদের
অন্তঃকরণে প্রতারনা থাকে কিন্তু শান্তি বিষয়ক পরা
২১ মর্শ দাতা যে সে আনন্দ পাইবে। ধার্ম্মিকের উপর
কোন আপদ পড়িবে না কিন্তু যে দুষ্ট সে দুর্গতিতে
২২ পূর্ণ হবে। মিথ্যাবাদিওষ্ঠাধির য়িহুহর ঘৃণিত কিন্তু
যাহারা সত্য ক্রিয়া করে তাহারা তাঁহার সন্তোষ।
২৩ পরিণামদর্শি মানুষ্য জ্ঞান সম্বরণ করে কিন্তু অজ্ঞানে
২৪ দের অন্তঃকরণ অজ্ঞতা ঘোষণা করে। কর্ম্মশীল
ব্যক্তির হাত কর্ত্তৃত্ব করিবে কিন্তু অলস যে সে
২৫ রাজস্বের অধীন হবে। মানুষের অন্তঃকরণে দুঃখ
থাকিলে সে হেট হয় কিন্তু শান্তিদায়ক বাক্য

২৬ তাহাকে হর্ষ দেয়। ধার্ম্মিক যে জন সে আপন
প্রতিবাসিহইতে ভাল কিন্তু দুষ্টেরদের পথ তাহার
২৭ দিগকেই ভুলায়। মৃগয়াতে যাহা আপন হাতে ধৃত
অলস তাহা কাবাব করে না কিন্তু কর্ম্মশীল মানুষের
২৮ ধন বহুমূল্য। ধার্ম্মিকের পথে জীবন তাহার পথে
মৃত্যু নাই।

পর্ব্ব জ্ঞানবান পুত্র পিতার উপদেশ মানে কিন্তু নিন্দুক
১৩ অনুযোগ শুনে না। আপনার মুখের ফলেতে
২ মানুষ ভাল খাইবে কিন্তু আজ্ঞালঙ্ঘনকারীর প্রাণ
৩ দৌরাত্ম্যরূপ আহার করিবে। যে জন আপন মুখ
রক্ষা করে সে আপনার প্রাণ রক্ষা করে কিন্তু যে জন
৪ ওষ্ঠাধর খুলে তাহার নাশ হয়। অলসের মন ইচ্ছা
করে অথচ পায় না কিন্তু কর্ম্মশীলের মন পুষ্ট
৫ হইবে। ধার্ম্মিক যে সে মিথ্যা কথা ঘৃণা করে কিন্তু
৬ দুষ্ট যে সে লজ্জা জন্মায় ও নাক্করণীয় হইয়াছে। ধর্ম্ম
সাধুর পথকে রক্ষা করে কিন্তু দোষ দুষ্টকে বিনাশ
৭ করে। আপনার নিমিত্ত যে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখে
অথচ তাহার কিছু নাই এমন লোকও আছে এবং
আপনাকে যে দরিদ্র করে অথচ তাহার অনেক
৮ ধন এমন লোকও আছে। মানুষের প্রাণ রক্ষার
মূল তাহার ধন কিন্তু দরিদ্র অনুযোগ শুনে
৯ না। ধার্ম্মিকের দীপ্তি আনন্দ করে কিন্তু দুষ্টের
১০ দের প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবে। কেবল অহঙ্কারেতে
ঝকড়া কিন্তু পরামর্শ গ্রাহকেরদের জ্ঞান আছে।
১১ কুক্রিয়ার দ্বারা যে সঞ্চিত ধন তাহার ক্ষয় হয়

কিন্তু যে জন শ্রমেতে সঞ্চয় করে তাহার ধন
১২ বাড়িবে। বিলম্বিত ভরসা অন্তঃকরণকে দুর্ব্বল
১৩ করে কিন্তু বাঞ্ছিত পাওয়া অমৃত বৃক্ষ। যে জন
বাক্য * তুচ্ছ করে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে কিন্তু
যে জন আজ্ঞাতে ভয় করে সে জন রক্ষা পাইবে।
১৪ মৃত্যুরূপ ফাঁদহইতে ফিরাবার নিমিত্তে জ্ঞানবান
১৫ ব্যবস্থা অমৃতের গুনই। উত্তম বুদ্ধি অনুগ্রহ পায়
১৬ কিন্তু শাস্ত্রোল্লঙ্ঘকেরদের পথ দুর্গম। বিজ্ঞ লোক
বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে কিন্তু মূর্খ যে জন সে
১৭ পাগলামি প্রকাশ করে। দুষ্ট দূত আপদে পড়ে
১৮ কিন্তু সত্যবাদী দূত আরাম স্বরূপ। যে জন
জ্ঞান অবহেলা করে সেই দরিদ্রতা ও লজ্জা পাইবে
১৯ কিন্তু যে জন অনুযোগ মানে সে সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইবে।
সম্পূর্ণ আশা মনে মিঠা লাগে কিন্তু দোষ ত্যাগ করা
২০ অজ্ঞানেরদের ঘৃণার বিষয়। যে জন জ্ঞানবানের
দের সঙ্গে বেড়ায় সে জ্ঞানবান হইবে কিন্তু মূর্খের
২১ সখাকে বিনাশ করিতে হইবে। আপদ পাপীর
দিগকে তাড়ায় কিন্তু ধার্ম্মিকেরদের মঙ্গল হইবে।
২২ সাধুর অধিকার পুত্র পৌত্র পর্য্যন্তই যাবে এবং
ধার্ম্মিকেরদের কারণ পাপীর ধন সঞ্চিত হইয়াছে।
২৩ দরিদ্রের চাসেতে অনেক সস্য হয় কিন্তু বিচারের
অভাবেতে যে নষ্ট হইয়াছে এমন লোক আছে।
২৪ যে জন বিহিত দণ্ড না করে সে পুত্রকে ঘৃণা

* অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য।—

করে কিন্তু যে জন তাঁহাকে প্রেম করে সে অবিলম্বে
২৫ তাহাকে শাস্তি দেয়। ধার্ম্মিক আপন মনের তৃপ্তি
হওয়া পর্য্যন্ত খায় কিন্তু পাপির পেটে ক্ষুধা থাকিবে।
পর্ব্ব জ্ঞানবতী স্ত্রীলোক আপনার ঘর গাঁথে কিন্তু
১৪ অজ্ঞান যে সে আপন হাত দিয়া তাহা নষ্ট করে।
যে জন আপন যাথার্থ্যে চলে সে যিহুহাকে ভয় করে
৩ কিন্তু বিপথগামী যে সে তাঁহাকে তুচ্ছ করে। মূর্খের
দের মুখে অহঙ্কার রূপ দণ্ড কিন্তু বিজ্ঞেরদের ওষ্ঠাধর
৪ তাহারদিগকে রক্ষা করে। গরু না থাকিলে গোঠা
৫ পরিষ্কার হয় কিন্তু গরুর বলেতে বড় উন্নতি। সত্য
বাদি সাক্ষী মিথ্যা কথা কহিবে না কিন্তু মিথ্যাবাদি
৬ সাক্ষী মিথ্যা কথা কহিবে। নিন্দুক লোক জ্ঞান চেষ্টা
করিলেও তাহা পায় না কিন্তু বুদ্ধিমানেরদের জ্ঞান
৭ পাওয়া সহজ। জ্ঞানবিশিষ্ট ওষ্ঠাধর যাহার দেখ না
৮ এমন অজ্ঞান মানুষের নিকটহইতে যাও। বিজ্ঞ
লোকেরদের জ্ঞান যে সে আপনারদের পথ বুঝা কিন্তু
৯ অজ্ঞানেরদের অজ্ঞতা কাপট্য। অজ্ঞানেরা পাপকে
কৌতুক করিয়া জানে কিন্তু যাথার্থিকেরদের মধ্যে
১০ মর্য্যাদা আছে। অন্তঃকরণ আপন তিক্ততা জানে
এবং অন্য কেহ তাহার আনন্দ স্পর্শও করে না।
১১ দুষ্টেরদের ঘর উল্টিয়া ফেলতে হইবে কিন্তু যাথার্থি
১২ কেরদের তাম্বু বাড়িবে। মানুষের দৃষ্টিতে ভাল
যে দেখায় অথচ তাহার শেষ মৃত্যুর পথ এমন
১৩ পথ আছে। হাস্য কালেও অন্তঃকরণ দুঃখিত
১৪ হয় এবং সে আনন্দের শেষ মনের ভার। অন্তঃ

করনে পাচুয়ানি যে লোক সে আপনার পথেতে পূর্ণ
হইবে এবং সাধু মানুষ আপনাহইতে ও পরিতুষ্ট
১৫ হইবে। অজ্ঞান যে ব্যক্তি সে প্রত্যেক বাক্য প্রত্যয়
১৬ করে কিন্তু বিজ্ঞ আপন গতি বুঝে। পরিণামদর্শী
লোক ভয় করে এবং কুক্রিয়া ছাড়িয়া দেয় কিন্তু
অজ্ঞান যে জন সে আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী ও সাহসিক
১৭ আছে। হটাৎ ক্রোধী যে জন সে পাগলামি করে
১৮ ও খল মানুষ যে সে ঘৃণিত। অজ্ঞান লোক পাগ
লামির অধিকার পায় কিন্তু পরিণামদর্শী জ্ঞানরূপ
১৯ মুকুট পায়। দুষ্ট লোক সাধুরদের সাক্ষাতে
দণ্ডবৎ করে এবং দুরাচারেরা ধার্ম্মিকের দ্বারের
২০ সম্মুখে দণ্ডবৎ করে। দরিদ্র আপন প্রতি
বাসী কর্তৃকও ঘৃণিত হয় কিন্তু অনেক লোক ধনী
২১ কে প্রেম করে। যে জন আপন পড়সিকে তুচ্ছ করে
সে পাপ করে এবং যে জন গরিবকে দয়া করে
২২ তাহার মঙ্গল হইবে। যাহারা দুষ্টতা রচনা করে
তাহারা কি ভ্রম না করে? কিন্তু যাহারা সুক্রিয়া
রচনা করে তাহারদের দয়া ও সত্যতারূপ ফল
২৩ হয়। সকল কার্য্যে ফল হয় কিন্তু ওষ্ঠাধরের
২৪ কথোপকথনের ফল দরিদ্রতামাত্র। জ্ঞানবানের
দের মুকুট তাহারদের ধন ও অজ্ঞানেরদের
২৫ অজ্ঞতা পাগলামি মাত্র। সত্যবাদী সাক্ষী প্রাণ মুক্ত
করে কিন্তু যে জন মিথ্যা কথা কহে সে ভ্রান্তি
২৬ জনক। যিহোবা বিষয়ক ভয়ে দৃঢ় সাহস এবং তাহার

২৭ শিশুরদের আশ্রয় ও হইবে। মৃত্যুরূপ ফাঁদ
ছাড়াবার কারণ যিহুহা বিষয়ক ভয় জীবনের উনুই।
২৮ প্রজারদের বাহুল্যেতে রাজার সম্ভ্রম কিন্তু
২৯ প্রজারদের অভাবেতে রাজার নাশ। ক্রোধ করিতে
ধীর যে জন তাহার বড় বুদ্ধি আছে কিন্তু শীঘ্র রোষা
৩০ ন্বিত যে জন সে অজ্ঞতাকে বড়পদস্থ করে। সুস্থ
অন্তঃকরণ শরীরের জীবন কিন্তু মাৎসর্য্য হাড়ের
৩১ ক্লেদ। যে জন দরিদ্রেরদের ওপর অন্যায় করে সে
আপন সৃষ্টিকর্ত্তাকে নিন্দা করে কিন্তু যে জন
অস্বাস্তিকেরদিগকে কৃপা করে সে তাঁহাকে সম্ভ্রম
৩২ করে। দুষ্ট আপন দুষ্টতাতে খেদাইয়া দেয়া যাইবে
৩৩ কিন্তু মরণ কালেও ধার্ম্মিকের ভরসা থাকে। জ্ঞান
বানেরদের অন্তঃকরণে জ্ঞান বিশ্রাম করে কিন্তু যাহা
অজ্ঞানেরদের হৃদয়ে থাকে তাহা জানা যাইবে।
৩৪ যাথার্থ্য কোন দেশীয় লোকেরদিগকে মর্য্যাদিক করে
কিন্তু পাপ কোন দেশীয় লোকেরদের অপমান
৩৫ করে। বদ্ধিমান দাসের প্রতি রাজার অনুগ্রহ
কিন্তু লজ্জা দাতার প্রতি তাহার ক্রোধ।—

পর্ব্ব ১৫ কোমল প্রত্যুত্তর ক্রোধ ফিরায় কিন্তু অসহ্য কথা
ক্রোধ জন্মায়। বুদ্ধিমানের জিহ্বা জ্ঞানকে যোগ্যযুক্ত
ক্রিয়াতে নিযুক্ত করে কিন্তু অজ্ঞানেরদের মুখ অজ্ঞতা
৩ ছেকুর মারে। অধম ও উত্তমেরদিগকে দর্শন করত
৪ যিহুহার চক্ষু সর্ব্বত্র আছে। সুস্থকারী জিহ্বা অমৃত
বৃক্ষ কিন্তু তাহাতে যে বিরুদ্ধতা সে আত্মার ভঞ্জন।
৫ যে জন আপন পিতার উপদেশ হেলন করে সে

অজ্ঞান কিন্তু যে জন অনুযোগ মানে সে পরিনাম
৬ দর্শী। ধার্ম্মিকের ঘরে বড় ধন থাকে কিন্তু দুষ্টেরদের
৭ সম্পত্তিতে দুর্গতি থাকে। বিদ্বানেরদের ওষ্ঠাধর জ্ঞান
ছিটিয়া দেয় কিন্তু অজ্ঞানের অন্তঃকরন সে মত
৮ নয়। দুষ্টের বলিদান যিহুহার ঘৃনিত কিন্তু যাথার্থি
৯ কেরদের পার্থনা তাঁহার তুষ্টিকর। দুষ্টেরদের পথ
যিহুহার ঘৃনিত কিন্তু ধর্ম্মানুবর্ত্তীকে তিনি প্রেম করেন।
১০ যে জন পথ ছাড়ে তাহার কাছে শাস্তি মন্দ দেখায়
এবং যে জন অনুযোগ ঘৃনা করে সে মরিবে।
১১ নরক ও সর্ব্বনাশ যিহুহার গোচরে হয় অতএব
মনুষ্যেরদের সন্তানেরদের হৃদয় তাঁহাহইতে কত
১২ অধিক? যে জন নিন্দককে অনুযোগ করে তাহাকে
নিন্দক প্রেম করে না এবং সে জ্ঞানবানের নিকটে
১৩ যায় না। হৃষ্ট মন আনন্দযুক্ত মুখকে করে কিন্তু
১৪ মনের শোকেতে আত্মা ভাঙ্গা যায়। বুদ্ধিমানের
অন্তঃকরন জ্ঞান খুঁজে কিন্তু অজ্ঞানেরদের মুখ পাগ
১৫ লামি আহার করে। দুঃখিতের সকল দিন মন্দ কিন্তু
১৬ হৃষ্ট মন নিত্য ভোজ। যিহুহা বিষয়ক ভয়যুক্ত যে
অত্যাল্প বস্তু সে কোলাহলযুক্ত অনেক ধনহইতেও
১৭ ভাল। প্রেমযুক্ত শাকমাত্র ভোজ শত্রুতাযুক্ত পুষ্ট
১৮ গরুভোজহইতেও ভাল। ভগ্নমনা ব্যক্তি ঝগড়া
উত্থায় কিন্তু ক্রোধ করিতে ধীর যে জন সে বিরোধ
১৯ শান্ত করে। অলসের পথ কাঁটার বেড়ার মত
২০ কিন্তু যাথার্থিকের পথ সমানীকৃত আছে। জ্ঞানবান
পুত্র পিতাকে হৃষ্ট করে কিন্তু অজ্ঞান মানুষ আপন

২১ মাত্রাকে তুচ্ছ করে । বুদ্ধিহীন মানুষের প্রতি
অজ্ঞতা হর্ষ কিন্তু বুদ্ধিমান আপন গতি সোজা
২২ করিবে । পরামর্শ না থাকিলে নিয়ম অফল হয়
২৩ কিন্তু অনেক মন্ত্রীতে কার্য্য স্থির হয় । মানুষ আপন
মুখের উত্তরেতে আনন্দিত হয় এবং উচিত কালে
২৪ যে বাক্য সে কেমন ভাল ? নীচস্থিত নরক ছাড়িয়া
যাইবার নিমিত্তে বুদ্ধিমানেরদের প্রতি জীবনের পথ
২৫ উপরে আছে । যিহুহা অহঙ্কারীরদের ঘরের
বিনাশ করিবেন কিন্তু বিধবার সীমানা স্থির
২৬ করিবেন । দুষ্টের মনঃসঙ্কল্প যিহুহার ঘৃণিত কিন্তু
২৭ সাধুরদের কথা আনন্দদায়ী কথা । যে জন বড়
লোভ করে সে আপন ঘরকে দুঃখ দেয় কিন্তু
২৮ যে জন ঘুস ঘৃণা করে সে বাঁচিবে । ধার্ম্মিকের
অন্তঃকরন উত্তর করিতে চিন্তা করে কিন্তু দুষ্টেরদের
২৯ মুখ মন্দ কথা বাহির করে । যিহুহা দুষ্টহইতে দূর
৩০ থাকেন কিন্তু ধার্ম্মিকের নিবেদন শুনেন । চক্ষুর
দীপ্তি চিত্তকে আনন্দিত করে ও মঙ্গল সমাচার
৩১ হাড়কে পুষ্ট করে । যে কর্ণ জীবনদায়ক অনুযোগ
৩২ শুনে সে বিদ্বানেরদের মধ্যে থাকিবে । যে জন
হিতোপদেশ মানে না সে জন নিজ প্রাণকে তুচ্ছ করে
৩৩ কিন্তু যে জন অনুযোগ শুনে সে বুদ্ধিমান । যিহুহা
বিষয়ক ভয় জ্ঞান বিষয়ক হিতোপদেশ ও সম্ভ্রমের
পূর্ব্বে নম্রশীলতা হয় ।—

পর্ব্ব মানুষের অন্তঃকরনের সাজান ও জিহ্বার উত্তর
১৬ যিহুহাহইতে হয় । মানুষের সকল গতি আপন

দৃষ্টিতে পরিষ্কৃত কিন্তু য়িহুহা আত্মাকে তৌল করেন।
৩ তোমার কার্য্য য়িহুহাতে সমর্পন কর তাহাতে
৪ তিনি তোমার মনঃসঙ্কল্প স্থির করিবেন। য়িহুহা
আপনার কারন সকল সৃষ্টি করিয়াছেন দুর্দ্দশার
৫ নিমিত্তে ও দুষ্টকে করিয়াছেন। প্রত্যেক অহঙ্কৃত চিত্ত
জন য়িহুহার ঘৃণিত হাত ধরাধরি হইলেও সে
৬ নির্দ্দোষী হইবে না। দয়াতে ও সত্যতাতে অধা
র্ম্মিকতার মোচন হয় ও য়িহুহা বিষয়ক ভয়েতে
৭ লোকেরা কুক্রিয়া ত্যাগ করে। যখন মানুষের
গতি য়িহুহার তুষ্টি করে তখন তিনি তাহার
শত্রুরদিগকে তাহার সহিত নির্ব্বিরোধে বাস
৮ করান। ধর্ম্মযুক্ত অল্প বস্তু অযাথার্থ্যযুক্ত অনেক কর
৯ হইতেও ভাল। মানুষের মন তাহার পথ ঠাওরায়
১০ কিন্তু য়িহুহা তাহার গতি করেন। রাজার ওষ্ঠাধরে
দিব্যবাক্য থাকে তাহার মুখ বিচারে ভুলে না।
১১ প্রকৃত দাঁড়ি ও বাঁটখারা য়িহুহার থল্যাতে যত
১২ বাঁটখারা সে সকল তাঁহার কার্য্য। কুক্রিয়া করা
রাজারদের ঘৃণিত কেননা ধর্ম্ম করাতে তাহার
১৩ সিংহাসন স্থির হয়। ধর্ম্মযুক্ত ওষ্ঠাধর রাজার
সন্তোষ যে জন প্রকৃত বলে তাহাকে তিনি প্রেম
১৪ করেন। রাজার ক্রোধ মৃত্যুর দূত জ্ঞানবান মানুষ
১৫ তাহা শান্ত করিবে। রাজার মুখের দীপ্তিতে
জীবন হয় এবং তাহার অনুগ্রহ বর্ষার শেষের
১৬ বৃষ্টির মেঘের মত। স্বর্ণ পাওয়াহইতে জ্ঞান
পাওয়া কত ভাল ও রূপাহইতে বুদ্ধি কত মনোনীত।

১৭ যাথার্থিকেরদের যে বড় পথ সে কুক্রিয়া ত্যাগ
করা যে জন আপন পথ মানে সে আপন প্রাণ রক্ষা
১৮ করে। সর্ব্বনাশের পূর্ব্বে অহঙ্কার ও পতনের
১৯ পূর্ব্বে দম্ভময় মন। অহঙ্কারিরদের সহিত
লুট ভাগ করাহইতে কোমল লোকের সহিত নম্র
২০ হওয়া ভাল। যে জন কোন বিষয় জ্ঞানমতে বিবেচনা
করে সে ভাল পায় ও যে জন য়িহ্বহাতে বিশ্বাষ করে
২১ সে ধন্য। অন্তঃকরণে বিদ্বান যে জন তাহাকে বুদ্ধি
মান করিয়া কহিতে হইবে এবং ওষ্ঠাধরের মিষ্টতা
২২ বিদ্যাকে বাড়ায়। যে জন বুদ্ধির অধিকারী হয়
সে জনের প্রতি তাহা জীবনের উনুই কিন্তু অজ্ঞানের
২৩ দের উপদেশ অজ্ঞতা। বিদ্বানের হৃদয় আপন মুখকে
শিক্ষা করায় এবং তাহার ওষ্ঠাধরের বিদ্যা উত্তরং
২৪ বাড়ে। সুবাক্য মধুর চাকের ন্যায় মনের প্রতি
২৫ মিষ্টতা ও হাড়ের প্রতি মজ্জা। মানুষের দৃষ্টিতে
ভাল যে দেখায় এমন পথ আছে কিন্তু তাহার
২৬ শেষ মৃত্যুর পথ। মজুর আপনার জন্যে শ্রম
করে কেননা তাহার মুখ তাহার কাছে তাহা
২৭ চাহে। দুষ্ট মানুষ কুক্রিয়া খুঁড়িয়া তোলে ও
২৮ তাহার ওষ্ঠাধরের উপর জ্বলন্ত আঁগার থাকে। দুর্মতি
মানুষ বিরোধ করে এবং আল্লামুখ পরমমিত্রের
২৯ দিগকে ভিন্ন করে। অন্যায়কর্ত্তা আপন প্রতিবাসিকে
৩০ ভুলায় ও তাহাকে কুপথে গমন করায়। সে জন
মন্দ ঠাওরাইতে চক্ষু বুজে তাহার ওষ্ঠাধর লড়িলে
৩১ ও কুক্রিয়া হয়। যদি ধর্ম্ম পথে পাওয়া যায় তবে

৩২ পাকা চুল গৌরবের মুকুট। ক্রোধ করিতে ধীর যে
জন সে বলবানহইতে ভাল ও যে জন আপনার
৩৩ মনকে জয় করে সে সহরজয়ীহইতেও ভাল। গুলি
বাঁট আসনে ফেলা যায় বটে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট করা
ঈশ্বহার।—

পর্ব্ব শান্তিযুক্ত এক শুষ্ক গ্রাস বিরোধযুক্ত বলিদানে
১৭ পূর্ণ ঘরহইতেও ভাল। বুদ্ধিমান দাস লজ্জা
দায়ি পুত্রের ওপর কর্তৃত্ব করিবে এবং ভ্রাতারদের
৩ সহিত অধিকারের অংশ পাইবে। রূপার কারণ
মুচি ও সোনার কারণ আগুর কিন্তু অন্তঃকরণের
৪ পরীক্ষা ঈশ্বহা করেন। কুক্রিয়াকর্ত্তা যে জন
সে মিথ্যাবাদিওষ্ঠাধির মানে ও মিথ্যবক্তা মন্দ
৫ জিহ্বাকে মানে। যে জন দরিদ্রকে পরিহাস করে
সে আপন সৃষ্টিকর্ত্তাকে নিন্দা করে ও যে জন পরের
অভাগ্যেতে আনন্দিত হয় সে শাস্তি বিহীন
৬ থাকিবে না। বৃদ্ধাবস্থার মুকুট সন্তানেরদের
সন্তান এবং শিশুরদের সম্ভ্রম তাহারদের পিতারা।
৭ বুদ্ধিমানের বচন মূর্খের মুখে শোভা পায় না সে
মত ও মিথ্যাওষ্ঠাধির অধীক্ষ্যতে শোভা পায় না।
৮ প্রতি গ্রহীতার প্রতি যে দান সে মনির ন্যায় তাহা যে
৯ খানে ফিরে সে খানে সফল হয়। যে জন দোষ
ঢাকে সে প্রেম চেষ্টা করে ও যে জন পুনঃ২ কথা*
১০ কহে সে জন মিত্রেরদিগকে ভিন্ন করে। জ্ঞানবানের

---

* অর্থাৎ দোষের বিষয়ক কথা।—

মধ্যে এক অনুযোগ কথা যেমন প্রবিষ্ট হয় তেমন
১১ এক শত প্রহার অজ্ঞানের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। দুষ্ট
লোক কেবল অশাম্যতা চেষ্টা করে অতএব দুর্জ্জন
১২ দূত তাহার বিপরীতে প্রেরিত হইবে। অজ্ঞতাতে
আবিষ্ট অজ্ঞানলোকহইতে বাচ্চা হারা ভালুকের
১৩ মানুষের দেখা পাওয়া ভাল। যে জন ভাল পাইয়া
মন্দ করে মন্দ তাহার ঘর কখন ছাড়িবে না।
১৪ কন্দলের আরম্ভ জলের ভাণ্ডার মত সে কারণ কেহ
১৫ বিরোধিকে স্পর্শ না করিতে তাহা ত্যাগ কর। যে জন
দুষ্টকে প্রকৃতার্থিক করিয়া মানে ও প্রকৃতার্থিককে
যে জন দুষ্ট করিয়া মানে এ দুই যিহুহার ঘৃণিত।
১৬ বিদ্যা লাভ করার মন না থাকিলে অজ্ঞানের হাতে
১৭ জ্ঞান পাইবার ধন কেন। বন্ধু সর্ব্বদা প্রেম করে
১৮ এবং ভাই দুর্দ্দশার কারণ জাত হইয়াছে। অজ্ঞান
মানুষ আপন বন্ধুর সম্মুখে জামিন হইয়া হাৎতালি
১৯ দেয়। যে জন ঘাইট করিতে চাহে সে ঝকড়া চাহে।
যে জন আপনার দ্বার উচ্চ করে সে সর্ব্বনাশ চেষ্টা
২০ করে। গোঁয়ার অন্তঃকরণ সৌভাগ্যতা পাইবে
২১ না ও বিপরীতে জিহ্বা আপদে পড়িবে। যে জন
মূর্খকে জন্ম দেয় সে আপনার দুঃখের কারণ করে
২২ এবং অজ্ঞানের পিতার আহ্লাদ হইবে না। আনন্দ
যুক্ত মন ঔষধের ন্যায় সুস্থ করে কিন্তু ভগ্ন আত্মা
২৩ হাড় শুকায়। বিচারের পথ ফিরাইবার জন্যে দুষ্ট
২৪ লোক বক্ষস্থলহইতে দান লয়। বুদ্ধিমানের

সম্মুখে জ্ঞান থাকে কিন্তু মূর্খের দৃষ্টি পৃথিবীর অন্তে
২৫ যায়। মূর্খ পুত্র আপন পিতার মনস্তাপ ও আপন
২৬ জননীর দুঃখ। যাথার্থিককে শাস্তি দেওয়া ভাল
নয় এবং যাথার্থ্যের জন্যে অধ্যক্ষকে মারা ভাল নয়।
২৭ জ্ঞানবান যে ব্যক্তি সে অনেক বাক্য বলে না ও বুদ্ধি
২৮ মানের দিব্য আত্মা আছে। মূর্খ যত কাল চুপ
করে তত কাল জ্ঞানবান বুঝা যায় ও যে জন আপনি
ওষ্ঠাধর মুদে সে বুদ্ধিমান।

পর্ব্ব ১৮ ইচ্ছা দ্বারা কেহ ভিন্ন হইয়া সকল বিষয়ক বিদ্যা
চেষ্টা করে ও ব্যাপার করে। আপনার অন্তঃকরণ
প্রকাশ করা ব্যতিরেকে অজ্ঞান জ্ঞান চেষ্টা করে
৩ না। যেখানে দুষ্ট আইসে সেখানে তুচ্ছতা আইসে
৪ এবং পামরতার সহিত নিন্দা আইসে। মানুষের
মুখের কথা গভীর জলের মত ও জ্ঞানের কূপ
৫ উথলান নদী স্বরূপ। বিচারে ধার্ম্মিককে নাশ
করিতে দুষ্ট মানুষের মুখাপেক্ষা করা ভাল নয়।
৬ মূর্খের ওষ্ঠাধর বিরোধে আইসে ও তাহার মুখ
৭ প্রহারকে ডাকে। অজ্ঞানের মুখ তাহার সর্ব্ব
নাশ ও তাহার ওষ্ঠাধর তাহার আত্মা ধরিবার
৮ ফাঁদ। আল্লাসুখার বাক্য ঘার মত সে পেটের
৯ ভিতরে সান্দায়। আপন কার্য্যে অলস যে জন
১০ সে অপব্যয়কর্ত্তার ভাই। যিহুহার নাম শক্ত
১১ গড় ধার্ম্মিক তাহাতে দৌড়িয়া রক্ষা পায়। ধন
বানের ধন আপন বিচারে তাহার শক্ত সহর এবং

১২ ধ্বস্তা প্রাচীর। সর্ব্বনাশের পূর্ব্বে মানুষের অন্তঃ
করণ গর্ব্বিত হয় এবং মর্য্যাদার পূর্ব্বে নম্রতা
১৩ হয়। যে জন বাক্য না শুনিয়া প্রত্যুত্তর দেয় তাহা
১৪ তাহার পাগলামি ও লজ্জা। মানুষের আত্মা তাহার
দুর্ব্বলতা সহিতে পারে কিন্তু ভগ্ন আত্মাকে সহিতে
১৫ পারে কে? বুদ্ধিমানের অন্তঃকরণ জ্ঞান পায় ও
১৬ জ্ঞানবানের কর্ণ জ্ঞান চেষ্টা করে। মানুষের নজর
তাহার কারণ স্থান দেওয়ায় এবং তাহাকে বড়
১৭ লোকেরদের সাক্ষাতে মেলায়। আপন মকদ্দমায় যে
জন প্রথম আছে সে প্রকৃতাধিক দেখায় কিন্তু তাহার
প্রতিবাসী পশ্চাৎ আসিয়া তাহাকে তজবীজ করে।
১৮ গুলিবাঁট বিরোধিকে সাঙ্গ করে এবং বলবানের
১৯ দের মধ্যে ভাগ করায়। বিরক্ত ভাইর শান্তি
করা শক্ত সহর জয় করা হইতে কঠিন তাহারদের
২০ বিরোধ গড়ের খড়কার মত। মানুষের পেট আপন
মুখের ফলেতে তৃপ্ত হইবে সে ও আপন ওষ্ঠাধরের
২১ সম্পত্তিতে পরিতুষ্ট হইবে। জিহ্বার পরাক্রমে মরণ
ও জীবন যাহারা তাহাকে ভাল বাসে সে তাহার ফল
২২ পাইবে। যে জন ভার্য্যাকে পায় সে ভাল বস্তু পায়
২৩ ও যিহুহার অনুগ্রহ পায়। দরিদ্র কাকুতি করে
২৪ কিন্তু ধনবান শক্ত কথা কহে। যে জন বন্ধুকে
চাহে তাহার বন্ধুরূপে আপনাকে দেখাইতে আবি
শ্যক এবং ভাই হইতে অধিক নিকটস্থ এমন বন্ধু
আছে।

পর্ব্ব যে দরিদ্র আপন যাথার্থ্যে আচরণ করে সেই
১৯ বিপথগামী ওষ্ঠাধর হীনোন্মত্ত মানুষহইতে ভাল।
মন যে জ্ঞানহীন হয় সে ও ভাল নয় ও যাহার পা
৩ বেগগামী সে পাপ করে। মানুষের অজ্ঞতা তাহার
পথ বিপরীত করে তাহার অন্তঃকরণ যিহুহার
৪ বিপরীতে জ্বলে। ধন অনেক বন্ধুকে করে কিন্তু
দরিদ্র যে জন সে আপন বন্ধু হইতে ও ভিন্ন হয়।
৫ মিথ্যা সাক্ষী নিষ্পাপ হইবে না ও মিথ্যা বক্তা শাস্তি
৬ ছাড়িবে না। অনেক লোক দাতার মুখ চেষ্টা করে ও
৭ যে জন দান করে সকল লোক তাহার বন্ধু। দরি
দ্রের সকল সহোদর ভাই তাহাকে ঘৃণা করে তাহার
সখিরাও তাহাহইতে দূর যায় সে কথা কহিতে২
৮ তাহারদের পশ্চাৎ যায় কিন্তু তাহারা নয়। যে জন
বিদ্যা পায় সে আপনার প্রাণকে প্রেম করে যে
৯ জন বিদ্যা রক্ষা করে সে ভাগ্য পাইবে। মিথ্যা
সাক্ষী শাস্তি ছাড়িবে না ও মিথ্যা বক্তার সর্ব্বনাশ
১০ হইবে। অজ্ঞান মানুষে সুখভোগ শোভা পায়
না এবং রাজার উপর দাসের যে প্রভুত্ব সেও শোভা
১১ পায় না। মানুষের বিবেচনা তাহার ক্রোধ গৌণ
১২ করায় এবং দোষ ক্ষমা করা তাহার গৌরব। রাজার
ক্রোধ সিংহের গর্জ্জনের ন্যায় কিন্তু তাহার অনু
১৩ গ্রহ তৃণের উপরে শিশিরের ন্যায়। মূর্খ পুত্র
পিতার বিপদ এবং স্ত্রীলোকের বিরোধ নিত্য টিপ্টিপি
১৪ পানি। পিতার অধিকার বাড়ী ও ধন এবং পরিণাম
১৫ দর্শিনী ভার্য্যা যিহুহাহইতে হয়। আলস্য ঘোর

১৬ নিদ্রা করায় এবং অলস প্রাণী ক্ষুধিত হবে। যে
জন আজ্ঞা মানে সে আপনার প্রাণ রক্ষা করে ও যে
১৭ জন আপন পথ মানে না সে মরিবে। যে জন
দরিদ্রদিগকে দয়া করে সেই যিহোবাকে কর্জ্জ দেয়
১৮ তিনি অবশ্য তাহা শোধ করিবেন। যতক্ষণ ভরসা
থাকে ততক্ষণ তোমার পুত্রকে শাস্তি দিও ও তাহার
১৯ ক্রন্দনে তোমার মন ক্ষান্ত হইতে দিও না। বড়
রাগী মানুষ শাস্তি পাইবে কেননা তাহাকে মুক্ত
২০ করিলেও পুনর্ব্বার তাহা করিতে হইবে। তুমিও
আপনার শেষাবস্থায় জ্ঞানবান হইবার কারণ
২১ যুক্তি শুন ও শাসন গ্রাহ্য কর। মানুষের মনে
অনেক উপায় আছে কিন্তু যিহোবার পরামর্শ সে স্থির
২২ হইবে। মানুষের আকাঙ্ক্ষিত তাহার দয়া এবং
২৩ দরিদ্র মানুষ মিথ্যাবাদী হইতে ভাল। যিহোবা বিষ
য়ক ভয় জীবনেরদিগে টানে যে জন তৎ প্রাপ্ত হয়
সে কুশলে বাস করিবে ও তাহার নিকটে আপদ
২৪ আসিবে না। অলস যে জন সে বক্ষস্থলে হাত গুপ্ত
করে পরে আপন মুখে তাহা পুনর্ব্বার দিতে চাহে না।
২৫ নিন্দককে মারিলে মূর্খ সাবধান হইবে বুদ্ধিমানকে
২৬ ঘাইটি জানাইলে সে উত্তর২ বুদ্ধিমান হইবে। যে
জন আপনার পিতার অপচয় করে ও আপনার
মাতাকে খেদাইয়া দেয় সে লজ্জাদায়ী ও অপমান
২৭ কারী পুত্র। হে আমার পুত্র যে উপদেশ বিদ্যার
২৮ বাক্য হইতে ভুলায় তাহার শুনা ত্যাগ কর। দুষ্ট
সাক্ষী যাথার্থ্যকে নিন্দা করে ও পাপির মুখ অধা

২৯ থার্ম্যকে গিলিয়া ফেলে। নিন্দকেরদের কারণ
দণ্ড প্রস্তুত আছে এবং মূর্খেরদের পীঠের কারণ
প্রহার।—

পর্ব্ব দ্রাক্ষারস যে সে নিন্দক সুরা যে সে রাগী যে জন
২০ তৎকর্তৃক প্রতারিত হয় সে জ্ঞানবান নয়। যেমন
সিংহের গর্জ্জন তেমন রাজাহইতে ত্রাস যে জন
তাহাকে ক্রুদ্ধ করে সে আপনার প্রাণের বিপরীতে
৩ পাপ করে। বিরোধ ত্যাগ করা মানুষের যশ
৪ কিন্তু প্রত্যেক মূর্খ জুইতে চাহে। অলস যে জন
সে শীতেতে হাল বহিবে না সে কারণ ফসল কালে
৫ ভিক্ষা মাগিবে কিন্তু পাইবে না। মানুষের মনস্থ
যুক্তি গভীর জলের মত কিন্তু বুদ্ধিমান লোক তাহা
৬ তুলিবে। অনেক লোক আপনং গুণের প্রশংসা
করে কিন্তু সত্যবাদী মানুষকে পাইতে পারে কে?।
৭ ধার্ম্মিক যে ব্যক্তি সে আপনার প্রকৃতার্থে গতি করে
৮ তাহার পরে ও তাহার সন্তান ধন্য হয়। যে রাজা
বিচারাসনে বসে তিনি চক্ষুর দৃষ্টিতে সকল অধা
৯ র্ম্ম্য দূর করেন। আমি আপন হৃদয় মার্জন
করিয়াছি আমি আপন পাপহইতে পরিষ্কৃত হইয়াছি
১০ এই কথা কে কহিতে পারে?। নানা প্রকার বাঁটখারা
ও নানা প্রকার পরিমাণ এ দুই যিহোহার ঘৃণিত।
১১ বালকের কর্ম্ম শুদ্ধ হউক কিম্বা প্রকৃত হউক সে
বালক আপন কার্য্যের দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছে।
১২ শ্রবণকারী কর্ণ ও দৃষ্টি কারী চক্ষু যিহোহা এ দুই
১৩ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নিদ্রা ভাল বাসিও না পাছে

দরিদ্রতা প্রাপ্ত হও চক্ষু খুল তাহাতে উৎকোচেতে পরিতুষ্ট
১৪ হইবা। যে জন ক্রয় করে সে বলে মন্দং কিন্তু
১৫ গেলে পর দর্প কথা কহে। সোনা আছে এবং
অনেক মুক্তাও আছে কিন্তু বিদ্যাধারী ওষ্ঠাধির বহু
১৬ মূল্য দ্রব্য। যে জন বিদেশির জামিন হয় তাহার
বস্ত্র লও ও যে জন অন্যদেশীয় স্ত্রীর জামিন হয়
১৭ তাহার কাছেও বন্ধক লও। প্রতারনারূপ ভক্ষ্য
মানুষেরে মিষ্ট লাগে কিন্তু পশ্চাৎ তাহার মুখ কাঁক
১৮ রেতে পূর্ন হইবে। মন্ত্রনা করনেতে পরামর্শ স্থির হয়
১৯ এবং অনেক যুক্তি করিয়া যুদ্ধ কর। যে জন আল্গা
মুখ হইয়া ভ্রমন করে সে অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ
করে সে কারন খুশামদি ওষ্ঠাধির লোকের সঙ্গে কোন
২০ ব্যবহার করিও না। যে জন আপন পিতা কিম্বা আপন
মাতাকে শাপ দেয় তাহার প্রদীপ নিবিয়া ঘোর অন্ধ
২১ কারে পড়িবে। প্রথমে অধিকার শীঘ্র পাওয়া যায়
২২ বটে কিন্তু তাহার শেষে মঙ্গল হইবে না। মন্দ ক্রিয়ার
প্রতিফল দিব এ কথা কহিও না যিহুহার অপেক্ষা কর
২৩ তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন। নানারূপ বাঁটখারা
যিহুহার ঘৃনিত ও প্রতারনাকারী দাঁড়ী ভাল নয়।
২৪ মানুষের গমন যিহুহাহইতে তবে মানুষ আপনার
২৫ পথ বুঝিবে কেমনে ?। পবিত্র বস্তু খাওয়া ও মানিত
দ্রব্যের বিষয়ে বিচার করা এই দুই মানুষের ফাঁদ।
২৬ জ্ঞানবান রাজা কুক্রিয়াকর্ত্তারদিগকে দূর করেন
২৭ ও তাহারদের উপর চক্র ফিরান। উদরের
অন্তরস্থ সকল ভাগের বিবেচক যিহুহার প্রদীপ

২৮ মানুষের আত্মা। দয়া ও সত্যতা রাজাকে রক্ষা
করে এবং কৃপাতে তাহার সিংহাসন স্থির
২৯ হয়। যুবারদের বল তাহারদের যশ ও বৃদ্ধেরদের
৩০ পাকা চুল তাহারদের যশ। ঘার কালিমা তাহার
দোষঘ্ন ঔষধী সেমত প্রহার পেটের অন্তরস্থ ভাগের
ঔষধী।—

পর্ব্ব রাজার মন যিহুহার হাতে আছে তিনি তাহা
২১ জলের ধারের ন্যায় আপন ইচ্ছানুসারে ফিরান।
মানুষের সকল গতি আপনার দৃষ্টিতে প্রকৃত কিন্তু
৩ যিহুহা অন্তঃকরণকে তৌল করেন। প্রকৃত ও
বিচারের কার্য্য বলিদানাপেক্ষা যিহুহার গ্রাহ্য।
৪ গর্ব্বিত চক্ষু ও অহঙ্কারি অন্তঃকরণ ও দুষ্টেরদের
৫ হাল বহা এই তিন পাপ। কর্ম্মশূরের চিন্তা কেবল
ধনের দিগে টানে কিন্তু হটাৎকারির চিন্তা দরিদ্রতায়
৬ যায়। মিথ্যাবাদি জিহ্বার দ্বারা যে ধন পাওয়া সে
মৃত্যু চেষ্টাকারিরদের ইতস্ততঃক্ষিপ্ত শূন্যত মাত্র।
৭ দুষ্টেরদের চৌর্য্য তাহারদিগকে নাশ করিবে কেননা
৮ তাহারা প্রকৃত করিতে চাহে না। মানুষের গমন
বিপরীত ও বিমুখ কিন্তু যে জন শুদ্ধ তাহার কর্ম্ম
৯ প্রকৃত। কোঠার ছাতের এক কোনে বাস করা
বিরোধিনী স্ত্রীর সঙ্গি প্রশস্ত ঘরে থাকাহইতে ভাল।
১০ দুষ্ট লোকের মন কুক্রিয়া চাহে তাহার দৃষ্টিতে তাহার
১১ বন্ধু কিছু অনুগ্রহ পায় না। নিন্দককে দণ্ড করিলে
মূর্খ জ্ঞানবান হইবে এবং জ্ঞানবানকে শিখাইলে

১২ তাহার পরং জ্ঞান হইবে। ধার্ম্মিক যে জন সে
দুষ্টের ঘর বিবেচনা করে কিন্তু দুর্গতি আনিদে
১৩ ফেলাই। যে জন দরিদ্রের চেঁচানে কর্ণ মুদে সে
১৪ জন আপনি চেঁচাইবে কিন্তু কেহ শুনিবে না। গুপ্তে
দত্তদান ক্রোধ শান্ত করে এবং বক্ষস্থলে দত্তদান
১৫ শক্ত ক্রোধকে শান্ত করে। প্রকৃত ক্রিয়া করা
ধার্ম্মিকের আনন্দ কিন্তু কুক্রিয়াকর্ত্তারদের বিনাশ
১৬ হবে। যে জন বুদ্ধির পথ ছাড়িয়া ভ্রমণ করে সে জন
১৭ মৃতেরদের সভায় থাকিবে। যে জন সুখ ভালবাসে সে
গরিব হইবে ও যে জন দ্রাক্ষারস ও তৈল ভালবাসে
১৮ সে জন ধনবান হইবে না। কদাচার যে সে ধার্ম্মি
কের মুক্ত করার মূল্য এবং প্রতারক প্রকৃতার্থিকের
১৯ মুক্তকারী মূল্য। বনে বাস করা বিরোধিনী ও কুপিতা
২০ স্ত্রীর সঙ্গে বাস করা হইতে ভাল। বিদ্বানের বাড়ীতে
উত্তম ধন ও তৈল থাকে কিন্তু মুর্খ তাহা খাইয়া
২১ ফেলে। যে জন ধর্ম্ম ও ক্ষমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হয় সে
২২ জন জীবন ও ধর্ম্ম ও গৌরব পাইবে। জ্ঞানবান বল
বানের সহরে প্রবেশ করে এবং তাহার সাহসের
২৩ পরাক্রমকে নামায়। যে জন আপনার মুখ ও
জিহ্বা রক্ষা করে সে আপনার প্রাণ দুঃখহইতে রক্ষা
২৪ করে। যে গর্ব্বী ক্রোধ করে তাহার নাম অহঙ্কারী
২৫ ও নিন্দুক। অলসের ইচ্ছা তাহাকে হত্যা করে
কেননা তাহার হাত কর্ম্ম করিতে হেয়জ্ঞান করে।
২৬ সে সমস্ত দিন বহু লোভ করে কিন্তু ধার্ম্মিক দান
করে ও ত্যাগ করে না কদাচারির বলিদান হারাম

২৭ এবং যদি দুষ্ট মনে তাহা আনে তবেই কত অধিক
২৮ ঘৃণিত? মিথ্যা সাক্ষী নষ্ট হইবে কিন্তু যে জন শুনে
২৯ সে জন সফল কথা কহে। দুষ্ট যে জন সে আপ
নার মুখ শক্ত করে কিন্তু ধার্ম্মিক আপন পথ প্রস্তুত
৩০ করে। যিহোবার বিপরীতে কোন জ্ঞান কিম্বা বুদ্ধি
৩১ কিম্বা যুক্তি নাই। রণের দিনের জন্যে ঘোড়া
সাজান হয় কিন্তু যিহোবাহইতে রক্ষা।—

পর্ব্ব বড় ধনহইতে উত্তম সুখ্যাতি এবং রূপা ও সোনা
২২ হইতে ভাল অনুগ্রহ। ধনবান ও দরিদ্র এক স্থানে
৩ আইসে যিহোবা সে সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। পরিণাম
দর্শী মানুষ আপদ দেখিয়া লুকিয়া থাকে কিন্তু
মুর্খ আপন পথে উত্তরং গমন করত শাস্তি পায়।
৪ নম্রতাতে ও যিহোবা বিষয়ক ভয়েতে ধন ও যশ ও
৫ জীবন হয়। বিপথগামির পথে কাঁটা ও ফাঁদ যে জন
আপন প্রাণ রক্ষা করে সে তাহাহইতে দূর থাকিবে।
৬ বালকের যে গন্তব্য পথ তাহাতে তাহাকে শিক্ষা
করাও তাহাতে বৃদ্ধ হইয়াও সে তাহা ছাড়িবে
৭ না। ধনবান দরিদ্রকে শাসন করে ও ধারক
৮ ধন দাতার দাস। যে জন অযথার্থরূপ বীজ
বুনে সে ভুয়া ফসল কাটিবে ও তাহার ক্রোধরূপ
৯ দণ্ডের অভাব হইবে। যাহার দৃষ্টিই বড় দাতা সে
আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয় কেননা সে জন আপন
১০ আহার দরিদ্রকে দেয়। নিন্দককে বাহির করিলে
ঝকড়া বাহিরে যায় এবং অপমান ও বিরোধ ও

১১ যাইবে। যে জন অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা ভাল বাসে
তাহার ওষ্ঠাধরের ভদ্রতাতে রাজা তাহার বন্ধু
১২ হইবে। যিহোবার চক্ষু জ্ঞান রক্ষা করে কিন্তু আজ্ঞা
১৩ লঙ্ঘনকারিরদের বাক্য তিনি উল্টিয়া ফেলেন। অলস
বলে বাহিরে সিংহ আছে গলিতে আমি হত হইব।
১৪ পর স্ত্রীর মুখ বড় খাদ যিহোবাতে ঘৃণিত যে জন
১৫ সে তাহাতে পড়িবে। বালকের অন্তঃকরণে পাগ
লামি বদ্ধ হইয়া আছে কিন্তু শাস্তি করার দণ্ড তাহা
১৬ হইতে তাহা দূর করিবে। আপনার ধন বাড়াইতে
যে জন গরিবের উপর জোর করে ও ধনবানকে যে
১৭ জন দেয় ইহারা অবশ্য দরিদ্রতায় পড়িবে। অবধান
করিয়া জ্ঞানের কথা শুন এবং আমার জ্ঞানে
১৮ অন্তঃকরণ লাগাও। কেননা তাহা তোমার
মধ্যে রাখিলে সে হর্ষদায়ক হইবে তাহা
১৯ তোমার ওষ্ঠাধরেও শোভা পাইবে। তোমার
বিশ্বাস যিহোবাতে স্থির হয় এই নিমিত্তে অদ্য
তোমাকে কি তোমাকেই আমি ইহা জানাইলাম।
২০ আমি তোমাকে সত্য কথার নিশ্চয় জানাই এই কারণ
এবং যাহারা তোমাকে পাঠাইয়া দেয় তুমি তাহারদের
২১ কথার প্রত্যুত্তর দেও এই কারণও তোমাকে
যুক্তিতে ও জ্ঞানেতে আমি ব্যবস্থা কি লেখি নাই?।
২২ দরিদ্রের দরিদ্র হওয়াতে তাহার দ্রব্য চুরি করিও
না এবং উন্নাস্তিকের উপরে দ্বারে * জোর করিও না

* অর্থাৎ আদালতে।

২৩ কেননা যিহুহা তাহারদের মকর্দ্দমা করিবেন এবং-
তাহারদের প্রাননাশকেরদিগকে নষ্ট করিবেন।
২৪ ক্রোধযুক্ত মানুষের সহিত বন্ধুতা করিও না এবং-
২৫ রাগিলোকের সহিত যাইও না পাছে তাহার ক্রিয়া
শিক্ষা করিলে তুমি আপন প্রানের ফাঁদ পাও।
২৬ যাহারা হাতেও হাত দেয় * ও যাহারা ঋনের জামিন
২৭ তাহারদের মধ্যে এক জন হইও না। তোমার শোধ
করিবার যদি কিছু না থাকে তবে সে তোমার শয্যা
২৮ তোমার সাক্ষাহইতে কেন লইবে ?। পূর্ব্বকালীন যে
সীমার চিহ্ন তোমার পূর্ব্ব পুরুষেরা দিয়াছে তাহা
২৯ লড়াইও না। আপন কর্ম্মে উদ্যুক্ত কোন জনকে যদি
দেখ সে জন রাজারদের সাক্ষাতে দাঁড়াইবে সে
ইতর লোকেরদের সাক্ষাতে দাঁড়াইবে না।—

পর্ব্ব ২৩
তুমি যখন অধ্যক্ষের সহিত ভোজন করিতে বস
তখন তোমার সম্মুখে যাহা হয় তাহা বিচার কর
২ এবং- যদি আত্মম্ভরী মানুষ হও তবে আপনার
৩ গলায় ছুরি দিও। তাহার সুভক্ষ্য ইচ্ছা করিও না।
৪ কেননা সে কপটী আহার। ধন সঞ্চয় করিতে
শ্রম করিও না আপনার বুদ্ধিমত্তাভিমান ত্যাগ কর।
৫ যাহা কিছু নয় তাহার ওপর কেন দৃষ্টি করিবা ?
কেননা নশ্বর পক্ষী যেমন শূন্যেতে ওড়ে তেমন
ধন অবশ্য আপনি আপনার পাখা করিয়া উড়িয়া
৬ যায়। যাহার কুদৃষ্টি তাহার আহার খাইও না

* অর্থাৎ পন করাতে।—

৭ ও তাহার সুভক্ষ্যেতে ইচ্ছা করিও না কেননা সে জন
যেমন মনে ভাবে তেমন আছে সে তোমাকে কহে
ভোজন কর পান কর কিন্তু তাহার মন তোমার প্রতি
৮ নয়। তুমি যে গ্রাস খাইয়াছ তাহা বমিকরিবা
৯ ও তোমার মধুর বাক্য হারাইবা। অজ্ঞানের কর্ণে
কথা কহিও না কেননা তোমার কথাতে যে জ্ঞান
১০ সে তাহা তুচ্ছ করিবে। পূর্ব্ব কালীন সীমানার
চিহ্ন লড়াইও না এবং পিতৃহীনের ক্ষেত্রে * যাইও
১১ না। কেননা তাহারদের উদ্ধারকর্ত্তা যিনি তিনি
বলবান তিনি তাহারদের মকর্দ্দমা তোমার সহিত
১২ করিবেন। তোমার অন্তঃকরণ উপদেশেতে তোমার
১৩ কর্ণ জ্ঞানের বচনেতে লাগাও। তোমার পুত্রের
শাস্তি ক্ষমা করিও না তুমি তাহাকে দণ্ড মারিলেও
১৪ সে মরিবে না তুমি দণ্ড মারিয়া তাহার প্রাণ নরক
হইতে ত্রাণ করিবা।
১৫ হে আমার পুত্র যদি তোমার অন্তঃকরণ জ্ঞানবান
হয় তবে সে আমারি হৃদয়ের আনন্দ করিবে।
১৬ তোমার ওষ্ঠাধর প্রকৃত কথা কহিলে আমার অন্তর
১৭ হৃষ্ট হইবে। তোমার অন্তঃকরণ পাপিষ্ঠ লোকের
দের উপরে যেন মাৎসর্য্য না করে কিন্তু যিহুহা
১৮ বিষয়ক ভয়ে সমস্ত দিন থাক। কেননা শেষ
অবশ্য হইবে এবং তোমার অপেক্ষা বৃথা হইবে না।
১৯ হে আমার পুত্র শুনহ ও জ্ঞানবান হও এবং তোমার

* অর্থাৎ দ্রব্য হরণ করিবার কারণ যাইও না।

২০ অন্তঃকরণ পথে আন। দ্রাক্ষা রস পানকারিরদের সঙ্গী
হইও না এবং পেটুক মাংসখাদকেরদের সঙ্গীও
২১ হইও না। কেননা মাতাল ও আত্মভুরী দরিদ্র
হইবে এবং নিদ্রালুতা মনুষ্যকে নেকড়াতে পরিহিত
২২ করিবে। তোমার জন্মদাতার কথা শুন ও আপন
জননী বুড়ী হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিও না।
২৩ সত্যতা কেন ও তাহা বেঁচিও না তেমনি জ্ঞান ও
২৪ উপদেশ ও বুদ্ধি। ধার্ম্মিকের পিতা বড় হর্ষ
করিবে ও যে জন বিদ্বানকে জন্ম দেয় তাহার
২৫ আনন্দ তাহাতে হইবে তোমার পিতা ও তোমার
মাতা আনন্দিত হইবে তোমার জন্মদাত্রী উল্লাসিত
২৬ হইবে। হে আমার পুত্র তোমার হৃদয় আমাকে
দিও ও তোমার চক্ষু আমার পথ যেন পালন করে
২৭ তেমনি কর। কেননা বেশ্যা গভীর খাদ এবং পর
২৮ স্ত্রী সঙ্ক কূপ। সিকার ধরিবার কারণ যেমন
লুকিয়া থাকে তেমন সে লুকিয়া থাকে এবং মানু
ষেরদের মধ্যে আজ্ঞালঙ্ঘনকারিরদিগকে বাড়ায়।
২৯ অনেক সন্তাপ কাহার? মনস্তাপ কাহার? ঝকড়া
৩০ কাহার? চিন্তা কাহার? অকারণ ঘা কাহার? রক্তবর্ণ
চক্ষু কাহার? যাহারা দ্রাক্ষা রসের কাছে অনেককাল
থাকে যাহারা মিশ্রিত সুরা চেষ্টা করিতে যায়
৩১ তাহারদের। দ্রাক্ষা রস যখন রক্তবর্ণ যখন পাত্রে
৩২ ভাল দেখায় যখন চলং করে তখন তাহার প্রতি চাহি
ও না শেষে সে সর্পের মত কামড়াইবে ও বিষধরের
৩৩ মত দংশন করিবে। তোমার চক্ষু পরস্ত্রীকে দেখিবে

৩৪ তোমার চিত্ত মন্দ বাহির করিবে। যাহারা সমু
দ্রের মধ্যে শোয় যাহারা মাস্তুলের ওপর শয়ন করে
৩৫ তুমি তাহারদের মত হইবা। তাহারা আমাকে
মারিয়াছে তবু আমি পীড়িত হই নাই তাহারা আ
মাকে প্রহার করিয়াছে তবু আমি জ্ঞাত হই নাই
আমি যখন জাগি তখন তাহা আরবার চেষ্টা করিব।

পর্ব্ব দুষ্ট লোকেরদের প্রতি মাৎসর্য্য করিও না তাহার
২৪ দের সহিত থাকিতেও চাহিও না। কেননা তাহার
দের হৃদয় কুক্রিয়া রচনা করে ও তাহারদের ওষ্ঠাধর
৩ পীড়াদায়ক কথা কহে। জ্ঞানেতে ঘর গাঁথা যাইবে
৪ ও বুদ্ধিতে তাহা স্থির করা যাবে জ্ঞানেতে তাহার
কুঠরি সকল বহুমূল্য ও উত্তম সামগ্রীতে পূর্ণ
৫ করা যাবে। জ্ঞানবান যে সে বলবান এবং বিদ্বান
৬ পরাক্রম সঞ্চয় করে। ভাল যুক্তি করিয়া যুদ্ধ
৭ কর এবং অনেক মন্ত্রিতে রক্ষা হয়। জ্ঞান মূর্খের
৮ অস্পর্শনীয় সে দ্বারে * মুখ খুলিতে পারে না। যে
কুক্রিয়া করিতে চাওয়ায় হিংসক মানুষ করিয়া
৯ তাহার নাম বলিতে হইবে। অজ্ঞান চিন্তা পাপ
১০ এবং নিন্দক যে জন সে মানুষের ঘৃণিত। তুমি
যদি দুঃখের দিনে দুর্ব্বল হও তবে তোমার পরাক্রম
১১ অল্প। মারিবার কারণ যাহারা সমর্পিত হইয়াছে
ও যে জন বধিত হইতে প্রস্তুত আছে তাহারদিগকে
১২ যদি তুমি উদ্ধার না কর তুমি যদি কহ দেখ আমরা

* অর্থাৎ আদালতের স্থানে।—

তাহা জানি নাই? তবে যিনি মনের বিচার করেন
তিনি কি বুঝিবেন না? ও যিনি প্রাণ রক্ষা করেন তিনি
কি জ্ঞাত নহেন? ও তিনি প্রত্যেক জনকে আপনার
১৩ ক্রিয়ানুসারে ফল কি দিবেন না?। হে আমার
পুত্র মধু খাও কেননা তাহা ভাল ও তোমার তালুয়াতে
১৪ মিঠা লাগে যে মধুচাক তাহাও খাও তোমার মনেতে
জ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা সে মত হইবে তাহা পাইলে ফল
১৫ হইবে এবং তোমার অপেক্ষা উচ্ছিন্ন হইবে না। হে
দুষ্ট তুমি ধার্ম্মিকের নিবাসের বিরুদ্ধ লুকিয়া থাকিও
১৬ না ও তাহার আশ্রয় নষ্ট করিও না। কেননা ধার্ম্মিক
সাতবার পড়ে বটে কিন্তু উঠে কিন্তু দুষ্ট আপদে
১৭ পড়িবে। তোমার শত্রু পড়িলে হৃষ্ট হইও
না সে উছোট খাইলে তোমার চিত্ত আহ্লাদিত
১৮ না হউক কি জানি যিহোবা তাহা দেখিলে তাঁহার
দৃষ্টিতে তাহা মন্দ হয় এবং তিনি আপন কোপ
১৯ তাহাহইতে ফিরান। দুষ্ট লোককে দেখিয়া মন
জ্বালিত হইও না ও দুরাচারের বিষয়ে জ্বলিও না।
২০ কেননা দুষ্টের মঙ্গল হইবে না দুরাচার লোকের
২১ দের প্রদীপ নিবিয়া যাইবে। হে আমার পুত্র
যিহোবাকে ও রাজাকে ভয় করিও ও যাহারা অস্থির
২২ মনা হয় তাহারদের সঙ্গী হইও না। কেননা
তাহারদের সর্ব্বনাশ অকস্মাৎ উঠিবে এবং কেহ
না জানিলে সে দুই জনের সর্ব্বনাশ হবে।—

জ্ঞানবানেরদের কারণ এইং কথা।—

২৩ বিচারে মুখাপেক্ষা করা ভাল নয়। তুমি যাহা

২৪ এ কথা যে জন দুষ্টকে কহে তাহাকে লোকেরা শাপ
২৫ দিবে দেশীয় লোকেরা তাহাকে ঘৃনা করিবে কিন্তু
যাহারা তাহাকে অনুযোগ করে তাহারাদের আনন্দ
হইবে এবং তাহারদের ওপরে ওত্তম বর আসিবে।
২৬ যে প্রকৃত ওত্তর দেয় লোকে তাহার ওষ্ঠাধর চুম্বন
২৭ করিবে। তোমার কার্য্য বাহিরে প্রস্তুত কর ও তোমার
কার্য্যের নিমিত্তক সামগ্রী মাঠে প্রস্তুত কর তারপর
২৮ তোমার ঘর গাঁথ। তোমার পড়সীর বিপরীতে
অকারন সাক্ষী হইও না ও তোমার ওষ্ঠাধরে
২৯ প্রতারন করিও না। সে যেমন আমাকে করিয়াছে
তেমন তাহাকে আমি করিব যেমন মানুষের
কার্য্য তেমন তাহাকে ফল দিব এ কথা কহিও
৩০ না। আমি অলসের ক্ষেত্র দিয়া গিয়াছি এবং
৩১ অবোধের দ্রাক্ষা ক্ষেত্র দিয়া গিয়াছি এবং দেখ
তাহার সৰ্ব্বত্র কাঁটা ও বিছুটী ব্যাপিয়া ছিল এবং
৩২ তাহার পাথরের দেওয়াল ভাঙ্গা ছিল। তখন
আমি দেখিয়া অন্তঃকরনে বিবেচনা করিলাম আমি
৩৩ দেখিয়া ও শিক্ষিলাম কিঞ্চিৎ নিদ্রা কিঞ্চিৎ তন্দ্রা
নিদ্রা করিবার কারন কিঞ্চিৎ হাত কোঁকড়া সে
৩৪ মত তোমার দরিদ্রতা পথিকের মত আসিবে ও
সজ্জিত সেনার ন্যায় তোমার হীনতা আসিবে।—

পৰ্ব্ব শলমনের যে হিতোপদেশ য়িহোদার য়িজকিহা
২৫ রাজার লোকেরা নকল করিল সে এই।—

২ বাক্য গুপ্ত করা ঈশ্বরের গৌরব কিন্তু বাক্য বিচার
৩ করা রাজার গৌরব। ঊৰ্দ্ধেতে স্বৰ্গ ও নীচতাতে

৪ পৃথিবী ও রাজার অন্তঃকরণ অচিন্তনীয়। রূপা
হইতে খাইদ ভিন্ন কর তাহাতে চাঁচকারের কারন
৫ পাত্র করা যাইবে। দুষ্টেরদিগকে রাজার নিকট
হইতে দূর কর তাহাতে তাহার সিংহাসন ধর্ম্মেতে
৬ স্থির হইবে। রাজার সাক্ষাতে আপনার সম্ভ্রম
৭ করিও না এবং অধ্যক্ষেরদের কাছে দাঁড়াইও না
কেননা এখানে আইস তোমার প্রতি এই কথা কহা
যে রাজাকে তোমার চক্ষু দেখিয়াছে তাহার সাক্ষাতে
৮ অমর্য্যাদা স্থানস্থ করা যাওয়াহইতে ভাল। ঝগড়া
করিতে হটাৎ যাইও না পাছে তোমার পড়সি
তোমাকে লজ্জিত করিলে শেষে তোমার কি কর্ত্তব্য
৯ ইহা তুমি জান না। আপনার প্রতিবাসির সহিত
আপনি উত্তর প্রত্যুত্তর কর এবং গোপনীয় কথা
১০ অন্যের কাছে প্রকাশ করিও না পাছে যে জন শুনে
সে তোমাকে লজ্জা দেয় এবং তোমার অপযশ না
১১ যায়। যেমন রূপার পটে স্বর্ণের নেঁবুরূপ ছবি তেমন
১২ সদুক্তি। যেমন স্বর্ণের কানকড়ি ও নিভাঁজ স্বর্ণের
অলঙ্কার তেমন আজ্ঞানুবর্ত্তিকর্ণের কাছে জ্ঞানবান
১৩ অনুযোগকারী। যেমন ফসল কালে বরফের শীত
তেমন প্রেরকের নিকটে বিশ্বস্ত দূত কেননা সে আপ
১৪ নার নাথের প্রানের আরাম করে। বৃষ্টিহীন মেঘ
ও বায়ু যেমন যে জন দান করনের বিষয়ে দর্প কথা
১৫ মিথ্যা কহে সে জন তেমন। অনেককাল সহিষ্ণুতার
দ্বারা রাজাও প্ররোচিত হয় ও কোমল জিহ্বা হাড়কে

১৬ ভাংগে। যদি মধু পাইয়া থাক তবে উপযুক্ত মত
খাও পাছে বড় তৃপ্ত হইয়া তাহা বমি করিয়া ফেল।
১৭ তোমার পুতিবাসির ঘরে যাওয়া আপন পাকে বারন
কর পাছে সে বিরক্ত হইয়া তোমাকে ঘৃনা করে।
১৮ আপন পুতিবাসির বিপরীতে যে জন মিথ্যা সাক্ষী
১৯ দেয় সে জন গদা ও তলোয়ার ও তীক্ষ্ন বান। যেমন
ভাঙ্গা দন্ত ও খচি লড়া পা তেমন দুঃখের সময়ে পুতা
২০ রক লোকেতে বিশ্বাস। যে জন শীতকালে বস্ত্র কাড়িয়া
লয় সে যেমন এবং সোরার উপরে সিরকা যেমন
যে জন দুঃখি অন্তঃকরনের নিকটে গীত গায় সে
২১ তেমন। তোমার শত্রুও যদি ক্ষুধিত হয় তবে তাহাকে
খাইতে দিও ও যদি তৃষিত হয় তবে জল পান করিতে
২২ দিও কেননা তাহাতে তাহার মাথায় জ্বলন্ত আঁগারা
তোড়া করিবা এবং যিহুহা তোমার ফল দিবেন।
২৩ উত্তর বায়ু বৃষ্টি উড়াইয়া দেয় সে মত ক্রোধযুক্ত মুখ
২৪ খল জিহ্বাকে দূর করে। বড় ঘরে বিরোধিনী
স্ত্রীর সহিত বাস করাহইতে ঘরের ছাতের এক
২৫ কোনে বাস করা বরং ভাল। যেমন তৃষিত
প্রানির পুতি শীতল জল তেমন দূর দেশহইতে
২৬ মঙ্গল সমাচার। যেমন ঘোলা সোঁত কিম্বা মলযুক্ত
উনই তেমন দুষ্টের সম্মুখে পতংকল্প ধার্মিক।
২৭ অনেক মধু খাওয়া ভাল নয় সে মত আপন
২৮ গৌরব চেষ্টা করা গৌরব নয়। ভগ্না ও প্রাচীর
হীন সহর যেমন যে জন আপনার আত্মাকে শাসন
না করে সে জন তেমন।

পর্ব্ব ২৬ যেমন গ্রীষ্মকালে বরফ ও ফসল কাটে বৃষ্টি শোভা পায় না তেমন অজ্ঞান মনুষ্যে সম্ভ্রম শোভা পায় না। যেমন ভ্রমণ করণ দ্বারা পক্ষী আইসে ও যেমন তালচোঁচ পক্ষী উড়ন দ্বারা
৩ আইসে তেমন অকারণ শাপ আইসে না। ঘোড়ার কারণ চাবুক ও গর্দ্দভের কারণ লাগাম ও পাগলের
৪ পিটের কারণ ছড়ি। অজ্ঞানকে তাহার অজ্ঞতার মত প্রত্যুত্তর করিও না পাছে তুমি তাহার মত
৫ হও। অজ্ঞানকে তাহার অজ্ঞতার মত প্রত্যুত্তর কর পাছে সে আপনার দৃষ্টিতে আপনাকে জ্ঞানবান
৬ করিয়া মানে। যে জন অজ্ঞান লোকের দ্বারা কোন সমাচার পাঠায় সে জন পা কাটিয়া ফেলে ও ক্ষতি
৭ ভোগ করে। খোঁড়ার পা সমান নয় সে মত
৮ অজ্ঞানের মুখে উপদেশ বাক্য। ফিঙ্গাতে যে জন পাথর বাঁধে সে জন যেমন যে জন অজ্ঞান লোক
৯ কে সম্ভ্রম করে সে জন তেমন। যেমন মত্ত লোকের হাতে কাঁটা বিন্ধে তেমন অজ্ঞানের
১০ মুখে হিতোপদেশ হয়। যে পরমেশ্বর সকলকে নির্ম্মাণ করিলেন তিনি অজ্ঞান লোকেরদিগকে ও
১১ আজ্ঞা লঙ্ঘন কারিরদিগকে ফল দেন। যেমন কুকুর আপনার বাঁইত খাইতে পুনর্ব্বার যায় তেমন অজ্ঞান
১২ লোক আপন অজ্ঞতাতে যায়। আপনার দৃষ্টিতে জ্ঞানবান এমন যদি কাহাকে দেখ তবে সে লোকের বিষয়ে যে ভরসা বরং পাগলের বিষয় ততোধিক
১৩ ভরসা আছে। অলস বলে পথে ব্যাঘ্র আছে

১৪ গলিতে সিংহ আছে। যেমন কপাট আপন
কব্জায় দোলে তেমন আপন বিছানার উপরে অলস
১৫ দোলে। অলস আপন বক্ষস্থলে হাত দিয়া পুনর্ব্বার
আপন মুখে তাহা দিতে তাহার ব্যামোহ হয়।
১৬ কার্য্যের কারণ যে কহিতে পারে এমন সাতজন
হইতে জ্ঞানবান অলস আপনাকে আপন দৃষ্টিতে
১৭ মানে। যে জন পথে গমন করত অন্যের বিরোধে
১৮ হাত দেয় সে কুকুরের কর্ণ ধরা লোকের মত। যে
পাগল অঙ্গার ও বাণ ও মৃত্যুর সামগ্রী ফেলিয়া দেয়
১৯ সে যেমন যে জন আপন প্রতিবাসিকে প্রতারণা
২০ করিয়া কহে এ কেবল খেলা সে জন তেমন। কাষ্ঠের
অভাব হইলে অগ্নি নিবিয়া যায় সে মত অনধিকার
২১ চর্চ্চা না থাকিলে বিরোধ থাকে না। যেমন কয়লা
জ্বলন্ত অঙ্গারের প্রতি ও যেমন অগ্নির প্রতি কাষ্ঠ
তেমন ঝকড়া জন্মাইবার কারণ বিরোধিলোক।
২২ অনধিকার চর্চ্চার কথা বড় কোমল কিন্তু পেটের
২৩ মাঝিতে সাঁধায়। রূপার খাদেতে মোড়া খাপরা
২৪ যেমন তেমন জ্বলন্ত ওষ্ঠাধর ও দুষ্ট মন। যে জন
ঘৃণা করে সে ওষ্ঠাধরেতে কপট কথা কহে ও
২৫ আপন অন্তরে প্রতারণা রাখে সে যখন সুবচন
বলে তখন তাহাকে আস্থা করিও না কেননা তাহার
২৬ অন্তঃকরণে সাতটা * ঘৃণিত বস্তু থাকে। যাহার
ঘৃণা কপটেতে আচ্ছাদিত হয় তাহার দোষ সভাতে

---

* অর্থাৎ অনেক ঘৃণিত বস্তু।

২৭ প্রকাশিত হবে। যে জন খাদ খুদে সে তাহাতে
পড়িবে ও যে জন পাথরকে গড়ায় তাহার উপরে
২৮ তাহা ফিরিবে। মিথ্যাবাদিজিহ্বা স্ববর্ত্তক দুঃখিকে
ঘৃণা করে এবং খোশামদীয় মুখ সর্ব্বনাশ করে।

পর্ব্ব ২৭ কল্যের বিষয়ে দর্প কথা কহিও না কেননা কোন
দিন কি জন্মাইবে ইহা তুমি জান না। অন্য কেহ
বরং তোমার স্তব করুক কিন্তু তোমার মুখ তোমাকে
স্তব যেন না করে পরদেশী লোক করুক ও আপনার
৩ ওষ্ঠাধর না করুক। পাথর ভারি এবং বালি ও ভারি
কিন্তু অজ্ঞান মানুষের কোপ এ সকলহইতে ভারি।
৪ ক্রোধ দুরন্ত এবং উষ্মা নষ্টকারী কিন্তু মাৎসর্য্যের
৫ আগে কে স্থির হইতে পারিবে?। প্রকাশিত ধমকান
৬ গুপ্ত প্রেমহইতে ভাল। বন্ধুকর্ত্তৃক কৃত ঘা বিশ্বস্ত কিন্তু
৭ শত্রুর চুম্বন প্রবঞ্চক। তৃপ্ত প্রাণ মধু চাকুকে ঘৃণা
করে কিন্তু ক্ষুধিতের প্রতি সকল তিক্ত দ্রব্য মিষ্ট।
৮ বাসা ছাড়িয়া ভ্রমণকারি পক্ষী যেমন যে জন আপনার
৯ স্থান ছাড়িয়া বেড়ায় সে জন তেমন। তৈল ও
সুগন্ধি দ্রব্যের আমোদ হৃদয়কে হৃষ্ট করে সে
মত অন্তঃকরণের সহিত কৃত যুক্তি দ্বারা মানুষের
বন্ধুর আমোদ হয়। আপন বন্ধুকেও আপন পিতার
১০ বন্ধুকে ত্যাগ করিও না এবং দুর্দ্দশাকালেও আপ
নার ভ্রাতার ঘরে যাইও না কেননা নিকটস্থ পড়সি
১১ দূরস্থ ভাইহইতে ভাল। হে আমার পুত্র জ্ঞানবান
হও এবং আমার হৃদয়কে আনন্দিত কর তখন যে
জন আমার অপমান করে তাহার কথার প্রত্যুত্তর

১২ আমি করিতে পারি। সাবধান মানুষ আপদ
দেখিয়া লুকিয়া থাকে কিন্তু অজ্ঞান পরং গমন করত
১৩ শাস্তি পায়। পরদেশীয়ের জামিন যে জন হয়
সে জনের বস্ত্র লও এবং পরস্ত্রীর জামিনিতে
১৪ তাহাহইতে বন্ধক লও। যে জন প্রত্যুষে উঠিয়া
উচ্চৈঃস্বর করিয়া আপন বন্ধুর প্রতি ভদ্রং করে
পরে সে কথা তাহার প্রতি অভিশাপ কথার ন্যায়
১৫ গণিত হইবে। বড় বর্ষার দিনে নিত্য টিপ্‌টিপনি
১৬ ও কলহ স্ত্রী এই দুই তুল্য। যে জন সে স্ত্রীকে
লুকায় সে বাতাসকে লুকায় ও আপন দক্ষিণ হস্তস্থ
১৭ সুপ্রকাশকারিতৈল লুকায়। লোহা লোহাকে
তীক্ষ্ণ করে সে মত মানুষের মুখ আপন বন্ধুকে
১৮ তীক্ষ্ণ করে। ডুমুরের রক্ষক ফল খাইবে ও
যে জন আপন মনিবকে রক্ষা করে তাহার মান্য
১৯ হইবে। যেমন জলে মুখের সন্মুখে মুখ সে
২০ মত মানুষের হৃদয় মানুষের সদৃশ। নরকের
ও সর্ব্বনাশের পরিতোষ নাই সে মত মানুষের
২১ চক্ষু পরিতুষ্ট নয়। রূপার প্রতি যেমন মুচি ও
স্বর্ণের প্রতি যেমন আখর হয় তেমন মানুষ
২২ আপন সুখ্যাতির প্রতি। ওখলীর মধ্যে যদি অ
জ্ঞানকে গোমের সহিত কোটে তবেও তাহার মূর্খতা
২৩ তাহাকে ছাড়িবে না। তোমার মেষের পালের
ভাল মন্দ জানিতে বড় চেষ্টা কর ও তোমার
২৪ গবাদির পালের প্রতি বড় মনোযোগ কর কেননা ধন
সদাকাল থাকে না ও মুকুট কি পুরুষানুক্রমে হয়?

২৫ তৃণ বাড়ে ও কোমল ঘাস দেখা যায় ও পর্ব্বতের
তৃণ একত্রীকৃত হয় মেঘ তোমার বস্ত্রের কারন এবং
২৬ ছাগল ক্ষেত্রের করের কারন হয়। তোমার ভক্ষ্যের
কারন ছাগলের যথেষ্ট দুগ্ধ পাইবা তোমার বাটীর
২৭ ভক্ষ্যের কারন এবং তোমার যুবতীরদের প্রান
রাখিবার কারনও পাবা।

পর্ব্ব কেহ না তাড়াইতে দুষ্ট পলায় কিন্তু ধার্ম্মিক
২৮ সিংহের মত নির্ভয়। দেশের দোষেতে তাহার
অনেক নৃপতি হয় কিন্তু বুদ্ধিমান ও জ্ঞানি মানুষ
৩ থাকিলে তাহার বহুকাল রক্ষা হয়। যে গরিব
গরিবেরদের উপরে জোর করে সে যাহাতে
৪ কিছু না ছাড়ে এমন ভাষান বৃষ্টির মত। যাহারা
ব্যবস্থা ছাড়ে তাহারা দুষ্টেরদের সুখ্যাতি করে
কিন্তু যাহারা ব্যবস্থা মানে তাহারা তাহারদের সহিত
৫ বন্দন করে। দুষ্ট লোক বিচার বুঝে না কিন্তু
যাহারা যিহুহাকে চেষ্টা করে তাহারা সকলকে
৬ জানে। যে গরিব আপনার প্রকৃতার্থে চলে সে
৭ আত্মার অমানক ধনবানহইতে ভাল। যে জন
ব্যবস্থা মানে সে জ্ঞানবান পুত্র কিন্তু যে জন পেটুক
লোকেরদের সহিত ভোজন করে সে আপন পিতা
৮ কে লজ্জা দেয়। যে জন সুদ ও অযথার্থ লাভেতে
ধন বাড়ায় সে জন যে জন দরিদ্রকে দয়া করিবে
৯ তাহারি কারন তাহা সঞ্চয় করে। যে জন শাস্ত্র
শুননহইতে কর্ণ ফিরায় তাহার প্রার্থনা ঘৃনিত
১০ হইবে। যে জন সাধুকে কুপথে ভ্রমন করায় সে

১১ জন স্বকৃত খাদে পড়িবে কিন্তু সাধু ব্যক্তি উত্তম
সামগ্রীর অধিকার পাইবে। ধনবান আপনার
দৃষ্টিতে জ্ঞানবান হয় কিন্তু বুদ্ধিমান গরিব তাহাকে
১২ বিচার করে। যখন ধার্ম্মিকেরা হৃষ্ট হয় তখন
বড় সুখ্যাতি হয় কিন্তু যখন দুষ্টের সমুদয় হয় তখন
১৩ লোক গোপনে যায়। যে জন আপনার ঘাইট ঢাকে
তাহার মঙ্গল হইবে না কিন্তু যে জন তাহা স্বীকার
১৪ করে ও ত্যাগ করে সে ক্ষমা পাইবে। যে জন নিত্য
ভয় করে সে ধন্য কিন্তু যে জন আপন অন্তঃকরণকে
১৫ কঠিন করে সে আপদে পড়িবে। যেমন গর্জ্জনকারি
সিংহ ও দুরন্ত ভালুক তেমন দুষ্ট শাসনকর্ত্তা দরিদ্র
১৬ লোকেরদের উপরে হয়। অবোধ যে নৃপতি সে বড়
অন্যায় করে কিন্তু যে জন লোভ ঘৃণা করে তাহার
১৭ দীর্ঘায়ু হইবে। যে জন কোন প্রাণির রক্তের উপর
জোর করিয়া অন্যায় করে সে জন পলাইয়া খাদে
১৮ যাইবে কেহ তাহাকে বারণ না করুক। যে জন
সোজা চলে তাহার রক্ষা হইবে কিন্তু যে জন
১৯ বিপথগামী সে একবারি পড়িবে। যে জন ভূমি
কর্ষণ করে সে আহারেতে তৃপ্ত হইবে কিন্তু
যে জন আত্মমহত্বাভিমানিলোকেরদের সহিত যায়
২০ সে যথেষ্ট দরিদ্রতা পাবে। সত্যবাদি মানুষ
অনেক আশীর্ব্বাদ পাইবে কিন্তু যে জন শীঘ্র ধনবান
২১ হইতে চাহে সে নিরপরাধী হবে না। মানুষকে
উপরোধ করা ভাল নয় কেননা এক টুকি ভক্ষের
২২ কারণ সে মানুষ ধর্ম্ম লঙ্ঘিবে। যে জন শীঘ্র

করিয়া ধন সঞ্চয় করিতে চাহে তাহার কুদৃষ্টি আছে
এবং ক্ষীনত্ব যে তাহার উপর আসিবে সে তাহা
২৩ জানে না। যে জন মানুষকে অনুযোগ করে সে
মানুষ যে জন আপন জিহ্বাতে খোসামদ করে তাহা
২৪ হইতে অধিক অনুগ্রহ পশ্চাৎ পাইবে। যে
জন আপনার পিতা মাতার ধন চুরি করে অথচ বলে
২৫ এ পাপ নয় সে বিনাশকের বন্ধু। অহঙ্কৃত মনা যে
জন সে বিরোধ জনক কিন্তু যে জন যিহুহায় বিশ্বাস
২৬ করে সে জন পুষ্ট হইবে। যে জন আপনার
অন্তঃকরণেতে বিশ্বাস করে সে অজ্ঞান কিন্তু যে জন
২৭ বুঝিয়া চলে সে আপদ ছাড়িবে। যে জন গরিব
কে দেয় তাহার অভাব হবে না কিন্তু যে জন চক্ষু
লুকায় তাহার অনেক অভিশাপে অধিকার হবে।
২৮ যখন দুষ্টেরা উঠে তখন আর২ লোক লুকিয়া থাকে
কিন্তু যখন তাহারা নষ্ট হয় তখন ধার্ম্মিকেরা বৃদ্ধি
পায়।—

পর্ব্ব ২৯ যে জন পুনঃ২ অনযুক্ত হইয়া আপন গর্দ্দন কশে
সে জন অকস্মাৎ উচ্ছন্ন হইবে অথচ প্রতিকার হবে
২ না। যখন সাধু লোক শাসন পদ পায় তখন
লোকেরা আনন্দ করে কিন্তু যখন দুরাচার শাসন
৩ করে তখন লোকেরা কোঁকায়। যে জন জ্ঞান
ভাল বাসে সে আপনার পিতাকে হৃষ্ট করে কিন্তু
যে জন বেশ্যার সহিত সম্ভাষ করে সে আপন
৪ সম্পত্তির অপব্যায় করে। রাজা বিচার দ্বারা দেশ

স্থির করে কিন্তু যে জন ঘুস লয় সে তাহা নষ্ট
৫ করে। যে জন আপন পুতিবাসির খোসামদ করে
সে জন তাহার পা ধরিবার কারন জাল পাতে।
৬ দুরাচারের দোষেতে ফাঁদ আছে কিন্তু ধার্ম্মিক গান
৭ করে এবং আহ্লাদিত হয়। ধার্ম্মিক দরিদ্রের বিচার
জানে কিন্তু কদাচার তাহা জানিতে মনোযোগ করে
৮ না। নিন্দক মানুষেরা সহরকে ফাঁদে আটকায়
৯ কিন্তু বিদ্বান ক্রোধ ফিরায়। বিদ্বান যদি মূর্খের সহিত
বিচারে আইসে তবে সে রাগী হউক কিম্বা হৃষ্ট
১০ হউক আরাম হয় না। খুনিয়া মনুষ্যেরা ধার্ম্মিককে
ঘৃনা করে কিন্তু সাধু তাহার প্রান রক্ষা করিতে চেষ্টা
১১ করে। মূর্খ আপন মন সকল বাহির করে কিন্তু
১২ পশ্চাৎ কালের জন্য জ্ঞানী তাহা রাখে। নৃপত
যদি মিথ্যা কথা শুনে তবে তাহার সকল চাকর দুষ্ট
১৩ হয়। গরিব ও প্রতারক এক স্থানে আইসে য়িহুহা
১৪ দুয়ের চক্ষু দীপ্তিমান করেন। যে রাজা সত্যতাতে
দরিদ্রের বিচার করে তাহার সিংহাসন সর্ব্বকাল
১৫ স্থির হইবে। দণ্ড ও অনুযোগ জ্ঞান জন্মায় কিন্তু
স্বাভিলাষ করিতে ছাড়া বালক আপন মাতাকে
১৬ লজ্জা দেয়। দুষ্ট লোক বাড়িলে অনেক দোষ
হইবে কিন্তু ধার্ম্মিকেরা তাহারদের অধঃপতন
১৭ দেখিবে। তোমার পুত্রকে শাস্তি দিলে সে তোমা
কে আরাম দিবে তোমার মনে সে আনন্দও দিবে।
১৮ যেখানে দর্শন নাই সেখানে লোক ধর্ম্ম ত্যাগ করে
১৯ কিন্তু যে জন ব্যবস্থা মানে সে ধন্য হইবে। কথা

কহনেতে দাস শাসিত হবে না কেননা যদিবুঝে
২০ তবু ও প্রত্যুত্তর দিবে না। তুমি কি শীঘ্র বক্তা মানু
ষকে দেখিতেছ? পাগলের বিষয়ে তাহাহইতে
২১ অধিক ভরসা আছে। যে জন দাসকে বালক
২২ কালাবধি সুভক্ষ্য পালন করে সে অবশেষে তাহার
পুত্র হইবে। ক্রুদ্ধ মানুষ ঝগড়া জন্মায় এবং যে
২৩ জন কোপ স্বীকার তাহার অনেক যাইট। মানুষের
২৪ অহঙ্কার তাহাকে নমাইবে কিন্তু যাহার নম্রাত্মা সে
সম্ভ্রম পাইবে। যে জন চোরের সঙ্গে ভাগ লয় সে
আপনার প্রাণ ঘৃণা করে সে শাপ কথা শুনে কিন্তু
২৫ তাহা প্রকাশ করে না। মানুষের ভয় ফাঁদ দেয়
২৬ কিন্তু যে জন য়িহুহায় বিশ্বাস করে সে উত্থাপিত
হইবে। অনেক লোক শাসনকর্ত্তার অনুগ্রহ চেষ্টা
২৭ করে কিন্তু মানুষের বিচার য়িহুহাহইতে হয়।
অযাথার্থিক মানুষ ধার্ম্মিকেরদের ঘৃণিত আছে এবং
যথার্থ পথগামী দুরাচার মানুষের ঘৃণিত।—

পর্ব্ব য়াকার পুত্র আগোরের বাক্য। সে মানুষ আইতী
৩০ এলকে যে উপদেশ বলিল অর্থাৎ আইতীএল এবং
২ আওকালকে সেই এই। অবশ্য আমি মানুষহইতে
৩ মূর্খ আমার মধ্যে মানুষের বুদ্ধি নয়। আমি
জ্ঞান শিক্ষিলাম না ও ধার্ম্মিকেরদের জ্ঞান আমি
৪ জানি না। স্বর্গে উঠিয়াছে কিম্বা নামিয়াছে কে?
মুষ্টে করিয়া বায়ু একত্র করিয়াছে কে? কাপড়ে জল
সমূহ বান্ধিয়াছে কে? পৃথিবীর সকল সীমা নিরূপণ
করিয়াছে কে? তাঁহার নাম কি? ও তাঁহার পুত্রের

৫ নাম কি ? যদি জ্ঞাত আছ তবে কহ। ঈশ্বরের
প্রত্যেক বাক্য নির্ম্মল যাহারা তাঁহাকে বিশ্বাস
৬ করে তিনি তাহারদের ঢাল। তাঁহার বাক্যের
সহিত কিছু মিশাইও না পাছে তোমাকে ধমকান
৭ ও তুমি মিথ্যাবক্তারূপে জানা যাও। তোমার ঠাঁই
আমি দুই বর চাহিয়াছি তাহা আমার মরণ পর্য্যন্ত
৮ বারণ করিও না অবস্তুতা ও মিথ্যা কথা আমা
হইতে দূর কর দরিদ্রতা কিম্বা ধন আমাকে দিও
৯ না যে আহার উচিত তাহা আমাকে দিও কি জানি
তৃপ্ত হইয়া আমি তোমাকে হেয়জ্ঞান করি ও কহি
যিহুহা কে ? কিম্বা দরিদ্র হইয়া চুরি করি ও আমার
১০ ঈশ্বরের নাম নিরর্থক লয়। দাসকে আপন প্রভুর
নিকটে অপবাদ করিও না কি জানি তোমাকে শাপ
১১ দিলে তুমি অপরাধী হও। আপন পিতাকে যে
শাপ দেয় ও আপন মাতাকে আশীর্ব্বাদ না দেয়
১২ লোক আছে। যাহারা আপনারদের দৃষ্টিতে নির্ম্মল
কিন্তু আপনারদের মলহইতে ধৌত না হইয়াছে এমন
১৩ লোক আছে। এক প্রকার লোক আছে তাহারদের
চক্ষু কেমন ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও তাহারদের চক্ষুর পাতা বড়
১৪ উন্নীকৃত হইয়াছে। দরিদ্রকে পৃথিবীহইতে ও দীন
লোককে মনুষ্যগণহইতে খাইয়া ফেলিতে যাহারদের
দন্ত তলোয়ার ও তাহারদের কসের দন্ত ছুরি এমন
১৫ ও লোক আছে। দেও দেও এ কথা কথক জোঁকের
দুই কন্যা আছে। এ তিন কখন পরিতুষ্ট নয় চারি
১৬ কখন কহে না যে প্রচুর হইয়াছে কবর ও বন্ধ্যা

গর্ত্ত ও জলে তৃপ্ত নয় যে ভূমি এবং এই যথেষ্ঠ
১৭ এমন কদাচ বলে না যে অগ্নি। যে চক্ষু আপনার
পিতাকে পরিহাস করে ও মাতার আজ্ঞা পালন
তুচ্ছ করে মাঠের বা করা তাহা বাহির করিবে
১৮ এবং নশর পক্ষীর বাচ্চা তাহা খাইবে। এ তিন
বিষয় আমার জ্ঞানের অগোচর আশ্চর্য্য চারি আমি
১৯ জানি না। শূন্যেতে নশরের গমন পাসানের ওপর
সর্পের গমন সমুদ্রের মধ্যে জাহাজের গমন ও আই
২০ বড় কন্যার সহিত পুরুষের গমন। সে মতও বেশ্যার
গতি সে খায় ও মুখ মুছিয়া আমি অযাথ্য করি
২১ নাই এই কথা কহে। তিন বস্তুতে পৃথিবী উদ্বিগ্ন
২২ হইয়াছে সে চারি সহিতে পারে না। স্বাতন্ত্র্যকারি
২৩ দাস ও ভক্ষ্যেতে পরিতুষ্ঠ মূর্খ ও বিবাহিতা ঘৃন্যা
২৪ স্ত্রী এবং ঠাকুরাণীর বিনাধিকারিনী দাসী। পৃথিবীতে
২৫ চারি বস্তু অতি ক্ষুদ্র কিন্তু অতি জ্ঞানবান পিপি
ড়ারা শক্তিমান গন নহে কিন্তু তাহারা গ্রীষ্মকালে
২৬ আহার সঞ্চয় করে। শাফান জন্তুরা শক্তিমান
২৭ গন নহে কিন্তু পাষান স্থলে ঘর বাঁধে। পঙ্গপাল
ফড়িঙ্গেরদের রাজা নাই কিন্তু তাহারা সৈন্য বদ্ধ
২৮ হইয়া গমন করে। মাকড়সা হস্তে ধরে ও রাজার
২৯ অট্টালিকায় থাকে। তিন বস্তু সুন্দর গমন করে
৩০ চারিও সুন্দররূপে যায়। জন্তুর মধ্যে অতি বলবান
এবং কাহার মুখ দেখিয়া ফেরে না এমন যে
৩১ সিংহ ও হেঁসীন কুক্কুর ও ছাগল পাঁঠা ও যাহার
বিরুদ্ধে বলাৎকারে কিছু করা যায় না এমন যে

৩২ রাজা। আপনার বাড়ানেতে যদি পাগলপনা করিয়া
থাক কিম্বা যদি দুশ্চিন্ত করিয়া থাক তবে আপন
৩৩ হাত মুখে দেও কেননা দুগ্ধ মন্থনেতে মাখন
হয় ও নাক চিপনেতে রক্ত বাহির হয় এবং ক্রোধ
আলোড়নেতে ঝগড়া হয়।—

পর্ব্ব লমুয়েল রাজার বচন যে উপদেশ তাহার মাতা
৩১ তাহাকে শিক্ষা করাইল সে এই। হে আমার
পুত্র এ কি? হে আমার গর্ব্ভজাত পুত্র এ কি? হে
আমার মানসের পুত্র এ কি?। তোমার বল
৩ স্ত্রীলোককে দিও না তোমার মন রাজারদের
৪ নাশক ব্যসনকে দিও না। হে লমুয়েল রাজার
দের নয় দ্রাক্ষা রস পান রাজার কর্ত্তব্য নয়
৫ এবং সুরা পান নৃপতিরদের কর্ত্তব্যও নয় পাছে
তাহারা পান করিয়া ব্যবস্থা ভুলে এবং দুঃখিতের
৬ দের বিচারের অন্যথা করে। মৃতকল্প যে জন
তাহাকে সুরা দিও ও যাহারদের মন তিক্ত তাহার
৭ দিগকে দ্রাক্ষা রস দিও। সে পান করুক ও আপন
৮ দীনতা ও ভুলুক ও আপন দুঃখ আর মনে না রাখুক।
হতহইতে নিরুপিত যাহারা তাহারদের মধ্যে যে
সকল গোঙা আছে তাহারদের মকর্দ্দমায় তুমি
৯ আপন মুখ খুল তুমি আপন মুখ খুল ধর্ম্ম বিচার
১০ কর দুঃখিত ও দরিদ্রেরদের বিচার কর।—

সতী স্ত্রীলোককে কে পাইতে পারে? তাহার
১১ মুল্য মানিক্যহইতে বড়। তাহার স্বামী তাহারে
এমন বিশ্বাস করে যে তাহার লুটের আবশ্যক

১২ নাই। সে তাহার ভাল করিবে ও তাহার পরমায়ু
১৩ পর্য্যন্ত তাহার মন্দ করিবে না। সে মেষের
লোম ও চিস চেষ্টা করে ও আপন হাতে আপন
১৪ কার্য্য করে। সে বড় দূরগামি জাহাজের মত সে
১৫ আপন ভক্ষ্য দূর হইতে আনে। সে রাত্রি থাকিতে
উঠে ও আপন পরিজনেরদিগকে ভক্ষ্য দেয় এবং
১৬ আপন দাসীরদিগকে সম্বিভাগ দেয়। সে ক্ষেত্র
চাওরিয়া ক্রয় করে সে আপন হাতের ফল দিয়া
১৭ দ্রাক্ষা ক্ষেত্র রোপে। সে বলেতে আপন কমর বাঁধে
১৮ ও আপন বাহু বলবান করে। আপন ব্যাপার
যে ভাল ইহা সে নিশ্চয় করে তাহার প্রদীপ
১৯ রাত্রিতে নিবিয়া যায় না। সে টকুয়াতে হাত দেয়
২০ ও তাহার হাত পাঁজ ধরে। সে দুঃখিতেরদের
কাছে হাত বাহির করে ও আপন হাত দীনহীনের
২১ দিগে বাড়ায়। সে আপন পরিবারেরদের বিষয়ে
বরফকে ভয় করে না কেননা তাহার সকল পরিজন
২২ কিমিজিরঙ্গের বস্ত্র পরিহিত আছে। সে আপনার
কারণ বিচিত্র কাপড় বুনে তাহার বস্ত্র রেসমী ও
২৩ বায়নীয়রঙ্গ। তাহার পতি দেশের প্রাচীনেরদের
২৪ সহিত বসিয়া দ্বারে বিখ্যাত হয়। সে মলমল
বুনিয়া বিক্রয় করে এবং কাপড়ীয়েরদের কাছে
২৫ পটুকা দেয়। বল ও সম্ভ্রম তাহার বস্ত্র সে
২৬ ভবিষ্যৎ কালে আনন্দ করিবে। সে সজ্ঞান হইয়া
২৭ মুখ খুলে ক্ষমার ব্যবস্থা তাহার জিহ্বায় থাকে। সে
আপন ঘরের গতি দেখে এবং আলিস্যোতে প্রাপ্ত

২৮ ভঙ্গা যায় না। তাহার সন্তানেরা উঠিয়া তাহার
ধন্যবাদ করে তাহার স্বামী ও তাহার প্রশংসা
২৯ করে। অনেক কন্যা ভাল করিয়াছে বটে কিন্তু
৩০ তুমি সকলের অধিক ভাল করিয়াছ। অনুগ্রহ
মিথ্যা ও সৌন্দর্য্য শূন্য কিন্তু যে স্ত্রী যিহ্বাহকে
৩১ ভয় করে তাহার সুখ্যাতি হইবে। তাহাকে
আপনার হাতের ফল দেও তাহার স্বকীয়ক্রিয়া
তাহার প্রশংসা দ্বারে করুক।

ধর্ম্মোপদেশক।—

১ প্রথম পর্ব্ব।—

১ যিরোশালমের রাজা দাঊদের পুত্র যে উপদেশক
তাহার বাক্য।—

২ উপদেশক কহেন অবস্তুতার অবস্তুতা অবস্তুতার
৩ অবস্তুতা সকলি অবস্তুতা   মানুষ যে সকল শ্রম
সূর্য্যের নীচে করে তাহাতে তাহার কি লাভ?।
৪ এক পুরুষ বহিয়া যায় এবং আর এক পুরুষ আইসে
৫ কিন্তু পৃথিবী সদাকাল থাকে।   সূর্য্যের উদয়
হয় ও সূর্য্য অস্ত হইয়া পুনর্ব্বার আপন উদয়ের
৬ স্থানে বেগে যায়।   বায়ু দক্ষিণদিগে বহে পরে
উত্তরদিগে ফেরে সে সর্ব্বদা ঘুরিয়া যায় পরে
৭ আপনার ভ্রমণানুসারে বায়ু ফিরিয়া যায়।   সকল
নদী সমুদ্রে পড়ে কিন্তু সমুদ্র পূর্ণ নয় নদীরদের
উৎপত্তি যে স্থানে হয় সে স্থানে নদীরা পুনর্ব্বার
৮ যায়।   সকল বস্তু শ্রমেতে পূর্ণ কেহ তাহার
পরিমাণ কহিতে পারে না দেখনেতে চক্ষুর তৃপ্তি

নয় এবং শুননেতে কর্ণেরও পরিতোষ নয় ।
৯ যে অতিত বিষয় যে হইবে সেই তাহা এবং যাহা
করা গিয়াছে যাহা করা যাইবে সেই তাহা এবং
১০ সূর্য্যের নীচে নূতন কিছু নয় । দেখ এই নূতন যে
দ্রব্যের বিষয়ে ইহা কহিতে পারা যায় সেই কি ? ।
আমারদের পূর্ব্বে যে কাল সে কালে সে হইয়া
১১ ছিল । পূর্ব্ব যাহা তাহার কিছু স্মরন থাকে না
এবং যাহা এক্ষনে ভবিষ্যৎ তার পরতঃ ভবিষ্যৎ
লোকেরদের কালে তাহারও স্মরন হইবে না ।
১২ উপদেশক যে আমি আমি য়িরোশালমে য়িশরা
১৩ লের রাজা ছিলাম । এবং যে সকল বিষয়
সূর্য্যের নীচে করা যায় সে সকলের বিষয়ে
যুক্তিতে ও জ্ঞানেতে বিচার করিতে আমি মনো
যোগও করিলাম মানুষেরদের সন্তানেরা এই ক্লেশ
দায়ক কর্ম্ম্যে ব্যাপার করে এই নিমিত্তে ঈশ্বর তাহা
১৪ তাহারদিগকে দিয়াছেন । যে সকল কার্য্য সূর্য্যের
নীচে করা যায় সে সকল আমি দেখিয়াছি এবং
১৫ দেখ সকল অবস্তুতা ও আত্মা ক্লেশস্বরূপ । যাহা
বাঁকা তাহা সোজা করা যায় না ও যাহা কম
১৬ তাহাও গনিত হইতে পারিবে না । দেখ আমি মহৎ
হইয়াছি ও যাহারা য়িরোশালমে আমার পূর্ব্বে ছিল
সে সকলহইতে অধিক জ্ঞান আমি পাইয়াছি এ কথা
কহত আমি আপন অন্তঃকরনের সহিত কথোপ
১৭ কথন করিলাম এবং আমার অন্তঃকরন অনেক জ্ঞান
ও বুদ্ধিকে বিলক্ষন অনুভব করিল । এবং বিদ্যা ও

জ্ঞান ও পাগলপনা ও মূর্খত্ব জানিতেও আমি
মনোযোগ করিলাম এবং এ যে আত্মার ক্লেশ ইহা
১৮ ও আমি জানিতে পাইয়াছি। কেননা অনেক
জ্ঞানেতে অনেক মনস্তাপ এবং যাহার জ্ঞান বাড়ে
তাহার শোক বাড়ে।—

পর্ব্ব আমি আপন অন্তঃকরণকে বলিলাম আইস
১ আমি তোমাকে আনন্দেতে পরীক্ষা করিব অতএব
২ সুখভোগ কর দেখ এইও অবস্তু। হাস্যের
বিষয়ে আমি বলিলাম সে পাগল এবং হর্ষের বিষয়ে
৩ আমি কহিলাম সে কি করে?। আমি আপন অন্তঃ
করণকে বিদ্যাতে বিদিত করত ও আপনাকে মদ্য পা
নেতে আসক্ত করিতে এবং মানুষের সন্তানেরদের
পরমায়ুর সকল দিনে স্বর্গের নীচে কিং ক্রিয়া তাহার
দের কর্ত্তব্য এবং তাহারদের যে ক্রিয়াতে তাহারদের
মঙ্গল হয় আমার এ সকলের জানন পর্য্যন্ত অজ্ঞতা
৪ ধর্ন করিতেও চেষ্টা করিলাম। আমি বড়
কার্য্য করিলাম আমি আপনার কারণ অনেক ঘর
উঠাইলাম ও আপনার জন্যে দ্রাক্ষা ক্ষেত্র করিলাম।
৫ আমি আপন কারণ বাগান ও আরাম করিলাম
এবং সকল প্রকার ফলবান বৃক্ষ তাহাতে করিলাম
৬ বাগানের বৃক্ষোৎপাদক বনের জল দিবার কারণ
৭ আমি মাছ জীয়ান পুষ্করিণী খুদিলাম। আমি
অনেক দাস দাসী সঞ্চয় করিলাম এবং আমার
খানেজাতেরাও ছিল ও যে লোকেরা যিরোশলমে
আমার পূর্ব্বে ছিল সে সকলহইতে আমার গোমে

৮ যাদি অনেক ধন ছিল। আমি রূপা ও স্বর্ণ
এবং রাজারদের ও রাজ্যের অসাধারণ দ্রব্য সঞ্চয়
করিলাম। আমার ও গায়ক ও গায়িকারা এবং
মানুষেরদের পুত্রেরদের তুষ্টিকর বস্তু অর্থাৎ সকল
৯ প্রকার বাদ্যভাণ্ড ছিল। তাহাতে আমি বড় ছিলাম
এবং যিরোশলমে আমার পূর্ব্বে যে সকল ছিল
সে সকলহইতে বাড়িলাম আমার জ্ঞানও আমার
১০ সহিত রহিল। যাহা আমার চক্ষু ইচ্ছা করিল
তাহার কিছু আমি নিষেধ করিলাম না এবং
আমার হৃদয়কে কোন আনন্দও নিষেধ করিলাম
না কেননা আমার সকল কার্য্যেতে আমার অন্তঃ
করণ বড় আনন্দ করিল আমার সকল শ্রমের ফলে
১১ আমার এই অংশ। পরে যাহা আমার হস্ত করিয়া
ছিল এবং যে সকল কার্য্য করিতে আমি শ্রম করিয়া
ছিলাম সে সকল কার্য্যে আমি দৃষ্টি করিলাম এবং
দেখ সে সকল অবস্তুতা ও আত্মার ক্লেশমাত্র এবং
১২ সূর্য্যের নীচে সার কিছু নাই। তারপর জ্ঞান ও
পাগলামি ও মূর্খত্ব দেখিতে আমি মন ফিরাইলাম
কেননা যে জন রাজার পরে আইসে সে কি করিবে?
১৩ যাহাং কৃত হইয়াছিল তাহাই কেবল। যেমন
দীপ্তি অন্ধকারহইতে ভাল তেমনি জ্ঞান মূর্খত্বহইতে
১৪ ভাল আমি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিদ্বানের চক্ষু
আপন মুখ মণ্ডলেতে হয় কিন্তু অজ্ঞান লোক অন্ধ
কারে বেড়ায় এই দুয়ের সমান গতি হইবে আমিও
১৫ ইহা জানিতে পাইয়াছি। যেমন পাগলের গতি তেমন

আমার অতএব আমি কেন অধিক বিদ্বান? আমি
ইহা মনেং বলিলাম তখন আমি কহিলাম এই ও
১৬ অবস্তুতা কেননা মূর্খ বিষয়ক স্মরণহইতে অধিক
বিদ্বান বিষয়ক স্মরণ কখন হইবে না কেননা
ভবিষ্যৎ কালে সকলে বিস্মৃত হইবে এবং যেমন
১৭ বিদ্বান মরে তেমন মূর্খও মরে। অতএব আমি
প্রাণকে ঘৃণা করিলাম কেননা যে সকল কার্য্য সূর্য্যের
নীচে হইয়াছে তাহাতে আমার বড় ক্লেশ কেননা
১৮ সকল অবস্তুতা এবং আত্মার ক্লেশমাত্র। এবং
আপন যে সকল কার্য্যেতে আমি সূর্য্যের নীচে শ্রম
করিয়াছিলাম সে সকল ক্রিয়া আমি ঘৃণা করিলাম
কেননা যে জন আমার পরে হইবে সে জনের
নিমিত্তে আমাকে সে সকল ছাড়িয়া দিতে হইবে
১৯ এবং সে জন বুদ্ধিমান হইবে কিম্বা মূর্খ হইবে ইহা
কেহ জানে না কিন্তু আমি যে সকল কার্য্যেতে শ্রম
করিয়াছি ও সূর্য্যের নীচে আপনাকে জ্ঞানবানরূপে
প্রকাশ করিয়াছি সে জন আমার সে সকল কার্য্য
২০ অধিকার করিবে এই ও অবস্তুতা। পরে আপন
যে সকল কার্য্যের বিষয়ে আমি সূর্য্যের নীচে শ্রম
করিয়াছিলাম সে সকলেতে আমি আপন অন্তঃ
২১ করণকে অভরসা করিতে চেষ্টা করিলাম কেননা
বুদ্ধিতে ও জ্ঞানেতে ও প্রকৃত কার্য্য করাতে যাহার
শ্রম আছে এমন লোক আছে এবং যে জন তাহাতে
কিছু শ্রম করে নাই তাহার অধিকারের নিমিত্তে
সে তাহা ছাড়িয়া দিবে এই ও অবস্তুতা ও বড় ক্লেশ।

২২ কেননা যে সকল কার্য্যেতে ও অন্তঃকরনের ক্লেশেতে
মনুষ্য সূর্য্যের নীচে শ্রম করিয়াছে সে সকলেতে
২৩ তাহার কি হইবে ?। কেননা তাহার সকল দিন
দুঃখ এবং তাহার কার্য্য মনস্তাপ রাত্রিতেও তাহার
২৪ মন বিশ্রাম পায় না এই সকল ও অবস্তুতা। মানু
ষের ভোজন ও পান করণ ও আপন সকল ক্রিয়াতে
হৃদয়ের আহ্লাদ করন ইহাহইতে ভাল আর কিছু
নাই কেননা ঈশ্বরের হাতহইতে দত্ত এই সকল ইহা
২৫ আমি দেখিয়াছি। কেননা আমাহইতে অধিক কে
ভোগ করিতে পারে কিম্বা কে আমাহইতে বড় চিন্তা
২৬ করিতে পারে ?। কেননা যে মানুষ ঈশ্বরের
গোচরে ভাল তাহাকে বুদ্ধি ও জ্ঞান ও আনন্দ ঈশ্বর
দেন কিন্তু যে জন ঈশ্বরের গোচরে সাধু সেই জনকে
দিবার নিমিত্তে পাপিষ্ঠকে একত্র করিতে ও সঞ্চয়
করিতে শ্রম তিনি দেন। এই ও অবস্তুতা ও আত্মার
ক্লেশ।—

পর্ব্ব সকলের উপযুক্ত কাল আছে ও স্বর্গের নীচে
৩ প্রত্যেক পর্য্যালোচনেরও উপযুক্ত কাল আছে। জন্ম
কাল ও মরণ কাল রোপনের কাল এবং রোপিত
২ বস্তুর উপড়ানের কাল। বধ করণের কাল ও সুস্থ
করনের কাল ভঙ্গনের কাল ও গাঁথনের কাল।
৪ ক্রন্দনের কাল ও হাস্যের কাল হাহাকারের কাল ও
৫ নৃত্য করনের কাল পাথর ফেলিয়া দিবার কাল ও
পাথর একত্র করার কাল আলিঙ্গনের কাল এবং
৬ আলিঙ্গন না করার কাল পাওনের কাল ও হারাবার

৭ কাল রক্ষা করার কাল ও ফেলিয়া দেওয়ার কাল চিরি
বার কাল ও সিঁয়ানের কাল চুপ করার কাল এবং
৮ কথা কহার কাল প্রেম করার কাল ও ঘৃণা করার
৯ কাল যুদ্ধ করার কাল এবং মেল করার কাল। যে
জন কার্য্য করে সে জন যে কার্য্যেতে শ্রম করে
১০ তাহাতে কি ফল পায়?। মানুষের সন্তানেরদিগকে
যে পরিশ্রম ঈশ্বর করিতে দেন সে সকল আমি
১১ দেখিয়াছি। সকল দ্রব্য আপন কালে যে শোভা পায়
এমন তিনি সকলকে করিয়াছেন এবং তিনি ভবি
ষ্যৎ কাল তাহারদের অন্তঃকরণে দিয়াছেন সে
কার যে সকল কার্য্য ঈশ্বর প্রথমাবধি শেষপর্য্যন্ত
১২ করেন সে ক্রিয়ার তত্ত্ব মনুষ্য পায় না। মানুষের
আপন জীবন কালে আনন্দ ও ভাল ক্রিয়া করন বই
তাহার মধ্যে আর কিছু যে ভাল নাই ইহা আমি
১৩ জানি। এবং প্রত্যেক জনের খাওয়া পান করা এবং
আপন সকল কার্য্যের ফল ভোগ করা উপযুক্ত কেননা
১৪ এই ঈশ্বরদত্ত। ঈশ্বর যাহা করেন তাহা নিত্য
তাহার কিছু অধিক কিম্বা ন্যূন হইতে পারিবে না
ইহা আমি জানি এবং মনুষ্যেরা তাঁহার সাক্ষাতে
১৫ ভয় করে এই কারণ ঈশ্বর সে সকল করেন। যাহা
হইয়াছিল তাহা আছে ও যাহা হইবে তাহা ছিল
এবং যাহা অতিত হইয়াছে তাহার বিবরণও ঈশ্বর
১৬ চান। সূর্য্যের নীচে আমি বিচারের স্থান দেখিলাম
সে খানেও কুক্রিয়া এবং ধর্ম্ম কার্য্যের স্থানও দেখি
১৭ লাম সেই খানেও অধার্ম্ম্য। মনেং আমি কহি

যাঁচি ঈশ্বর ধার্ম্মিকেরদের ও দুষ্টেরদের বিচার
করিবেন কেননা সেই স্থানে সকল সঙ্কল্প ও সকল
১৮ কার্য্যের কাল আছে। মানুষেরদের সন্তানেরদের
বিষয়ে আমি মনেই বলিলাম ঈশ্বর যেন তাহারদিগ
কে প্রকাশ করেন তখন আপনারা যে পশুমাত্র ইহা
১৯ তাহারা জানিতে পারিবে কেননা মানুষেরদিগকে যে
ঘটে সে পশুদিগকেও ঘটে সকলেরি এক ঘটনা যেমন
ইহারা মরে তেমন তাহারাও মরে সকলের এক
জীবাত্মা আছে অতএব পশুহইতে মানুষের কিছু
২০ প্রাধান্য নাই কেননা সকলি অবস্তুতা সকলে এক
স্থানে যায় সকলি ধূলাহইতে হয় এবং সকলি
২১ পুনর্ব্বার ধূলাতে মিলিয়া যায়। মানুষের সন্তানের
দের ঊর্দ্ধগামী জীবাত্মা ও পৃথিবীর নীচেতে পশুর যে
অধোগামী জীবাত্মা এই দুয়ের বিশেষ কে জানে?।
২২ অতএব আপন সকল কার্য্যে আনন্দ করা মানুষের
যে ইহা হইতে কিছু ভাল নয় ইহা আমি জানি
কেননা এই তাহার অধিকার। কেননা আপনার
পরে যে হইবে ইহা দেখাইতে পারে কে?।—

পর্ব্ব ৪ পরে আমি ফিরিয়া আইলাম এবং সূর্য্যের নীচে
যে সকল অন্যায় তাহা দেখিলাম এবং অন্যায়েতে
দণ্ডিতেরদের নেত্রজলও আমি দেখিলাম এবং
তাহারদের সান্ত্বনা করিতে কেহ ছিল না। তাহার
দের অন্যায় দণ্ডকেরদের পক্ষে পরাক্রম ছিল কিন্তু
২ তাহারদের সান্ত্বনা করিবার কেহ নাই। তখন বর্ত্ত
মান জীবৎ প্রাণিরদেরহইতে এতৎ কালের পূর্ব্বে মৃত

৩ এমন মৃতেরদের প্রশংসা আমি করিয়াছি। এবং
যে জন এখন জন্মে নাই ও যে সকল ক্লেশ সূর্য্যের
নীচে আছে সে ক্লেশকে যে দেখিতে না পাইয়াছে সে
৪ এ দুইহইতেও ভাল। পুনশ্চ সকল প্রকার শ্রম
এবং সকল প্রকৃত কার্য্য মানুষ যে ইহাতে আপনার
প্রতিবাসিতে দ্বেষিত আছে ইহা আমি বিবেচনা
৫ করিলাম এবং এইও অবস্তুতা ও আত্মার ক্লেশ। মূর্খ
আপন হাত কোঁকড়া করিয়া আপন মাংস খায়।
৬ নিস্তব্ধলের সহিত এক মুষ্টি আহার শ্রম ও আত্মার
৭ ক্লেশেতে যুক্ত দুই মুষ্টিহইতে ভাল। পুনর্ব্বার আমি
৮ ফিরিয়া সূর্য্যের নীচে অবস্তুতা দেখিলাম। একাকী
এক জন আছে ও তাহার দ্বিতীয় নাই তাহার পুত্র
নাই ভাই নাই কিন্তু তাহার শ্রমের পরিসীমা নাই
তাহার চক্ষুও ধনেতে পরিতুষ্ট নয় আমি কি কারণ
শ্রম করি ও আপনার প্রাণের সুখ নিষেধ করি সে
৯ ইহাও বলে না এই অবস্তুতা এই অতিশয় ক্লেশ। এক
জনহইতে ভাল দুই জন কেননা তাহারদের কার্য্যের
১০ উত্তম ফল হয় কেননা তাহারা যদি পড়ে তবে এক
জন আপন সঙ্গিলোককে উঠাইবে কিন্তু যে জন একা
হইয়া পড়ে তাহার সন্তাপ হয় কেননা তাহাকে
১১ উঠাইতে আর কেহ নাই দুই জন একত্র শয়ন করি
লেও গ্রীষ্ম হয় কিন্তু কোন জন একা হইয়া কেমনে
১২ গ্রীষ্ম পাইবে?। যদি এক জন তাহাকে পরাস্ত
করে তবে দুই জন তাহার বাধা করিবে এবং ত্রিগুণ
১৩ দড়ি শীঘ্র ছিঁড়ে না। যে মূর্খ অথচ বুড়া রাজা

যুক্তি মানে না তাহাহইতে গরিব বুদ্ধিমান বালক
১৪ ভাল। কেননা কর্ত্তৃত্ব করিতে সে কারাগারহইতে
আইসে অতএব তাহার রাজ্যে যে জন্মে সেও
১৫ গরিব। যে সকল প্রাণবিশিষ্টেরা সূর্য্যের নীচে
ভ্রমন করে এবং তাহার বদলে যে দ্বিতীয় পুত্র
১৬ হইবে এ সকলকে আমি দেখিয়াছি লোকেরদের
পরিসীমা নাই অর্থাৎ তাহারদের পূর্ব্বে যাহারা
ছিল। যাহারা হইবে তাহারা তাহাতেও আনন্দ
করিবে না কেননা এইও অবস্তুতা এবং আত্মার
ক্লেশ।—

পর্ব্ব তুমি ঈশ্বরের ঘরে যখন যাও তখন আপন
৫ পা রক্ষা কর এবং অজ্ঞানেরদের উৎসর্গ করা
হইতে উপদেশ শুনিতে প্রস্তুত হও কেননা তাহারা
২ যে মন্দ করে ইহা বিবেচনা করে না। তুমি আপন
মুখেতে অবিচার্য্যবাদী হইও না এবং ঈশ্বরের
সাক্ষাতে হটাৎবাক্যবাদী অন্তঃকরণে হইও না কেন
না ঈশ্বর স্বর্গে ও তুমি পৃথিবীতে সে কারন তোমার
৩ কথা যেন অল্প হয়। কেননা অনেক কার্য্যেতে
স্বপ্ন হয় এবং অনেক কথনেতে অজ্ঞানের বাক্য
৪ জানা যায়। যখন ঈশ্বরের নিকটে মানন কর
তখন তাহা পূর্ণ করিতে গৌন করিও না কেননা
অজ্ঞান লোকেতে তাঁহার সন্তোষ নাই যাহা মানন
৫ করিয়াছ তাহা দেও। মানন করিয়া তাহা পূর্ণ
৬ না করাহইতে মানন না করা ভাল। তুমি আপন
শরীরকে তোমার মুখকে পাপ করাইতে দিও না

এবং এই ভুল এই কথা দূতের সাক্ষাতে কহিও না।
ঈশ্বর তোমার কথাতে কেন ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার হাতের
৭ কার্য্য নষ্ট করিবেন? কেননা অনেক স্বপ্নেতে এবং
অনেক কথাতে অনেক অবস্তুতা হয় কিন্তু তুমি
৮ ঈশ্বরকে ভয় কর। কোন প্রদেশেতে গরিবের ওপর
বড় অন্যায় করা এবং বিচারের ও ন্যায়ের বৈপরীত্য
করা যদি দেখ তবে তাহাতে চমৎকৃত হইও না
কেননা মহত্তমহইতে ও বড় যিনি তিনি দেখেন এবং
৯ তাহারদেরহইতে ও বড় হইয়াছে। পৃথিবীর উৎপন্ন
বস্তু সকলের কারন ও ক্ষেত্রহইতে রাজার প্রতি
১০ পালন। যে জন রূপা ইচ্ছা করে সে রূপাতে পরিতুষ্ট
হইবে না এবং যে জন অতিধন চাহে সে জন ধনের
১১ বাহুল্যতে তৃপ্ত হইবে না এইও অবস্তুতা। সম্পদ
বাড়িলে ভক্ষ্যোজকেরাও বাড়ে এবং চক্ষুতে তাহা
দেখন ব্যতিরেকে তাহার কর্ত্তারদের কি লাভ?।
১২ মজুর লোক অনেক খাউক কিম্বা অল্পই খাউক
তাহার নিদ্রা মিঠা কিন্তু ধনির ধন তাহাকে ঘুম
১৩ করিতে দিবে না। সূর্য্যের নীচে এক বড় ক্লেশ
আমি দেখিয়াছি আপন কর্ত্তারদের ক্ষতির কারন
১৪ রাখা ধন. কিন্তু দুর্গতিতে সে ধনের ক্ষয় হয় এবং
সে জন পুত্রকে জন্ম দেয় কিন্তু তাহার হাতে কিছু
১৫ নাই। যেমন আপন মাতার গর্ব্ভহইতে উলঙ্গ
হইয়া আইল তেমনি আপন আইসনের মতই সে
যাইবে সে আপন হাতে আপন কার্য্যের কিছু
১৬ ফল সঙ্গে লইয়া যাইবে না সে জন যেমন আইল

উদ্দেশে যাইবে এই ও বড় ক্লেশ। এবং যে
জন বায়ুর কারণ শ্রম করিয়াছে তাহার কি লাভ?।
১৭ সে জন আপন সমস্ত দিনও অন্ধকারে এবং
পীড়ায় এবং অনেক মনস্তাপে এবং ক্রোধে খায়।
১৮ দেখ আমি ইহা দেখিয়াছি ভোজন ও পান এবং যে
সকল দিন ঈশ্বর তাহাকে দেন সে দিন পর্য্যন্ত
আপন যে সকল কার্য্যে সূর্য্যের নীচে শ্রম করিয়াছে
সে ক্রিয়াতে আনন্দ করা এই সকল ভাল ও উচিত
১৯ কেননা এই তাহার অধিকার। যে প্রত্যেক জনকে
ঈশ্বর ধন ও সম্পত্তি দেন এবং তাহাকে তাহা ভোগ
করিতে এবং আপন ভাগ লইয়া আপন কার্য্যে
আনন্দ করিতে যোগ্যতা দিয়াছেন এইও ঈশ্বরদত্ত।
২০ কেননা সে আপন আয়ুর দিন মনে বড় রাখিবে না
কেননা তাহার মনের আনন্দেতে ঈশ্বর তাহাকে
প্রত্যুত্তর করেন।—

পর্ব্ব ঈশ্বর যাহাকে ধন ও সম্পত্তি ও সম্ভ্রম দিয়াছেন
৬ তাহাতে তাহার মন যাহা চাহে তাহার কিছুর অভাব
নাই কিন্তু তাহার ভোগ করার যোগ্যতা ঈশ্বর
তাহাকে দেন না কিন্তু অন্য কেহ তাহা ভোগ
২ করে এমন মানুষ আছে এই এক কুৎসিত বিষয়
আমি সূর্য্যের নীচে দেখিয়াছি এবং মানুষেরদের
মধ্যে সে প্রায় প্রতিদিনে হয়। এই অসত্তা ও বড়
৩ রোগ। কেহ যদি একশত পুত্রকে জন্ম দেয় এবং
যাহাতে সে দীর্ঘজীবী হয় এমন অনেক বৎসর বাঁচে
তাহার মন যদি ভালতে তৃপ্ত না হয় এবং সে যদি

কবর না পায় তবে তাহাহইতে গর্ব্ভস্রাব ভাল ইহা
৪ আমি কহি। কেননা গর্ব্ভস্রাব নিরর্থক আইসে ও
অন্ধকারে যায় এবং তাহার নাম অন্ধকারেতে
৫ আচ্ছাদিতও হইবে সেও সূর্য্য দেখে না এবং
কিছুই জানে না ইহার আরাম তাহাহইতে অধিক।
৬ সে জনও যদি দ্বিগুণ গণিত হাজার বৎসর বাঁচে তবু
কিছুই ভাল দেখে না সকলি কি এক স্থানে যায়
৭ না?। মুখের কারণ মানুষের সকল শ্রম কিন্তু
৮ বুভুক্ষা পরিতুষ্ট নয়। কেননা মূর্খহইতে বিদ্বানের কি
ভাল? এবং জীবতেরদের গোচর যে দরিদ্র ওপায়
৯ জানে তাহারও কি ফল?। চক্ষুর দৃষ্টি মনের
ভ্রমনহইতে ভাল এইও অবস্তুতা ও আত্মার ক্লেশ।
১০ যাহা হইয়াছিল তাহা কহা গিয়াছে এবং সে যে
মনুষ্য ইহা জানা যায় এবং আপনহইতে বলবান
ব্যক্তির সহিত সে বিরোধ করিতে পারে না।
১১ অবস্তুতা যে বাড়ায় এমন অনেক বিষয় আছে অতএব
১২ মানুষের মঙ্গল কাহাতে হয়?। কেননা মানুষ আপন
যে অবস্তুরূপ সকল জীবনকালকে ছায়ার ন্যায় অপ
ব্যয়িত করে তাহাতে তাহার মঙ্গল নিমিত্তক বস্তু কি
ইহা কে জানে? কেননা কোন মনুষ্যের পর সূর্য্যের
নীচে কি হবে ইহা তাহাকে কে কহিতে পারে?।

পর্ব্ব ৭ বহুমূল্য তৈলহইতে সুখ্যাতি ভাল এবং জন্ম
দিনহইতে মরণ দিন ভাল। ভোজনের ঘরে
২ যাওনহইতে ক্রন্দনের ঘরে যাওন ভাল কেননা
সে প্রত্যেক জনের শেষ এবং জীবৎ যে জন

সে জন তাহা অন্তঃকরণে লাগাইবে। হাস্য
৩ হইতে শোক ভাল কেননা মুখের বিষন্নতাতে
৪ হৃদয় ভাল হইয়া যায়। জ্ঞানবানের মন ক্রন্দনের
ঘরে কিন্তু অজ্ঞানেরদের মন আনন্দের ঘরে।
৫ মূর্খেরদের গীত শুনাহইতে বিদ্বানের ভৎর্সন শুনা
৬ ও ভাল। যেমন হাঁড়ির তলায় কাঁটার চটপটি
৭ তেমন মূর্খের হাস্য এই অবস্তুতা। অন্যায়
দণ্ড করন জ্ঞানবানকে পাগল করে এবং ঘুস অন্তঃ
৮ করনকে নষ্ট করে। কার্য্যের আরম্ভহইতে শেষ
ভাল এবং সহিষ্ণু আত্মা অহঙ্কৃতাত্মাহইতে ভাল।
৯ মনে ত্বরায় কুপিত হইও না কেননা মূর্খেরদের
১০ হৃদয়ে ক্রোধ বাস করে। পূর্ব্বকাল এ কালহইতে
ভাল ছিল ইহার কারণ কি? এ কথা কহিও না
কেননা ইহাতে তুমি জ্ঞানতঃ জিজ্ঞাসা না করিতেছ।
১১ অধিকারহইতে জ্ঞান ভাল এবং তাহাতে সূর্য্যদর্শী
১২ লোকেরদের ফল। কেননা জ্ঞান এক আশ্রয়
আছে ও ধন এক আশ্রয় আছে কিন্তু যাহারা জ্ঞান
প্রাপ্ত হয় তাহারদিগকে সে জীবন দেয় জ্ঞানের উৎ
১৩ কৃষ্টতা এই। ঈশ্বরের কার্য্য দেখ কেননা তিনি
যাহা বাঁকা করিয়াছেন তাহা সোজা করিতে পারে
১৪ কে?। সুদশাতে আনন্দিত হও ও কুদশাতে
বিবেচনা কর মনুষ্য তাহার পরে কিছু যে না পায়
এই নিমিত্তে ইহার এক আর একের সম্মুখে ঈশ্বর
১৫ রাখিয়াছেন। আমার অবস্তুতার দিনে আমি
সকলি দেখিয়াছি আপন যাথার্থ্যে যাহার বিনাশ

হয় এমন ধার্ম্মিক লোক আছে এবং আপন অধার্ম্মি
র্ম্মে যাহার আয়ু বাড়ে এমন দুষ্ট লোকও আছে।
১৬ অতিবাদ ধার্ম্মিক হইও না এবং আপনাকে অতিবড়
পণ্ডিত করিও না কি কারণ আপনাকে নষ্ট করিবা?।
১৭ অতিবাদ দুষ্ট হইও না এবং মূর্খও হইও না আয়ু
১৮ সম্পূর্ণ না হইলে কেন মরিবা?। তোমার ইহা
ধরা ভাল ইহাহইতে হাত টানিও না কেননা যে
জন ঈশ্বরকে ভয় করে সেই সে সকলহইতে বাহির
১৯ হইবে। নগরস্থ দশ বলবান লোক নগরকে
যেমন সবল করে জ্ঞান ততোধিক বলবান জ্ঞান
২০ বানেরদিগকে করে কেননা সুক্রিয়া যে করে ও
২১ পাপ না করে পৃথিবীতে এমন ধার্ম্মিক নাই। যে
প্রত্যেক কথা কহা যায় সে সকল কথা মানিও না
পাছে আপন দাসকে তোমাকে শাপ দিতে শুন।
২২ কেননা তুমি অন্য লোকেরদিগকে পুনঃপুন যে শাপ
দিয়াছ ইহা তোমার অন্তঃকরণ জ্ঞাত আছে।
২৩ আমি জ্ঞানেতে এ সকলের অনুভব করিয়াছি
আমি কহিলাম যে আমি বিদ্বান হইব কিন্তু বিদ্যা
২৪ আমাহইতে দূর ছিল। যাহা অতিদূর ও বড়
২৫ গভীর তাহার তত্ত্ব জানিতে পারে কে?। আমি
জ্ঞান ও বিষয়ের কারণ জানিতে ও বিচার করিতে
ও চেষ্টা করিতে এবং অজ্ঞানের দুষ্টতা ও মূর্খত্বেরও
পাগলামির দুষ্টতা জানিতে মনোযোগ করিলাম।
২৬ এবং যে স্ত্রীর অন্তঃকরণ ফাঁদ ও জাল এ যাহার
হাত বন্ধন তাহাকে আমি মৃত্যুহইতেও তিক্ত দেখি

য়াছি যে জন ঈশ্বরের তুষ্টি করে সেই জন সে স্ত্রীকে
ছাড়িয়া বাঁচিবে কিন্তু পাপিরা তাহাতে ধরা যাইবে।
২৭ উপদেশক কহে আমার মন যাহা এখন চেষ্টাও
করে অথচ পায় না কিন্তু আমি একুন জানিবার
কারণ এক এক করিয়া গণিয়া দেখ এইমাত্র পাই
২৮ য়াছি। সহস্রের মধ্যে এক পুরুষকে আমি পাই
য়াছি কিন্তু এ সকলের মধ্যে এক স্ত্রীকে আমি পাই
২৯ নাই। ঈশ্বর মানুষ্যকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মান করি
য়াছেন কিন্তু তাহারা অনেক কল্পনা সৃষ্টি করিয়াছে
এইমাত্র আমি পাইয়াছি।—

পর্ব্ব ৮

জ্ঞানবানের ন্যায় কে? এবং বাক্যের অর্থ জানে
কে? মানুষের জ্ঞান তাহার মুখকে তেজস্কর করে
এবং লোকের মুখের নির্ভয়তার অন্যথা করিতে হইবে।
২ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে তোমাকে আমি পরামর্শ
দি বিশেষতঃ ঈশ্বরেতে আজ্ঞাপিত কিরা প্রযুক্ত।
৩ তাঁহার নিকটহইতে শীঘ্র যাইও না এবং মন্দ বাক্য
আগ্রহ করিও না কেননা তিনি আপন ইচ্ছা মত
৪ করেন। যেখানে রাজার বাক্য সেখানে পরাক্রম
তুমি কি করিতেছ? এই কথা তাহাকে কে কহিতে
৫ পারে?। যে জন আজ্ঞা পালন করে সে জন
আপদ জানিবে না। কিন্তু বিদ্বান অন্তঃকরন
৬ সময় ও বিচার জানে। কেননা সকল কার্য্যের
উচিত কাল ও বিচার আছে সে কারন মানুষের
৭ দুর্গতি তাহার উপর বড় আছে। যাহা
হইবে তাহা কেহ জানে না কেননা তাহা যখন

৮ হইবে ইহাও কহিতে পারে কে?। কেননা আত্মার
ওপর আত্মা বদ্ধ করার পরাক্রম মানুষের নাই
মরনের দিনেও তাহার বল নাই এবং সে যুদ্ধে
ছুটি নাই এবং কুক্রিয়া আপন কর্ত্তারদিগকে নিস্তার
৯ করিবে না। এ সকল আমি দেখিয়াছি এবং যে
সকল ক্রিয়া সূর্য্যের নীচে হইয়াছে সেই সকলেতে
আমি মনোযোগ করিয়াছি। যাহাতে এক জন আর
জনকে আপন ক্ষতির কারণ শাসন করে এমন কাল
১০ আছে। এমতও যাহারা ধার্ম্মিকের স্থানহইতে
যাতায়াত করিয়াছিল সে দুষ্ট লোকেরদিগকে কবরে
পোথা দেখিয়াছি এবং যে নগরে তাহারা এমন
ক্রিয়া করিয়াছিল সে নগরহইতে তাহারা যে বিস্মৃত
হইল ইহাও আমি দেখিয়াছি এইও অবস্তুতা।
১১ কুক্রিয়ার আজ্ঞাপিত সাজা শীঘ্র দেওয়া না গেলে
মানুষের সন্তানেরদের মন কুক্রিয়া করিতে আবিষ্ট
১২ হয়। পাপী লোক যদি একশতবার কুক্রিয়া করিয়া
দীর্ঘায়ু পায় তবু যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করে অর্থাৎ
যাহারা তাঁহার গোচরে ভয় করে তাহারদেরি মঙ্গল
১৩ হইবে ইহা আমি জানি। কিন্তু দুষ্ট লোকের
মঙ্গল কদাচ হইবে না এবং ছায়ার ন্যায় যে তাহার
আয়ু সে বাড়িবে না কেননা ঈশ্বরের গোচরে
১৪ সে ভয় করে না। পৃথিবীতে এক অবস্তুতা আছে
যাহারদের দুষ্কর্ম্মেরদের কার্য্যানুসারে ফল হয় এমন
ধার্ম্মিক লোক আছে এবং যাহারদের ধার্ম্মিকের

কার্য্যানুসারে ফল এমন কদাচার আছে আমি
১৫ কহিয়াছি যে এইও অবস্তুতা। তখন আমি সুখ
বিলাষের ব্যাখ্যা করিলাম কেননা খাওয়া পান করা
আনন্দ করা বই সূর্য্যের নীচে মানুষের আর মঙ্গল
নাই কেননা যে পরমায়ু সূর্য্যের নীচে ঈশ্বর তাহাকে
দেন এই তাঁহার দিনে তাহার কর্ম্মের এ ফল থাকিবে।
১৬ সে কারণ সকল জ্ঞান অনুভব করিতে ও যে সকল
কার্য্য সূর্য্যের নীচে করা যায় তাহাতে দিবারাত্রি
নয়নেতে যে নিদ্রা না পায় এমন মনুষ্য আছে এ
সকল কার্য্যও যখন আমি দেখিতে মনোযোগ করি
১৭ লাম তখন যে কার্য্য সূর্য্যের নীচে করা যায়
ঈশ্বরকৃত সে সকল কার্য্য মানুষ যে তাহা জানিতে
পারে না এই আমি দেখিলাম কেননা মানুষ যদি
তাহার তত্ব করিতে বড় যত্ন করে তবু তাহার তত্ব
পাইবে না আরও বলি বিদ্বান যদি তাহা জানিতে
মনে করে তবু তাহার তত্ব সে পাইতে পারিবে না।

পর্ব্ব
১ এ সকল বিষয়ে এ সকল প্রকাশ করিবার কারণ
আমি অন্তঃকরণে ইহা বিচার করিলাম ধার্ম্মিক
ও বিদ্বান এবং তাহারদের কার্য্য ঈশ্বরের হাতে
আছে। যাহাং গোচর আছে তাহাতে প্রেম কিম্বা
২ ঘৃণা ইহার বিশেষ কোন মানুষ জানে না। সকল
লোকের প্রতি সকল বিষয় একিমত ঘটে সদাচার ও
কদাচার ভাল ও মন্দ শুচি ও অশুচি যে জন যজ্ঞ
করে ও যে জন যজ্ঞ না করে এই সকলের এক ঘটনা
যেমত সদাচারের তেমন পাপির ও যে জন কিরা করে

তাহার যেমন যে জন কিরাতে ভয় করে তাহারও
৩ তেমন সূর্য্যের নীচে যাহা হইয়াছে তাহার মধ্যে
সকলের যে এক ঘটনা এই দুঃখ। মানুষের
সন্তানেরদের অন্তঃকরনও কুক্রিয়াতে পূর্ণ আছে
এবং তাহারদের জীবন কালে পাগলামি তাহারদের
অন্তঃকরনে আছে এবং তারপর তাহারা মৃতেরদের
৪ স্থানে যায়। যে কেহ সকল জীবতের সহযুক্ত
আছে তাহার বিষয়ে ভরসা আছে কেননা মৃত
৫ সিংহ হইতে জীবৎ কুক্কুর ভাল। আপনারদের
মরন যে হইবে জীবৎ লোকেরা ইহা জানে কিন্তু
মৃতেরা কিছুই জানে না এবং তাহারদের আর ফল
নাই কেননা তাহারদের স্মরণ বিস্মৃত হইয়াছে।
৬ তাহারদের প্রেম ও তাহারদের দ্বেষ ও তাহারদের
মাৎসর্য্য এখন লুপ্ত হইয়াছে এবং যে কোন কার্য্য
সূর্য্যের নীচে করা যায় তাহার মধ্যে তাহারদের
৭ আর অধিকার নাই। তুমি যাও হৃষ্ট হইয়া
আপন ভক্ষ্য ভোজন কর এবং হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপন
দ্রাক্ষারস পান কর কেননা এখন ঈশ্বর তোমার
৮ ক্রিয়া ভাল বাসেন। তোমার বস্ত্র সর্ব্বদা শুক্লবর্ণ
হউক তোমার মস্তকের তৈল কমি না হউক।
৯ সূর্য্যের নীচে তোমার যে অবস্তুতাযুক্ত দিন ঈশ্বর
তোমাকে দিয়াছেন সে তোমার অবস্তুতাযুক্ত সকল
দিন আপন প্রিয়া ভার্য্যার সহিত আমোদপূর্ব্বক বাস
কর কেননা এ পরমায়ুতে এবং সূর্য্যের নীচে তুমি
যে শ্রম করিতেছ তাহাতে এই তোমার অধিকার।

১০ তোমার হাত যাহাৎ করিতে পায় তাহা তোমার বলের
সহিত কর কেননা যেখানে তুমি যাইতেছ এমন যে
কবর তাহাতে কিছু কার্য্য নাই ওপায় নাই জ্ঞান নাই
১১ বুদ্ধি নাই। পরে আমি ফিরিয়া আইলাম ও সূর্য্যের
নীচে ইহা দেখিতে পাইলাম দৌড়েতে বেগগামির
জয় করন নাই ও যুদ্ধেতে বলবানের জয় নাই এবং
জ্ঞানবানেরদের খাবারও নাই ও বুদ্ধিমানেরদের
ধনও নাই ও পণ্ডিতেরদের প্রতি অনুগ্রহও নাই
কিন্তু কাল ও ঘটনা এই সকলেরদের প্রতি আছে।
১২ কেননা মানুষ আপন সময় জানে না কিন্তু যেমন
মৎস্যেরা অপকারি জালে ধরা যায় ও যেমন পক্ষিরা
ফাঁদে ধরা যায় তেমন যখন বিরুদ্ধ দশা মনুষ্যের
সন্তানেরদের ওপর অকস্মাৎ পড়ে তখন তাহারা
১৩ তাহাতে ধরা যায়। সূর্য্যের নীচে আমি এ জ্ঞান
১৪ দেখিয়াছি এবং সে আমার দৃষ্টিতে বড় ছিল এক
ছোট সহর ছিল ও তাহার মধ্যে অল্প লোক ছিল
এবং এক বড় রাজা আসিয়া সে সহর সৈন্যেতে
বেষ্টিত করাইল ও বড় গড় তাহার নিকটে করিল।
১৫ এক জন দরিদ্র বিদ্বান মানিষ সে সহরের মধ্যে
পাওয়া গেল এবং সে জন আপন জ্ঞানেতে সহরের
রক্ষা করিল কিন্তু কেহ সে দরিদ্রকে মনে রাখিল
১৬ না। তখন আমি বলিলাম বলহইতে জ্ঞান ভাল
কিন্তু দরিদ্রের জ্ঞান অবজ্ঞাত ছিল ও তাহার কথা শুনা
১৭ যায় না। যে জন অজ্ঞানেরদের রাজা তাহার উচ্চৈঃ
১৮ স্বরহইতে জ্ঞানিরদের চোটৎ কথা শুনা যায়। যুদ্ধ

করনের অস্ত্রহইতে জ্ঞান ভাল কিন্তু এক পাপিলোক
অনেক ভালকে নষ্ট করে।—

পর্ব্ব মৃত কীটেতে বনিকের তৈল দুর্গন্ধ করে সে মত
১০ অল্প অজ্ঞান ক্রিয়া জ্ঞান ও সম্ভ্রমেতে বিখ্যাত লোকের
২ দুর্নাম করে। জ্ঞানবানের মন তাহার দক্ষিনে
৩ কিন্তু মূর্খের মন তাহার বাঁমে। মূর্খ যখন পথে
যায় তখনও তাহার জ্ঞান অনুপস্থিত হইয়াছে এবং
আপনি যে মূর্খ ইহা সকলের কাছে প্রকাশ করে।
৪ যদি কর্ত্তার মন তোমার ওপর ক্রুদ্ধ হয় তবে আপন
স্থান ছাড়িও না কেননা নম্রতা বড় দোষ শান্ত
৫ করে। সূর্য্যের নীচে নৃপতিহইতে যে বাহির যায়
৬ এমন এক দোষ আমি দেখিয়াছি মূর্খতা বড় পদে
৭ অর্পিত হয় এবং ধনিরা নীচ স্থানে বসে। অশ্বারূঢ়
দাসেরদিগকে আমি দেখিয়াছি এবং দাসের ন্যায়
৮ পদব্রজগামিভূপতিরদিগকে আমি দেখিয়াছি। যে
জন খাদ খনন করে সে তাহার মধ্যে পড়িবে যে
৯ জন বেড় ভাঙ্গে তাহাকে সর্প কামড়াইবে। যে জন
পাথর চালায় সে জন তাহাতে হিংসিত হবে এবং
যে জন কাষ্ঠ চিরে তাহার তাহাতে আপদ হইবে।
১০ লোহা যদি ভোঁতা হয় এবং ধার যদি শানে না দেয়
তবে অধিক বল চাহে কিন্তু ক্রিয়া সিদ্ধ করিবার
১১ কারণ জ্ঞান ভাল। সর্প ফোঁসং করা ব্যতিরেক
অবশ্য কামড়াইবে এবং বড় মুখের লোক তাহা
১২ হইতে ভাল নয়। বুদ্ধিমানের মুখের কথা কৃপাযুক্ত
১৩ কিন্তু মূর্খের ওষ্ঠাধর তাহাকে গ্রাস করিবে। তাহার

মুখের কথা কহার আরম্ভ মুর্খতা ও তাহার শেষ
১৪ হিংসাকারি পাগলামি হয়। মুর্খ কথাতে পূর্ন আছে
ভবিষ্যৎ যাহা তাহা মানুষ জানে না এবং
আপনার পরে যে হবে তাহার বিশেষ তাহাকে
১৫ কহিতে পারে কে?। মুর্খেরদের শ্রম তাহারদিগকে
শ্রান্ত করে কেননা সহরে কি মত যাই ইহা সে জানে
১৬ না। হে দেশ যখন তোমার রাজা বালক এবং
তোমার অধ্যক্ষেরা প্রত্যুষে খায় তখন তোমার
১৭ সন্তাপ হবে। হে দেশ যখন তোমার রাজা মহ
তের পুত্র এবং তোমার অধ্যক্ষেরা উচিত কালে খায়
বলের কারন কিন্তু মত্ত হবার কারন নয় তখন তুমি
১৮ ধন্য। আলস্যেতে গাঁথনির হানি হয় এবং
হাতের শিথিলি হওনেতে ঘর পড়ে। হাসি খুশির
১৯ কারন ভোজ করা যায় এবং দ্রাক্ষারস হৃষ্ট করয়
২০ কিন্তু টাকা সকলি করে। মনে রাজার অপযশ
বলিও না এবং ধনির অপযশ অন্তকাশ স্থানেও
করিও না কেননা শূন্যের পক্ষী সে কথা প্রকাশ
করিবে এবং পাখা বিশিষ্ট যে সে বাক্য সেই কহিবে।

পর্ব্ব তুমি আপন ভক্ষ্য জলের উপর ফেলিয়া দেও
১১ কেননা অনেক দিনের পরে তাহা পাইবা। সাত
জনকে অংশ দিও আট জনকেও দেও কেননা পৃথি
বীতে যেং আপদ হইবে তাহা তুমি জান না।
৩ মেঘেরা যদি পূর্ন হয় তবে তাহারা পৃথিবীতে আপ
নারদিগকে শূন্য করে এবং দক্ষিন কিম্বা উত্তরে
হওক যে দিগে বৃক্ষ পড়ে বৃক্ষ যে খানে পড়ে

৪ সেখানে থাকে। যে জন বাতাস মানে সে
বীজ বুনিবে না এবং যে জন মেঘ মানে সে ফসল
৫ কাটিবে না। তুমি যেমন বায়ুর পথ জান না এবং
গর্ব্ভবতী স্ত্রীর উদরে হাড় যে মত বাড়ে ইহাও যেমন
তুমি জান না তেমন সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের
৬ কর্ম্ম তুমি জ্ঞাত নও। প্রাতঃকালে তোমার বীজ বুন
এবং সায়ং-কালেও তোমার হাত নিবর্ত্ত করিও না
কেননা ইহার কিম্বা উহার ফসল হইবে কিম্বা দুই
৭ একিমত ভাল হইবে ইহা তুমি জান না। আলো
৮ মিঠা বটে ও চক্ষুর সূর্য্যদেখা ভাল কিন্তু যদি কেহ
অনেক দিন বাঁচে ও সে সকলেতে আনন্দিতও হয়
তবু সে জন অন্ধকারের দিন মনে রাখুক কেননা তেমন
দিন অনেক হইবে যে হইয়াছে সে সকল অবস্তুতা।
৯ হে যুবা মানুষ তোমার যৌবনাবস্থায় হৃষ্ট হও এবং
তোমার যৌবনাবস্থায় তোমার চিত্ত তোমাকে আহ্লা
দিত করুক আপনার অন্তঃকরণের পথে চল এবং
আপনার চক্ষের দৃষ্টিতে আচরণ কর কিন্তু এই সকল
করিলেও ঈশ্বর তোমাকে বিচারেতে আনিবেন
১০ ইহা জানিও। অতএব তোমার অন্তঃকরণহইতে
সন্তাপ লওাও এবং তোমার শরীরহইতে দুঃখ
দূর কর কেননা বালক কাল ও যুবাকাল অবস্তুতা।
পর্ব্ব যাবৎ কুদশা না হয় ও যে বৎসরেতে তুমি
১২ কহিবা যে আমার তাহাতে তুষ্টি নাই সে বৎসর
১ যাবৎ নিকট না হয় এবং যাবৎ সূর্য্য ও দীপ্তি
২ ও চন্দ্র ও তারা অন্ধকারময় না হয় এবং বৃষ্টির

৩ পরে মেঘ যাবৎ পুনর্ব্বার আইসে না এবং যে
দিনে ঘরের রক্ষকেরা কম্পমান হবে এবং পরাক্রা
ন্তেরা হেট হবে এবং পেষকেরা অল্প হইয়া কর্ম্ম
ত্যাগ করে এবং যাহারা খিড়িকী দিয়া দেখে
৪ তাহারা অন্ধকারময় হবে ও রাস্তাতে দ্বার বন্ধ হয়
এবং জাঁতার শব্দ মন্দং হয় এবং সে যখন পক্ষির
শব্দেতে উঠিবে এবং যখন বাদ্যকারীকন্যা সকল
৫ ক্ষীণা হবে ও যখন তাহারা উচ্চ বস্তুতে ভয়ান্বিত
হবে এবং পথে যখন ভয় হবে এবং বাদাম বৃক্ষ
বাড়িবে এবং ফড়িঙ্গ যখন ভার হবে এবং মানুষ
আপন চিরকালের বাসায় যায় যখন ইচ্ছা ক্ষীণা
হবে এবং যখন ক্রন্দকেরা রাস্তাতে ভ্রমণ করিবে
৬ এবং যে পর্য্যন্ত রূপার দড়ি খুলা না যায় ও স্বর্ণের
বাটি ভাঙ্গা না যায় ও কূপে কলস কিম্বা কুণ্ডেতে
চক্র ভাঙ্গা না যায় সে পর্য্যন্ত তোমার যৌবনাবস্থা
৭ থাকিতেং আপন সৃষ্টিকর্ত্তাকে মনে কর কেননা
তখন পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনি ধূলা * পৃথিবীতে
আরবার যাবে এবং যে ঈশ্বর আত্মাকে দিলেন
তাঁহার কাছে আত্মা যাবে।—

৮ উপদেশক বলে অবস্তুতার অবস্তুতা অবস্তুতার
৯ অবস্তুতা সকলি অবস্তুতা। উপদেশক বিদ্বান
ছিলেন এই জন্যে লোকেরদিগকে জ্ঞান নিত্য শিক্ষা
করাইতেন তিনি মনোযোগ করিতেন ও বিবেচনা

---

* অর্থাৎ শরীর।—

১০ করিতেন এবং অনেক হিতোপদেশ কথা সাজা
ইতেন। উপদেশক উচিত বাক্য চেষ্টা করিলেন
এবং যে লিখিত ছিল সেই প্রকৃত অর্থাৎ সত্য কথা।
১১ বুদ্ধিমানেরদের কথা হলের ও আটকা কাঁটার ন্যায়
এবং সভার প্রধানে এক রক্ষক কর্ত্তৃক দত্ত আছে।
১২ হে আমার পুত্র তুমি ইহাতে উপদিষ্ট হও অনেক
পুস্তক রচনার শেষ নাই এবং অনেক অভ্যাস
১৩ শরীরের শ্রম আইসে। আমরা সকলের তাৎপর্য্য
শুনি ঈশ্বরকে ভয় কর ও তাঁহার আজ্ঞা পালন কর
১৪ কেননা মানুষের সকলি এই। কেননা সকল কার্য্য
এবং যে প্রত্যেক গুপ্ত ক্রিয়া হয় ভাল হউক কিম্বা
মন্দ হউক এ সকল ঈশ্বর বিচারেতে আনিবেন।

শলমার পরম গীত।—

১ প্রথম পর্ব্ব।—

১ শলমনেতে রচিত গীতের গীত।—
২ তিনি আপন মুখের চুম্বনেতে আমাকে চুম্বন করুন
কেননা তোমার প্রেম দ্রাক্ষা রসহইতেও ভাল।
৩ তোমার উত্তম তৈলের সুগন্ধেতে তোমার নাম ঢালা
তৈলের মত আছে সেই কারণ যুবতীরা তোমাকে
প্রেম করে।—
৪ আমাকে টান।—
আমরা তোমার পাছে২ দৌড়িব।—
রাজা আপন কুঠরিতে আমাকে আনিলেন।—
আমরা তোমাতে হৃষ্ট ও আনন্দিত হইব আমরা
দ্রাক্ষারসহইতেও অধিক তোমার প্রেম মনে রাখিব।
সাধু লোকেরা তোমাকে প্রেম করে।—
৫ হে যিরূশলমের কন্যারা আমি কৃষ্ণবর্ণ বটি
কিন্তু সুন্দরী যেমন কদারের তাম্বু ও যেমন শলমনের
৬ পরদা তেমন। আমি কালা কেননা রৌদ্র আমার
উপর দৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে আমাকে অবলোকন
করিও না। আমার মাতার পুত্রেরা আমার উপরে
কুপিত ছিল তাহারা আমাকে দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের রক্ষিকা
৭ করিল কিন্তু আপন ক্ষেত্র আমি রক্ষা করি নাই। হে

আমার প্রাণের প্রিয় আপন পাল যেখানে চরাইতেছ
তাহাকে মধ্যাহ্নকালে যেখানে শুয়াইতেছ তাহা
আমাকে কহ তোমার সখারদের পালের নিকটে
আমি কেন তোমার অসম্বন্ধ লোকের মত হইব ?।
৮ হে নারীরদের মধ্যে পরম সুন্দরী তুমি যদি ইহা
জান না তবে এই পালের পায়ের দাগ ধরিয়া যাও
এবং তোমার ছাগীর বাচ্চারদিগকে রাখালেরদের
টোলের নিকট চরাও।—
৯ হে আমার প্রিয় ফিরৌণের রথে যুক্ত ঘোড়াতে
১০ আমি তোমাকে উপমিত করিয়াছি। সারেং
হওয়াতে তোমার গাল সুন্দর হারেতে তোমার
গলাও সুন্দর।—
১১ রূপাতে বিচিত্র স্বর্ণময় আঁচলা আমরা তোমার
নিমিত্ত করিব।—
১২ রাজা যে কালে বন্ধু চক্রে আছেন তৎকালে
১৩ আমার জটামাংসী সুগন্ধ করে। যে মরের গোলা
বক্ষস্থলে থাকিবে তাহার মত আমি আপন প্রিয়কে
১৪ মানি। আমার কাছে আমার প্রিয় আইনগাদির
দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের দ্রাক্ষার এক থকার মত আছেন।—
১৫ হে আমার প্রিয়া তুমি সুন্দরী তুমি পরম সুন্দরী
তোমার কবুতরের ন্যায় লোচন আছে।—
১৬ হে আমার প্রিয় দেখ তুমি সুন্দর তুমি সুখদ
১৭ আমারদের বিছানাও সবুজ রঙ্গ। আমারদের
ঘরের তির আরজের কাষ্ঠের এবং বর্গা বরশ
কাষ্ঠের।—

পর্ব্ব ১ আমি শারনের গোলাব ফুল এবং মাটের শোশন
২ ফুল।—
২ যেমন কাঁটার মধ্যে শোশন ফুল তেমন যুবতীর
দের মধ্যে আমার প্রিয়া।—
৩ বন বৃক্ষের মধ্যে যেমন জামীর বৃক্ষ তেমন যুবার
দের মধ্যে আমার প্রিয় আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়া
তাহার ছায়াতে বসিলাম ও তাহার ফল আমার মুখে
৪ মিঠা লাগিল। তিনি ভোজন শালাতে আমাকে আনি
লেন এবং আমার উপরিস্থিত যে তাঁহার ধ্বজ সে
৫ প্রেম। ও পররস দ্রব্যেতে আমাকে তুষ্ট কর নাগরঙ্গ
ফলেতে আমাকে সান্ত্বনা কর কেননা আমি প্রেমেতে
৬ পীড়িতা। তাহার বাম হাত আমার মাথার নীচে
ছিল ও তাহার দক্ষিণ হাত আমাকে আলিঙ্গন
৭ করিল। হে যিরোশলমের যুবতীরা আমি মাটের
কালসারেরদের ও হরিণেরদের নাম লইয়া তোমার
দিগকে দিব্য করাই আমার প্রিয় যে পর্য্যন্ত ইচ্ছা
না করেন সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে উঠাইও না ও জা
গাইও না।—

৮ আমার প্রিয়ের শব্দ এই দেখ তিনি লাফ দিতেং
পর্ব্বতের উপর আসিতেছেন তিনি গিরির উপর
৯ দৌড়িয়া আসিতেছেন। যেমন কালসার কিম্বা
যুবা হরিণ তেমন আমার প্রিয়। দেখ তিনি আমার
দের প্রাচীরের পাছে দাঁড়ান তিনি ছিদ্র দিয়া আপনা
১০ কে দেখাইয়া খিড়কি দিয়া দেখেন। আমার প্রিয়
প্রত্যুত্তর করিয়া আমাকে বলিলেন। হে আমার

১১ প্রিয়া হে আমার সুন্দরী উঠ এবং আইস কেননা
১২ শীতকাল গিয়াছে বৃষ্টি বহিয়া গিয়াছে। ভূমিতে
ফুল ফুটে গানের কাল হইয়াছে ঘুঘুর শব্দ আমার
১৩ দের দেশে শুনা যায়। ডুমুর বৃক্ষ আপন কোমল
ফল বাহির করে দ্রাক্ষা লতা আপন ক্ষুদ্র ফলেতে
আমোদ করে। হে আমার প্রিয়া হে আমার রূপ
১৪ বতী তুমি আইস। হে পর্ব্বতের গুপ্ত বিদীর্ণস্থান
ও সিড়িনিবাসি আমার কপোতী তোমার দর্শন আমি
যেন পাই তোমার কথা আমি যেন শুনিতে পাই
কেননা তোমার কথা মধুর ও তোমার মুখ সুন্দর।
১৫ শৃগালেরদিগিকে অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র শৃগালেরা দ্রাক্ষা
লতাকে নষ্ট করে তাহারদিগিকে ধর কেননা আমার
দের বৃক্ষের ক্ষুদ্র দ্রাক্ষা আছে।—

১৬ আমার প্রিয় আমারি এবং আমি তাহারি তিনি
১৭ শোশনের মধ্যে চরান। যাবৎ পর্য্যন্ত প্রত্যুষ না
হয় এবং ছায়া* না পলায় তাবৎ হে আমার প্রিয়
বেতর পর্ব্বতের উপরিস্থ কালসার কিম্বা যুবা হরি
ণের মত তুমি ফিরিয়া আইস।—

পর্ব্ব ৩ রাত্রিকালে আমি আপন শয্যায় আপন প্রাণের
প্রিয়কে চেষ্টা করিলাম আমি তাহাকে চেষ্টা করিলাম
২ কিন্তু পাইলাম না। এখন আমি উঠিয়া আপন
প্রাণের প্রিয়কে চেষ্টা করিব আমি রাস্তাতে ও বড়

* অর্থাৎ অন্ধকার।—

পাথ নগর ভ্রমন করিয়া তাহাকে চেষ্টা করিলাম
৩ কিন্তু পাইলাম না। সহরে ভ্রমনকারিচৌকি
দারেরা আমাকে পাইল তাহারদিগকে আমি কহি
লাম তোমরা আমার প্রানপ্রিয়কে কি দেখিয়াছ?
৪ আমি তাহারদেরহইতে অল্প পথ ছাড়াইয়া যাবা
মাত্র আপন প্রানপ্রিয়াকে পাইলাম তাহাতে আমি
আপন মায়ের ঘরে অর্থাৎ আপন জননীর অন্তঃ
পুরে যে পর্য্যন্ত তাহাকে না আনিলাম সে পর্য্যন্ত
৫ তাহাকে ছাড়িলাম না। হে য়িরোশলমের
কন্যারা মাঠের কালসারেরদের ও হরিনেরদের নাম
লইয়া আমি তোমারদিগকে কিরা করাই আমার
প্রিয়ের ইচ্ছার পুর্ব্বে তাহাকে ওঠাইও না এবং জা
গাইও না।—

৬ মর ও লবান ও বনিকের বিক্রীত সর্ব্ব প্রকার চূর্ন
দ্রব্যেতে সুগন্ধীকৃত ধুঁয়ার স্তম্ভের ন্যায় বন হইতে
আনীত যে এই সে কে?।—

৭ দেখ শলমনের চতুর্দ্দোল এই তাহার চতুর্দ্দিগে
ছয়শত বলবন লোক অর্থাৎ য়িশরালের বলবান
৮ লোক। ইহারা সকল তলোয়ারধারী যুদ্ধেতে বিজ্ঞ
রাত্রিতে যে ভয় সে ভয় প্রযুক্ত প্রতি জন ঊরুতে
তলোয়ার বাঁধা হইয়া থাকে।—

৯ শলমন রাজা লবানন বনের কাষ্ঠের এক চতুর্দ্দোল
১০ আপনার কারন নির্ম্মান করিলেন। তাহার স্তম্ভ
রূপার তাহার আসন স্বর্নের তাহার পরদা বাঙনিয়া
রঙ্গের করিলেন তাহার আসন য়িরোশলমের
কন্যারদের হস্তকৃত প্রেমেতে বিস্তীর্ন ছিল।—

১১ হে সীয়োনের কন্যারা বাহিরে যাইয়া আপন বিবাহ
দিনে অথচ মনের আনন্দের দিনে আপন মাতা
কর্ত্তৃক মুকুটেতে বিভূষিত শলমন রাজাকে দেখ।
পর্ব্ব হে আমার প্রিয়া তুমি সুন্দরী তুমি পরম সুন্দরী
৪ তোমার ঘোমটার মধ্যে যে তোমার চক্ষু সেই কপো
তের চক্ষুর ন্যায়। গিলয়াদ্‌হইতে আসিতেছে যে
কোন ছাগলের পাল তাহার ন্যায় তোমার কেশ।
২ সুন্দররূপে লোম কাটা অথচ ধোয়ানহইতে আসি
তেছে অথচ প্রত্যেকের গর্ব্ভস্থ যোড়া বাচ্চা ও তাহার
দের মধ্যে বন্ধ্যা একও নাই এমন মেষপালের
৩ ন্যায় তোমার দন্ত। সিঁদূরীয় বর্ণ সূতার মত
তোমার ওষ্ঠ তোমার বাক্য সুন্দর তোমার ঘোমটার
৪ মধ্যস্থিত গাল দাড়িম্বের এক টুকের ন্যায়। অস্ত্রা
গারের কারন নির্ম্মিত যাহাতে এক সহস্র ঢাল ঝুলিয়া
থাকে সেই সকল বলবান লোকেরদের ঢাল এমন
৫ যে দাঊদের গড় তাহার মত তোমার গলা। শোশ
নের মধ্যে ভোজনকারী যুগল বাচ্চা কালসারের ন্যায়
৬ তোমার দুই স্তন। যে পর্য্যন্ত প্রত্যুষ না হয় ও
ছায়া সকল না পলায় সে পর্য্যন্ত মরের পর্ব্বত
এবং লবান গিরিতে আমি যাইব।—
৭ হে আমার প্রিয় তুমি পরম সুন্দরী তোমার কোন
৮ খুঁত নাই। হে আমার ভার্য্যা লবানানহইতে আমার
কাছে আইস লবাননহইতে আমার কাছে আইস
আমানার শৃঙ্গ এবং হারমোন ও শনিরের শৃঙ্গহইতে
এবং সিংহেরদের বাসাহইতে ও ব্যাঘ্রেরদের পর্ব্বত

৯ হইতে দেও। হে আমার ভগিনীর ন্যায় মান্যা হে আ
মার ভার্য্যা তোমার এক চক্ষুতে এবং তোমার গলার
এক অলঙ্কারেতে তুমি আমার মনকে হরণ করিয়াছ।
১০ হে আমার ভগিনীর ন্যায় মান্যা হে আমার ভার্য্যা
তোমার প্রেম কেমন সুন্দর তোমার প্রেম দ্রাক্ষা রস
হইতেও ভাল তোমার তৈলের গন্ধ সকল সুগন্ধ
১১ দ্রব্যহইতেও ভাল। মৌচাকের ন্যায় তোমার ওষ্ঠাধর
হইতে মধু পড়ে এবং তোমার জিহ্বার নীচে মধু
এবং দুগ্ধ এবং তোমার বস্ত্রের গন্ধ লবানোনের
১২ গন্ধের মত। প্রাচীরেতে বেষ্টিত এক উদ্যান বন্ধ
এক উনুই ও মহর দেওয়া এক কূপের মত আমার
১৩ ভগিনী ন্যায় মান্যা অথচ আমার ভার্য্যা। তোমার
মধ্যে যে গাছ সকল সে দাড়িম্ব ও সকল উত্তম
ফলের বৃক্ষ ও কর্পূরের সহিত ও জটামাংসী।
১৪ জটামাংসীর সহিত কেশর লবানের সকল বৃক্ষের
সহিত বচের দারুচিনী সকল উত্তম সুগন্ধী দ্রব্যের
১৫ সহিত ও মর ও অগুরু। উদ্যানের মধ্যস্থিত
উনুই অমৃতের জলের কূপ এবং লবানোনহইতে নির্গত
১৬ স্রোত। সুগন্ধি দ্রব্যের আমোদ বাহির হয় এই
জন্যে হে উত্তর বায়ু উঠ হে দক্ষিণ বায়ু আইস
আমার উদ্যানে বহ আমার প্রিয় আপন উদ্যানে
আইসুক এবং আপন উত্তম ফল ভোজন করুক।

পর্ব্ব ৫ হে আমার ভগিনীর ন্যায় মান্যা হে আমার ভার্য্যা
আমি আপন উদ্যানে আসিয়াছি আমি আপন
মসলা সুদ্ধ মর চয়ন করিয়াছি। আমি মধুচাকসু

আপন মধু খাইয়াছি আমি আপন দুগ্ধ মিশ্রিত দ্রাক্ষা
রস পান করিয়াছি হে বন্ধুরা তোমরা খাও হে প্রিয়েরা
তোমরা যথেষ্ট পান কর।
২ আমি নিদ্রিত ছিলাম বটে কিন্তু আমার মন
জাগ্রত ছিল। হে আমার ভগিনীর ন্যায় মান্যা
আমার প্রিয়া আমার কপোতী আমার সম্পূর্ণ সুন্দরী
তুমি দ্বার খুল কেননা আমার মাথা শিশিরেতে পূর্ণ
আমার কেশ রাত্রি জাত কণাতে পূর্ণ এই হাক্কাবাদী
৩ দ্বারে ঘা মারা আমার প্রিয়ের শব্দ এই। আমি
বস্ত্র খুলিয়াছি তাহা কেমন করিয়া পুনর্ব্বার পরিব?
আমি আপন পা ধুইয়াছি তাহা কেমন করিয়া
৪ পুনর্ব্বার মলা করিব?। আমার প্রিয় এক ছিদ্রেতে
হাত দিলেন আমার মন তাহাকে বড় দয়া করিল।
৫ আমার প্রিয়ের কারণ দ্বার খুলিতে আমি উঠিলাম
এবং আমার হাত সুগন্ধি মর চুয়াইল দ্বারের
কুলুপের হাতালের উপরেও আমার অঙ্গুলি দ্রব মর
৬ চুয়াইল। আমার প্রিয়ের কারণ আমি দ্বার
খুলিলাম কিন্তু আমার প্রিয় স্থানান্তরে হইয়া
গিয়াছিলেন তাহার কথাতে আমার প্রাণ উড়িয়া
গেল আমি তাহাকে চেষ্টা করিলাম কিন্তু পাইলাম
না আমি তাহাকে ডাকিলাম কিন্তু তিনি উত্তর
৭ দিলেন না। নগর ভ্রমণকারি চৌকিদারেরা আমাকে
পাইল তাহারা আমাকে মারিল এবং হনন করিল
দেওয়ালের চৌকিদারেরা আমার ঘোমটা কাড়িয়া

১২ মিক্দকের উদ্যানে যাইব। অকস্মাৎ আমার মন
অম্মিনদবের রথের ন্যায় আমাকে করিল।
১৩ হে শলিমা ফিরহ আমরা তোমাকে দেখি এ
নিমিত্তে ফিরহ।

শলিমাতে কি দেখিবা?।

যেমন দুই সৈন্য তেমন।

৭ পর্ব্ব হে রাজকন্যা জুতাতে তোমার পা কেমন সুন্দর
১ জ্ঞানী কারিগরির হস্তেতে কৃত প্রস্তুত মনির মত তোমার
২ কোমরের জিঞ্জির যাহাতে মিশ্রিত দ্রাক্ষা রস কমি নাই
এমন এক গোল পাত্রের ন্যায় তোমার উদর রাশি শোশন
ফুলেতে বেষ্টিত গোমের রাশির ন্যায় তোমার
৩ শরীর তোমার স্তন হরিণের যুগ্ম বাচ্চার ন্যায়
৪ তোমার গলা হস্তির দন্তের গড়ের ন্যায় বাতরাবিমের
দ্বারের নিকটস্থ হিশ্বনের পুষ্করিণীর মত তোমার চক্ষু
দামেশকের দিগ্দর্শী লবাননের গড়ের মত তোমার
৫ নাশিকা তোমার উপরিস্থ মস্তক কারমেলের মত
তোমার মাথার চুল আরগমনের * মত।

রাজা বালাখানায় বন্ধ আছেন।

৬ হে প্রিয়া তুমি সন্তোষের কারণ কেমন সুন্দরী ও
৭ কেমন আনন্দ দায়িকা। তোমার দীর্ঘত্ব তাল গাছের
৮ মত এবং তোমার স্তন ফলের থলুয়ার ন্যায়। আমি
কহিয়াছি আমি তাল বৃক্ষের কাছে যাইব তাহার
ডাগুড়া ধরিব এখন তোমার স্তন দ্রাক্ষা ফলের থলুয়ার

---

* অর্থাৎ দ্রব্য বিশেষ।

মত হবে ও আমার নাকের গন্ধ তামীর ফলের মত
৯ হবে। যাহারা যাথার্থেতে আমার প্রিয় তাহারদের
কাছে প্রেরিত এবং নিদ্রিত লোকেরদের ওষ্ঠাধরকে
কথা কহায় এমন দ্রাক্ষারসের ন্যায় তোমার তালুয়া।
১০ আমি আমার প্রিয়ের ও আমার প্রতি তাহার ইচ্ছা।
১১ হে আমার প্রিয় আইস আমরা মাটে যাই আমরা
১২ নগরে প্রবাস করি তাহাতে আমরা দ্রাক্ষা ক্ষেত্রে
যাইতে প্রস্তুত হইব। দ্রাক্ষা লতা পল্লব করে কি
না ক্ষুদ্র ফল হয় কি না ও দাড়িম্বের ফুল ফুটিয়াছে
কি না ইহা আমরা দেখিব সেখানে আমার প্রেম
১৩ তোমাকে দিব। দুদাইম ফল সুগন্ধ করে এবং
হে প্রিয় নূতন পুরাতনাদি যে সকল উত্তম দ্রব্য তো
মার কারণ থুইয়াছি সে সকল আমারদের দ্বারের
উপরে আছে।

পর্ব্ব আমার যে সহোদর আমার মাতার স্তন পান
৮ করিল আহা যদি তুমি তাহার মত হইতা তাহা হইলে
তোমাকে রাস্তাতে আমি পাইয়া চুম্বন করিতাম কিন্তু
২ নিন্দিতা হইতাম না। আমি তোমার পথ দেখাইতাম
ও যিনি আমাকে শিক্ষা করাইবেন এমন আপন
মাতার ঘরে তোমাকে আনিতাম আমি তোমাকে
উত্তম দ্রাক্ষা রস পান করাইতাম এবং দাড়িম্বের
মিঠা রস দিতাম।
৩ তাহার বাম হাত আমার মাথার নীচে থাকে ও
৪ তাহার দক্ষিণ হাত আমাকে আলিঙ্গন করে। হে
যিরোশালমের কন্যারা আমি তোমারদিগকে দিব্য

করিই তাহার ইচ্ছার পূর্ব্বে আমার প্রিয়কে কেন উঠাইবা কেন জাগাইবা?।—

৫ আপন প্রিয়ের উপরে ভর দিয়া বনহইতে আসিতেছে যে সে কে?।—

আমি আমীর বৃক্ষের তলে তোমাকে উঠাইলাম সেখানে তোমার জননী তোমাকে বাগ্দান করিল যিনি তোমাকে গর্ব্ভধারণ করিয়াছিল তিনি সেখানে তোমাকে বাগ্দান করিল।—

৬ তুমি আপন হৃদয়ে ও বাহুতে মহরের মত আমাকে চাপাও কেননা মৃত্যুহইতেও বলবান প্রেম নরকের মত দুরন্ত আঁগারা ও ইহার অতি জ্বলন্ত

৭ অগ্নি তাহার বাণ। অনেক জল প্রেমকে নিবাইতে পারে না বন্যা তাহা ডুবাইতে পারে না কেহ যদি প্রেমের কারণ আপন ঘরের সকল সম্পদ দিতে চাহে তবে তাহা ষোলয়ানা অবজ্ঞাত হবে।—

৮ যাহার স্তন হয় নাই এমন আমারদের একটি ছোট্ট ভগিনী আছে। আমরা আপনারদের ভগিনীর কারণ তাহার সম্বন্ধের দিনে কি করিব?।—

৯ সে যদি দেয়াল হয় তবে রূপার গুম্বট তাহার উপর গাঁথিব এবং যদি দ্বার হয় তবে আরজ কাষ্ঠের তক্তায় তাহাকে মুড়াইবে।—

১০ আমি দেয়াল এবং আমার স্তন গড়ের মত হয় তখন যে কেহ অনুগ্রহ পায় এমন এক জনের মত আমি তাহার গোচরে ছিলাম।—

১১ বাআলহামোনে শলমন রাজার এক দ্রাক্ষা ক্ষেত্র

ছিল তিনি সে দ্রাক্ষা ক্ষেত্র রক্ষকেরদের কাছে
সমর্পন করিলেন এবং জন তাঁহার ফলের কারণ
রুপার সহস্র থান দিবে।—
১২ আমার আপনার দ্রাক্ষা ক্ষেত্র আমার সম্মুখে
আছে হে শলমন তোমাকে এক সহস্র দত্ত হবে
এবং ফলের রক্ষকেরদিগকে দুই শত দত্ত হবে।—
১৩ হে উদ্যান বাসী তোমার রব সখারা শুনে আমাকে
তাহা শুনিতে দিও।—
১৪ হে আমার প্রিয় শীঘ্র কর এবং বত্তর পর্ব্বতের
উপরে কালসারের কিম্বা হরিনের বাচ্চার মত হও।

This book is due two weeks from the last date stamped below, and if not returned at or before that time a fine of five cents a day will be incurred.

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
0036690350

893.1BO E
3
Bible-O.T.-Tr.-Bengali.
Old testament.

893.1BO E01
3